পুরাণসংগ্র

মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

মহাভারত

দ্রোণ পর্ব্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২নং

চতুর্থবার প্রকাশিত

[illegible] অধ্যয়নে [illegible] ফল, এই দ্রোণ পর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল লাভ হ[illegible] [illegible]
[illegible] বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে [illegible] বা
শ্রবণ করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ
[illegible] পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফল লাভ, ক্ষত্রিয়গণের ঘোরসংগ্রামে
ও শূদ্রের ধন পুত্রাদি অভিলষিত বিষয় লাভ হয়, স[illegible]

কলিকাতা

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২ নং বাটী

শ্রীহরিদাস মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

ভূমিকা।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্ব, দ্রোণাভিষেক, সংশপ্তক বধ, অভিমন্যু বধ, প্রতিজ্ঞা, জয়দ্রথ বধ, ঘটোৎকচ বধ, দ্রোণবধ ও নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ এই কয়েকটি পর্ব্বে বিভক্ত। ক্ষত্রিয়প্রধান কুরু সেনাপতি ভীষ্ম শর শয্যায় শয়ান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাবীর দ্রোণ পাঁচ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় বহুল বল ও ভূপালগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে সাতিশয় বিষণ্ণ ও অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। তিনি কৌরব পাণ্ডব ও অন্যান্য ভূপালগণকে অস্ত্রবিদ্যায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য তৎকালে আর কেহই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিল না। অর্জ্জুন প্রভৃতি কয়েকটি মহাবীরই তাঁহার গুণগরিমার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের যুদ্ধপ্রণালী কিরূপ এবং তাঁহারা কিরূপ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেন, দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলে, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। তৎকালে যেরূপ কৌশলে ব্যূহ প্রস্তুত হইত, তাহা আজিও অনেক ইউরোপীয় সুসভ্য সেনাপতিদিগের নিতান্ত বিস্ময়াবহ হইয়া থাকে। মহাবীর আলেক্জাণ্ডর ব্যূহ রচনার অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান এবং তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া এখনও ইউরোপ ও অন্যান্য দেশবাসীরা ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত ব্যূহ নিরীক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ হইতেই ঐ সমুদায় পরিগৃহীত হইয়া কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত, কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত ও কোন কোন অংশ অবিকল নীত হইয়াছে। যাহা হউক, পূর্ব্বতন হিন্দুরা যে সর্ব্বাগ্রে ব্যূহ রচনার নিয়ম পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে লোকের সত্যের উপর কতদূর নির্ভর ছিল এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি জনসমাজে কিরূপ অনাদৃত হইতেন, এই দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলে তাহা সবিশেষ বিদিত হওয়া যায়। ফলতঃ যিনি জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন, এই দ্রোণপর্ব্বই তাঁহার

পাঠ্য এবং যিনি যুদ্ধকৌশল অবগত হইবেন, এই দ্রোণপর্ব্বই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। মহাকবি ব্যাস সুকৌশলে এই দুইটি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-গণ যুদ্ধকালে পিতা পুত্র বা ভ্রাতৃগণকে সম্মুখে নিহত দর্শন করিয়াও, কিরূপ অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিতেন, এই দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীকালিপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম,

১৭৮৫ শক।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্বের সূচিপত্র

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্বের সূচিপত্র।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্বের সূচিপত্র

দ্রোণপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত

দ্রোণপর্ব্ব।

দ্রোণাভিষেক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্! সত্ব, ওজস্বিতা, বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে অদ্বিতীয়, ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথিগণের সাহায্যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য ভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্দ্ধরগণের কেতু স্বরূপ সেই ভীষ্ম নিহত হইলে তিনিই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণে চিন্তা ও শোকে এরূপ আকুল হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া অনবরত সেই দুঃখই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রজনী সমুপস্থিত হইল। সঞ্জয়ও শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন করিলেন। পুত্রগণের জয়ার্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ অবধি বিষণ্ণহৃদয় হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, সঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! কালপ্রেরিত কৌরবগণ ভীমপরাক্রম মহাত্মা ভীষ্মের নিধনে শোকসাগরে মগ্ন হইয়া কি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভূপালগণই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাত্মা পাণ্ডবগণের সমুদ্ধত সেনা সকল ভুবনত্রয়েরও ভয় উৎপাদন করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্যমনে শ্রবণ করুন সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পৃথক পৃথক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কৌরবগণ বিস্ময় ও পাণ্ডবগণ হর্ষ সহকারে ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে পিতামহকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরজালে তাঁহার উপাধান সমেত শয্যা প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং পরস্পর সম্ভাষণ ও ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে প্রদক্ষিণ করিয়া কালপ্রেরিত হইয়া কোপলোহিতলোচনে পরস্পর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ তূর্য্য ও ভেরী নিনাদ সহকারে বহির্গত হইল। পর দিন প্রভাতে কৌরবগণ অমর্ষপরবশ ও কালোপহত মানস হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের হিতকর বাক্যে অনাদর করিয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মৃত্যু কর্ত্তৃক আহূত কৌরব ও ভূপালগণ আপনার ও দুর্য্যোধনের অজ্ঞানতার এবং ভীষ্মের বধে শ্বাপদ সঙ্কুল বনে অশরণ অজ ও মেষ সমূহের ন্যায় নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া উঠিলেন। যেমন মহার্ণবে চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীর্ণ নৌকারে আহত করে, সেই রূপ মহাবীর পাণ্ডবগণ, নক্ষত্রবিহীন দ্যুলোকের ন্যায়, বায়ু হীন আকাশের ন্যায়, শস্যশূন্য পৃথিবীর ন্যায়, সংস্কারহীন বাক্যের ন্যায়, বলিহীন অসুর সেনার ন্যায় বিধবা বরবর্ণিনীর ন্যায়, শুষ্কতোয়া তরঙ্গিণীর ন্যায়, বৃকগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ ও হতযূথপ মৃগীর ন্যায়, শরভ কর্ত্তৃক হতসিংহ গিরিকন্দরের ন্যায়, ভীষ্ম হীন সেই ভারতী সেনাকে নির্ভর নিপীড়িত করিয়াছিলেন। সেই সেনার অন্তর্গত অশ্ব, রথ ও গজ সকল ব্যাকুল, অধি

কাশই বিপন্ন, এবং সকলেই দীন ও ভীত হইয়াছিল, এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন ভূপাল ও সৈনিকগণ ভীষ্ম ব্যতিরেকে যেন পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ভীষ্ম সদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু অতিথির প্রতি ও আপদগ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতিই ধাবমান হইল। তখন পার্থিবগণ সূতপুত্র কর্ণকে আপনাদের হিতকারী মনে করিয়া কর্ণ! কর্ণ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই, অতএব অবিলম্বে তাঁহাকেই আহ্বান কর। মহাবাহু কর্ণ দুই রথীর তুল্য, রথাতিরথগণের অগ্রগণ্য, শূরগণের সম্মত এবং যম, কুবের বরুণ ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ, তথাপি ভীষ্ম বলবিক্রমশালী রথিগণের গণনা সময়ে তাঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন, তিনি সেই ক্রোধে ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না। মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণ তোমার হস্তে নিহত হইলে, আমি দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞা লইয়া অরণ্যে গমন করিব, অথবা তুমি পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে আমি এক রথে তোমার অভিমত রথিগণকে সংহার করিব। এই কথা বলিয়া মহাযশা কর্ণ, দুর্য্যোধনের সম্মতিক্রমে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। অমিত বিক্রম ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি নিহত হইলে যেমন তিতীর্ষু ব্যক্তি ভেলককে স্মরণ করে, সেইরূপ আপনার পুত্রগণ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। আপনার পুত্র, সৈন্য ও ভূপালগণ, হা কর্ণ! এই সমুচিত সময়, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, কর্ণ অস্ত্রে পরশুরামের শিক্ষিত ও দুর্নিবার্য্য পরাক্রম, এই নিমিত্ত যেমন বিপদকালে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ আমাদিগের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। যেমন গোবিন্দ দেবগণকে নিরন্তর মহাভয় হইতে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

সঞ্জয় এইরূপ পুনঃ পুনঃ কর্ণের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় ধৃতরাষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমরা সকলে নিতান্ত কাতর ও একান্ত ত্রস্ত হইয়া যে কর্ণকে স্মরণ এবং তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে তাহা ত তিনি মিথ্যা করেন নাই? কৌরবগণের আশ্রয় ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, শরীরত্যাগশীল, সত্যবিক্রম, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কর্ণ ত তাহা পূরণ করিয়াছিলেন? তিনি শত্রুগণকে ভীত ও আমার পুত্রগণের জয়াশা সফল করিতে ত পরাঙ্মুখ হন নাই?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহাবীর কর্ণ অগাধ সলিলনিমগ্ন নৌকা সদৃশ কৌরব সৈন্যগণকে সহোদরের ন্যায় উদ্ধার করিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি বিপদগ্রস্ত কৌরব সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! চন্দ্রমা যেমন নিরন্তর শশচিহ্নে অঙ্কিত, সেইরূপ যিনি ধৃতি বুদ্ধি, পরাক্রম, ওজস্বিতা, সত্য, দম, সমুদায় বীরগুণ, দিব্য অস্ত্র নম্রতা হ্রী, প্রিয়বাদিতা ও কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলঙ্কৃত এবং দ্বিজগণের শত্রু নিপাতন সেই ভীষ্ম যদি বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তবে এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সমুদয় যোদ্ধাই নিহত হইয়াছেন। যখন মহাব্রত ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, তখন কালি যে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; অতএব কর্ম্মের নিয়ম সম্বন্ধনিবন্ধন ইহলোকে কোন বস্তুই অবিনাশী নয়। বসুর ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন, ও বসুতেজে সমুৎপন্ন ভীষ্ম বসুগণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ ও এই সকল সৈন্যের নিমিত্ত শোক কর। মহাপ্রভাব ভীষ্ম নিপাতিত ও কৌরবগণ পরাজিত হইলে, কর্ণ দুর্ম্মনা হইয়া গলদশ্রু লোচনে সাতিশয় আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন! আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদিগের নয়ন হইতে চীৎকারের অনুরূপ শোকজল বিগলিত হইতে লাগিল।

পুনর্ব্বার মহাযুদ্ধ আরব্ধ হইলে সৈন্যগণ পার্থিবগণের নিয়োগানুসারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহারথশ্রেষ্ঠ কর্ণ অহ্লাদকর বাক্যে রথিগণকে কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এই অনিত্য জগতে সকলই নিরন্তর মৃত্যুমুখে

ধাবমান হইতেছে চিন্তা করিয়া আমি সকলকেই অস্থায়ী দেখিতেছি, দেখুন। আপনারা বিদ্যমান থাকিতেও গিরিসদৃশ কুরুপ্রধান ভীষ্ম কি প্রকারে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম ভূতলে পাতিত হইয়া গগনপতিত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন; সৈন্যগণ নির্ভর নিপীড়িত হইয়াছে; শত্রুগণ তাহাদিগের উৎসাহ বিনষ্ট করিয়াছে; তাহারা একবারে অনাথ হইয়া রহিয়াছে; এসময়ে অন্য পার্থিবগণ ধনঞ্জয়কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; বৃক্ষগণ কি পর্ব্বতবাহি সমীরণের বেগ সহ্য করিতে পারে? অতএব আমি মহাত্মা ভীষ্মের ন্যায় সমরে এই কুরু সৈন্যকে পরিপালন করিব। এক্ষণে আমার প্রতি ঈদৃশ ভার সমর্পিত হইল এই জগৎ অনিত্য বোধ হইতেছে এবং রণবীর ভীষ্ম নিপাতিত হইয়াছে, অতএব কি নিমিত্তই বা আমার ভয় না হইবে। সে যাহা হউক, আমি এই মহাযুদ্ধে বিচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া জগতে যশই পরমধন এই ভাবিয়া অবস্থান করিব অথবা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও উৎসাহ সম্পন্ন; বৃকোদর শত মাতঙ্গ তুল্য বিক্রমশালী; অর্জ্জুন দেবরাজের আত্মজ ও যুবা, অতএব পাণ্ডব সৈন্যগণকে জয় করা অমরগণেরও অনায়াসসাধ্য নয়। যমোপম যমজ নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকি সমেত দেবকীসুত যে সৈন্যে আছেন, তাহা কৃতান্তের মুখ স্বরূপ, কোন কাপুরুষই তাহার সম্মুখীন হইতে বা নিবৃত্ত হইতে পারিবে না, মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারাই অত্যুগ্র তপস্যা নিবারিত করেন এবং বল দ্বারাই বলকে প্রতিহত করিয়া থাকেন।

সূত। আমার মন শত্রু নিবারণে ও স্বপক্ষ সংরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। আজি আমি শত্রুগণের প্রভাব প্রতিহত করিয়া গমন মাত্র তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মিত্রদ্রোহ আমার সহ্য হয় না, সৈন্য ভগ্ন হইলে যিনি মিলিত হইবেন, তিনিই আমার মিত্র। হয়, আমি এই সৎপুরুষোচিত আর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইব—হয়, সমুদায় শত্রু বিনাশ করিব, না হয় শত্রু হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইব। আমি জানি যে, স্ত্রী ও কুমারগণ ক্রন্দন ও মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিলে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রের পৌরুষ পরাহত হইলে ঐরূপ কার্য্যই আমার কর্ত্তব্য, অতএব আজি রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুগণকে পরাজিত করিব, এই সুঘোর সমরে প্রাণপণে কৌরবগণের রক্ষাপূর্ব্বক সমুদায় শত্রু নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রদান করিব। এক্ষণে সুবর্ণময় মণিরত্নবিভূষিত বিচিত্র কবচ, সূর্য্যপ্রভ শিরস্ত্রাণ, অগ্নি, বিষ, ভুজঙ্গ তুল্য ধনু ও শরাসন এবং ষোড়শ তূণীরবন্ধন করিয়া দাও; দিব্য ধনু, শর, মহতী গদা ও স্বর্ণখচিত শঙ্খ আহরণ কর; এই সুবর্ণময়ী নাগকক্ষা ও ইন্দীবরপ্রভা সম্পন্ন দিব্য ধ্বজ সূক্ষ্ম বস্ত্রে মার্জ্জিত করিয়া জলসমবেত বিচিত্র মালার সহিত আনয়ন কর; আরও কতকগুলি শ্বেতাভ্রসঙ্কাশ হৃষ্ট পুষ্ট অশ্ব মন্ত্রপূত জলে স্নান করাইয়া তপ্ত কাঞ্চনভূষণে ভূষিত করিয়া অনতিবিলম্বে আনয়ন কর; হেমমালা ও চন্দ্র সূর্য্যসদৃশ রত্নসমূহে বিভূষিত, সমরোচিত উপকরণসম্পন্ন, বাহন সংযোজিত রথ শীঘ্র আবর্ত্তিত কর, বেগসহ বিচিত্র চাপ, শত্রুসংহারোপযোগী উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড তূণীর ও গাত্রাবরণ সকল সজ্জিত কর; প্রস্থানকালোচিত কাংস্য ও হেমঘট দধি পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন কর; মালা আনয়ন করিয়া অঙ্গে বন্ধন কর এবং জয়ভেরী সকল বাদ্য কর।

হে সূত! যে স্থানে অর্জ্জুন, বৃকোদর, যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব আছে, শীঘ্র তথায় গমন কর, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইয়া ভীষ্মের সহিত মিলিত হইব। যে সৈন্যে সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, সাত্যকি, বাসুদেব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তাহা জয় করা ভূপালগণের সাধ্যায়ত্ত নয়। যদি সর্ব্বসংহারকর্ত্তা কৃতান্ত অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি তাহারে বিনাশ করিব, অথবা ভীষ্মের পথ দিয়া যমসমীপে উপস্থিত হইব। এক্ষণে আমি সেই সৈন্যগণের মধ্যে অবশ্যই গমন করিব; আমার এই সকল সহায় মিত্রদ্রোহী, ভক্তিবিহীন বা পাপাত্মা নন।

অনন্তর সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্নখচিত রথ সুসজ্জিত এবং পতাকা ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ অশ্ব সকল সংযোজিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে পূজা করিয়া থাকেন সেইরূপ কুরুগণ মহাত্মা কর্ণকে সৎকার করিলেন। হুতাশনপ্রভ কর্ণ অনল সদৃশ মেঘস্বন রথে আরোহণ করিয়া বিমানারূঢ় বাসবের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্থানে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহারাজ! অগাধজলনিমগ্নদিগের দ্বীপ স্বরূপ, সৈন্য ও ধনুর্দ্ধরগণের চিহ্ন স্বরূপ, শত্রুসৈন্যগণের মোহনস্বরূপ, মহাবীর ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভীষ্ম মহাবাতসমূহে শোষিত সমুদ্রের ন্যায়, ইন্দ্রকর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত দুঃসহ মৈনাকের ন্যায়, আকাশচ্যুত আদিত্যের ন্যায় বৃত্রাসুরকর্ত্তৃক পরাজিত ইন্দ্রের ন্যায়, সব্যসাচীর দিব্যাস্ত্রজালে নিপাতিত, যমুনাপ্রবাহ তুল্য শরসমূহে সমাচ্ছন্ন ও শরশয্যাগত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রগণের সুখ ও জয়াশা বর্ম্মের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাষ্পাকুললোচন হইয়া তাঁহার নিকট পদব্রজে গমন করিলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার মঙ্গল হউক; আমি কর্ণ, পবিত্র বাক্যে সম্ভাষণও নয়ন উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ, তথাপি যখন আহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ ইহলোকে পুণ্যের ফলভোগ করিতে পায় না। কুরুগণের মধ্যে কোষবৃদ্ধি, মন্ত্রণা, ব্যূহ রচনা ও অস্ত্র প্রয়োগ কুশল আর কেহই নাই। যে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ভীষ্ম বহুবিধ যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া কৌরবদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেন, তিনি পিতৃলোকে গমন করিবেন, অতএব যেমন ব্যাঘ্রগণ মৃগক্ষয় করে, আজি অবধি পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ ক্ষয় করিবেন। আজি গাণ্ডীবঘোষের বীর্য্যজ্ঞ কৌরবগণ বজ্রপাণি হইতে অসুরগণের ন্যায় অর্জ্জুন হইতে ভয়বিহ্বল হইবেন; আজি অশনিধ্বনি সদৃশ, গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত শরনিকরের শব্দ কৌরব ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে বিত্রাসিত করিবে, যেমন প্রজ্বলিত মহাজ্বাল হুতাশন দ্রুমরাজি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ কিরীটীর শরসমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবে। ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ও বাসুদেব বায়ুর ন্যায়, বায়ু ও অগ্নি যে যে স্থানে গমন করে তত্রত্য সমুদায় তৃণ গুল্ম ও দ্রুম দগ্ধ হইয়া যায়।

হে বীর! সমুদায় সৈন্য পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীবের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি না থাকিলে পার্থিবগণ উৎপতিত ও অমিত্রকর্ষী কপিধ্বজ রথের শব্দ সহ্য করিতে পারিবেন না। মনীষীগণ যাহার দিব্য কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি মহাত্মা ত্র্যম্বকের সহিত অমানুষ সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিকট আকৃতাত্মাগণের দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন, বাসুদেব যাহারে রক্ষা করেন, আপনি ব্যতীত কোন্ রাজা সেই সমরশ্লাঘী ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ বা তাঁহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন? আপনি ক্ষত্রিয়াস্তকারী, দেবদানব পূজিত ভীষণ পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া অস্ত্রবলে আশীবিষ সদৃশ দৃষ্টিহর রণদক্ষ পাণ্ডবকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

পিতামহ ভীষ্ম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে দেশকালোচিত বাক্যে কহিলেন, হে কর্ণ! যেমন সমুদ্র সমুদায় নদীর, দিবাকর সমুদয় জ্যোতির, সাধুগণ সত্যের, উর্ব্বরা ভূমি সমুদায় বীজের ও পর্জ্জন্য সমুদয় প্রাণিগণের অবলম্বন, সেইরূপ তুমি সুহৃদগণের আশ্রয়; অমরগণ যেমন পুরন্দরের অনুজীবী, বান্ধবগণ সেইরূপ তোমার অনুজীবী হউন। তুমি শত্রুগণের মনোহরণ কর এবং বিষ্ণু যেমন দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন; তুমি সেইরূপ মিত্রগণের ও কৌরবগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর। তুমি দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষে নিজ বাহুবলে রাজপুরে গমন করিয়া কাম্বোজগণ, গিরিব্রজগত নগ্নজিৎ প্রভৃতি ভূপালগণ, অম্বষ্ঠ, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাহ্লীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয়দুর্গস্থ রণনিষ্ঠুর কিরাতগণকে দুর্য্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে সবান্ধব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও কৌরবগণের আশ্রয় হও। আমি কল্যাণ বাক্যে কহিতেছি, তুমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর, কৌরবগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া দুর্য্যোধনকে জয়শীল কর। দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমি আমাদিগের পৌত্রসদৃশ, আমরা অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় দুর্য্যোধনের অধিকৃত। মনীষিগণ সাধুদিগের পরস্পর সহবাসকে যোনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, তোমার সহিত কৌরবগণের সেইরূপ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, অতএব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও মমতাসহকারে কৌরব সৈন্যগণকে পরিপালন কর।

কর্ণ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের সমীপে গমন এবং অতি প্রশস্ত সেনাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ত্র শস্ত্রে উরস্ত্রাণে সুশোভিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ মহাবাহু কর্ণকে সেনাগণের অগ্রসর ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও বিবিধ শরাসন শব্দে তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কর্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি সৈন্যগণকে রক্ষা করাতে তাহাদিগকে সনাথ বোধ হইতেছে, কিন্তু যাহা ক্ষমতার আয়ত্ত ও হিতকর, তাহা অবধারণ কর।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি প্রাজ্ঞতম রাজা, অতএব কি করিতে হইবে, আপনিই বলুন; রাজা স্বয়ং যেরূপ কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ করেন, অন্য ব্যক্তি সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। ভূপালগণ আপনার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; বোধ হইতেছে, আপনি অন্যায্য বাক্য কহিবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম, ও শাস্ত্র সম্পন্ন এবং যোদ্ধাগণ পরিবৃত ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া আমার শত্রুগণকে বিনাশ করত দশ দিন রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুরলোক আশ্রয় করিয়াছেন; এক্ষণে সেনাপতি মনোনীত কর। যেমন কর্ণহীন নৌকা সলিলে ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ নায়কহীন সেনা যুদ্ধে মুহূর্ত্ত মাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। সেনাপতি না থাকিলে সেনাগণ কর্ণধার হীন নৌকার ন্যায়, সারথি হীন রথের ন্যায় যথেচ্ছা গমন করিয়া থাকে। যেমন দেশানভিজ্ঞ সার্থ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে, সেইরূপ নায়ক হীন সেনা সর্ব্ব প্রকার দোষ প্রাপ্ত হয়, অতএব মদীয় মহাত্মাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভীষ্মের পর সেনাপতি হইতে পারেন, তুমি পরীক্ষা কর। তুমি যাহারে সেনাপতি পদের উপযুক্ত বোধ করিবে, আমরা সকলে তাঁহারেই সেনাপতি করিব।

কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! এই মহাত্মাগণ কুলজ্ঞ, সমরজ্ঞ, মহাবল পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান, উপযুক্ত, কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ; অতএব ইঁহারা সকলেই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেই এক কালে সেনাপতি হইতে পারেন না; অতএব যিনি বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত, তাঁহারেই সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইঁহারা সকলেই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; ইঁহাদের মধ্যে এক জনকে সৎকার করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষুণ্ণ হইবেন, হিতৈষী হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। এই নিমিত্ত সকল যোদ্ধার আচার্য্য, স্থবির, ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভারদ্বাজকেই সেনাপতি করা উচিত। শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে আর কে সেনাপতি হইবে? আপনার ভূপালগণের মধ্যে এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, দ্রোণাচার্য্য সমরে গমন করিলে তাঁহার অনুগমন না করিবেন। দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠ, শস্ত্রধরগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ ও আপনার গুরু, অতএব অমরগণ যেমন অসুর জয়ের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শীঘ্র দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনামধ্যগত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অধৃষ্যতা, অর্থজ্ঞান, নীতি, জয় তপস্যা ও কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন আপনি সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ; ভূপালগণের মধ্যে আর কেহই আপনার সমান উপযুক্ত রক্ষক নাই; অতএব ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা আপনারে সেনাপতি করিয়া অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। যেমন কাপালী রুদ্রগণের, হুতাশন বসুগণের, কুবের যক্ষগণের, বাসব দেবগণের, বশিষ্ঠ বিপ্রগণের, দিবাকর তেজসমূহের, যম পিতৃগণের, বরুণ জলজন্তুগণের, চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের ও শুক্র দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সেইরূপ সেনাপতিগণের প্রধান; অতএব আপনি সেনাপতি হউন। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার অধীন হউক, আপনি ইহাদিগকে প্রতিব্যূহিত করিয়া দানবদল সংহারের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার করুন। আপনি দেবগণের অগ্রগামী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে গমন করুন; আমরা বৃষভের অনুগামী বৃষগণের ন্যায় আপনার অনুগমন করিব। আপনি অগ্রে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিতেছেন, নিরীক্ষণ করিলে অর্জ্জুন প্রহার করিবে না। আপনি যদি সেনাপতি হন, তাহ হইলে আমি যুধিষ্ঠিরকে সবংশে ও সবান্ধবে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে ভূপালগণ সিংহনাদে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিয়া দ্রোণকে জয়বাদ প্রদান করিলেন; সৈনিকগণও মহৎ যশ প্রার্থনায় দুর্য্যোধনকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে কহিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে দুর্য্যোধন! আমি ষড়ঙ্গ বেদ, মানবী অর্থবিদ্যা, শৈব অস্ত্র ও বাণ এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র অবগত আছি, তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাতে যে সকল গুণ আরোপ করিলে, এক্ষণে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু কদাচ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারিব না; সে আমার বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদয় সোমকগণকে বিনাশ ও অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিব; কিন্তু পাণ্ডবগণ হর্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না।

অনন্তর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেনাপতি করিলেন, যেমন কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই রূপ তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভূপতিগণ কর্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। কৌরবগণ বাদিত্রও শঙ্খনাদে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে পুণ্যাহ শব্দে স্বস্তিবাদে সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিগানে, দ্বিজগণের জয় শব্দে এবং সূতগণের নৃত্যে দ্রোণকে সমুচিত সৎকার করিয়া পাণ্ডবগণ পরাজিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণ সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করত সমরাভিলাষে আপনার পুত্রগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ, কলিঙ্গ ও আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহার দক্ষিণপক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শকুনি প্রধান প্রধান অশ্বারোহী ও প্রাসযোধী গান্ধারগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পক্ষ হইলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধানে দ্রোণের বামপক্ষ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কাম্বোজগণ সুদক্ষিণকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শক ও যবনগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রপক্ষ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য মালব, শিবি শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর কিতব, প্রাচ্য এবং দাক্ষিণাত্যগণ দুর্য্যোধন ও কর্ণকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে হর্ষিত করত গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ সেনা সমূহে বল বর্দ্ধন করিয়া সকল ধনুর্দ্ধরের অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহার অতি বৃহৎ প্রদীপ্ত সিংহলাঙ্গুল সূর্য্যসংকাশ মহাকেতু সৈন্যগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে অবলোকন করিয়া কেহই ভীষ্মের বিপদ গণনা করিলেন না; কৌরব ও অন্যান্য রাজাগণ সকলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনেক যোদ্ধা একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডবগণ কর্ণকে অবলোকন করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিবে না; হীনবীর্য্য হীনপরাক্রম পাণ্ডবগণের কথা কি, কর্ণ সবাসব দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারেন। মহাবাহু ভীষ্ম সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কর্ণ তাঁহাদিগকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে বিনষ্ট করিবেন। যোদ্ধাগণ কর্ণের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য আমাদিগের যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম শকটব্যূহ।

যুধিষ্ঠির আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বানরধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া সেই ব্যূহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমুদায় সৈন্যগণের অগ্রগণ্য, ধনুর্দ্ধরগণের তেজ স্বরূপ, অমিততেজা ধনঞ্জয়ের কেতু সৈন্যগণকে সমুজ্জ্বলিত করিল; তাহা দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন প্রলয়কালীন সূর্য্য প্রজ্জ্বলিত হইয়া বসুন্ধরা দগ্ধ করিতেছে। অর্জ্জুন সমুদায় যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, গাণ্ডীব সমুদায় শরাসনের শ্রেষ্ঠ, বাসুদেব সমুদায় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও সুদর্শন সমুদায় চক্রের শ্রেষ্ঠ, শ্বেত হয় সংযুক্ত রথ এই চারি তেজ বহন করিয়া শত্রুগণের সম্মুখে সমুদ্যত কালচক্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল; কৌরবগণের অগ্রসর কর্ণ ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর অর্জ্জুন, ইঁহারা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধপ্রার্থী হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ দ্রোণাচার্য্য সহসা যুদ্ধার্থ গমন করিতে ঘোরতর আর্ত্তনাদে ধরাতল কম্পিত হইয়া উঠিল, কৌশেয় নিকর সদৃশ অবিরল ধূলিপটল বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া দিনকরের সহিত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; অন্তরীক্ষ মেঘশূন্য হইয়াও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র গৃধ্র শ্যেন, কাক ও কঙ্ক সৈন্যের উপর্য্যুপরি পতিত হইতে লাগিল, গোমায়ু অতি ভীষণ নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল, এবং মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পানাভিলাষী বারংবার কৌরব সৈন্যের দক্ষিণ দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল; অতি চঞ্চল দীপ্যমান উল্কা সকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদায় আবৃত করিয়া নির্ঘাত সহকারে সম্পাতিত করিতে লাগিল; বিদ্যুত ও মেঘসঙ্কুল পরিবেশে দিবাকরকে পরিবেষ্টন করিল; কৌরবগণের সেনাপতি গমন করিলে এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নিদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর পরস্পর বধার্থী কৌরব ও পাণ্ডবসেনা শর শব্দে

সমুদায় জগৎ পরিপূরিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কৌরব ও পাণ্ডবগণও জয় প্রত্যাশায় পরস্পর নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য শত শ নিশিত সায়কে সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ শরবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে গ্রহণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য ও পাঞ্চালগণকে সংক্ষোভিত ও ছিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষণমধ্যে ভূরি ভূরি দিব্য অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগত পাঞ্চালগণ বাসবতাড়িত দানবগণের ন্যায় দ্রোণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। দিব্যাস্ত্রবিৎ শৌর্য্যশালী, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণকে বহুধা ছিন্ন ভিন্ন ও তাঁহার শরজাল, নিবারিত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দ্রোণ আপনার ভগ্ন সৈন্য একত্র করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিলেন; যেমন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণের উপর শর বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শরজাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পশুগণ যেমন সিংহের নিকট ছিন্ন ভিন্ন হয়,সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে কম্পমান পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা অতিঅদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্রানুসারে সুসজ্জিত দ্রোণাচার্য্যের রথ আকাশচর নগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, টক সদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল; পতাকা অনিলভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; রথনির্ঘোষ বিনির্গত হইতে লাগিল, অশ্ব সকল পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল; তিনি তখন সেই রথে আরোহণ করিয়া শত্রুসৈন্যগণকে ত্রাসিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য সেই রূপে অশ্ব, সারথি ও হস্তিগণকে সংহার করিতেছেন,দেখিয়া পাণ্ডবগণ ব্যথিত না হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! হে অর্জ্জুন! তোমরা সকলে সতর্ক হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তখন অর্জ্জুন, আনুযাত্রি বর্গসমেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। কেকেয়গণ, ভীমসেন, অভিমন্যু ঘটোৎকচ যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব, মৎস্য, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু ও পাণ্ডবগণের অনুযায়ী অন্যান্য পার্থিবগণ স্ব স্ব কুল বীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ সক্রোধে নেত্রদ্বয় বিবর্ত্তিত করিয়া দেখিলেন,পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ পাণ্ডব সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য, ও মাতঙ্গগণের প্রতি মত্তের ন্যায় ধাবমান হইয়া বৃদ্ধ হইলেও যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগগামী, শ্রান্তিহীন তাঁহার আজানেয় অশ্বগণ স্বভাবতই শোণিতবর্ণ, তাহাতে আবার শোণিতাক্ত হইয়া অধিকতরকান্তি ধারণ করিল।

দ্রোণাচার্য্য অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিতেছেন, দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পুনরায় আবর্ত্তিত হইল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এক একবার দণ্ডায়মান হইয়া রহিল, শূরগণের হর্ষজনন ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন তাহাদিগের নিদারুণ শব্দে সমস্ত মেদিনী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য পুনর্ব্বার আপন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শত শত শরে শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিয়া আপনারে নিতান্ত ভয়ঙ্কর করিলেন; বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায়, কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু সকল ছেদিত ও রথ সকল নির্ম্মনুষ্য করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই হর্ষ শব্দ ও বাণবেগে যোদ্ধাগণ শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার রথঘোষে, মৌর্ব্বী নিষ্পেষণে ও শরাসন শব্দ আকাশে এক মহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল এবং তাঁহার শরাসন হইতে শরনিকর বিনিঃসৃত হইয়া সমুদায় দিক আচ্ছন্ন করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই মহাবেগে কার্ম্মুক সনাথ, অস্ত্রসমূহ প্রজ্জ্বলিত হুতাশন দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের কুঞ্জর, পদাতি ও অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে শোণিত দ্বারা কর্দ্দমিত করিলেন এবং অনবরত একরূপ দিব্যাস্ত্র ও শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, সমুদায় দিকে এবং পদাতি, অশ্ব ও রথে শরজাল ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না, কেবল তাঁহারই কেতু মেঘরাজি বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, নিরীক্ষণ করিলাম।

দিক পরিপূর্ণ হইতেছিল, যাহার ধনু বিদ্যুৎ সদৃশ, রথগুচ্ছ মেঘ তুল্য ও নেমিনির্ঘোষ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায়; যিনি শর শব্দে অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন, যিনি ঘোষ রূপ মেঘ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যিনি মন ও অভিপ্রায়ের ন্যায় গমন করিতে পারেন এবং মর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হন; যিনি অন্তকের ন্যায় মানবগণের শোণিতজলে দশ দিক প্লাবিত করিয়া গৃধ্রপত্র শিলাশিত শরজালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিরে অভিসিক্ত করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন যখন শরসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব হস্তে আগমন করিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি কি গাণ্ডীব শব্দে সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে করিতে তোমাদের অভিমুখীন হইয়াছিলেন? বায়ু যেমন মেঘরাশি ও শরবন ছিন্ন ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় কি সেইরূপ তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ করেন নাই? যিনি সেনাগ্রে অবস্থান করিতেছেন শ্রবণ করিলেই লোকে বিহ্বল হইয়া উঠে, কোন্ মানব সেই গাণ্ডীব ধন্বারে সহ্য করিতে পারে? যে যুদ্ধে সেনাগণ কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল, সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কে কে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করেন নাই ও কোন সকল দুর্ব্বল ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল? কাহারাই বা দেহত্যাগ করিয়াও প্রতিকূল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে? আমার সৈন্যগণ দেবগণেরও জেতা ধনঞ্জয়ের তেজ তাঁহার শ্বেতাশ্বের বেগ ও বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গাণ্ডীবধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ বাসুদেব যে রথে সারথি ও অর্জ্জুন যে রথে রথী, দেবাসুরগণও তাহা পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। সুকুমার, যুবা, শৌর্য্যশালী, দর্শনীয়, মেধাবী, সত্যপরাক্রম নকুল যখন বিপুল নিনাদ সহকারে সমুদায় সৈন্য ব্যথিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন কোন সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? শ্বেতাশ্ব, আর্য্যব্রত, অমোঘাস্ত্র হ্রীমান অপরাজিত সহদেব আশীবিষের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইয়া শত্রুগণকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি সৌবীররাজের মহতী সেনা প্রমথিত করিয়া তাঁহার মহিষী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভোজকন্যারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার সত্য, ধৃতি, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিনিয়ত অব্যাহত আছে, যিনি বলবান্, সত্যকর্ম্মা, অদীন, অপরাজিত, সমরে বাসুদেবের সমান ও বাসুদেবের অনন্তরজাত, যিনি ধনঞ্জয়ের উপদেশে শর ও অস্ত্রপ্রয়োগে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও ধনঞ্জয়ের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন, কোন বীর সেই যুযুধানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন, যিনি বৃষ্ণিবংশের ও ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, অস্ত্র প্রয়োগ, যশ ও বিক্রমে পরশুরামের সমান এবং কেশব যেমন ত্রৈলোক্যের আশ্রয়, সেইরূপ যাহাতে সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন সকল বীর সেই মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কুলীনগণের প্রীতিভাজন; উত্তমকর্ম্মা; ধনঞ্জয়ের হিত কার্য্যে ব্যাপৃত; আমার অনর্থের নিমিত্ত উৎপন্ন, যম, কুবের, আদিত্য ইন্দ্র ও বরুণের সমান এবং মহারথ বলিয়া বিখ্যাত; সেই উত্তমৌজা প্রাণপণে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর একাকী চেদিগণ হইতে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন করিলে কে তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর গিরিদ্বারে পলায়িত দুর্জ্জয় রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি সেই কেতুমানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

যে নরব্যাঘ্র স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন; যিনি মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতুস্বরূপ; সেই অম্লানচেতা শিখণ্ডী দ্রোণের অভিমুখীন হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি ধনঞ্জয় অপেক্ষা অধিকগুণবান্ যাঁহাতে অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি বীরত্বে বাসুদেবের ন্যায়, বলে ধনঞ্জয়ের ন্যায়, তেজে আদিত্যের ন্যায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়, ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় সেই অভিমন্যু দ্রোণাভিমুখে আগমন করিলে কোন সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? সেই তরুণ প্রজ্ঞ যুবা যখন দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? যেমন নদ সমূহ সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে কোন সকল বীরগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাহারা বাল্যকালে দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রত ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মের নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সেই ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব ক্ষত্রধর্ম্মা ও মানদ, এই চারি বালককে কোন সকল বীর নিবারণ করিয়াছিলেন, বৃষ্ণিগণ যাহারে একশতবীর অপেক্ষা ও অধিকতর বলবান বিবেচনা করেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর চেকিতানকে দ্রোণের নিকট হইতে কে নিবারণ করিয়াছিলেন? ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবিক্রম, রক্তধ্বজ, রক্ত আয়ুধ ও রক্ত বর্ম্মে সুশোভিত, ইন্দ্রগোপ সদৃশ, পাণ্ডবগণের মাতৃস্বস্রীয় এবং

তাঁহাদিগের জয়ার্থী কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণ বিনাশে আগমন করিলে কাহারা তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? রাজগণ বারণাবত নগরে জাতক্রোধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ছয় মাস যুদ্ধ করিয়াও যাহারে পরাজয় করিতে পারেন নাই; যিনি বারাণসী নগরে স্ত্রীলোলুপ মহারথ কাশিরাজ পুত্রকে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্ সকল বীর সেই ধনুর্দ্ধরবর সত্যসন্ধ যুযুৎসুরে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণের মন্ত্রধারী দুর্য্যোধনের অহিতকারী; যিনি দ্রোণবধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন; সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধাগণকে দগ্ধ ও বিদীর্ণ করিতেকরিতে দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে অস্ত্রবেত্তা প্রায় দ্রুপদের উৎসঙ্গেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; কাহারা সেই অস্ত্ররক্ষিত শিখণ্ডীরে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! যিনি চর্ম্মবৎ পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন; যে শত্রু নিপাতন মহারথের রথ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বহির্গত হইত; যিনিসুস্বাদু অন্ন,পান ও সুন্দর দক্ষিণা সহকারেনির্ব্বিঘ্নে সর্ব্ব যজ্ঞ স্বরূপ দশ অশ্বমেধ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; যিনিপ্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন; গঙ্গাস্রোতে যতগুলি সৈকত আছে, যিনি যজ্ঞে তৎসংখ্যক ধেনু দান করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে বা পরে যাহার ন্যায় কোন মনুষ্য এরূপ গোদানে সমর্থ হন নাই, এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে দেবগণ যাহার নাম উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, চরাচর ত্রিভুবনে উশীনর তনয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং বর্ত্তমানও নাই কে সেই ঔশীনরের নপ্তা শৈব্যকে নিবারণ করিয়াছিলেন? বিরাটরাজের রথ সৈন্য দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন হইলে কাহারা তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষস বৃকোদর হইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, যাহারে আমি যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া থাকি, পাণ্ডবগণের জয়ার্থী, আমার পুত্রগণের কণ্টক সেই মহাবাহু ঘটোৎকচকে দ্রোণের নিকট হইতে কাহারা নিবারণ করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয়! এই সকল ও অন্যান্য বীরগণ যাহাদিগের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, এবং পুরুষোত্তম বাসুদেব যাহাদিগের আশ্রয় ও হিতার্থী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরাজয় হইবে। বাসুদেব লোকগুরু, লোকনাথ, সনাতন, যুদ্ধে নরগণের শরণ্য, দিব্যাত্মা ও প্রভু: মনীষিগণ ইঁহার দিব্য কর্ম্ম সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন, আমিও আত্মস্থৈর্য্যের নিমিত্ত ভক্তি পূর্ব্বক তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিব।

একাদশ অধ্যায়।

হে সঞ্জয়! বাসুদেব যে সকল অনন্য পুরুষ সাধারণ দিব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মহাত্মা বাসুদেব বাল্যকালে যখন গোপকুলে বর্দ্ধিত হইতে ছিলেন, তৎকালেই তাঁহার বাহুবল ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য বল ও সমীরণের ন্যায় বেগশালী যমুনাবনবাসী হয়রাজকে বধ করিয়াছেন, তিনি গোসমূহের যমস্বরূপ ঘোরকর্ম্মা বৃষরূপধর দানবকে বাল্যকালে ভুজযুগলে সংহার করিয়াছেন; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাসুর, পীঠ ও সুরতুল্য মুরকে বিনাশ করিয়াছেন,তিনি বিক্রম পূর্ব্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহাতেজা কংসকে স্বদলের সহিত সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন; সেই অমিত্রঘাতী বাসুদেব বলদেবকে সহায় করিয়া বলবিক্রমশালী, সমগ্র অক্ষৌহিণী অধীশ্বর, ভোজরাজের মধ্যস্থ কংসের ভ্রাতা, সুনামা নামক শূরসেনের রাজারে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন; একদা কোপনস্বভাব বিপ্রর্ষি দুর্ব্বাসা পত্নী সমভিব্যাহারে তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি তাঁহারে বর প্রদান করিয়াছিলেন, বাসুদেব গান্ধাররাজকন্যার স্বয়ম্বরে ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহারে বিবাহ করিয়াছিলেন, অমর্ষপরবশ নরপতিগণ তাঁহার বৈবাহিক রথে যোজিত হইয়া তোদনদণ্ডে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হন, সেই জনার্দ্দন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্য দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সময়ে রাজসেনাপতি পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘ বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহারে পশুবৎ ছেদন করিলেন; সেই মাধব দৈত্যদিগের আবাসস্থ, শাল্বরক্ষিত দুরাসদ সৌভনগর সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ,মাগধ কাশি, কোশল, বাৎস্য, গার্গ, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত, দশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য ত্রিগর্ত্ত, মালব, দরদ, নানা দিক হইতে সমাগত খস ও শকগণ এবং সানুচর যবনগণকে জয় করিয়াছিলেন, তিনি জলজন্তু সমাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজিত করিয়াছেন সেই হৃষীকেশ যুদ্ধে পাতালতলবাসী পঞ্চজনকে সংহার করিয়া পাঞ্চজন্য দিব্য

শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাবল বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সহিত খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে সন্তুষ্ট করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ও দুর্দ্ধর্ষ চক্র লাভ করিয়াছেন; সেই বীর গরুড়ের উপর আরোহণ পূর্ব্বক অমরাবতী ত্রাসিত করিয়া মহেন্দ্র ভবন হইতে পারিজাত পুষ্প আনয়ন করিয়াছেন; দেবরাজ তাঁহার পরাক্রম অবগত আছেন বলিয়াই তখন উহা সহ্য করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয়! ইহা কখন শ্রবণগোচর হয় নাই যে, রাজাদিগের মধ্যে একজনও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন নাই। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কৌরব সভামধ্যে যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কে সেরূপ করিতে সমর্থ হয়; আমি ভক্তিলাভে নির্ম্মল হইয়া সেই ঈশ্বরকে অবলোকন, তাঁহার অনুষ্ঠান সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়াছিলাম। বিক্রম ও বুদ্ধিবলে হৃষীকেশের কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয় সেই বাসুদেব আহ্বান করিলে গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, সারণ, উল্মূখ, নিশঠ, ঝিল্লিবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, শমীক ও অরিমেজয় প্রভৃতি মহাবল বৃষ্ণিগণও যে কোনরূপে হউক, যুদ্ধকালে পাণ্ডবসৈন্যকেই আশ্রয় করিবেন; তাহা হইলে আমার সকলই সংশয়াপন্ন হইবে। যে স্থানে জনার্দ্দন অবস্থান করিবেন, অযুত নাগের তুল্য বল, কৈলাস শিখর সদৃশ, বনমালী বলরামও সেই স্থানে গমন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

হে সঞ্জয়! দ্বিজগণ যাঁহারে সকলের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই বাসুদেব কি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন? তিনি যখন পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সন্নদ্ধ হইবেন, তখন কেহই তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবেন না। যদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা মহাবাহু বাসুদেব তাঁহাদিগের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় নরপতি ও কৌরবকে সংহার করিয়া কুন্তীরে মেদিনী প্রদান করিবেন। যে রথে কৃষ্ণ সারথি ও অর্জ্জুন রথী, কোন্ রথ সমরে সেই রথের প্রতিপক্ষ হইবে? অতএব কোনক্রমেই কুরুগণের জয় লাভ দেখিতেছি না। এক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, সমুদায় বল।

অর্জ্জুন কেশবের ও কেশব অর্জ্জুনের আত্মা; অর্জ্জুন নিত্য বিজয়ী, কেশব সনাতন কীর্ত্তিমান; ধনঞ্জয় সকল লোকের অজেয়, বাসুদেব অপরিমিত প্রধান গুণের আকর; দুর্য্যোধন দৈবদুর্ব্বিপাকে মোহিত ও আসন্নমৃত্যু হইয়া সেই অর্জ্জুনকে ও সেই বাসুদেবকে অবগত হইতেছে না। এই দুই মহাত্মা পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ; ইহাঁরা উভয়ে একাত্মা দ্বিধাভূত হইয়া মানবগণের নয়নগোচর হইতেছেন; ইহাঁদিগের পরাভব একবার মনেও উদয় হয় না। এই দুই যশস্বী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত সেনা বিনাশ করিতে পারেন; মানুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই সেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন না। যুগবিপর্য্যয় যেমন মনুষ্যের মোহ উৎপাদন করে, মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যু ও সেইরূপ মোহ উৎপাদন করিতেছে। কি ব্রহ্মচর্য্য কি বেদাধ্যয়ন, কি শস্ত্র, কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না।

হে সঞ্জয়! লোকপূজিত, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কি নিমিত্ত জীবিত রহিলাম? আমরা পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের যে রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া অসূয়াপরবশ হইয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বিনাশে আজি তাহারই অনুজীবী হইতে হইল। আমার নিমিত্তই কুরুগণের এই মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; কালপরিণত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তৃণ সকলও বজ্রের ন্যায় কার্য্য করে। যাহার কোপে মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন, সেই যুধিষ্ঠিরই পৃথিবীর এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছেন; অতএব ধর্ম্ম আমার আত্মজগণের প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া স্বভাবত যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই ক্রূর কাল সর্ব্বনাশ না করিয়া অতীত হইবে না। আর দেখ, মনস্বিগণ বিষয় সকল যেরূপ মনে করেন, দৈব বশত উহা অন্য প্রকার হইয়া থাকে; সে যাহা হউক, এই যে দুশ্চিন্ত্য বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পরিহার করিবার সাধ্য নাই এক্ষণে যথার্থ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব আচার্য্য দ্রোণ যে রূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বিনাশিত ও নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিব।

মহারথ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি যে আজি কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পরই সেনাপতিপদ প্রদান করিয়া আমারে পূজা করিলে, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ফল লাভ করিবে; আজি তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে, প্রার্থনা কর।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া

দুর্দ্ধর্ষ জয়িপ্রধান আচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! যদি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই বর প্রার্থনা করি যে, রথিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আমার নিকট আনয়ন করুন।

কৌরবগণের আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সেনাগণকে হর্ষযুক্ত করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; কারণ, তুমি তাহারে সংহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।* হে পুরুষোত্তম তুমি কি নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের বধ কামনা করিতেছ না এবং মন্ত্রণাকুশল হইয়া কি নিমিত্তই বা এ বিষয়ের উল্লেখ করিলে না? কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মরাজের দ্বেষ্টা নাই; তুমি তাহারে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার কুল রক্ষা করিতেছ, অথবা পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরিশেষে রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক সৌভ্রাত্র করিবার অভিলাষী হইতেছ। যাহা হউক, রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য, শুভক্ষণে সেই ধীমানের জন্ম হইয়াছিল; তাহার অজাতশত্রু নামও অযথার্থ নয়, কেন না তুমি তাহার প্রতি স্নেহবান্ হইতেছ।

বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তিও হৃদগত ভাব গোপন করিতে পারেন না, এই নিমিত্ত দুর্য্যোধনের চিরপোষিত হৃদগত অভিপ্রায় সহসা বহির্গত হইল, তিনি দ্রোণাচার্য্যের বাক্যাবসানে প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! যুধিষ্ঠিরের সংহারে আমার জয় লাভ হইবে না, তাঁহারে বিনাশ করিলে ধনঞ্জয় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সকলকে সংহার করা সুরগণেরও অসাধ্য, সুতরাং যে অবশিষ্ট থাকিবে, সেই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিলে, তাঁহারে পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিব; তাহা হইলে তাহার অনুগত পাণ্ডবগণ পুনর্ব্বার বনে গমন করিবে এবং ঈদৃশ জয়ও ব্যক্তরূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, এই নিমিত্ত আমি কখন যুধিষ্ঠিরের বধ ইচ্ছা করি না।

অর্থতত্ত্ববিৎ বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বর এইরূপ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রদান করিলেন; হে দুর্য্যোধন! যদি বীর্য্যশালী অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে। তাহা হইলে তুমি মনে করিবে, যুধিষ্ঠির স্ববশে সমানীত হইয়াছে; ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও অসুরগণও অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিতে পারেন না; এই নিমিত্ত আমি ইহা করিতে সাহসী হইতেছি না। অর্জ্জুন একাগ্র ও আমার শিষ্য এবং আমি তাহার অস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে প্রথম আচার্য্য, যথার্থ বটে; কিন্তু সেই তরুণবয়স্ক পুণ্যবান্ অর্জ্জুন আবার ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে বহুবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত এবং তোমা কর্তৃক ক্রোধিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব যে উপায়ে পার, যুদ্ধ হইতে ধনঞ্জয়কে অপসারিত কর,তাহা হইলেই যুধিষ্ঠির তোমার নিকট পরাজিত হইবেন। হে পুরুষোত্তম! তাঁহারে সংহার না করিয়া গ্রহণ করিলেই জয় লাভ হইবে আর তিনিও এই উপায়ে পরিগৃহীত হইবেন; নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অপনীত হইলে সত্যধর্ম্ম পরায়ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে যদি মুহূর্ত্তকালও আমার অগ্রে অবস্থান করেন- তাহা হইলে আমি অদ্য তাঁহারে গ্রহণ করিয়া তোমার বশীভূত করিব; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের সমক্ষে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণও তাঁহারে গ্রহণ করিতে পারেন না।

দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ বিষয়ে এইরূপ সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে অতি মূর্খ আপনার পুত্রগণ তাঁহারে গৃহীত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবগণের পক্ষপাতী বলিয়া জানিতেন, এইজন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ সমুদায় সৈন্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ বিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর আপনার সৈনিকগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণধ্বনি ও শঙ্খশব্দের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপ্তলোক দ্বারা ন্যায়ানুসারে দ্রোণাচার্য্য চিকীর্ষিত সমুদায় বৃত্তান্ত শীঘ্র অবগত হইয়া অন্যান্য লোক ও ভ্রাতৃগণকে আনয়নপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! অদ্য দ্রোণাচার্য্যের চিকীর্ষিত সকল তোমার শ্রবণগোচর হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তাহা সফল না হয়, এরূপ নীতি বিধান কর। হে মহাধনুর্দ্ধর! শত্রুনিপাতন দ্রোণ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই সীমা তোমাতেই নিহিত হইয়াছে; অতএব তুমি আজি আমার নিকটে থাকিয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ কর; দুর্য্যোধন যেন দ্রোণের সাহায্যে পূর্ণকাম না হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যেমন কোন কালেই

আচার্য্যের প্রাণসংহার আমার কর্ত্তব্য নয়, সেইরূপ আপনারে পরিত্যাগ করাও আমার অভিলষিত নয়; যদি আমারে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তথাপি কোনক্রমেই আচার্য্যের বিপক্ষ হইব না; কিন্তু দুর্য্যোধন যে আপনারে গ্রহণ করিয়া যাহা কামনা করিতেছে, তাহা এই জীবলোকে কখনই পরিপূর্ণ হইবে না। যদি বজ্রধর স্বয়ং বা দেবগণসমবেত বিষ্ণু সমরে তাহার সাহায্য করেন, তথাপি সে আপনারে গ্রহণ করিতে পারিবে না। হে রাজেন্দ্র! দ্রোণাচার্য্য নিখিল অস্ত্র শস্ত্রধরের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি জীবিত থাকিতে আপনি তাঁহারে ভয় করিবেন না। আমি আপনারে আরও কহিতেছি যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ ভঙ্গ হয় না, আমি কখন মিথ্যা বাক্য কহিয়াছি কি পরাজিত হইয়াছি অথবা প্রতিশ্রুত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না।

অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিবেশনে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাদিত হইতে লাগিল; গগনস্পর্শী, অতি ভীষণ সিংহনাদ এবং ধনু, জ্যা ও তলধ্বনি সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবদিগের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যেও বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর আপনার ও পাণ্ডবগণের সংবৃত যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণের এবং দ্রোণ ও পাঞ্চালদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সৃঞ্জয়গণ দ্রোণপালিত সৈন্য বিনাশে প্রযত্নসহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুর্য্যোধনের মহারথ যোদ্ধাগণও অর্জ্জুনপালিত পাণ্ডবসেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং দ্রোণার্জ্জুন পালিত উভয় সেনাই রাত্রিকালীন দুই কুসুমিত বনরাজির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর দীপ্যমান দিবাকর সদৃশ, সুবর্ণরথ দ্রোণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিষ্পেষণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই রথারোহী ক্ষিপ্রকারী একমাত্র দ্রোণাচার্য্যকে বহুবিধ বিভীষিকা স্বরূপ বলিয়া বোধ করিলেন। দ্রোণবিমুক্ত ভীষণ শরনিকর পাণ্ডব সৈন্যগণকে ত্রাসিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আচার্য্য দ্রোণ মধ্যাহ্নকালীন, কিরণশত সংবৃত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। দানবগণ যেমন সমরক্রুদ্ধ দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহই তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে পারিল না। অনন্তর প্রতাপবান দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শীঘ্র শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাগণকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যেস্থানে ধৃষ্টদ্যুম্ন অবস্থান করিতেছিলেন, সমস্ত দিক ও আকাশমণ্ডল শরনিকরে আবৃত করিয়া সেই স্থানেই পাণ্ডব সেনাগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যের সহিত তুমুল রণ করত, হুতাশন যেমন বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুবর্ণরথ দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন, দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। আকর্ণ আকৃষ্যমান আশুকারী দ্রোণশরাসনের প্রবল জ্যানির্ঘোষ অশনিশব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। লঘুহস্ত দ্রোণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মুক্ত অতি ভীষণ সায়ক সমূহ রথী, সাদী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। যেমন বায়ুসহায় গর্জ্জমান পয়োদ বর্ষাকালে শিলাবর্ষণ করে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য বাণ বর্ষণ করত শত্রুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন এবং বিচরণপূর্ব্বক সেনাগণকে সংক্ষোভিত করিয়া শত্রুগণের অলৌকিক ভয় বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাম্যমান রথে হেমপরিষ্কৃত চাপ পুনঃ পুনঃ জলদ বিলগ্ন বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সত্যবান, প্রাজ্ঞ, নিত্যধর্ম্মপরায়ণ সেই বীর অন্তর্বেগ সম্ভূত, ক্রব্যাদগণসঙ্কুল, সৈন্যস্রোতে পরিপূর্ণ, বীরবৃক্ষাপহারী, শোণিতোদক, গজাশ্বকূলপুলিন, বর্ম্মচোৎপল মাংসপঙ্ক, মেদমজ্জা সৈকত, উষ্ণীষফেন, যুদ্ধমেঘাকীর্ণ নরনাগাশ্বগহন, শরবেগপ্রবাহ, দেহদারুসংকীর্ণ, রথকচ্ছপসমাকুল, মস্তকশিলাকীর্ণ শোভিত, রথনাগহ্রদোপেত, নানাভরণভূষিত, মহারথ শতাবর্ত্ত, ধূলিতরঙ্গ, মহাবীরগণের সুতর, ভীরুগণের দুস্তর, শরীরশতপূর্ণ, কঙ্ক গৃধ্র পরিচারিত, শূলসর্পসমাকীর্ণ, জীববৃন্দ সেবিত, ছিন্নছত্রমহাহংস, মুকুটবিহগ, চক্রকূর্ম্ম, গদাকুম্ভীর, খড়্গপ্রাসমৎস্য, ভয়ানক কাক, গৃধ্র ও শৃগালসমূহ অধিষ্ঠিত, কেশ শৈবাল শাদ্বল, ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই নদী বলবান্ দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত সহস্র সহস্র মহারথ ও অন্যান্য শত শত প্রাণীরে যম সদনে বহন করিতে লাগিল।

এইরূপে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণের প্রতি তর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার প্রতি

ধাবমান হইলেন। দৃঢবিক্রম কৌরবপক্ষ শূরগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। উহা লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল।

শত্রুময় শকুনি সম্মুখীন হইয়া নিশিত শরসমূহ সারথি-ধ্বজ ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। সহদেবও ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে তাঁহার কেতু, ধনু, সারথি ও তুরঙ্গমগণকে ছেদিত করিয়া ষষ্টিসায়কে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তদ্দারা সহদেবের সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর দুই মহাবলই বিরথ ও গদাহস্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় সংগ্রামে ক্রীডা করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্য দশ বাণে দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলে তিনি বহু বাণ তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য পুনরায় তাঁহারে ততোধিক সায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন নিশিত বিংশতি শরে বিবিংশতিরে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না। ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। বিবিংশতি ভীমসেনকে সহসা অশ্ব শূন্য, কেতু শূন্য ও শরাসন শূন্য করিলে ভীমসেন অরাতির তাদৃশ বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া গদা দ্বারা তাহার সমুদায় বশীভূত অশ্বকে নিপাতিত করিলেন। যেমন মত্ত গজ মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেইরূপ মহাবল বিবিংশতি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হতাশ্ব রথ হইতে ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন।

বীর্য্যশালী শল্য প্রীতিভাজন ভাগিনেয় নকুলকে, যেন রোষিত করিবার নিমিত্ত হাস্য সহকারে লালন করিতে করিতে শরজাল আঘাত করিলেন। প্রতাপবান্ নকুল তাঁহার সমুদায় অশ্ব, আতপত্র, ধ্বজ, সারথি ও শরাসন বিনষ্ট করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টকেতু কৃপনিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া সপ্ততি শরে তাঁহারে বিদ্ধ ও তিন শরে তাঁহার ধ্বজচিহ্ন বিনষ্ট করিলেন। কৃপাচার্য্য প্রচুর শর বর্ষণ দ্বারা তাহারে নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থলে প্রথমে নারাচ পরে সপ্ততি শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অন্য শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন দ্রুতগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা সুনিশিত সপ্তসপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না।

সেনানী সুশর্ম্মার সমুদায় মর্ম্মস্থান অতিমাত্র আহত করিলে তিনিও তোমর দ্বারা সেনানীর জক্রদেশে আঘাত করিলেন। বিরাট মহাবীর মৎস্যগণের সহিত কর্ণকে নিবারিত করিলেন, ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। ইহাই সূতপুত্রের পৌরুষ যে, তিনি সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ সেই দারুণ সৈন্য নিরস্ত করিলেন। রাজা দ্রুপদ স্বয়ং ভগদত্তের সহিত সমরে মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অদ্ভুতবৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগদত্ত নত পর্ব্ব শর সমূহে রাজা দ্রুপদকে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা মহারথ ভগদত্তের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। যোদ্ধবর অস্ত্রবিশারদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্ডী ভূতগণের ত্রাসজনন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা সায়ক সমূহে মহারথ শিখণ্ডীরে আচ্ছন্ন করিলে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি সায়কে ভূরিশ্রবারে কম্পিত করিলেন। ভীষণকর্ম্মা, মায়াবী, গর্ব্বিত, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ পরস্পর জয়ার্থী হইয়া মায়া প্রকটন পূর্ব্বক অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করত সাতিশয় বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। যেমন দেবাসুর যুদ্ধে মহাবল বল ও ইন্দ্র পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান অনুবিন্দের সহিত অতি ভৈরব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন পূর্ব্বে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ লক্ষ্মণ ক্ষত্রদেবের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল হার্দ্দিক্য ত্বরান্বিত ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথাবিধি কল্পিত, পেচলিতাশ্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অরিন্দম অভিমন্যু তাঁহার সহিত অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হার্দ্দিক্য শরনিকরে অভিমন্যুরে আচ্ছন্ন করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। হার্দ্দিক্য অন্য সাত শরে অভিমন্যুরে ও পাঁচ শরে তাঁহার অশ্বগণকে ও সারথিরে বিদ্ধ করিয়া কৌরব সেনাগণের হর্ষ বর্দ্ধন করত সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহু শব্দ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু হার্দ্দিক্যের প্রাণহর শর গ্রহণ করিবামাত্র হার্দ্দিক্য সেই ঘোরদর্শন শর সন্ধিত হইয়াছে জানিয়া দুই শরে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরহা অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া চর্ম্ম ও নিশিত খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সেই খড়্গ ঘূর্ণায়মান করিয়া অনেক তারাশোভিত সেই চর্ম্মদ্বারা কৃতহস্তের ন্যায় আত্মবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একবার ঘূর্ণায়মান, একবার উর্দ্ধে ভ্রাম্যমাণ, একবার কম্পিত

ও একবার উত্থিত করাতে অসিচর্ম্মের প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর তিনি সিংহনাদ সহকারে হার্দ্দিক্যের রথেষায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথে আরোহণ ও তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণ করিয়া পদাঘাতে সারথিরে নিহত করিলেন, খড়্গাঘাতে ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং গরুড় যেমন সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিয়া সর্পকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, সেইরূপ অভিমন্যু তাঁহারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তখন পার্থিবগণ বিগলিত কেশ পৌরবকে সিংহকর্তৃক পাত্যমান অচেতন বৃষভেরন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পৌরবকে অভিমন্যুর বশবর্ত্তী অনাথবৎ আকৃষ্যমান ও নিপতিত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদসহ, ময়ূরাঙ্কিত কিঙ্কিণীশত শোভিত, জাল পরিবেষ্টিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অভিমন্যু জয়দ্রথকে দর্শন করিয়া পৌরবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্যেনপক্ষীর ন্যায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্যেনবৎ নিপতিত হইলেন। শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত প্রাস, পট্টিশ ও নিস্ত্রিংশ সকল খড়্গদ্বারা ছেদিত ও চর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং স্বপক্ষ সৈন্যগণকে স্বভুজবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মহাখড়্গ ও চর্ম্ম উদ্যত করিয়া, শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতিগমন করে তদ্রূপ পিতার অত্যন্ত বৈরী, বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন জয়দ্রথের অভিমুখে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। যেমন ব্যাঘ্র ও সিংহ নখদংষ্ট্রাদ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে খড়্গ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তি অসিচর্ম্মের সম্পাতে, অভিঘাতে ও নিপাতে সেই নরসিংহ দ্বয়ের প্রভেদ উপলব্ধ করিতে পারিল না। উভয়ের অবক্ষেপ, শস্ত্রাস্ত্র নিদর্শন এবং বাহ্যান্তর নিপাতও নির্ব্বিশেষ লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই দুই মহাত্মা যখন বাহ্য ও অভ্যন্তর পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা সপক্ষ পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যশস্বী অভিমন্যু খড়্গ বিক্ষেপ করিবামাত্র জয়দ্রথ তাহার চর্ম্মে খড়্গাঘাত করিলেন। সেই মহাখড়্গ অভিমন্যুর চর্ম্মস্থিত স্বর্ণপত্রের অভ্যন্তরে সংলগ্ন ও জয়দ্রথ কর্তৃক বল পূর্ব্বক কম্পিত হওয়াতে ভগ্ন হইল। দেখিলাম, জয়দ্রথ স্বীয় খড়্গ ভগ্ন হইয়াছে জানিয়া দ্রুত গতিতে ছয় পদ গমন করিয়া নিমেষ মাত্রেই পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন; এ দিকে অভিমন্যু সমরমুক্ত হইয়া উত্তম রথে অবস্থান করিলে সমস্ত ভূপতগণ তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। মহাবল অর্জ্জুননন্দন চর্ম্ম ও খড়্গ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। যেমন ভাস্কর ভুবন সন্তাপিত করেন, পরবীরহা অভিমন্যু সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ পরিতাপিত করিতে লাগিলেন। শল্য তাঁহার উপর লৌহময় কনকভূষণ, অতি ভীষণ, অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। গরুড় যেমন পতন্ত পতঙ্গকে গ্রহণ করে, অভিমন্যু সেইরূপ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অসি কোষ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া ফেলিলেন। রাজগণ সেই অমিত তেজার ক্ষিপ্রকারিতা ও বলবত্তা অবগত হইয়া সকলে এক কালে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর পরবীরহা অভিমন্যু শল্যের প্রতি সেই বৈদূর্য্য খচিত শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শক্তি শল্যের রথে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সারথিরে নিহত ও রথ হইতে নিপাতিত করিল। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কৈকেয়, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাণ শব্দ ও বিপুল সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল, উহা শ্রবণ করিয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যু সাতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, আপনার পুত্রগণ শত্রুর ঐরূপ বিজয়লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা চতুর্দ্দিক হইতে শরনিকরে সেইরূপ আকীর্ণ করিলেন। শত্রুনিপাতন শল্য সারথির পরাভবে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগের প্রিয়াচরণ বাসনায় সুভদ্রানন্দনকে আক্রমণ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমার কথিত বহুবিধ বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ শ্রবণ করিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণকে ধন্য বোধ করিতেছি। মানবগণ কুরু ও পাণ্ডবগণের দেবাসুরোপম যুদ্ধ আশ্চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন। আমি এই উৎকৃষ্ট যুদ্ধ শ্রবণ করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব আমার নিকটে শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শল্য সারথিরে ব্যাপাদিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহময় গদা উৎক্ষিপ্ত করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভীমসেন তাঁহারে প্রদীপ্ত কালানলের ন্যায় দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া বৃহৎ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিবেগে গমন করিলেন। অভিমন্যুও বজ্রতুল্য মহাগদা ধারণ করিয়া আইস, আইস, বলিয়া শল্যকে আহ্বান করিতে লাগি-

লেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন যত্নপূর্ব্বক অভিমন্যুরে নিবারণ করিলেন এবং শল্যের নিকট গমন করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইরূপ মহাবল মদ্ররাজও ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কুঞ্জরের অভিমুখগামী শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর তূর্য্য নিনাদ, সহস্র সহস্র শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ ও ভেরী সমূহের মহাশব্দ হইতে লাগিল এবং পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান পাণ্ডব ও কৌরবগণের শত শত সাধু সাধু শব্দ সমুৎপন্ন হইল। সমরে শল্য ভিন্ন কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ ভীম ভিন্ন কোন ব্যক্তিই মহাত্মা মদ্রাধিপের গদাবেগ সহ্য করিতে পারে না। স্বর্ণপট্টসংযুক্ত সকল লোকের হর্ষজনন বৃহৎ গদা ভীমকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং শল্য বিভাগক্রমে মণ্ডলাকার পথে বিচরণ করাতে তাঁহার গদাও মহাবিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দুই বীরই বৃষভদ্বয়ের ন্যায় বিঘূর্ণিত গদারূপে শৃঙ্গে সুশোভিত হইয়া গর্জ্জন সহকারে মণ্ডল গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডল গতিতে ও গদাপ্রহারে উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মদ্ররাজের মহতী গদা ভীম কর্ত্তৃক অতিশয় হওয়াতে অগ্নিশিখ সহকারে অতি ভীষণ হইয়া আশু বিশীর্ণ হইল এবং ভীমসেনের গদাও শল্যকর্ত্তৃক আহত হইয়া বর্ষা প্রদোষে খদ্যোত পরিবৃত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মদ্ররাজ নিক্ষিপ্ত গদা আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মুহুর্মুহু হুতাশন উৎপাদন করিতে লাগিল এবং ভীমসেনের গদা শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া পতনশীল মহোল্কার ন্যায় শল্যের সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিল। সেই উভয় গদাই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নিশ্বসন্তী নাগকন্যার ন্যায় অনল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যেমন দুই মহাব্যাঘ্র নখদ্বারা এবং দুই মহাগজ দশন দ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ শল্য ও বৃকোদর উভয় গদাদ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুই মহাত্মা ক্ষণমাত্রে মহাগদার আঘাতে রুধির সিক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইলেন। সেই নরসিংহদ্বয়ের গদাঘাতজনিত মহাশব্দ, সকল দিকে বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পর্ব্বত যেমন বিদীর্ণ হইলেও কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীমসেন শল্যকর্ত্তৃক গদা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে আহত হইয়াও কম্পমান হইলেন না এবং মহাবল শল্যও ভীমসেনের গদাবেগে তাড্যমান হইয়াও ধৈর্য্যবশতঃ বজ্রসমূহে আহত পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবেগশালী মাতঙ্গসদৃশ উভয় বীরই গদা উদ্যমিত করিয়া উভয়ের প্রতি পতিত হইলেন, পুনর্ব্বার অন্তর মার্গে অবস্থানপূর্ব্বক মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে সহসা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অষ্ট পদ গমন করিয়া সেই লৌহদণ্ড দ্বারা পরস্পরের আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় বীর পরস্পরের বেগে ও গদাঘাতে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ক্ষিতিতলে যুগপৎ নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহারথ কৃতবর্ম্মা বিহ্বল ও পুনঃপুন নিশ্বসন্ত শল্যের নিকট অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে গদা দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেষ্ট বিষধরের ন্যায় মূর্চ্ছাভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া শীঘ্র স্বরথে আরোহিত করত সংগ্রাম হইতে অপবাহিত করিলেন। অনন্তর মত্তবৎ বিহ্বল, বীর্য্যশালী, মহাবাহু গদাহস্ত ভীমসেন নিমেষমাত্র পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছেন, অবলোকন করিলাম। আপনার পুত্রগণ মদ্রাধিপতিরে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, পদাতি, অশ্ব ও রথের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। জয়শালী পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক পীড্যমান কৌরব সৈন্যগণ ভীত হইয়া বাতনোদিত জলদজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। মহারথ পাণ্ডবগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাজিত করিয়া দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, হর্ষিত হইয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ বৃষসেন আপনার সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া একাকী অস্ত্রমায়া প্রকটনপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃষসেন বিনির্ম্মুক্ত শরনিকর মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তীগণকে বিদীর্ণ করিয়া দশদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার সহস্র সহস্র মহাবাণ গ্রীষ্মকালীন দিবাকরকিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণপূর্ব্বক রথী ও সাদিগণকে নিপীড়িত করিয়া বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূমিতলে নিপাতিত করিল। মহারথ বৃষসেন শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বদল, রথশ্রেণী ও গজযূথকেও নিপাতিত করিলেন।

ভূপতিগণ বৃষসেনকে একাকী অভীতবৎ সংগ্রামে বিচরণ করিতে দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। নকুলনন্দন শতানীক বৃষসেনের সম্মুখীন হইয়া

মর্ম্মভেদী দশ নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেন শতানীকের শরাসন ও কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ শতানীকের নিকটবর্ত্তী হইবার বাসনায় গমন করিয়া শীঘ্র শরসমূহে বৃষসেনকে অদৃশ্য করিলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আবৃত করে, সেইরূপ অশ্বত্থামা প্রভৃতি রথিগণ নানাবিধ শরে মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করিয়া ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য, ও সৃঞ্জয়গণ ত্বরান্বিত ও উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধের ন্যায় কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর কৃতাপরাধ বীর্য্যশালী পাণ্ডব ও কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর অবলোকন করত এইরূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেইসকল অমিততেজার শরীর রোষবশত আকাশে যুদ্ধার্থী পক্ষী ও সর্পের শরীরের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দ্বারা প্রলয়কালীন সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইল। দেবগণের সহিত দানবগণের সমরের ন্যায় পরস্পর প্রহারী মহাবলগণের সহিত মহাবলগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরবপক্ষ মহারথগণ পলায়ন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্য কৌরব সৈন্যগণকে ভগ্ন ও শত্রুগণকর্তৃক অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে শূরগণ! পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর শোণাশ্ব দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দন্ত হস্তীর ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যে প্রবেশপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির কঙ্কপত্রশোভিত শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সত্বরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। বেলা যেমন সমুদ্রকে ধারণ করে, পাঞ্চালগণের যশস্কর চক্ররক্ষক কুমার সেইরূপ আগচ্ছমান দ্রোণকে ধারণ করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে কুমারকর্তৃক নিবারিত দেখিয়া সকলে সিংহনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিল। মহাবল কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন এবং কৃতহস্ত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে অনেক সহস্র শরে তাঁহারে নিবারণ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

আপনার সৈন্যগণের রক্ষাকর্ত্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য শৌর্য্যশালী, আর্য্যব্রত মন্ত্রে ও অস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, চক্ররক্ষক কুমারকে বিনষ্ট করিলেন, সৈন্যগণের মধ্যস্থলে আগমন করিয়া সকল দিকে বিচরণপূর্ব্বক দ্বাদশ বাণে শিখণ্ডীরে, বিংশতি বাণে উত্তমৌজারে, পাঁচ বাণে নকুলকে, সাত বাণে সহদেবকে, দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন বাণে দ্রৌপদেয়দিগকে, পাঁচ বাণে সাত্যকিরে ও দশশরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া প্রাধান্যানুসারে অন্যান্য যোদ্ধাগণকে আক্রমণপূর্ব্বক বিক্ষোভিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। যুগন্ধর, মহারথ, জাতক্রোধ, বাতোদ্ধূত সাগরসদৃশ ভরদ্বাজকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা যুগন্ধরকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন।

অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত, বীর্য্যবান্ সিংহসেন ও অন্যান্য বহু বীর যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার বাসনায় ভূরি ভূরি সায়ক নিক্ষেপ করত দ্রোণাচার্য্যের পথ রোধ করিলেন। পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত পঞ্চাশৎ নিশিত সায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলে লোক সকল চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহসেনও হৃষ্ট হইয়া সহসা অন্যান্য মহারথগণকে বিত্রাসিত করত দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান্ দ্রোণাচার্য্য নয়নযুগলবিস্ফারিত ও শরাসনজ্যা মার্জ্জিত করিয়া সিংহনাদসহকারে তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক দুই ভল্ল দ্বারা তাহার ও ব্যাঘ্রদত্তের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিলেন এবং শরসমূহে পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের রথসমীপে অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যতব্রত দ্রোণাচার্য্য সন্নিহিত হইলে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে, রাজা নিহত হইলেন, এই মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার সৈনিকগণ দ্রোণের বিক্রম অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আজি যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থ হইবেন; দ্রোণাচার্য্য এই মুহূর্ত্তেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমাদিগের ও দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

কৌরবসৈন্যগণ এইরূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন সময় মহারথ অর্জ্জুন শোণিত জল, রথাবর্ত্ত, শূরগণের অস্থি ও শরীরে আকীর্ণ প্রেতকূলাপহারী, শরজাল ফেনময় মহানদী প্রবর্ত্তিত ও রথঘোষে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করত সেই ভয়ঙ্কর নদী উত্তীর্ণ হইয়া কৌরবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণসৈন্যগণকে যেন বিমোহিত করিয়া শরজালে আচ্ছন্ন করত সহসা আক্রমণ করিলেন। যশস্বী ধন-

ঞ্জয় এরূপ সত্বরে শর ক্ষেপ ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অবকাশ কাহারও নয়নগোচর হইল না। অনন্তর ধনঞ্জয়কৃত শরান্ধকারে না দিক না অন্তরীক্ষ, না স্বর্গ,না মেদিনী কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না ; বোধ হইল, যেন সমুদায়ই বাণময় হইয়া গিয়াছে। এই সময় দিবাকর ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন ও অস্তমিত হইলেন ; সুতরাং কে সুহৃৎ, কে মিত্র ইহা অবগত হইবার আর সামর্থ্য রহিল না।

অনন্তর দ্রোণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার করিলে অর্জ্জুন শত্রুগণকে ভীত ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ জানিয়া স্বসৈন্যগণকে ক্রমে ক্রমে অবহার করিলেন। ঋষিগণ যেমন সূর্য্যের স্তব করেন, পাণ্ডব, সৃঞ্জয়, ও পাঞ্চালগণ হৃষ্ট হইয়া সেইরূপ মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এই রূপে ধনঞ্জয় বাসুদেবের সহিত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে সৈন্যগণের পশ্চাতে সারযুক্ত ইন্দ্রনীলমণী, সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিক খচিত রথে, নক্ষত্রখচিত আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভমান হইয়া স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

দ্রোণাভিষেক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সংশপ্তকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

———***———

সপ্তদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ভাগে ও স্ব স্ব গুল্মে ন্যায়ানুসারে বাস করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন পূর্ব্বক লজ্জিত মনে কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অর্জ্জুন থাকিতে দেবগণও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সামর্থ হইবেন না। তোমরা দৃঢ়তর যত্ন করিয়াছিলে; তথাপী ধনঞ্জয় সেই কার্য্য সমাপন করিয়াছেন ; অতএব আমার বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই অজেয়। অতএব কোনরূপে অর্জ্জুনকে অপসারিত করিতে পারিলে আজি যুধিষ্ঠির তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এক্ষণে অন্য কোন বীরকে যুদ্ধের নিমিত্ত আরস্থান করুন ; তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ স্থানান্তরিত করিলে যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন তাহারে পরাজয় না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না ; আমি সেই অবসরে পাণ্ডবসেনা ভেদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব। যদি যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের অনবস্থান কালে আমারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হন,তাহা হইলে তাঁহারে গৃহীত বিবেচনা করিবে। হে মহারাজ! আজি এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুচরগণকে তোমার বশম্বদ করিব ; তাহার সন্দেহ নাই।

ত্রিগর্ত্তাধিপতি দ্রোণবাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন বারংবার আমাদিগকে পরাভব করিয়াছে, আমরা নিরপরাধী কিন্তু সে আমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকে। আমরা সেই সকল নানাপ্রকার পরাভব স্মরণ করিয়া রোষানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকি ; রজনী যোগে কিছুতেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সে অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া ভাগ্য বশত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে ; আমরা আজি অভিলাষানুরূপ আপনার হিতকর ও আমাদের যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিব, আমরা রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে গমন করিয়া তাহারে সংহার করিব। আজি পৃথিবী অর্জ্জুনশূন্য বা ত্রিগর্ত্তশূন্য হইবে, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না।

প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত সুশর্ম্মা সত্যরথ, সত্যধর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্ম্মা এই পাঁচ ভ্রাতা এবং অযুত রথ সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিত্থ ও মদ্রকগণের সহিত নানা জনপদ হইতে সমাগত উৎকৃষ্ট অযুত রথে সমভিব্যাহারে এবং মালবও তুণ্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া শপথ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন আনয়ন ও পৃথক পৃথক স্থাপিত করিয়া কুশচীর ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিলেন ; পরে সেই মহাত্মা ঘৃতাক্ত, মৌর্ব্বী মেখলালঙ্কৃত, সহস্র শত দক্ষিণাসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, পুত্রসমবেত, পুণ্যলোক লাভের যোগ্য, কৃতকৃত্য, জীবিত নিরপেক্ষ, যশ ও বিজয়লাভার্থী এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রমুখ, শ্রুতি বিহিত, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদায় লাভে সমুৎসুক হইয়া সংগ্রামে তনুত্যাগ পূর্ব্বক তথায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ নিষ্ক,ধেনু,ও বস্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন, পরস্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। পরে তাঁহারা সকলসমক্ষে সেই হুতাশন স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা করত উচ্চ স্বরে কহিলেন, হে ভূপালগণ! যদি আমরা অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক, মদ্যপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মস্ব ও রাজপিণ্ডাপহারী, শরণাগত পরিত্যাগী, অর্থিবাতী, গৃহদাহী, গোহন্তা, অপকারী, ব্রহ্মদ্বেষী

ন্যস্ত ধনাপহারী, শাস্ত্র বিহিত পথ পরিত্যাগী, দীনানুসারী, নাস্তিক এবং অগ্নি ও মাতৃ পরিত্যাগীদিগের যে লোক, আর যে ব্যক্তি মোহ পরতন্ত্র হইয়া ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন না করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করে ও যে ব্যক্তি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক, এবং অন্যান্য পাপানুষ্ঠান পরায়ন ব্যক্তিদিগের যে লোক আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্তু যদি রণস্থলে অতি দুষ্কর কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হই, তাহা হইলে আজি নিঃসন্দেহ অভীষ্ট লোক সকল প্রাপ্ত হইব। সুশর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ শপথ করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে করিতে সমরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হই না, এইরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে সংশপ্তকগণ আমারে আহ্বান করিতেছে, অতএব আপনি অনুচরগণের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। আমি উহাদিগের এইরূপ আহ্বান কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি উহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাও তুমি সম্যক কর্ণগোচর করিয়াছ এক্ষণে যাহাতে ইহা নিষ্ফল হয় তাহা অনুষ্ঠান কর। দ্রোণ মহাবল পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও জিতশ্রম, তিনি আমারে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! সত্যজিৎ আজি আপনার রক্ষক হইবেন, ইনি জীবিত থাকিতে দ্রোণাচার্য্য স্বীয় অভিলাষ পূরণে কদাচ সমর্থ হইবেন না। সত্যজিৎ বিনষ্ট হইলে আপনারা কেহই রণস্থলে অবস্থান করিবেন না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে অর্জ্জুনকে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আশীর্ব্বাদ করত গমনে অনুমতি করিলেন। তখন যেমন ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত মৃগগণের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ তিনি ত্রিগর্ত্ত দিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ রোষাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনবিহীন রাজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধসলিলা অতি বেগবতী ভগবতী ভাগীরথী যেমন সরিৎ দ্বারা সরযুর সহিত মহাবেগে মিলিত হয় তদ্রূপ মহাবেগে মিলিত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর সংশপ্তকগণ সমতল ভূতলে অবস্থান করিয়া হৃষ্টমনে রথ দ্বারা চন্দ্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষভরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঐ চীৎকার শব্দ চতুর্দ্দিক ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল, কিন্তু চারি দিক লোকে সমাবৃত ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল না। তখন ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য মুখে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি ঐ সমস্ত মুমূর্ষু ত্রিগর্ত্তদিগকে অবলোকন কর, উহারা রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে অথবা উহারা কাপুরুষ দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবে বলিয়া এ সময় হর্ষ প্রকাশ করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই বলিয়া অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদিগের বিপুল বল সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করত মহাবেগে সুবর্ণালঙ্কৃত দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকদিগের বাহিনী সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি শ্রবণে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তাঁহাদের অশ্ব সকল বিবৃতচক্ষু স্তব্ধকর্ণ, স্তব্ধগ্রীব ও স্তব্ধপাদ হইয়া রুধির বমন ও প্রস্রাব করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ সংজ্ঞা লাভ করত সেনাগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি এক কালে বাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চদশ শরে সংশপ্তক বিনির্মুক্ত সহস্র শর আগত হইতে না হইতেই খণ্ডখণ্ড করিলেন। পরে তাঁহারা দশ দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন তিন তিন শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ পাঁচ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন দুই দুই শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সংশপ্তকগণ পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেমন বৃষ্টি দ্বারা তড়াগ সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ শরনিকরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন যেমন কানন মধ্যে ভ্রমর পংক্তি কুসুমশোভিত পাদপে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শর অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুবাহু অদ্রিসারময় ত্রিংশ শরে অর্জ্জুনের কিরীটবিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন কিরীটস্থ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতের ন্যায় ও উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে সুবাহুর হস্তাবাপ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা, সুরথ, সুধর্ম্মা, সুধন্বা ও সুবাহু ইহাঁরা দশশরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করি-

লেন। অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেককেই শরজালে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে সুধন্বার শরাসন ছেদন ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার শিরস্ত্রাণ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। তখন তাহার অনুচরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া যে স্থানে দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল অবস্থান করিতেছে, তথায় ধাবমান হইল। যেমন দিবাকর করজালে অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন রোষভরে অবিচ্ছিন্ন শরনিকরে কৌরব সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন সেনাগণ ত্রস্ত, ভীত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ত্রিগর্ত্তেরা অর্জ্জুনকে ক্রোধে নিতান্ত অধীর নিরীক্ষণ করত সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং পার্থ শরে আহত হইয়া ভয়ার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় সেই সেই স্থানেই মোহে অভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ত্রিগর্ত্তদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! ভীত হইও না; পলায়ন করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে না। তোমরা কৌরব সৈন্য সমক্ষে সেইরূপ ভয়ানক শপথ করিয়া এক্ষণে তাহাদের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রধান প্রধানদিগকে কি বলিবে? পলায়ন করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব তোমরা একত্র মিলিত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা তুমুল কোলাহল সহকারে পরস্পরকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনার মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল।

উনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হে কেশব! বোধ হইতেছে, সংশপ্তকগণ জীবন সত্ত্বে রণস্থল পরিত্যাগ করিবে না, অতএব এক্ষণে উহাদের দিকে অশ্ব চালনা কর। আজি তুমি আমার ভুজবল ও গাণ্ডীববল অবলোকন করিবে। যেমন রুদ্রদেব পশুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও ইহাদিগকে বধ করিব। তখন বাসুদেব সহাস্যমুখে শুভাকাঙ্ক্ষা দ্বারা অর্জ্জুনকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে রথ চালন করিতে লাগিলেন। সমরে পাণ্ডুবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক সেই রথ পরিচালিত হইলে আকাশগামী বিমানের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে সুররাজরথের ন্যায় মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিবিধ আয়ুধধারী নারায়ণী সেনা সকল ক্রোধভরে শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নেত্রের অগোচর করিল। তখন অর্জ্জুন ক্রোধভরে দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সত্বরে গাণ্ডীব শরাসন পরিমার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ললাটদেশে ক্রোধচিহ্ন ভীষণ ভ্রুকুটি করিয়া দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন ত্বাষ্ট্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন সেনাগণ আপনার প্রতিরূপ সেই নানা রূপে বিমোহিত হইয়া পরস্পরকে অর্জ্জুন বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা এই অর্জ্জুন এই বাসুদেব বলিয়া মোহ প্রভাবে পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সকলে ত্বাষ্ট্র অস্ত্র প্রভাবে বিমোহিত হইয়া এক কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে রণস্থল পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই ত্বাষ্ট্র অস্ত্র শত্রু প্রযুক্ত অস্ত্রজাল ভস্মসাৎ করিয়া বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সহাস্য মুখে ললিথ, মালব, মাবেল্লক, ত্রিগর্ত্ত ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বিবিধ আয়ুধজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ভয়ানক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুন, রথ ও কেশব আর নয়নগোচর হইলেন না। ইত্যবসরে সংশপ্তকগণ লব্ধলক্ষ্য হইয়া পরস্পর কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রীত মনে বসন বিকম্পিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র বীরগণ ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল তখন বাসুদেব একান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কোথায়; আমি তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছি না; তুমি ত জীবিত আছ? তাঁহার বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন সত্বর হইয়া বায়ব্যাস্ত্রে সেই সমস্ত শর নিবারণ করিলেন। তখন ভগবান্ প্রভঞ্জন শুষ্ক পত্ররাশির ন্যায় হস্তী অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত সংশপ্তকগণকে বহন করিতে লাগিলেন। যেমন বিহঙ্গগণ যথা সময়ে বৃক্ষ হইতে উড্ডীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন সত্বরে তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া শত শত সহস্র সহস্র শরে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লাস্ত্রে তাঁহাদের মস্তক ও সশস্ত্র হস্ত ছেদন করিয়া শর দ্বারা করিশুণ্ডোপম উরুদণ্ড পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন

কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড খণ্ড, কাহার চরণযুগল ছিন্ন ভিন্ন, কাহারও বা বাহু নিকৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন শত্রুগণকে এইরূপ ক্ষত বিক্ষত করত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল শরজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া হস্তী ও অশ্বগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে ছিন্নধ্বজ রথ সকল মুণ্ডিত তালবনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। উৎকৃষ্ট আয়ুধসনাথ পতাকা পরিশোভিত, ধ্বজ দণ্ডমণ্ডিত অঙ্কুশসম্পন্ন মাতঙ্গগণ তরুরাজি সমাকীর্ণ বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। চামরপীড় কবচাবৃত তুরঙ্গম সকল পার্থ বাণে অস্ত্র, নেত্র ও জীবন বিনির্গত হওয়ায় আরোহী সহিত ধরাসনে শয়ন করিল। অসি ও নখরবিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্মা ছিন্নাস্থিসন্ধি, ছিন্নমর্ম্মা পদাতিগণ নিহত হইয়া অতি দীন ভাবে শয়ন করিয়া রহিল। তখন কেহ নিহত, কেহ হন্যমান, কেহ নিপতিত, কেহ পাত্যমান,কেহ অবস্থিত,কেহ কেহ বা বিচেষ্টমান হইতে লাগিল।এইরূপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজাল রুধিরধারাবর্ষণে প্রশান্ত হইয়া গেল ; কবন্ধশতসঙ্কুল রণস্থল নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন কালাত্যয়ে পশুসংহারে প্রবৃত্ত ভগবান্ রুদ্রের আক্রীড়ের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, ও রথ কুঞ্জরগণ সমবেত অর্জ্জুনাভিমুখীন সৈন্যগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রপুরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন সেই রণক্ষেত্র নিহত মহারথগণে আস্তীর্ণ হইয়া সাতিশয় সুশোভিত হইল। অর্জ্জুন এইরূপে সমরমদে মত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। আয়ুধধারী বিপুল বল সমুদায় যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে সত্বরে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি তুমুল হইয়া উঠিল।

বিংশতিতম অধ্যায়।

মহারথ দ্রোণাচার্য্য রজনী অতিবাহিত করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমারই বশম্বদ। আমি অর্জ্জুনের সহিত সংশপ্তকগণের সমর উদ্ভাবিত করিয়াছি। অনন্তর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলে দ্রোণ ব্যূহ রচনা করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে পাণ্ডব সেনাভিমুখে নির্গত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভারদ্বাজ বিরচিত সুপর্ণ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুপর্ণ ব্যূহের মুখ, সানুচর সহোদরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন তাহার মস্তক, কৃতবর্ম্মা ও তেজস্বী গৌতম চক্ষু দ্বয়, ভূতশর্ম্মা, ক্ষেমশর্ম্মা করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, শূদ্র, আভীর, দাশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ হংসপদ, শূরসেন, দরদ, মদ্র ও কেকয়গণ আর শত শত সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি উহার গ্রীবা, ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিক অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ ও কাম্বোজ সুদক্ষিণ, ইহারা বাম পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া অশ্বত্থামার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উহার পৃষ্ঠ ভাগে অম্বষ্ঠ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌণ্ড্র মদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ব্বতীয় ও বসাতিগণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবীর কর্ণ পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধবগণ এবং নানা দেশ সমাগত বহুল বল সমভিব্যাহারে অবস্থান করিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, জাম, ভোজ, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল পরাক্রান্ত নৈষধ, ইহারা বহুসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ব্যূহের বক্ষস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক হস্ত্যশ্বরথপদাতি পরিকল্পিত সুপর্ণ ব্যূহ যেন বায়ুক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় নৃত্য করিতেছে বোধ হইল। যোদ্ধা সকল সমরাভিলাষে উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে জলদকালীন বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত গর্জ্জমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যূহের মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সুসজ্জিত মাতঙ্গে আরোহণ করিলে এবং ভৃত্যেরা পূর্ণিমা রজনীতে কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমাসদৃশ মাল্যদাম বিভূষিত, শ্বেত ছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলে তিনি উদয় কালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গ বারিধারাভিষিক্ত উত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিবিধায়ুধধারী বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্তদুর্ভেদ্য অমানুষ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর! আজি আমি যাহাতে ব্রাহ্মণের বশবর্ত্তী না হই, তাহার উপায় বিধান কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য বহু যত্নেও আপনারে বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইবেন না, আমি তাঁহারে ও তাঁহার অনুচরগণকে সমরে নিবারণ করিব। আমি জীবিত থাকিতে আপনি কদাচ উদ্বিগ্ন হইবেন না, দ্রোণাচার্য্য আমারে পরাজয় করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।

এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলে দ্রোণাচার্য্য সেই অশুভদর্শন ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া ক্ষণমধ্যেই সাতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ দ্রোণাচার্য্যকে একান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিলেন। তখন উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্ম্মুখকে সত্বরে শর নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। দুর্ম্মুখ দ্রোণকে নিবারিত দেখিয়া সত্বরে আগমন পূর্ব্বক নানা লক্ষণলাঞ্ছিত শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত করিলেন। তাঁহারা এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনাগণকে শর প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ুবেগ বশতঃ মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কোন কোন স্থলে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল মধুরদর্শন হইয়াছিল; পরিণামে উন্মত্তের ন্যায় নিতান্ত মর্য্যাদা শূন্য হইয়া প্রবর্ত্তিত হইল। তখন উভয় পক্ষে আত্মপর বিবেচনা কিছুই রহিল না; কেবল অনুমান ও সংজ্ঞা দ্বারা লোক সকল উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের চূড়ামণি, নিষ্ক, অন্যান্য ভূষণ ও বর্ম্ম সমুদায়ে আদিত্যসঙ্কাশ প্রভাজাল উদ্ভাসিত হইল। পতাকামণ্ডিত হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল বলাকাসনাথ জলদ পটলের ন্যায় রমণীয় শোভাধারণ করিল। মনুষ্য মনুষ্যকে, অশ্ব অশ্বকে, রথী রথীরে হস্তী হস্তীরে বিনাশ করিতে লাগিল; ক্ষণকাল মধ্যে গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধআরম্ভ হইল। সেই সমস্ত মদস্রাবী দ্বিরদগণের গাত্রঘর্ষণ ও দশনাঘাতে সধূম পাবক সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন স্খলিতপতাক বিষাণজ্বলিত হুতাশন করিনিকর নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন শরৎকালে গগনতল জলদজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মাতঙ্গ সকল রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইল, কেহ কেহ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তথায় নিপতিত হইল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা আহত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ভীত হইল। কতকগুলি হস্তী বিষাণ সমাহত হইয়া প্রলয় কালীন জলদের ন্যায় ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী অন্য হস্তী দ্বারা প্রতিকূলগামী হইলে অঙ্কুশাহত হইয়া পুনরায় উন্মথিত করত শত্রুগণকে আঘাত করিল।

মহামাত্র সকল মহামাত্র কর্ত্তৃক শর তোমর দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া প্রহরণ ও অঙ্কুশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহামাত্র শূন্য মাতঙ্গ সকল নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী নিহত, পাতিত ও পতিতায়ুধ ব্যক্তিদিগকে বহন করিয়া গণ্ডারের ন্যায় চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী তোমর, ঋষ্টি ও পরশুদ্বারা আহত ও আহন্যমান হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বকনিপতিত হইল। উহাদিগের অচলোপম বৃহৎ কলেবরে পৃথিবী আহত হইয়া সহসা কম্পিত ও শব্দায়মান হইতে লাগিল। বিনষ্ট আরোহীযুক্ত, পতাকা সমলঙ্কৃত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত দ্বারা পরিকীর্ণের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। করিসমারূঢ় মহামাত্র সকল রথী দ্বারা ভল্লাস্ত্রে নির্ভিন্নহৃদয় হইয়া অঙ্কুশ ও তোমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। কোন কোনহস্তী নারাচে আহত হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া উভয় পক্ষীয় বীরগণকে বিমর্দ্দিত করত দশদিকে গমন করিল। তখন বসুন্ধরা হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এবং মাংস, শোণিত ও কর্দ্দমে নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। বারণগণ সচক্র, বিচক্র, অতি বৃহৎ রথ সকল দশনে মথিত করিয়া রথীর সহিত উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। রথ সকল রথী শূন্য, অশ্ব মাতঙ্গগণ আরোহী শূন্য ও নিতান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তথায় পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে অতি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তৎকালে কিছুই অনুভূত হইল না। লোহিতবর্ণ কর্দ্দমে মনুষ্য সকলের গুল্ফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পাদপ সকল প্রদীপ্ত দাবানলে প্রোথিত হইয়াছে। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে সমস্ত শোণিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিপাতিত অশ্ব, রথ ও নর সমুদায় রথনেমির প্রত্যাবর্ত্তনে বহুধা ছিন্ন হইল। সেই সৈন্যসাগর গজ সমূহ রূপ মহাবেগ শালী, বিনষ্ট মনুষ্য রূপ শৈবাল শোভিত, রথ সমূহ রূপ তুমুল আবর্ত্তযুক্ত হইয়া উঠিল। জয়াভিলাষী বীরপুরুষেরা বাহন রূপ বৃহৎ নৌকা দ্বারা তাহাতে অবগাহন করতনিমগ্ন না হইয়া বিপক্ষগণকে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিলেন। চিহ্নসম্পন্ন যোদ্ধাগণ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে কোনব্যক্তিই চিহ্নবিহীন হইয়াছে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না।

মহাবীর দ্রোণ সেই ভয়ঙ্কর ঘোরতর সমরে শত্রুগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে সমীপে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাসিংহ গজযূথপতিরে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে করিগণ যে রূপ শব্দ করে, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেই রূপ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ দ্রোণকে অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দ্রোণ ও সত্যজিৎ সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিতাস্ত্র সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির উপরে সর্পবিষসদৃশ সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সারথি সত্যজিতের বাণাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। অনন্তর মহাবীর সত্যজিৎ দ্রোণের অশ্বগণকে দশ ও উভয় পার্ষ্ণি সারথিরে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাকার গমনে বিচরণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে আচার্য্যের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমরে সত্যজিতের কার্য্য সন্দর্শনে তাঁহারে কালপ্রাপ্ত বোধ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দশ শরে তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী সত্যজিৎ সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণের উপর কঙ্কপত্রযুক্ত ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যকে সত্যজিৎ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে বীরনাদ ও বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃক ক্রোধভরে দ্রোণের বক্ষস্থলে ষষ্টিবাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এইরূপে মহারথ দ্রোণ শর নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধে নেত্রদ্বয় উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক মহাবেগে সত্যজিৎ ও বৃকের শরাসন ছেদন করিয়া ছয় বাণে সারথি ও অশ্ব সমুদায় সমভিব্যাহারে তাঁহারে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর সত্যজিৎ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের এবং তাঁহার অশ্ব সমুদায়, সারথি ও ধ্বজের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ সমরে সত্যজিতের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত সত্বরে অশ্ব, ধ্বজ, শরাসনমুষ্টি এবং পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়ের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য বারংবার শরাসন ছেদন করাতে মহাবীর সত্যজিৎ ক্রোধভরে দ্রোণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সত্যজিৎকে তাদৃশ প্রভাব সম্পন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন।

এইরূপে মহারথ সত্যজিৎ নিহত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের ভয়ে ভীত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, চেদী, করূষ ও কোশলগণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হুতাশন যেমন তূলারাশি দহন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার বাসনায় সেই সমাগত সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর শতানীক দ্রোণকে বারংবার সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনের বাসনায় কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত, সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ ছয় বাণে তাঁহারে তাঁহার সারথিরে ও অশ্ব সমুদায়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করত পুনর্ব্বায় দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সত্বরে ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া শতানীকের কুণ্ডল সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। মৎস্যগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মৎস্যগণকে পরাজয় করিয়া চেদী, কারূষ, কৈকেয়, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার পরাজয় করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ ক্রোধান্বিত মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে হুতাশনের বনদহনের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতে দেখিয়া সত্বরে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অমিত্র নিহন্তা মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের শরাসন নিস্বন চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইল। তাঁহার হস্ত বিনিক্ষিপ্ত সায়ক সমুদায় অসংখ্য অশ্ব, হস্তি, রথ ও পদাতিগণকে সংহার করিল। গ্রীষ্মকালে প্রবল বায়ুবেগে সঞ্চালিত জলধরপটল যেমন শিলাবৃষ্টি করে, তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধর, মহাবাহু, মিত্রগণের অভয়প্রদ, মহাবীর দ্রোণ শরবর্ষণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হেমমণ্ডিত শরাসন অভ্রমধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার ধ্বজস্থিত বেদী হিমবানের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সুরাসুর নমস্কৃত মহা প্রভাবশালী বিষ্ণু যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যপরাক্রম দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র প্রভাবে রণস্থলে অসংখ্য শৃগাল, কঙ্কুর, ক্রব্যাদ ও পিশিতাশনগণে সংকীর্ণা মানব কূলাপহারিণী, ভীরুজন ভয়প্রদা শমন সদন গামিনী নদী প্রবাহিত হইল; কবচ

সমুদায় তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ সমুদায় আবর্ত্ত স্বরূপ, গজ ও বাজি সমুদায় গ্রাহ স্বরূপ, অসি সকল মীন স্বরূপ বীরগণের অস্থি সকল কর্কর স্বরূপ, ভেরী ও মুরজ সমুদায় কচ্ছপ স্বরূপ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবাল ও সাদ্বল স্বরূপ, শর সমুদায় বেগ স্বরূপ, শরাসন সকল স্রোত স্বরূপ, বাহু সমুদায় পন্নগ স্বরূপ, নিহত নরগণের মস্তক সকল শিলা স্বরূপ, উরু সকল মীন স্বরূপ, গদা সকল উড়ুপ স্বরূপ, উষ্ণীষ নিচয় ফেন স্বরূপ, অন্ত্র সমুদায় সরীসৃপ স্বরূপ, মাংস ও শোণিতরাশি কর্দ্দম স্বরূপ, কেতু সকল বৃক্ষ স্বরূপ ও সাদিগণ তাহার নক্র স্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

তখন পাণ্ডুনন্দনগণ অন্যান্য বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া সেই ভুবনতপন দিনকর সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষ রাজা ও রাজপুত্রগণ তদ্দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া দ্রোণের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শিখণ্ডী পাঁচ, ক্ষত্রবর্ম্মা বিংশতি, বসুদান পাঁচ, উত্তমৌজা তিন, ক্ষত্রদেব পাঁচ, সাত্যকি শত, যুধামন্যু আট, যুধিষ্ঠির দ্বাদশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ ও চেকিতান তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বীরগণের বাণাঘাতে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ সৈন্য অতিক্রমণ পূর্ব্বক দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন। পরে সহসা ভূপতি ক্ষেমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়া রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন অস্ত্রের অবক্ষণীয় মহাবীর দ্রোণ চতুর্দ্দিক বিচরণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত অন্যান্য বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর শিখণ্ডীরে দ্বাদশ, উত্তমৌজারে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বসুদানকে সংহার করিলেন। অনন্তর অশীতি শরে ক্ষেমবর্ম্মারে ও ষড়বিংশতি শরে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ এবং ভল্ল দ্বারা ক্ষত্রদেবকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া যুধামন্যুর উপর চতুঃষষ্টি ও সাত্যকির উপর ত্রিশ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন সত্বরে বেগবান্ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্রোণের সমীপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চাল তনয় দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণ তাঁহারে শরাসন, অশ্বগণ ও সারথির সহিত অবিলম্বে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন; মহাবীর পাঞ্চালনন্দন দ্রোণের শরে নিহত হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে পতিতজ্যোতির ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এই রূপে সেই পাঞ্চাল তনয় নিহত হইলে চতুর্দ্দিকে দ্রোণকে সংহার কর, দ্রোণকে সংহার কর বলিয়া শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য, কৈকয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সাত্যকি চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী, বার্দ্ধক্ষেমি চৈত্রসেনি, সেনাবিন্দু ও সুবর্চ্চা এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক বীরগণ কৌরবগণ সমবেত দ্রোণের নিকট পরাজিত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ জয়লাভ করিয়া পলায়মান পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল। যেমন দানবগণ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চাল, মৎস্য ও কৈকয়গণ দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া কম্পিত হইল।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিলে কে তাঁহার অভিমুখীন হইয়াছিল? কি আশ্চর্য্য! তৎকালে কৃতজ্ঞ, সত্যনিরত, দুর্য্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহাধনুর্দ্ধর, শত্রুকুলের ভয়বর্দ্ধন, জৃম্ভমান ব্যাঘ্র সদৃশ, মদস্রাবী মাতঙ্গসম দ্রোণাচার্য্য জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন বীরই ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, কাপুরুষবর্গের অসেবিত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সেবিত সমরাভিলাষে সমুত্তেজিত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না! বল কোন্ কোন্ বীর সমরে সমুদ্যত হইয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ পঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, সৃঞ্জয়, চেদি ও কৈকয়গণ সমুদ্রবেগে পরিচালিত প্লব, সমুদায়ের ন্যায় দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদ্য বাদন করত বিপক্ষ পক্ষের রথ হস্তী ও নরগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণ মধ্যস্থিত স্বজন পরিবৃত মহারাজ দুর্য্যোধন বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে হাস্য করত কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, দ্রোণ সায়কাভিহত পাঞ্চালগণ সিংহ সন্ত্রাসিত মৃগযূথের ন্যায় একান্ত সন্ত্রাসিত হইয়াছে। বৃক্ষ সমূহ যেমন বায়ুবেগে

ভগ্ন হয়, তদ্রূপ উহারা দ্রোণশরে ভগ্ন হইয়াছে, বোধ হয় আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না। ঐ দেখ, অসংখ্য সেনা মহাত্মা দ্রোণের রুক্মপুঙ্খশরের আঘাতে পলায়নে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তীযূথ যেমন হুতাশন দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হয়, তদ্রূপ বহুসংখ্যক সেনা মহাবীর দ্রোণ ও কৌরব পক্ষ অন্যান্য বীরগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দ্রোণের ভ্রমর সদৃশ নিশিত সায়কে বিদ্ধ ও পলায়নপর হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে। ঐ দেখ ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও কৌরব যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া আমারে আহ্লাদিত করিতেছে। ঐ দুরাত্মা আজি সমুদায় লোক দ্রোণময় দেখিতেছে এবং জীবন ও রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে।

কর্ণ কহিলেন, হে কুরুরাজ! মহাবাহু ভীমসেন জীবন থাকিতে কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। এই সমুদায় সিংহনাদও তাঁহার সহ্য হইবে না, আর বলবীর্য্য সম্পন্ন, রণদুর্ম্মদ, শিক্ষিতাস্ত্র পাণ্ডবগণ যে সহসা সংগ্রামে পরাজিত হইবেন ইহাও সম্ভবপর নয়, উহাঁরা বিষ অগ্নি দ্যূত ও বনবাসের ক্লেশ স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। অমিততেজা মহাবাহু বৃকোদর সংগ্রামে প্রত্যাগত হইতেছেন, অবশ্যই প্রধান প্রধান রথিগণকে সংহার করিবেন। উহার অসি, শরাসন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও লৌহদণ্ড প্রভাবে এক এক বারে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইবে। মহাবীর সাত্যকি প্রমুখ রথী সমুদায় এবং পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ ভীমসেনের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। ইহারা সকলেই মহাবীর, মহাবল পরাক্রান্ত ও মহারথ, বিশেষত অমর্ষপরায়ণ মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে উহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন। মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে পরিবৃত করে, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। যেমন মুমূর্ষু পতঙ্গগণ দীপের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ একাগ্র মনে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অরক্ষিত দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়িত করিবেন। উহারা সকলেই কৃতাস্ত্র; সুতরাং দ্রোণকে নিবারণ করা উহাদের দুঃসাধ্য হইবে না। আমার মতে আজি দ্রোণের উপর অতি ভার পতিত হইয়াছে, অতএব তাহার সমীপে ত্বরায় গমন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন বৃকগণ মহাগজকে সংহার করে, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাগণ সমবেত হইয়া যেন মহাবীর দ্রোণকে বিনাশ করিতে না পারে।

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় একমাত্র দ্রোণ বধাভিলাষি, নানা বর্ণের অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে সমারূঢ় পাণ্ডবগণের ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন প্রভৃতি যে যে মহাবীর ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের রথচিহ্ন সমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর ঋষ্যবর্ণ অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলে মহাবীর সাত্যকি রজত বর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তখন দুষ্প্রধর্ষ যুধামন্যু ক্রোধভরে সারঙ্গ বর্ণ অশ্ব যোজিত রথে ও পাঞ্চালরাজতনয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবেগশালী, সুবর্ণমণ্ডিত, পারাবত বর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা স্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত রক্তবর্ণ হয় যোজিত রথে আরূঢ় হইয়া ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডীনন্দন মহাবীর ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্মপত্র সন্নিভ, মল্লিকাসদৃশাক্ষ অশ্ব সমুদায় চালন পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। শুকপক্ষ বিভূষিত কাম্বোজ দেশীয়, দর্শনীয় অশ্বগণ নকুলকে বহন করত কৌরব সমুদায়ের প্রতি ধাবমান হইল। মেঘ সদৃশ হয়গণ উত্তমৌজারে বহন করত তুমুল সংগ্রামে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিরবর্ণ বায়ুবেগগামী অশ্বগণ উদ্যতায়ুধ মহাবীর সহদেবকে তুমুল সংগ্রামে সমুপস্থিত করিল। দন্তসবর্ণ, কৃষ্ণকেশরযুক্ত মহাবেগ অশ্বগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ স্বর্ণ ভূষণ বিভূষিত বায়ুবেগগামী হয় সমুদায়ে সমারূঢ় হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিল। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সুবর্ণমণ্ডিত ও যুধিষ্ঠিরের অনুগামী সৈন্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্ত্বকী সর্ব্বশব্দসহ, দিব্যাভরণ ভূষিত অশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত রথে অধিরূঢ় হইয়া ভূপতিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট মহারথগণ সমভিব্যাহারে সাত্ত্বকীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৈকয়গণ, মহাবীর শিখণ্ডী ও ধৃষ্টকেতু স্ব স্ব সৈন্য লইয়া বিরাটের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পাটলপুষ্প বর্ণ অশ্বগণ অরাতি নিপাতন মহারাজ মৎস্যরাজকে বহন করত নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। হরিদ্রা বর্ণ, হেমমালা বিভূ-

ষিত, বেগশালী অশ্বগণ বিরাটরাজের পুত্রকে বহন করিতে লাগল। সুবর্ণ বর্ণ হেমমালা বিভূষিত, যুদ্ধবিশারদ, লোহিত ধ্বজ সম্পন্ন বর্ম্মিতদেহ কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রগোপসবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বারিবর্ষণকারী জীমূতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্র বর্ণ তুম্বুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত দিব্য অশ্বগণ অমিততেজা দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীকে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল দেশীয় দ্বাদশ সহস্র মহারথ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ষট্ সহস্র শিখণ্ডীর অনুগমন করিলেন। সারঙ্গ বর্ণ অশ্ব সমুদায় শিশুপালের তনয়কে বহন করিতে লাগিল। চেদীশ্বর মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলাল ধূম সদৃশ, সুকুমার, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ কৈকেয় বৃহৎক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা সদৃশাক্ষ, পদ্ম বর্ণ, দিব্যাভরণ ভূষিত বাহ্লিকজ অশ্বগণ শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কার সম্পন্ন, কৌশেয় সবর্ণ ধীর প্রভাব অশ্বগণ অরাতিনিপাতন সেনাবিন্দুকে বহন করিল। ক্রৌঞ্চবর্ণ উৎকৃষ্ট হয়গণ সুকুমার, মহাবল, কাশিরাজ তনয়ের বাহন হইল। সারথির প্রীতিকর শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণগ্রীব বায়ুবেগ অশ্বগণ প্রতিবিন্ধ্যকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর সোমের নিকট যে পুত্রটী প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, সেই সুতসোম মাষপুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের ঐ পুত্রটী কৌরব দিগের উদয়েন্দু নামক পুরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সহস্র সোমসদৃশ প্রভা সম্পন্ন ও সোমক সভামধ্যে খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া উঁহার নাম সুতসোম হইয়াছে।

হে মহারাজ! তরুণাদিত্য সঙ্কাশ, শালপুষ্প সন্নিভ অশ্বগণ শতানীককে, কাঞ্চন সদৃশ যোক্ত্র সম্পন্ন ময়ূর গ্রীবা সবর্ণ অশ্বগণ শ্রুতকর্ম্মারে ও স্বর্ণ চাতকপক্ষ সন্নিভ হয় সমুদায় পার্থতুল্য শ্রুতনিধি শ্রুতকীর্ত্তিরে সংগ্রামে বহন করিতে লাগিল। সংগ্রামে যাহার প্রভাব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রভাব অপেক্ষা সার্দ্ধৈকগুণ অধিক, সেই মহাবীর অভিমন্যু পিঙ্গল বর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইলেন। আপনার শত পুত্রের মধ্যে যিনি একাকী সোদর গণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই মহাবীর যুযুৎসু মহাকায় অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলালকাণ্ড সবর্ণ দিব্যাভরণ ভূষিত বেগবান্ অশ্বগণ বার্দ্ধক্ষেমিরে বহন করিতে লাগল। সুবর্ণ পত্রযুক্ত বর্ম্ম ভূষিত, সারথির আজ্ঞাবহ, কৃষ্ণপাদ অশ্বগণ কুমার সৌচিত্তিরে বহন করিল। সুবর্ণমণ্ডিতপৃষ্ঠ সুবর্ণমালা বিভূষিত, শান্তপ্রকৃতি কৌশেয় সদৃশ অশ্বগণ শ্রেণিমানের বাহন হইল। অরুণবর্ণ অশ্বগণ ধনুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্ম বেদ পারগ সত্যধৃতিরে বহন করিতে লাগিল। যিনি সংগ্রামস্থলে দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই পাঞ্চাল সেনানী ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবত সবর্ণ অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভু বেগশালী, কাম্বোজ দেশীয়, হেমমালা বিভূষিত অশ্ব সমুদায় লইয়া শত্রু সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগমন করিতে লাগিলেন। হেমমণ্ডিত নানা বর্ণের অশ্ব ও ধ্বজ সম্পন্ন, বিতত কার্ম্মুক কাম্বোজ দেশীয় প্রভদ্রকগণ শরজালে অরাতি সৈন্যগণকে বিকম্পিত করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। পিঙ্গল কৌশেয় বর্ণ সুবর্ণ মালাধারী, অম্লানচিত্ত অশ্বগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। সব্যসাচীর মাতুল, কুন্তিভোজ পুরুজিৎ ইন্দ্রায়ুধ সবর্ণ হয়োত্তম যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। তারকাপুঞ্জ বিচিত্রিত নভোমণ্ডল সদৃশ অশ্বগণ মহারাজ রোচমানকে বহন করিতে লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ গোপতির পুত্র পাঞ্চাল দেশীয় সিংহসেনকে বহন করিল। পাঞ্চালগণের মধ্যে যিনি জনমেজয় নামে বিখ্যাত, সেই মহাত্মা সর্ষপপুষ্প সবর্ণ অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবেগশালী, হেমমালা বিভূষিত, মাষবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ, চন্দ্রমুখ অশ্ব সমুদায় পাঞ্চালকে বহন করিতে লাগিল। শরস্তম্ব সদৃশ, পদ্ম, কিঞ্জল্ক বর্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত অশ্ব সমুদায় দণ্ডধারকে বহন করিল। অরুণবর্ণ, মূষিকসবর্ণপৃষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাঘ্রদত্তের বাহন হইল। বিচিত্র কৃষ্ণবর্ণ, চিত্রমালা বিভূষিত অশ্বগণ পাঞ্চাল দেশীয় সুধন্বারে বহন করিতে লাগিল। অশনিসমস্পর্শ ইন্দ্রগোপ সন্নিভ, বিচিত্রগতি, চিত্র অশ্বগণ চিত্রায়ুধের বাহন হইল। চক্রবাক সদৃশোদর, হেমমালাধারী অশ্বগণ কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্রবর্ণ, সুবর্ণ মালা মণ্ডিত, অত্যুচ্চ অশ্বগণ সমর নিপুণ, সত্যধৃতি ক্ষেমিরে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর শুক্ল শুক্লবর্ণ, ধ্বজ, কবচ, ধনু, অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। সমুদ্রসম্ভূত, শশাঙ্ক সদৃশ অশ্বগণ সমুদ্রসেনের পুত্র মহাতেজা চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল। নীলোৎপল সন্নিভ, সুবর্ণ বিভূষিত, চিত্রমালাধারী অশ্বগণ চিত্ররথের বাহন হইল। কলায়পুষ্প সবর্ণ, শ্বেত ও লোহিত রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ রথভুম্দ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল।

লোকে যাহাকে সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শৌর্য্য সম্পন্ন বলিয়া থাকে সেই পটচ্চর নিহন্তা মহাবীর, শুক্লবর্ণ হয় সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। কিংশুক সবর্ণ অশ্বগণ চিত্র মালা, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ সম্পন্ন চিত্রায়ুধকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর নীল নীলবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর চিত্র বিচিত্র রত্নচিহ্নসম্পন্ন বরূথ, রথ, ধ্বজ ও শরাসন এবং বিচিত্র অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা লইয়া সমরে গমনোন্মুখ হইলেন। পুষ্কর বর্ণ অশ্বগণ রোচমানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল। সমর কুশল, শীঘ্রগামী, কুক্কুটাণ্ড সবর্ণ, শ্বেতাণ্ডযুক্ত, শোভন অশ্বগণ দণ্ডকেতুরে বহন করিতে আরম্ভ করিল।

পিতা কৃষ্ণের হস্তে নিহত, পাণ্ডবগণের কপাট ভিন্ন ও বন্ধুগণ পলায়িত হইলে যিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় রুক্মি, কর্ণ, অর্জ্জুন, ও কৃষ্ণের সমান হইয়া দ্বারকাপুরী উচ্ছিন্ন ও সমুদায় ভূমণ্ডল পরাজিত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অনন্তর যিনি হিতচিকীর্ষু, প্রাজ্ঞ সুহৃদ্গণের নিবারণে বৈরানুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্ড্যাধিপতি সাগরধ্বজ বৈদূর্য্যজাল সংচ্ছন্ন, চন্দ্ররশ্মি সন্নিভ অশ্ব সমুদায়লইয়া স্বীয় বাহুবল প্রভাবে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসক পুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ পাণ্ড্যের অনুযায়ী চতুর্দ্দশ অযুত রথীরে বহন করিতে লাগিল। নানাবর্ণযুক্ত নানাবিধমুখ অশ্বগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বহন করিল। যিনি সমুদায় কৌরবগণেরমত ও স্বীয় অভিলষিত দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিসহকারে একাকী যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবাহু লোহিতনয়ন বৃহন্ত, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাকায় অশ্বগণ সংযোযিত সুবর্ণময় সন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক সমরে গমন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে রথিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। দেবরূপী প্রভদ্রকগণ নানাবর্ণের অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমুদায় বীরগণ ভীমসেনের সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্র সমবেত সুরগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উহারা পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সবিশেষ মনোনীত হইয়াছিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদায় সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্বজদণ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্ণাজিন ও সুবর্ণময় কমণ্ডলু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেনেরবৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত লোচন সম্পন্ন মহাসিংহধ্বজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণ নির্ম্মিত,গ্রহগণপরিবৃত চন্দ্রধ্বজ সাতিশয় শোভমান হইল। উহার ধ্বজে নন্দ ও উপনন্দ নামে দুই বিপুল মৃদঙ্গ যন্ত্র সহকারে সুমধুর স্বরে বাদিত হইয়া হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছিল। মহাবীর নকুলের ধ্বজে অতিভীষণ অত্যুগ্র সুবর্ণপৃষ্ঠ সরভ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু সহদেবের ধ্বজে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন, ঘণ্টা ও পতাকাযুক্ত, দুর্দ্ধর্ষ হংস সাতিশয় শোভমান হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চ ধ্বজে ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতে লাগিল। কুমার অভিমন্যুর রথে তপ্ত কাঞ্চন বিনির্ম্মিত শার্ঙ্গপক্ষী সনাথ ধ্বজ দৃষ্ট হইল, মহাবীর ঘটোৎকচের ধ্বজে গৃধ্র শোভা পাইতে লাগিল। এবং পূর্ব্বে যেমন রাবণের অশ্বগণ কামচারী ছিল, ঘটোৎকচের অশ্বগণ সেই রূপ কামচারী বোধ হইল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দিব্য মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন বায়ব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই দিব্য অজয় গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন শরাসন, ঘটোৎকচ অতিভীষণ পৌলস্ত শরাসন এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রৌদ্র, আগ্নেয়, কৌবের্য্য, যাম্য ও গিরিশ ধনু গ্রহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। রোহিণীতনয় বলভদ্র যে রৌদ্র ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া সেই ধনু অভিমন্যুরে প্রদান করেন। অর্জ্জুন তনয় সেই শরাসন লইয়া সংগ্রামে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! যে সমুদায় ধ্বজের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, তদ্ভিন্ন মহাবীরগণের অন্যান্য অসংখ্য হেমমণ্ডিত, অরাতিগণের ভয়াবহ ধ্বজ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সুরগণ পরিবৃত, ধ্বজসঙ্কুল কাপুরুষ শূন্য দ্রোণ সৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইল। স্বয়ম্বর স্থল সদৃশ সেই সমরাঙ্গনে দ্রোণের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নাম গোত্র শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংগ্রাম স্থলস্থিত বৃকোদর সমবেত উক্ত ভূপতিগণ দেবতাদিগের সৈন্যগণকেও ব্যথিত করিতে পারেন। পুরুষ অদৃষ্ট সংযুক্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া

থাকে, সুতরাং তাহার অভিলষিত বিষয় সকল অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়। দেখ পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির দীর্ঘ কাল অরণ্যে বাস ও লোকের অজ্ঞাত বিচরণ করিয়া এক্ষণে সংগ্রামের নিমিত্ত এই মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে; আমার পুত্রের দুরদৃষ্ট ব্যতীত ইহার আর কারণ কি? নিশ্চিয়বোধ হইতেছে মনুষ্য অদৃষ্ট যুক্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং তাহার অদৃষ্টের অধীন হইয়া চলিতে হয়; তন্নিমিত্তই সে আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। যুধিষ্ঠির দ্যূতব্যসন প্রভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশিত হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার অদৃষ্টবলে সহায় সম্পন্ন হইয়াছে। কেকয়, কৌশিক, কোশল, চেদি ও বঙ্গদেশীয়গণ এক্ষণে আমাদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিল যে, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধীন; যুধিষ্ঠিরের অতি অল্প মাত্র। কিন্তু দুরদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আমাদের অসংখ্য সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। সতত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বাস্ত্র পারগ মহাবীর দ্রোণ ভূপতিগণের মধ্যে কিরূপে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে আমার মহৎ কৃচ্ছ্র ও মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে; ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে বাসনা নাই। পূর্ব্বে মহামতি বিদুর আমারে পুত্রলোলুপ দেখিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবে তৎসমুদায় ঘটিয়াছে। এক্ষণে যদি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করি তাহা হইলে কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার হয় না এবং সকলকেও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় না। যে ভূপতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থপর হন, তাঁহারে অবশ্যই ইহলোকে হীন ও ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্জয়! যখন বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন এই হতোৎসাহ রাজ্যের আর নিস্তার নাই। আমরা যে পুরুষোত্তমদ্বয়ের প্রভাবে জীবন ধারণ করিতেছিলাম, সেই ধুরন্ধরদ্বয় যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আর কি রূপে আমাদের পরিত্রাণ হইবে?

যাহা হউক, এক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে আক্রমণ করিয়াছিল? আর কোন্ কোন্ ক্ষুদ্রাশয়েরা বা পলায়ন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। ঐ মহাবীর ও বৃকোদরই আমার মহাভয়ের কারণ। পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের সৈন্যগণ কি রূপে দারুণ সংগ্রাম করিয়াছিল? পাণ্ডবেরা সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তোমাদের মন কি রূপ হইয়াছিল? এবং আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ সমরক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে মেঘাচ্ছিত দিবাকরের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিলে আমাদের পক্ষে মহাসঙ্কট সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবসৈন্য সমুত্থিত ধূলিপটল প্রভাবে কৌরব পক্ষগণ আবৃত হওয়াতে আমরা দ্রোণকে অবলোকন না করিয়া মৃত বলিয়া স্থির করিলাম। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে দুষ্কর ক্রুর কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে সংগ্রামে প্রেরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে সেনাগণ! তোমরা মহোৎসাহ সহকারে সাধ্যানুসারে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারিত কর। তখন আপনার তনয় মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ দূর হইতে ভীমসেনকে দেখিয়া দ্রোণের জীবন রক্ষা মানসে ভীমের উপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যু তুল্য ক্রোধান্বিত মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ যেমন ভীমের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর বৃকোদরও তদ্রূপ দুর্ম্মর্ষণের উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের দুই জনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে অন্যান্য রণপ্রাজ্ঞ মহাবীরগণ আপনাদের প্রভু কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সমরোন্মত্ত মহাবীর কৃতবর্ম্মা মত্ত বারণ বিক্রান্ত সাত্যকিরে, সিন্ধুরাজ ক্ষত্রবর্ম্মারে ও উগ্রধন্বা মহেষ্বাসকে শর নিকর দ্বারা দ্রোণাভিমুখ হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষত্রবর্ম্মা সিন্ধুপতির ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদ করিয়া ক্রোধভরে দশ নারাচ দ্বারা তাঁহার সমুদায় মর্ম্ম স্থান তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সিন্ধুরাজ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া লৌহময় শর দ্বারা ক্ষত্রবর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুবাহু, পাণ্ডবগণের হিতার্থ সংগ্রামে যত্নমান স্বীয় ভ্রাতা মহারথ যুযুৎসুরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুযুৎসু সুশাণিত ক্ষুরপ্রদ্বয়ে সুবাহুর ধনুর্ব্বাণ সুশোভিত বাহুযুগল ছেদন করিলেন। বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ প্রতিরোধ করে, তদ্রূপ মদ্ররাজ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের উপর অসংখ্য

মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মদ্রাধিপতি ধর্ম্মরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের চীৎকার শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ বাহ্লিক অসংখ্য সেনা সমবেত হইয়া মহতী সেনা পরিবৃত মহারাজ দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদস্রাবী মহাযূথাধিপতি মাতঙ্গ যুগলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত উক্ত বৃদ্ধ ভূপতি দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও অগ্নি যেমন বলিরে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মৎস্যাধিপতি বিরাটকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৎস্য ও কৈকয়গণের যুদ্ধ সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

নকুলনন্দন শতানীক শর নিকর নিক্ষেপ করত দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সভাপতি ভূতকর্ম্মা তাঁহারে নিবারণ করিলেন। তখন নকুলনন্দন ক্রোধভরে তিন সুশাণিত ভল্ল পরিত্যাগ করিয়া ভূতকর্ম্মার বাহু যুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিবিংশতি দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বল বিক্রমশালী সুতসোমকে নিবারণ করিলেন। তখন সুতসোম ক্রোধভরে অজিহ্মগ শর নিকর দ্বারা স্বীয় পিতৃব্য বিবিংশতিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমরথ সুনিশিত লৌহময় শর নিকর বর্ষণ করিয়া শাল্ব এবং তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর চিত্রসেনের পুত্র ময়ূর সদৃশ অশ্বসংযুক্ত রথারূঢ় সমরাঙ্গণে ধাবমান মহাবাহু শ্রুতকর্ম্মারে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার উক্ত পৌত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃকুলের হিত সাধনার্থ পরস্পর নিধন বাসনায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সিংহলাঙ্গূলধ্বজ মহাবাহু অশ্বত্থামা পিতার প্রাণ রক্ষার্থ বিবিধ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনস্থ প্রতিবিন্ধ্যকে নিবারণ করিলে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধভরে তাঁহারে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন, কৃষক যেমন বীজকালে ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীতনয়গণ অশ্বত্থামার উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনকুমার শ্রুতকীর্ত্তি যুদ্ধার্থ দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন দেখিয়া দুঃশাসনতনয় তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সদৃশ বলবিক্রমশালী অর্জ্জুনতনয় সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা দুঃশাসননন্দনের শরাসন, ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই যাহারে বীর প্রধান বলিয়া গণনা করে, মহাবীর লক্ষ্মণ সেই পটচ্চর হন্তারে নিবারণ করিলেন। পটচ্চরনিহন্তা ক্রোধভরে লক্ষ্মণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শর জাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেনতনয় শিখণ্ডীরে নিবারণ করিলে তিনি বিকর্ণের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর বিকর্ণ অনায়াসে শিখণ্ডী নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় নিরাকৃত করিলেন। মহাবাহু উত্তমৌজা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন; মহাবীর অঙ্গদ শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহারে নিবারণ করিলেন। উক্ত বীর দ্বয়ের সংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সমুদায় সৈন্যগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

মহাধনুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান মহাবীর পুরুজিৎকে বৎসদন্ত দ্বারা নিবারণ করিলেন। মহাবাহু পুরুজিৎ ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নারাচ নিক্ষেপ করিলে দুর্ম্মুখের মুখ মণ্ডল সুনালপঙ্কজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান লোহিত ধ্বজ কৈকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতারে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন। তাঁহারা কর্ণের শরাঘাতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাঁহাদিগকে বারংবার শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পরের শরজালে পরস্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য হইলেন। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র দুর্জ্জয়, জয় ও বিজয় নীল, কাশ্য ও জয়ৎসেন এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষুর সহিত ভল্লুক, মহিষ ও বৃষভের যেমন সংগ্রাম হয়, তদ্রূপ আপনার তিন পুত্রের সহিত উক্ত বীরত্রয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া দর্শকগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্ষেমধূর্ত্তি ও বৃহন্ত দুই ভ্রাতা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে তীক্ষ্ণ শর নিকরে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। অরণ্যে সিংহের সহিত মত্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হয়, সাত্বতের সহিত উক্ত ভ্রাতৃ দ্বয়ের তদ্রূপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধপরায়ণ চেদিরাজ অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধাভিনন্দী অম্বষ্ঠরাজকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ অম্বষ্ঠ অস্থিভেদিনী শলাকা দ্বারা চেদিরাজকে বিদ্ধ করিলে চেদিরাজ অম্বষ্ঠের দারুণ প্রহারে একান্ত ব্যথিত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক সমুদায় দ্বারা ক্রোধ পরবশ বার্দ্ধক্ষেমিরে নিবারিত করিলেন। হে মহারাজ! চিত্রযোধী রণমদমত্ত কৃপ ও বার্দ্ধক্ষেমিরে যে যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতে

ছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধাসক্তচিত্ত ও অনন্যমতি হইয়া কার্য্যা-স্তরবিমূঢ় হইয়া উঠিল। মহাবীর সোমদত্তি দ্রোণের যশোবর্দ্ধন পূর্ব্বক মহারাজ মণিমানকে নিবারিত করিয়া সত্বরে তাঁহার শরাসন, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র ও সারথিরে রথ হইতে পাতিত করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন যূপকেতু মণিমান্ সত্বরে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া খড়্গ দ্বারা সোমদত্তির অশ্ব, ধ্বজ, রথ ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বরে আপনার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অশ্ব চালন করত পাণ্ডবপক্ষ সেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃষসেন অসুর বধার্থে ধাবমান সুররাজ পুরন্দর সদৃশ পাণ্ড্যকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ গদা, পরিঘ, খড়্গ, পট্টিস, আয়োধন, প্লব, মুষল, মুদ্গর, চক্র ভিন্দিপাল, পরশু, পাংশু, বায়ু, অগ্নি, সলিল, ভস্ম, লোষ্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষ সমুদায় দ্বারা সেনাগণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্ত ও ভীষিত করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য অলম্বুষ ক্রুদ্ধচিত্তে নানা অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ ও নানাবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া হিড়িম্বাতনয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সম্বর ও ইন্দ্রের যে রূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে উক্ত রাক্ষস দ্বয়ের তদ্রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে শত শত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। ফলত দ্রোণবধের নিমিত্ত তৎকালে যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, সে রূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে কেবল নানাবিধ ঘোরতর বিচিত্র অতিভীষণ সংগ্রাম দৃষ্ট হইতে লাগিল।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে সৈন্যগণ সমরক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক অংশ ক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে পর পাণ্ডব পক্ষ ও অস্মৎপক্ষ বীরগণ কি রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে কি রূপে আক্রমণ করিলেন? সংশপ্তকেরাই বা তাঁহার সহিত কি রূপ সংগ্রাম করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ উক্ত প্রকারে সংগ্রামাসক্ত হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বয়ং গজ সৈন্য লইয়া মহাবীর বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, বৃষ যেমন বৃষকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে সংগ্রামনিপুণ অসাধারণ বাহুবীর্য্যশালী মহাবীর পবনতনয় ক্রোধভরে গজ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরাৎ কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ ভীমসেনের নারাচ প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মদক্ষরণ করত ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রবল বায়ুবেগে জলধর পটল যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ গজানীক সকল ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। সূর্য্য সমুদিত হইয়া যেমন ভূমণ্ডলে কিরণজাল বিকীর্ণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন করিকুলের উপর শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। করিগণ ভীমসেনের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সূর্য্য কিরণ সংপৃক্ত নভোমণ্ডলস্থ ধারাধরপুঞ্জের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই রূপে ভীমসেনকে করিকুল সংহার করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধে লোহিত নেত্র হইয়া অচিরাৎ দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার শরীরে নিশিত সায়ক সমুদায় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধন ভীমশরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সূর্য্যকিরণসদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সত্বরে দুই ভল্ল দ্বারা দুর্য্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় রত্নখচিত নাগ ও তাঁহার হস্তস্থিত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় ম্লেচ্ছ অঙ্গাধিপতি দুর্য্যোধনকে ভীম কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া গজারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন অঙ্গাধিপতির মাতঙ্গকে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আগমন করিতে দেখিয়া তাহার কুম্ভান্তরে নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ নারাচ কুঞ্জরের কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল, হস্তীও বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তী নিপতিত হইবা মাত্র অঙ্গরাজ ভূতলে পতিত হইতেছিলেন ইত্যবসরে লঘুহস্ত বৃকোদর ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঙ্গরাজ নিহত হইলে সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্ব, হস্তী ও রথী সকল সসম্ভ্রমে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া অসংখ্য পদাতির প্রাণ সংহার করিতে লাগিল।

এইরূপে সৈন্যগণ রণে ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কুঞ্জর লইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধে ব্যাবৃত্তলোচন সেই গজরাজ চরণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত ও শুণ্ড সংহৃত করিয়া ভীমকে দগ্ধ করতই যেন তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক এক কালে রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধ বিদ্যা জানিতেন, এই নিমিত্ত পলায়ন না করিয়া পাদচারে ধাবমান হইয়া সেই করিরাজের গাত্রে বিলীন হইলেন। এইরূপে ভীমসেন গজের গাত্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। নাগ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন অযুত নাগ তুল্য বলশালী মহাবীর বৃকোদর হস্তীর কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। নাগরাজ অবসর পাইয়া শুণ্ড দ্বারা ভীমের গ্রীবা আক্রমণ ও জানু দ্বারা তাঁহারে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণসংহার করিতে সমুদ্যত হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর অবিলম্বে মোটন দ্বারা করিবরের কর বেষ্টন মোচন পূর্ব্বক পুনরায় তাহার গাত্রে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষহস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তাহার গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে গমন করিলেন। এ দিকে, সমুদায় সৈন্যগণ, হা ধিক্! ভীমসেন কুঞ্জর কর্ত্তৃক হত হইলেন, বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া বৃকোদরের সমীপে ধাবমান হইল।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে নিহত জ্ঞান করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে ভগদত্তের সমীপে সমাগত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অঙ্কুশ দ্বারা বিপক্ষ বিনির্মুক্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। আমরা বৃদ্ধ ভগদত্তকে রণস্থলে অসঙ্কুচিত চিত্তে কুঞ্জর চালন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তখন মহারাজ দশার্ণাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী মদস্রাবী মাতঙ্গ লইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে সবৃক্ষ পর্ব্বতদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইত, এক্ষণে উক্ত বীর দ্বয়ের কুঞ্জর যুগল তদ্রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগদত্তের হস্তী মহাবেগে অপাবৃত্ত হইয়া দশার্ণাধিপতির হস্তীর পার্শ্বভেদ করিয়া তাহারে নিহত করিল। তখন মহাবীর ভগদত্ত অবসর পাইয়া সূর্য্যরশ্মি সঙ্কাশ সাত তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বীয় শত্রু দশার্ণাধিপতিরে হস্তীর উপরেই সংহার করিলেন।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য রথ সৈন্য দ্বারা ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুঞ্জরস্থিত মহাবীর ভগদত্ত রথিগণ কর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বতোপরি বনমধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথিগণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থান করিয়া শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ভগদত্ত গজ লইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরবিশারদ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সাত্যকির রথাভিমুখে সেই মহাগজ প্রেরণ করিলেন। করিবর সাত্যকির রথ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিবামাত্র সাত্যকি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথিও বৃহৎকায় সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইল। ঐ অবসরে হস্তী রথমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদায় ভূপতিগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভূপতিগণ সেই আশুগামী নাগ কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া তাহারে শত শত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে গজারোহী মহাবাহু ভগদত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে গজ ও তুরঙ্গমগণের ঘোরতর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনরায় ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলে ভগদত্তের হস্তী শুণ্ড বিনির্মুক্ত বারি দ্বারা ভীমের বাহনগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। বাহন সকল মহাবীর ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিল।

তখন কৃতীর পুত্র রুচিপর্ব্বা রথে আরোহণ করিয়া শর বর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পর্ব্বতপতি সুবর্চ্চা অনতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর রুচিপর্ব্বা রণে নিপতিত হইলে মহাবীর অভিমন্যু দ্রৌপদীতনয়গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুযুৎসু হস্তীরে নিহত করিবার বাসনায় ভীষণ ধ্বনি করত বৃষ্টিধারার ন্যায় শরজাল নিক্ষেপ করিয়া তাহারে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন সমর কুশল মহাবীর ভগদত্ত পাষ্ণি, অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হস্তীরে সঞ্চালিত করিলেন। করিবর প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া শুণ্ড প্রসারণ এবং কর্ণ ও নেত্র স্তব্ধ করিয়া সত্বরে গমন পূর্ব্বক যুযুৎসুর বাহনগণকে আক্রমণ ও সারথিরে সংহার করিল। মহাবীর যুযুৎসু সত্বরে রথ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ভীষণ নিনাদ করিয়া শরনিকর দ্বারা

সত্বরে নাগরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র সসম্ভ্রমে অভিমন্যুর রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ভগদত্ত ঐ সময় কুঞ্জরপৃষ্ঠ হইতে অরাতিকুলের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রস্ফুতকর দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অভিমন্যু দ্বাদশ যুযুৎসু দশ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টকেতু তিন তিন শরে ভগদত্তের হস্তীরে বিদ্ধ করিলেন। করিবর বীরগণ কর্ত্তৃক অতি প্রযত্ন সহকারে শরবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণ সংপৃক্ত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর নিয়ন্তা কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া স্বীয় সব্যাপসব্যস্থিত সৈন্যগণকে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোপাল বন মধ্যে দণ্ড দ্বারা যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ শ্যেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত বায়সগণের ন্যায় চীৎকার করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ভগদত্তের মহাগজ অঙ্কুশাহত হইয়া সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ আপনাদের উভয় পার্শ্বে সমুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া যেরূপ ভীত হয়, অরাতি পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজ সন্দর্শনে তদ্রূপ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। মহাভয়ে পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ, ও পার্থিবগণের চীৎকারে ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও সমুদায় দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে দানবরাজ বিরোচন যেমন সুরক্ষিত দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত সেই মহানাগ লইয়া শত্রু সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পার্থিব ধূলিপটল বায়ুবেগে গগন মণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিল। তত্রস্থ মনুষ্যগণ সেই এক গজকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান অসংখ্য গজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! আপনি আমারে অর্জ্জুনের সমরদক্ষতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব মহাবাহু ধনঞ্জয় যাহা যাহা করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাবীর ভগদত্ত সংগ্রাম স্থলে ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদ্ধূত ধূলিপটল দর্শন ও মানবগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মধুসূদন। মহারাজ ভগদত্ত গজ লইয়া সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হওয়াতেই এই ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইতেছে। মহাবীর ভগদত্ত গজযানবিশারদ ও পুরন্দর সদৃশ; উনি এই ভূমণ্ডলে গজযোধীদিগের প্রধান, উহার গজের প্রতিগজ নাই। ঐ গজ কৃতকর্ম্মা, জিতক্লম এবং অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শ সহিষ্ণু, অস্ত্র দ্বারা উহারে বধ করা দুঃসাধ্য। অদ্য ঐ হস্তী একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিবে। আমরা দুই জন ব্যতীত আর কেহই উহারে নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব সত্বরে ভগদত্তের সমীপে গমন কর। আজি আমি হস্তিবলে গর্ব্বিত বয়ঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ভগদত্তকে পুরন্দরপুরে আতিথ্য গ্রহণ করাইব। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বচনানুসারে ভগদত্তাভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন, এমন সময় ত্রিগর্ত্তদেশীয় দশ সহস্র ও কৃষ্ণের পূর্ব্বানুচর চারি সহস্র মহারথ, এই চতুর্দ্দশ সহস্র সংশপ্তক তাঁহারে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। এ দিকে ভগদত্ত সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে; ওদিকে সংশপ্তকগণ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে; এই উভয় সঙ্কট সমুপস্থিত হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চিত্ত দোলার ন্যায় দুই দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কি করি! এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি, এই চিন্তা করিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া একাকী বহু সহস্র সংশপ্তকগণকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ও কর্ণ অর্জ্জুনের বধ সাধনার্থই দুই দিকে সংগ্রাম সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তক বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাদের সে আশা বিফল করিলেন।

তখন মহারথ সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সংশপ্তকগণের শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, কি অশ্বগণ, কি রথ, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। জনার্দ্দন সংশপ্তকগণের পরাক্রম দর্শনে বিমুগ্ধ ও স্বেদাক্ত কলেবর হইবামাত্র অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণকে প্রায় সংহার করিলেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথহস্ত এবং শত শত কেতু, অশ্ব সারথি ও রথিগণ ছিন্নকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। দ্রুম, অচল ও অম্বুধর তুল্য কলেবর, সুসজ্জিত, আরোহীবিহীন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিগণ পার্থশরে নিহত হইয়া ধরাতলশায়ী হইল। আরোহী সমেত কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে ছিন্নকুথ

ছিন্ন ভিন্ন ও গতজীবন হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। বীরগণ ঋষ্টি, প্রাস, অসি, মুদ্গর ও পরশু সমবেত বাহু সকল ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বালাদিত্য অম্বুজ ও চন্দ্র সদৃশ নরমস্তক সকল অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুনিপাতে প্রবৃত্ত হইলে সেনাগণ প্রাণনাশক শরনিকরে সন্তাপিত হইয়া উঠিল। হস্তী যেমন পদ্মবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কেন সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে সাধুসাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনকে ইন্দ্র সদৃশ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! অদ্য তুমি সংগ্রামস্থলে যেরূপ কার্য্য করিলে, বোধ হয়, তাহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দুষ্কর। তুমি এক কালে শত শত সহস্র সহস্র মহারথসংশপ্তক গণকে সংহার করিয়াছ।

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বহুসংখ্যক সংশপ্তককে সংহার করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তাভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে স্বর্ণ-ভূষণ মণ্ডিত, বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণ শরাভি-তাপিত স্বীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, হে শত্রুসূদন! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ আমারে আহ্বান করিতেছে, আবার উত্তরদিকে সৈন্যগণ দ্রোণ শরে বিদীর্ণ হইতেছে। এইরূপে সংশপ্তকগণ আমার চিত্তকে দোলায়মান করিয়াছে। এক্ষণে সংশপ্তকগণকে সংহার করি অথবা অরাতি শরার্দ্দিত আত্মীয়গণকে রক্ষা করি? এই উভয়ের কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বল।

মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রণাবশারদ ধনঞ্জয় সাত বাণে সুশর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক ছয় বাণে তাঁহারভ্রাতৃ-গণকে অশ্বগণ ও সারথি সমভিব্যাহারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অর্জ্জুনের উপর ভীষণ ভুজঙ্গাকার অয়োময় শক্তি ও বাসুদেবের উপর তোমর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তিন শরে সুশর্ম্মার শক্তিও তিন শরে তোমর ছেদন পূর্ব্বক শর নিকরদ্বারা তাঁহারে বিমোহিত করিয়া শর জাল বর্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্য মধ্যে কেহই তাঁহারে নিবারিত করিতে পারিল না।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা মহারথগণকে সংহার করত কক্ষ বাশিদহন দহনের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অগ্নিস্পর্শ সদৃশ দারুণ অর্জ্জুনের বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অস-মর্থ হইল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে ভগদত্তাভিমুখে ধাব-মান হইলেন। তৎকালে সমর বিজয়ী অর্জ্জুন দুর্দ্যূতদেবী দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধ জনিত ক্ষত্রিয় বিনাশের নিমিত্ত নিষ্পাপ পাণ্ডবগণের ক্ষেমঙ্কর, শত্রুগণের অশ্রুবর্দ্ধন গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। কৌরব সেনাগণ পার্থ শরে বিক্ষোভিত হইয়া পর্ব্বত সংলগ্ন নৌকার ন্যায় বিপন্ন হইল।

তখন ক্রূরমতি দশ সহস্র কৌরব সৈন্য জয় ও পরাজয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল। সর্ব্বভারসহ মহাবীর ধনঞ্জয় পদ্মবন প্রবিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় সেই সৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুন শরে প্রমথিত হইলে মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই হস্তী লইয়া ধনঞ্জয়াভি-মুখে ধাবমান হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় রথ দ্বারা তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। রথ ও নাগে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর ভগদত্ত ও ধনঞ্জয় সুসজ্জিত গজ ও রথে আরো-হণ করিয়া সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত মেঘসঙ্কাশ হস্তীর উপর হইতে ইন্দ্রের ন্যায় ধনঞ্জয়ের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সমর বিশারদ অর্জ্জুন শর জাল দ্বারা অর্দ্ধ পথে ভগদত্তের শর নিকর নিবারণ করিয়া তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে অর্জ্জুনের শর নিকর নিরাকৃত এবং তাহারে ও কৃষ্ণকে অসংখ্য শর সমূহে বিদ্ধ করিয়া তাঁহা দিগকে সংহার করিবার মানসে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহা-মতি জনার্দ্দন ভগদত্তের হস্তীরে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। মহারথ ধন-

প্রায় ঐ সুযোগে সেই হস্তী ও তাহার আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে বিনষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না। তখন সেই মহাগজ অসংখ্য হস্তী, রথ ও অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তৎসমুদায় বিনষ্ট করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত হইয়া ভগদত্তের কি করিলেন, আর ভগদত্তই বা তাঁহার কি করিয়াছিলেন? যথার্থ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব ভগদত্তের সমীপে গমন করিলে তত্রত্য সমুদায় লোকই তাঁহাদিগকে যমের দশন সন্নিহিত বলিয়া বোধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া হেমপুঙ্খ শিলানিশিত কৃষ্ণায়স বিনির্ম্মিত শরনিকরে দেবকীনন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। ভগদত্তনিক্ষিপ্ত অগ্নিস্পর্শ শরনিকরে দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভগদত্তের শরাসন ছেদন ও রথ রক্ষককে বিনাশ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করতই যেন সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি চতুর্দ্দশ সুতীক্ষ্ণ তোমর নিক্ষেপ করিলে লঘুহস্ত সব্যসাচী ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা তাঁহার হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাগজ অর্জ্জুনের সায়ক জালে ছিন্নবর্ম্মা ও একান্ত ব্যথিত হইয়া বারিধারাসিক্ত মেঘবিহীন পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর প্রাগজ্যোতিষেশ্বর কৃষ্ণের উপর লৌহময় হেমদণ্ড মণ্ডিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সমরবিশারদ অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত নিশিত শরনিকরে দৃঢ় বিদ্ধ হইয়া একান্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে তাঁহার মস্তকে অসংখ্য তোমর নিক্ষেপ করত উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত শর নিকরে অর্জ্জুনের কিরীট পরিবর্ত্তিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন সেই পরিবর্ত্তিত কিরীট যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ভগদত্তকে কহিলেন, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর! এই সময় সকলকে উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া লও।

মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের বাক্যে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার ও কৃষ্ণের উপর অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ ধনঞ্জয় সত্বরে ভগদত্তের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহার সমুদায় মর্ম্ম স্থানে আঘাত করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে বৈষ্ণব অঙ্কুশ অস্ত্র অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পার্থকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সেই ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত সর্ব্বঘাতী বৈষ্ণবাস্ত্র বক্ষস্থলে গ্রহণ করিলেন, অস্ত্রকৃষ্ণের বক্ষস্থলে বৈজয়ন্তী মালা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্লিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যুদ্ধ করিবে না; কেবল আমার অশ্ব সংযমন করিবে; এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। যদি আমি ব্যসনাপন্ন বা অরাতি নিবারণে অশক্ত হই তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য; আমি বর্ত্তমান থাকিতে সমর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নয়। আমি স্বয় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সুর, অসুর ও মানবগণ সমবেত সমুদায় লোক পরাজয় করিতে পারি, তাহা তোমার অবিদিত নাই।

তখন মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! আমি অতি গুহ্য পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি লোকের হিত সাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার মূর্ত্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমার এক মূর্ত্তি ভূমণ্ডলে তপশ্চরণ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম্ম অবলোকন, তৃতীয় মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলোক আশ্রয় পূর্ব্বক মানুষ কর্ম্ম সাধন ও চতুর্থ মূর্ত্তিশয়ন করিয়া সহস্র বর্ষব্যাপী নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। ঐ চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বৎসরের পর সমুত্থিত হইয়া বরার্হ ব্যক্তিগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বর প্রদান করে। ঐ সময় পৃথিবী আমার বরপ্রদানকাল জানিয়া স্বীয় পুত্র নরকের নিমিত্ত আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, শ্রবণ কর, পৃথিবী কহিল, হে নারায়ণ! তোমার বরে আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অসুরগণের অবধ্য হউক। আমি কহিলাম, হে বসুন্ধরে! এই বৈষ্ণবাস্ত্র নরকের রক্ষার্থ অমোঘ হউক; ইহার প্রভাবে নরককে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পুত্র এই অস্ত্র কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া সমস্ত লোকের দুর্দ্ধর্ষ ও পরবল মর্দ্দনক্ষম হইবে। পৃথিবী এইরূপে আমার নিকট কৃতকার্য্য হইয়া তথাস্তু বলিয়া গমন করিল।

নরকাসুরও তদবধি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর নরকের নিকট হইতে সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হন। ত্রিলোক মধ্যে ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি কেহই ঐ অস্ত্রের অবধ্য নন। এই নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিয়া স্বয়ং অস্ত্র বেগ ধারণ করিলাম। দেবদ্বেষী মহাসুর ভগদত্ত এক্ষণে সেই পরমাস্ত্র বিহীন হইয়াছে; অতএব যেমন আমি লোক হিতার্থ নরকাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলাম, তদ্রূপ তুমি ঐ দুর্দ্ধর্ষ বৈরীরে বিনষ্ট কর।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা ভগদত্তের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভগদত্তের হস্তীর কুম্ভান্তরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সর্প যেমন বল্মীকের মধ্যে গমন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বজ্রসম সেই নারাচ করিকুম্ভ মধ্যে প্রবেশ করিল। ভগদত্ত বারংবার হস্তীরে চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ভার্য্যা যেমন স্বামীর বাক্যে কর্ণপাত করে না, তদ্রূপ গজরাজ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিল না। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই করিবর স্তব্ধগাত্র ও দন্ত দ্বারা অবনিতলগত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করত প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুন শরে ভিন্নহৃদয় হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সন্তাড়িত পদ্মনাল হইতে পত্র নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভগদত্তের মস্তক হইতে মহার্ঘ বস্ত্র ধরাতলে নিপতিত হইল। যেমন সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ হেমমালা ভূষিত ভগদত্ত স্বর্ণ ভূষণ ভূষিত হস্তী হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম ইন্দ্রের সখা মহাবাহু ভগদত্তকে নিহত করিয়া, বলবান্ বায়ু যেমন বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করে, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় বীরগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় সখা প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তকে বিনাশ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষক ও অচল নামে গান্ধার রাজের তনয়দ্বয় অর্জ্জুনকে একান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ সম্মুখে কেহ বা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে মহাবেগশালী নিশিত সায়কে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শাণিত শর নিকরে সুবলনন্দন বৃষকের অশ্ব, সারথি, ধনু, ছত্র, ধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা সৌবল প্রমুখ গান্ধারগণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্যতাস্ত্র পঞ্চ শত গান্ধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বৃষক সত্বরে হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন এক রথারূঢ় বৃষক ও অচলকে বারংবার শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বৃত্র ও বলাসুর সুররাজ ইন্দ্রকে আঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহারা অর্জ্জুনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যেমন নিদাঘ ও বর্ষাকালীন মাস দ্বয় গ্রীষ্ম ও অম্বু দ্বারা লোককে একান্ত কাতর করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা আহত না হইয়া অর্জ্জুনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন এক রথারূঢ় সংশ্লিষ্ট কলেবর বৃষক ও অচলকে এক শরে বিনাশ করিলেন। তখন সেই সিংহ সঙ্কাশ লোহিতলোচন এক লক্ষণাক্রান্ত বীরদ্বয় গতাসু হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের মৃত কলেবর দশ দিকে অতি পবিত্র যশ বিস্তার করিয়া ভূতল প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর আপনার আত্মজগণ সমরে অপরাঙ্মুখ বন্ধুজনপ্রিয় দুই মাতুলকে ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মায়াবিশারদ শকুনি উভয় ভ্রাতারে বিনষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিমোহিত করত মায়াজাল বিস্তার করিলেন; তখন লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, শূল, মুদ্গর, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস ও অন্যান্য নানাবিধ আয়ুধ সকল দিক্ ও বিদিক্ হইতে অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, সৃমর, চিত্রক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র, কপি, সরীসৃপ ও বিবিধ রাক্ষসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন দিব্যাস্ত্রবেত্তা অর্জ্জুন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা শরতাড়িত হইয়া চীৎকার করত বিনষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনের রথ সমাচ্ছন্ন করিলে সেই অন্ধকার হইতে অতি কঠোর বাক্য অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়প্রদ গাঢান্ধকার বিনাশ করিলেন। পরে

ভয়ঙ্কর জল প্রবাহ প্রাদুর্ভূত হইল। অর্জ্জুন জল শোষণ করিবার নিমিত্ত আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উহা প্রযুক্ত হইবামাত্র প্রায় সমস্ত জলই শুষ্ক হইয়া গেল। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্র বলে সৌবল বিহিত বিবিধ মায়া বিনাশ করিলেন। তখন শকুনি অর্জ্জুন শরতাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া অতি বেগগামী তুরঙ্গমে আরোহণ পূর্ব্বক নীচ লোকের ন্যায় পলায়ন করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন আপনার হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের প্রতি শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথী প্রবাহ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই সমস্ত সৈন্য অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল, এবং কতকগুলি দ্রোণের নিকট ও কতকগুলি দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল। পরে সৈন্যসকল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে আমরা আর অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল দক্ষিণ দিকে অনবরত গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ঐ গাণ্ডীব নির্ঘোষ শঙ্খ দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি অভিভূত করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

অনন্তর দক্ষিণ দিকে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি দ্রোণাচার্য্যের অনুসরণ করিলাম। রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। যেমন বর্ষাকালে বায়ু মেঘ সকল অপবাহিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই ভূরিবর্ষণশীল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় শরনিকরবর্ষী অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কৌরবগণ পার্থশরাহত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃপলায়ন করিবার সময় স্বপক্ষদিগকে বিনাশ করিলেন। অর্জ্জুন বিনির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্র বিভূষিত তনুচ্ছেদী শর সকল শলভের ন্যায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন পন্নগগণ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত শর তুরঙ্গম, নাগ, পদাতি ও রথিগণকে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন হস্ত্যশ্ব ও মনুষ্যের প্রতি দ্বিতীয় শর পরিত্যাগ করেন নাই; তাহারা প্রত্যেকেই এক মাত্র শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও গতাসু হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল, শৃগাল ও কুক্কুরেরা কোলাহল করিতে লাগিল, এইরূপে রণক্ষেত্র সাতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতারে ও সুহৃৎ সুহৃৎকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইলেন; অধিক, কি তৎকালে অনেকেই পার্থশর তাড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহনদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন কৌরবসেনা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তোমরা দ্রুতপদ সঞ্চারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তৎকালে তোমাদের মন কি রূপ হইল? ছিন্ন ভিন্ন ও স্থান লাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল সৈন্যগণকে একত্র করা নিতান্ত দুষ্কর; তাহাই বা কি রূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার সমক্ষে এই সমস্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল এইরূপ বিশৃঙ্খল হইলেও রাজা দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষী বীরপুরুষেরা যশরক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন এবং অস্ত্র সমুদায় সমুদ্যত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সন্ত্রাস্ত ও রণস্থলনিতান্ত ভীষণ হইলে নির্ভীকের ন্যায় সাধুসম্মত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহাবীরভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখে নিপতিত হইলে ক্রূরস্বভাব পাঞ্চালগণ, দ্রোণকে আক্রমণ কর, দ্রোণকে আক্রমণ কর, বলিয়া সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার পুত্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, এইবলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কহিতে লাগিলেন, দ্রোণকে বিনাশ কর; কৌরবগণ কহিতে লাগিল, দ্রোণকে যেন বিনষ্ট করে না এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকে লইয়া যেন দ্যূত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চালগণের যে যে রথীরে মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই রথির নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে নির্দ্দিষ্টভাগের বিপর্য্যয় ও রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল, বীরগণ ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপক্ষ বীরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ শত্রুপক্ষদিগের নিতান্ত দুরাক্রম্য হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগের ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের সৈন্য বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যুদ্ধ লৌহশিলা সম্পাতের ন্যায় একান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। এরূপ যুদ্ধ বৃদ্ধদিগের ও দৃষ্টপূর্ব্ব বা শ্রুতপূর্ব্ব ছিল না। বীরগণের ...

বিনাশন সংগ্রামে পৃথিবী বলভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া

বিকম্পিত হইতে লাগিল। ইতস্তত ঘূর্ণায়মান কৌরব সেনাগণের অতি ভীষণ কলরব নভোমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্য প্রাপ্ত হইয়া শাণিত শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বয়ং দ্রোণকে নিবারণকরিলেন। আমরা দ্রোণ ও পাঞ্চাল রাজের অতি অদ্ভুত যুদ্ধনিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম যে, এই সংগ্রামের উপমা নাই।

অনন্তর অনল সঙ্কাশ শরস্ফুলিঙ্গসম্পন্ন, কার্ম্মুক জ্বালাকরাল মহাবীর নীল হুতাশনের তৃণরাশি দহনের ন্যায় কৌরব সেনাগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা সর্ব্বাগ্রে সহাস্য মুখে কহিলেন, হে নীল! যোদ্ধাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিলে তোমার কি হইবে? তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং রোষপরবশ হইয়া শীঘ্র আমারে প্রহার কর।

তখন মহাবীর নীল পদ্ম নিকরাকার, পদ্ম পলাশ লোচন, প্রফুল্ল কমলানন অশ্বত্থামারে শর জালে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা শাণিত তিন ভল্লাস্ত্রে নীলের ধনু, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নীল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিহঙ্গমের ন্যায় অশ্বত্থামার কলেবর হইতে মস্তক উৎপাটনের অভিলাষ করিলে অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতে নীলের সুন্দরনাসাসুশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভল্লাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। সেই পূর্ণ চন্দ্র নিভানন, কমললোচননীল ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র পাণ্ডব সেনাগণ নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াউঠিল। তখন পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনার সহিত দক্ষিণ দিকে যুদ্ধ করিতেছেন; সুতরাং তিনি এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর স্বীয় সৈন্য বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া ষষ্টি শরে বাহ্লিক ও দশ শরে কর্ণকে আঘাতকরিলেন। দ্রোণ ভীমের প্রাণ নাশের অভিলাষে তীক্ষ্ণধার শরে মর্ম্মে প্রহার করিয়া উপর্য্যুপরি ষড়্বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বত্থামা সাত ও মহারাজ দুর্য্যোধন ছয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, দশ শরে কর্ণকে, দ্বাদশ শরে দুর্য্যোধনকে ও আট শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সুলভমৃত্যু তুমুল রণস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকেরক্ষা করিবার নিমিত্ত যোদ্ধাদিগকে প্রেরণ করিলেন। নকুল সহদেব ও যুযুধান প্রভৃতি বীরেরাভীমসেনের সন্নিধানেউপনীত হইলেন। অনন্তরভীমসেন প্রভৃতি মহারথগণ সমবেত হইয়া রোষভরেসুরক্ষিত দ্রোণ সৈন্যদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় গমন করিলে, মহাবীর দ্রোণ সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত মহারথদিগকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন। তখন কৌরবগণ রাজ্যস্পৃহা ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিকট উপনীত হইলে গজারোহী গজারোহীরে ও রথী রথীরে বিনাশ করিতে লাগিল, বীরগণ শক্তি, অসি ও পরশু প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর করী সৈন্যসকল ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। কেহ করিপৃষ্ঠ হইতে কেহ বা অশ্ব হইতে অধঃশিরা হইয়া কেহ বা রথ হইতে শর বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, কোন ব্যক্তি বিমর্দ্দকালে বর্ম্মশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে একটী হস্তী তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য হস্তীরা নিপতিত বহুসংখ্য লোককে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ধরণীতলে নিপতিত হইয়া বিশান দশন দ্বারা অনেকানেক রথীরে ভেদ করিল। কতকগুলি হস্তী দশন সংলগ্ননাবাচ দ্বারা শত শত মনুষ্যকে বিমর্দ্দিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। কুঞ্জর সকল নিপতিত অশ্ব, রথ, হস্তী ও পিহিত লৌহতনুত্র মানবদিগকে স্থূল নলের ন্যায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল। লজ্জাশালী ভূপালগণ কাল বশতঃ গৃধ্রপক্ষাস্তীর্ণ নিতান্ত ক্লেশকর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং পুত্র মোহ পরতন্ত্র হইয়া পিতার মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে লাগিল। চারিদিকে রথের অক্ষ ভগ্ন, ধ্বজ ছিন্ন ও ছত্র নিপতিত হইতে লাগিল। কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্দ্ধ লইয়া ধরমান হইল। অসিদণ্ডখণ্ডিত বাহু নিপতিত ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গগণ রথ সমস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কোথাও অশ্ব হস্তী কর্ত্তৃক সাতিশয় আহত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মর্য্যাদা শূন্য ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হা তাত! হা পুত্র! হা সখে! তুমি কোথায় রহিয়াছ, ঐস্থানে অবস্থান কর, ধাবমান হইও না, ইহারে প্রহার কর, উহারে আনয়ন কর; ঐ ব্যক্তিরে বিনাশ কর,এই রূপ ও অন্যান্য রূপ

বাক্য, হাস্য, সিংহনাদ ও গর্জ্জন সহকারে সমুত্থিত হইতেছে শ্রুতিগোচর হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল, পার্থিবধূলিজাল উপশমিত হইল; ভীরুস্বভাব মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া উঠিল। কোন বীরের রথ চক্র অন্য বীরের রথ চক্রে সংলগ্ন হওয়াতে অস্ত্র প্রয়োগাবসর অতীত হইলে তিনি গদা দ্বারা তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিলেন। নিরাশ্রয় সময়ে আশ্রয় লাভার্থী বীর পুরুষেরা নিদারুণ কেশাকর্ষণ, মুষ্টি যুদ্ধ এবং নখ ও দন্ত প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন বীরের খড়্গাসনাথ উদ্যত বাহুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; কাহারও বা শর, শরাসন ও অঙ্কুশ সমলঙ্কৃত হস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইল। কোন ব্যক্তি কাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল; কেহ সমরে পরাঙ্মুখ হইল; কোন ব্যক্তি সমকক্ষ ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিল. কেহ চীৎকার পূর্ব্বক ধাবমান হইল; কেহ সাতিশয় ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ শাণিত শরে স্বপক্ষকে কেহ বা পর পক্ষকে বিনাশ করিতে লাগিল। গিরিশৃঙ্গ সদৃশ কোন মাতঙ্গ নারাচ অস্ত্রে আহত হইয়া বর্ষাকালীন নদী তটের ন্যায় নিপতিত হইল। প্রস্রবণশালী পর্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী অন্য এক মাতঙ্গ রথী অশ্ব ও সারথীরে নিপীড়ন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। ভীরুস্বভাব, দুর্ব্বলহৃদয় মনুষ্যেরা শোণিত সিক্ত মহাবীরদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল। কিছুই পরিজ্ঞাত হইল না। সৈন্য পদোদ্ধৃত ধূলিজালে সমস্ত সমাচ্ছন্ন হইলে সমর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

অনন্তর পাণ্ডব সেনাপতি নিত্যোৎসাহী পাণ্ডবগণকে, এই সমুচিত অবসর, এই বলিয়া ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। বাহুবলশালী পাণ্ডবেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সৈন্য সংহার পূর্ব্বক, হংসগণ যেমন সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণ রথাভিমুখে গমন করিলেন। উহারে গ্রহণ কর, ধাবমান হইও না; শঙ্কা পরিত্যাগ কর; উহারে বিনাশ কর; দ্রোণাচার্য্যের রথেরঅভিমুখে এই রূপ তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ কৃপ, কর্ণ অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং শল্য তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। পরে জাতক্রোধ. নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, দুর্নিবার পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়াও আর্য্য ধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর দ্রোণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত শর পরিত্যাগ করিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশনশব্দসঙ্কাশ মানবগণের ত্রাসজনন মৌর্ব্বী ও তলধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রুতিগোচরহইতে লাগিল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণকে বিমর্দ্দিত করিতেছেন; ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্য সংশপ্তককে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া শোণিতোদক সম্পন্ন, শরৌঘ মহাবর্ত্ত মহাহ্রদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন, অবলোকন করিলাম এবং সেই কীর্ত্তি সম্পন্ন, সূর্য্য সঙ্কাশ অর্জ্জুনের প্রদীপ্ত কপিধ্বজও নয়নগোচর হইল। পাণ্ডব মধ্যবর্ত্তী, যুগান্ত কালীন সূর্য্য স্বরূপ মহাবীর অর্জ্জুন শর নিকর রূপ কর জালে সংশপ্তক সমুদ্র শুষ্ক করিয়া কৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয় কালে ধূমকেতু উত্থিত হইয়া সমস্ত প্রাণীদগ্ধকরিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি অস্ত্রতেজে কৌরবগণকে দগ্ধকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণ সহস্র সহস্র শরে তাড়িত হইয়া আলুলিত কেশে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি লোকপার্থ শরে আহত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। বীরবর অর্জ্জুন যোদ্ধাদিগের নিয়ম স্মরণ করিয়া উত্থিত, নিপতিত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিলেন না। কৌরবগণ প্রায় সকলেই বিস্মিত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া হাহাকার ও কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, মহারথ কর্ণ তৎকালে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন না, এক্ষণে শরণার্থী কৌরবগণের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হইও না বলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় প্রদীপ্ত শরাসন ধারী, শাণিত শর নিকর সম্পন্ন কর্ণের শরজাল শর সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন। কর্ণও তাঁহার শরসকল শরনিকরে নিবারণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি তিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের শর নিবারণ করিয়া তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তিন বীরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নায়ুধ সেই সকল বীর নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই আশীবিষ সদৃশ মহাবেগসম্পন্ন শক্তি সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া মহাবেগে কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিল। কর্ণ তিন তিন শরে সেই সমস্ত শক্তি ছেদন করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধকরিয়া তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতারে বিনাশ করিলেন। পরে ছয় শরে শত্রুঞ্জয়কে বিনাশ

করিয়া ভল্লাস্ত্রে বিপাটের মস্তক ছেদন করিলেন। এই রূপে কর্ণের তিন ভ্রাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে ও কর্ণের সম্মুখে এক মাত্র অর্জ্জুনের হস্তেই বিনষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভীমসেন পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ দ্বারা কর্ণপক্ষ পঞ্চদশ বীরকে বিনাশ করিলেন, পরে পুনরায় রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দশ শরে কর্ণকে এবং পঞ্চ শরে সারথী ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ ও ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রবর্ম্মা ও নিষধ দেশীয় বৃহৎক্ষত্রকে আহত এবং রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদপরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টিশরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; পরে ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া পুনরায় তিন বাণে তাঁহার ভুজযুগল ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও জয়দ্রথ সাত্যকিরূপ মহাসাগরে নিমজ্জমান কর্ণকে উদ্ধারকরিলেন. তাঁহার শত শত পদাতি অশ্ব ও হস্তী নিতান্ত ভীত হইয়া তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেব সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষ বীরগণের বিনাশার্থ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই জীবন নিরপেক্ষ হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

পদাতি, রথী, হস্তী ও অশ্বগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোথাও হস্তী সকল রথী ও পদাতির সহিত, রথী সকল হস্তী, পদাতি ও অশ্বের সহিত, এবং রথী ও পদাতিগণ রথী ও হস্তীর সহিত, কোথাও বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত হস্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদাতিগণ মাংসাশী পশুগণের হর্ষ সূচক যমরাজ্য বিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর মনুষ্য, রথ অশ্ব ও হস্তী কর্ত্তৃক বহুসংখ্য হস্তী, রথ, পদাতি ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইল; কোথাও হস্তীকর্ত্তৃক হস্তী, রথী কর্ত্তৃক রথী, অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি, কোথায় ও বা রথী কর্ত্তৃক হস্তী হস্তী কর্ত্তৃক অশ্ব ও অশ্ব কর্ত্তৃক মনুষ্য ছিন্নশির, ভগ্নদশন, গলিতনয়ন, প্রমথিতকবচ ও বিগতভূষণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীষণদর্শন মাতঙ্গগণ শস্ত্র সম্পন্ন শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহত, অশ্ব ও পাদচরণে তাড়িত, রথ নেমি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত, ক্ষিতিতলে প্রোথিত ও সাতিশয় মনঃপীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইল। এই রূপে পক্ষী, শ্বাপদ ও ... দলের আহ্লাদকর, অতি ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ একান্ত কুপিত হইয়া বলপূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করত সমর ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং শোণিতসিক্ত ও সাতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ বীর পুরুষেরা মৃদু পদ সঞ্চারে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

সংশপ্তকবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অভিমন্যুবধ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন. মহারাজ! অমিতবলশালী অর্জ্জুনের প্রভাবে আমাদিগের সৈন্য সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, দ্রোণের অভিলাষ নিষ্ফল ও যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত হইলে যুদ্ধ নির্জ্জিত, বর্ম্মশূন্য ধূলিধূষরিত সমরজয়ী বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সাতিশয় হাস্যাস্পদ কৌরবগণ উদ্বিগ্ন মনে দশদিক্ অবলোকন করত দ্রোণের অনুমতিক্রমে সমর অবহার করিয়া অর্জ্জুনের অসংখ্য গুণগ্রামের প্রশংসা ও তাঁহার সহিত কৃষ্ণের সখ্যভাব শ্রবণে চিন্তা ও মৌন ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অভিশপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রভাতকালে শত্রুর উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনায়মান ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রণয় ও অভিমান সহকারে যোদ্ধাদিগের সমক্ষে দ্রোণকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আমরা আপনার বধ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি; কেন না আপনি যুধিষ্ঠিরকে সমীপস্থ দেখিয়া অদ্যও গ্রহণ করিলেন না। আপনি যাহারে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিবেন, সে আপনার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, যদি দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহারে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও সে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আপনি অগ্রে প্রসন্ন মনে আমারে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছেন; কিন্তু আর্য্য ব্যক্তিরা কদাচ ভক্ত জনের আশা ভঙ্গ করেন না।

তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ। আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিরন্তর যত্নবান রহিয়াছি; আমারে কদাচ ঐরূপ জ্ঞান করিও না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণও অর্জ্জুন রক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যে

স্থানে বিশ্বস্রষ্টা জনার্দ্দন বিরাজমান আছেন এবং অর্জ্জুন সেনাপতি হইয়াছেন, সে স্থলে ভগবান্ শূলপাণি ব্যতিরেকে আর কাহার বল ফলোপধায়ক হইতে পারে? আজি আমি সত্যই কহিতেছি, পাণ্ডবদিগের মধ্যে বীর প্রবর এক মহারথকে নিপাতিত এবং দেবগণেরও দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ প্রস্তুত করিব, কখনই ইহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে কোন উপায় দ্বারা অর্জ্জুনকে ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে অপনীত কর। যুদ্ধে তাহার অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই; সে নানা স্থান হইতে সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছে।

আচার্য্য দ্রোণ এইরূপ আদেশ করিলে সংশপ্তকগণ পুনরায় অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে লাগিল। সুতরাং সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাদৃশ যুদ্ধ কখন কাহার শ্রবণ বা নয়নগোচর হয় নাই। এ দিকে আচার্য্য দ্রোণ চক্র ব্যূহ রচনা করিলেন। উহা তপনশীল মধ্যাহ্ন কালীন দিনকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অভিমন্যু জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সেই দুর্ভেদ্য চক্র ব্যূহ বারংবার ভেদ করিলেন। পরে তিনি অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন ও সহস্র সহস্র বীর নিপাতন করিয়া ছয় জন বীরের সহিত সমরে ব্যাপৃত ও দুঃশাসনপুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পাণ্ডবগণ শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর অবহার করিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পুরুষসিংহ অর্জ্জুনের আত্মজ অপ্রাপ্তযৌবন অভিমন্যু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্যলোলুপ বীরেরা বালকের উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, ধর্ম্ম কর্ত্তারা সেই ক্ষত্র ধর্ম্ম কি নিদারুণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার পক্ষ বীরেরা নিতান্ত সুখী, নির্ভীকের ন্যায় বিচরণশীল, বালক অভিমন্যুকে কি প্রকারে বিনাশ করিল? আর অভিমন্যু রথ সৈন্য সংহার করিবার বাসনায় যেরূপ রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমারে যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কুমার অভিমন্যু সৈন্য সংহারার্থ যেরূপে রণ স্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন, জয়লাভাভিলাষী দুর্নিবার বীর সমুদায় যে রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিলেন এবং তৃণ গুল্ম ও পাদপ সমাচ্ছন্ন অরণ্য মধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত বনবাসীদিগের ন্যায় আপনার পক্ষ বীরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

হে নরনাথ! পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ যুদ্ধে সাতিশয় ভীমকর্ম্মা ও দেবগণেরও দুরধিগম্য এবং তাঁহারা যে একান্ত শ্রমশীল, তাহাও তাঁহাদিগের কর্ম্ম দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির সত্ত্ব, কর্ম্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশ ও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সতত সত্যধর্ম্ম নিরত ও দান্ত। তিনি ব্রাহ্মণ পূজা প্রভৃতি গুণ সমূহে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বর্গ-ভোগ করিতেছেন। যুগান্ত কালীন অন্তক, জামদগ্ন্য ও রথস্থ ভীমসেন এই তিন জন সমকক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুনের উপমা পৃথিবীতে নাই। গুরুভক্তি, মন্ত্র রক্ষণ, নিপুণতা, বিনয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অনুকৃতি ও শূরতা এই ছয় গুণ নকুলে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সহদেব শ্রুত, গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য, সত্ত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনীতনয় দ্বয়ের সদৃশ। কৃষ্ণে ও পঞ্চপাণ্ডবে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সকল গুণ এক মাত্র অভিমন্যুতে লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, কৃষ্ণের চরিত্র, ভীমসেনের কার্য্য, অর্জ্জুনের রূপ, বিক্রম ও শাস্ত্র জ্ঞান এবং সহদেব ও নকুলের বিনয়ের উপমা নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্জ্জয় অভিমন্যু কি রূপে রণস্থলে বিনষ্ট হইল, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি দুঃসহ শোক সম্বরণ করিয়া সুস্থির হউন; আমি আপনার বন্ধু বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া তন্মধ্যে দেবরাজ তুল্য মহীপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন: উহার দ্বার দেশে সূর্য্যসঙ্কাশ রাজকুমারগণ সন্নিবেশিত হইলেন। তৎকালে সমুদয় রাজতনয় একত্র হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই রক্ত পতাকা পরিশোভিত, হেমহার বিভূষিত, চন্দন ও অগুরু চর্চ্চিত, রক্ত বিভূষণ সম্পন্ন, সূক্ষ্ম রক্তাম্বরধারী, মাল্যদাম মণ্ডিত, সুবর্ণ খচিত ধ্বজ দণ্ডে শোভিত ও কৃত প্রতিজ্ঞ। সেই দশ সহস্র রাজপুত্র একত্র সমবেত হইয়া সমরাভিলাষে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পরস্পর সমদুঃখ সুখ, সমসাহস ও হিতানুষ্ঠান নিরত হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে অগ্রসর করত পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেতচ্ছত্র ও

চামরে উদয়মান দিবাকরের ন্যায়, পুরন্দর সদৃশ শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্রোণাধিকৃত সেনামুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সৈন্য মধ্যে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থান করিলেন। অমর সদৃশ আপনার ত্রিংশৎ তনয় অশ্বত্থামারে পুরোবর্ত্তী করিয়া সিন্ধুরাজের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্যূতবেদী গান্ধাররাজ শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা সিন্ধুরাজের পার্শ্বে শোভমান হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষ বীরগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া তুমুল লোম হর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে নরনাথ! অনন্তর ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিশুপাল নন্দন, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ ও যুধামন্যু, মহাবীর্য্য কৈকেয়গণ, শত সহস্র সৃঞ্জয় এবং অন্যান্য যুদ্ধদুর্ম্মদ সানুচর বীরবর্গ যুদ্ধার্থী হইয়া সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সন্নিহিত বীরগণকে শর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। যেমন প্রবল জলপ্রবাহ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, যেমন সাগর সকল বেলা ভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষ বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ফলতঃ পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণচাপ বিনিঃসৃত শর নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেন। আমরা তখন দ্রোণের অদ্ভুত ভুজবল অবলোকন করিতে লাগিলাম। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্রোণকে নিবারণ করা অন্যের অসাধ্য বিবেচনা করত অর্জ্জুন ও বাসুদেব সম অমিততেজা অভিমন্যুর উপর দুর্ব্বহ ভার সমর্পণ করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমরা কি রূপে চক্রব্যূহ ভেদ করিব, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না; এক্ষণে অর্জ্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি এইরূপ অনুষ্ঠান কর। তুমি, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন তোমরা চারি জনই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ, এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি আর নয়নগোচর হইতেছে না। এক্ষণে পিতৃগণ, মাতুলগণ, সৈন্যগণ তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইহাঁদিগকে বর প্রদান কর। তুমি অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণসৈন্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হও; নতুবা ধনঞ্জয় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে।

অভিমন্যু কহিলেন, আর্য্য! আমি পিতৃগণের জয়লাভার্থী হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর সৈন্য সাগরে অবগাহন করিব। আপনি আমারে দ্রোণ সৈন্য বিনাশে আদেশ করিলেন; কিন্তু আমি কোন বিপদাবহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহ করি না। রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি সৈন্য ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশ দ্বার প্রস্তুত কর; তুমি তথায় গমন করিলে আমরা তোমার অনুগমন করিব। তুমি যুদ্ধে অর্জ্জুনতুল্য, তোমারে প্রেরণ করিয়া আমরা চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করত তোমারই অনুগমন করিব। ভীম কহিলেন, বৎস! তুমি এক বার যে ব্যূহ ভেদ করিবে, আমরা তথায় সমুপস্থিত হইয়া বারংবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরদিগকে বিনষ্ট করিব।

অভিমন্যু কহিলেন, আর্য্য! যেমন পতঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমি নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিব। আজি আমি মাতৃ পিতৃ কুলের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব; মাতুল ও পিতার প্রিয় কার্য্য অবশ্যই সংসাধন করিব। এক্ষণে সমস্ত প্রাণী এক মাত্র শিশুর হস্তে শত্রু সৈন্য সকল বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিবেন। যদি কেহ আজি আমার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও অর্জ্জুনের ঔরসে সঞ্জাত নই। যদি আমি এক মাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় মণ্ডলকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনারে অর্জ্জুনের আত্মজ বলিয়া স্বীকার করিব না।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি আজি সাধ্য, রুদ্র ও দেবকল্প, মহাবল পরাক্রান্ত, বসু, হুতাশন ও আদিত্য সম বিক্রমশালী, মহাবীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণ সৈন্য বিনাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছ; অতএব তোমার বল বর্দ্ধিত হউক। মহাবীর অভিমন্যু রাজা যুধিষ্ঠিরের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুমিত্র! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালন কর।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! অভিমন্যু চালাও চালাও বলিয়া সারথিরে বারংবার আদেশ করিলে সারথি সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিল,

হে আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। দ্রোণাচার্য্য কার্য্যকুশল ও দিব্যাস্ত্রে সুনিপুণ; আপনি নিরন্তর সুখ সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তখন অভিমন্যু হাস্য করিয়া কহিলেন, হে সারথি! ক্ষত্রিয়গণ ও দ্রোণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ পরিবৃত, ঐরাবত সমারূঢ়, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিব; আজি ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার কিছুমাত্র বিস্ময় নাই। এই সমস্ত শত্রু সৈন্য আমার ষোড়শ ভাগের উপযুক্ত হইতেছে না; অধিক কি, বিশ্ববিজয়ী মাতুল ও পিতার সহিত সমর করিতেও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয় না। অভিমন্যু এই রূপে সারথির বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, সূত! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে গমন কর।

অনন্তর সারথি অতিশয় অসন্তুষ্ট মনে ত্রিবর্ষবয়স্ক সুবর্ণ মণ্ডিত অশ্বগণকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে চালন করিল। মহাবেগ পরাক্রমশালী অশ্ব সকল সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইল। কৌরবগণ অভিমন্যুরে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করত গমন করিতে লাগিলেন; এ দিকে পাণ্ডবেরাও অভিমন্যুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন সিংহশাবক হস্তিযূথ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ণিকার লাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ডশালী, সুবর্ণ বর্ম্ম সমলঙ্কৃত অভিমন্যু যুদ্ধার্থী হইয়া নির্ভীকের ন্যায় দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৌরবগণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া অভিমন্যুরে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীর আবর্ত্ত সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল তুমুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রহরণশীল বীরগণের অতি ভীষণ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণের সমক্ষে ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি সকল মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যুরে শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট ও বীর বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। বীরগণ নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি, সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোটন, গভীর গর্জ্জন, হুঙ্কার, থাক থাক শব্দ, ঘোরতর হলাহল রব, গমন করিও না, আমার নিকট অবস্থান কর, আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি, এই রূপ কোলাহল, করি বৃংহিত, ভূষণ শিঞ্জিত, হাস্য ও অশ্বের খুরধ্বনি দ্বারা ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদিগকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ম্মভেদী শর নিকরে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবিধ লক্ষণ লাঞ্ছিত শর জালে বিনষ্ট হইয়া শলভের হুতাশন প্রবেশের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন রণস্থল তাহাদিগের অবয়বে কুশ সংস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর ন্যায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অভিমন্যু গোধাচর্ম্ম বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, শর, শরাসন, অসি, চর্ম্ম, অঙ্কুশ, অভীষু, তোমর, পরশু, গদা, আয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশঙ্খ, কুন্ত, কচগ্রহ, মুদ্গর, ক্ষেপণীয়, পাশ, উপল, কেয়ূর ও অঙ্গদে সুশোভিত মনোহর গন্ধানুলিপ্ত সহস্র সহস্র করযুগল ছেদন করিলেন। বিহগরাজছিন্ন, পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় শোণিতলিপ্ত কর নিকরে সমর ভূমি সুশোভিত হইতে লাগিল। যে সকল মস্তক মনোহর নাসা, আনন ও কেশ কলাপে সুশোভিত, সুচারু কুণ্ডল, মাল, মুকুট, উষ্ণীষ, মণি ও রত্নে বিরাজিত, বিনাল নলিনের ন্যায় আকার ও চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এবং ব্রণ শূন্য; যাহা রোষ বশত ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া রহিয়াছে; যাহা হইতে রুধির ধারা বিনিঃসৃত হইতেছে; জীবন কালে যাহা হিতকর ও প্রীতিকর বাক্য কহিত, অভিমন্যু অরাতিগণের সেই সুগন্ধময় মস্তক সমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধর্ব্ব নগরাকার যে সকল রথ ঈষামুখ, বিচিত্রবেণু ও দণ্ডে যথাবিধি সুসজ্জিত ছিল, অভিমন্যুর শরনিকরে তাহার রথী সকল বিনষ্ট, জঙ্ঘা, অজ্ঘ্রি, নাসা, দশন, চক্র, উপস্কর ও উপস্থ সকল ছেদিত, উপকরণ সকল ভগ্ন, আস্তরণ সকল নিক্ষিপ্ত, পরিশেষে রথ সকলও খণ্ড খণ্ড হইল। অনন্তর তিনি পতাকা, অঙ্কুশ ও ধ্বজ সম্পন্ন তূণ বর্ম্মধারী শত্রুপক্ষ গজারোহী, গজ ও পাদ রক্ষকদিগকে গ্রীবা বন্ধন রজ্জু, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দশনাগ্রভাগের সহিত নিশিত শরনিকরে ছেদন করিলেন। বনায়ুজ কাম্বোজ, বাহ্লিক ও পার্ব্বতীয়, স্থির পুচ্ছ, স্থির কর্ণ, স্থির নেত্র, বেগশালী যে সকল অশ্ব শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসযোধী সুশিক্ষিত যোদ্ধাগণে সমারূঢ় ছিল, তাহাদিগের মুকুট ও চামর বিনষ্ট, জিহ্বা ও নয়ন ছিন্ন, অন্ত্র ও যকৃৎ নিষ্কাশিত, আরোহীগণ নিহত এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম নিকর্ত্তিত হইল। তাহারা মল, মূত্র ও রুধির ধারায় পরিপ্লুত ও গত জীবন হইয়া ক্রব্যাদগণের প্রমোদবর্দ্ধন করিতে লাগিল। যেমন ভগবান্ শূলপাণি ঘোরতর অসুর বল সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর সদৃশ অচিন্ত্যপ্রভাব একাকী অভিমন্যু ঈদৃশ অতি দুষ্কর কার্য্য সমাধান করিয়া অঙ্গত্রয় সম্পন্ন আপনার সৈন্য সমুদায় বিমর্দ্দিত ও পদাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

গণ করিয়া সিংহপীড়িত মৃগের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দেবতা, চারণ, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং অবনীতলগত ভূত সমুদায় সাম্বিক যশে অভিমন্যুরে অর্চনা করিতে আরম্ভ করিলে তিনি হুত হুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এই রূপে মহাধনুর্দ্ধরগণকে বিমর্দ্দন করিতেছে দেখিয়া আমাদের কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে নিবারণ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনকুমার যেরূপে দ্রোণ সংরক্ষিত রথ সৈন্য ভেদ করিবার মানসে সমর ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন্। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমন্যুর শরে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে বাণ নিক্ষেপ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লঘুহস্ত মহাবীর অর্জ্জুন তনয় নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া এক কালে তাঁহার মস্তক, হস্ত, পাদ, চারি অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, ত্রিবেণু, তল্প, চক্র, যুগ, ঈষা, তূণীর, অনুকর্ষ, পতাকা ও অন্যান্য রথোপকরণ এবং চক্রগোপ্তা ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই তাঁহারে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর শল্যানুজ এইরূপে অর্জ্জুনতনয়ের শরে নিহত হইয়া প্রবল বায়ুবেগ সংরুগ্ন মহা শৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তত্রস্থ সমস্ত লোক অর্জ্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া উচ্চস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শল্যের অনুজ নিহত হইলে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্যগণ অর্জ্জুনতনয়কে স্ব স্ব কুল, অধিবাস ও নাম শ্রবণ করাইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। উহারা কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা পাদচারে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর বাণ শব্দ, রথনেমি নিস্বন, হুঙ্কার, সিংহনাদ, জ্যা নিস্বন, তল ধ্বনি ও গর্জ্জন করত অর্জ্জুনিকে [illegible]

[illegible] লাগিল। মহাবীর অভিমন্যু তাহাদের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে যে যে তাঁহারে অগ্রে [illegible] করিল তাঁহাকে অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বিচিত্র অস্ত্র লাঘব প্রদর্শন করিবার মানসে মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র সমুদায় অবিকল তাহাদের উভয়ের ন্যায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমরকালে তাঁহার বাণ সন্ধান ও বাণ নিক্ষেপের কিছু মাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না। ঐ মহাবীরের চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত চাপমণ্ডল শরৎকালীন সুদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। উহাঁর জ্যা নির্ঘোষ ও তলশব্দ বর্ষাকালীন পয়োধর বিনির্ম্মুক্ত অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইল। শ্রীমান্, অমর্ষী, মানকৃৎ, প্রিয়দর্শন অভিমন্যু বীরগণের মান রক্ষার্থ বাণ ও অস্ত্র দ্বারা মৃদুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন ভগবান্ ভাস্কর বর্ষাকাল অতীত হইলে প্রখর হইয়া উঠেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় প্রথমে মৃদু হইয়া ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণতা অবলম্বন পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, কঙ্কপুঙ্খ, বিচিত্র শর নিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সহস্র সহস্র ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, অর্দ্ধচন্দ্র সন্নিভ নারাচ, ভল্ল ও অঞ্জলিক দ্বারা দ্রোণের সমক্ষে রথসৈন্যকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনতনয়ের ভীষণ শর নিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমরে বিমুখ হইতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে আমার পুত্রের সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছে শুনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে। এক্ষণে অসুরগণের সহিত কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রামের ন্যায় কৌরবগণের সহিত অভিমন্যুর সংগ্রাম সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অভিমন্যু একাকী যে বহুসংখ্য বীরগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রথারূঢ় মহাবীর অভিমন্যু উৎসাহ সহকারে সমরোৎসাহী অরাতিনিপাতন কৌরব পক্ষ রথিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমরাঙ্গনে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করত দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজ, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, সোমদত্ত, শকুনি, অন্যান্য বহু সংখ্যক নৃপতি ও নৃপতি তনয় এবং সৈন্যগণকে সমরে শরবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার লঘুহস্ততা দর্শন [illegible]

অভিমন্যুর এইরূপ অসামান্য সমরদক্ষতা সন্দর্শন করিয়া এবং [illegible] বিত্রাসিত ও প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

তখন প্রতাপশালী মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর অসাধারণ পরাক্রম সন্দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল লোচন হইয়া দুর্য্যোধনের মর্ম্ম বিঘটিত করিয়াই যেন কৃপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভদ্র! ঐ দেখ, মহাবীর সুভদ্রাতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও অন্যান্য বান্ধব সম্ব[illegible] এবং মধ্যস্থগণকে সন্তোষিত করত পাণ্ডবগণের অগ্রে গমন করিতেছে। আমার মতে উহার সমান সমরবিশারদ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সমুদায় কৌরবসৈন্য সংহার করিতে পারে, কিন্তু কি নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে না, বলিতে পারি না।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণ, বাহ্লিক, দুঃশাসন, শল্য ও অন্যান্য ভূপতিগণকে কহিতে লাগিলেন; হে ভূপগণ! দেখ, সমুদায় ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণ মোহ বশতঃ অর্জ্জুনতনয়কে নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আচার্য্য বধোদ্যত হইয়া সংগ্রাম করিলে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, উহাঁর নিকট যমেরও নিস্তার নাই। কিন্তু অর্জ্জুন উহার শিষ্য; শিষ্য, পুত্র ও তাহাদের ধার্ম্মিক অপত্য নিতান্ত স্নেহের ভা[illegible] হয় বলিয়াই আচার্য্য অভিমন্যুরে রক্ষা কর[illegible]ন। অর্জ্জুননন্দন দ্রোণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনারে বীর্য্যবান্ বোধ করিতেছে; অতএব সেই পৌরুষাভিমানী মূঢ়কে শীঘ্র সংহার কর।

মহারাজ! দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধচিত্ত অভিমন্যুরে নিধন করিবার বাসনায় সত্বরে দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দুঃশাসন দর্প সহকারে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! যেমন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করে, তদ্রূপ অদ্য আমি সমুদায় পাঞ্চাল ও পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষে অভিমন্যুরে সংহার করিব। তখন মহাভিমানী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আমার হস্তে অভিমন্যুর নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিলে অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে, পরে পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রগণ ও কৃষ্ণার্জ্জুনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে [illegible] অভিভূত হইয়া একদিনে [illegible] নিপতিত হইবে; সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এইরূপে এক অভিমন্যু নিহত হইলে তোমার সমুদায় শত্রু নিহত হইবে; অতএব তুমি [illegible] [illegible]; আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিতেছি।

হে রাজন! আপনার পু[illegible] [illegible] করিয়া উচ্চ[illegible]

[illegible] অভিমন্যুর [illegible]

[illegible]

শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে সেই রথশিক্ষা বিশারদ বীরদ্বয় রথ দ্বারা সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে তুমুল পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রকচ, মহানক, ঝর্ঝর ও ভেরী ধ্বনি এবং সাগর নিনাদ সদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! শরবিক্ষতগাত্র মহাবীর অভিমন্যু গর্ব্বিত বচনে স্বীয় অমিত্র মহাবীর দুঃশাসনকে কহিতে লাগিলেন, হে প্রখ্যাক্রোধপরায়ণ, অধর্ম্মনিরত, বীরাভিমানী পুরুষ! অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সংগ্রামে তোমারে নয়নগোচর করিতেছি; তুমি যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভা মধ্যে কটূক্তি দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রোষিত করিয়াছিলে এবং কপট দ্যূত আশ্রয় পূর্ব্বক জয়মদে মত্ত হইয়া মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য বলিয়াছিলে, আজি তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। অরে দুর্ম্মতি! আজি অবিলম্বেই পরবিত্তাপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, অজ্ঞানতা, দ্রোহ, অত্যাহিত এবং আমার গুরুগণের রাজ্য হরণ প্রভৃতি অধর্ম্মের ফললাভ করিবে। আমি সমরে সৈন্যগণ সমক্ষে শরনিকর দ্বারা অতি সত্বর তোমারে শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধপরায়ণ কৃষ্ণাদয়িত ও জয়গর্ব্বশ মহাবীর বৃকোদরের নিকট আনৃণ্য লাভ করিব। যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর, তবে আমার নিকট কখনই তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এইরূপে তর্জ্জন করিয়া দুঃশাসনের বিনাশের নিমিত্ত কাল, অগ্নি ও অনিলের তেজঃসম্পন্ন ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত সায়ক দুঃশাসনের স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া সর্পের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় পুঙ্খের সহিত ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় দুঃশাসনকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দুঃশাসন অভিমন্যুর শরে গাঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে শয়ান ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন সারথি তাঁহারে অচেতন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে সংগ্রামস্থল হইতে অপনীত করিল। সমুদায় পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও [illegible] [illegible] দুঃশাসনকে দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ [illegible] আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষ সৈন্যগণ সমর পরিতুষ্ট

হইয়া নানাবিধ বাদ্যবাদন করত বিস্মিত চিত্তে প্রধান শত্রু দুঃশাসনের পরাজয়কারী মহাবীর অভিমন্যুর বিক্রম দেখিতে লাগিল। ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি লক্ষিত ধ্বজ বিভূষিত স্যন্দনে সমারূঢ় মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণ, মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কৈকয়, ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার মানসে সত্বরে ধাবমান হইলেন। তখন সমরে অপরাঙ্মুখ জয়াভিলাষী উভয়পক্ষ বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরব্ধ হইল। এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হইলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন, অঙ্গরাজ! ঐ দেখ, আদিত্য তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর দুঃশাসন সমরে শত্রু সৈন্যগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণ মহাবল সিংহের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনতনয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমর ক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রের পরম হিতকারী মহাবীর কর্ণ ক্রোধান্বিত চিত্তে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমুদায় দ্বারা অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুচরগণের উপর তীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণসমীপ গমনাভিলাষী মহামতি অর্জ্জুনতনয় সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষ রথিশ্রেষ্ঠদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই মহাবীর পুরন্দর-পৌত্রকে দ্রোণ-সমীপগমনে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তখন সমুদায় ধনুর্দ্ধর শ্রেষ্ঠ অভিমানী জয়াভিলাষী পরশুরামের শিষ্য মহাবীর কর্ণ শত শত উত্তম অস্ত্রে অভিমন্যুরে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত অমর সদৃশ অর্জ্জুনতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি শিলাশিত আনত পর্ব্ব ভল্ল-সমূহ দ্বারা শূরগণের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শরাসন বিনির্ম্মুক্ত আশীবিষ সদৃশ শরনিকর দ্বারা তাঁহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুর উপর সন্নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে সেই সকল শর সহ্য করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় কার্ম্মুক সমুদ্যত করিয়া সত্বর অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের [illegible] উচ্চস্বরে চীৎকার, বাদিত্রবাদন ও অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

মহারাজ! কর্ণের ভ্রাতা বারংবার গর্জ্জন ও শরাসনজ্যা বিকর্ষণ করত সত্বরে অভিমন্যু ও কর্ণের রথের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দশ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যুরে ও তাঁহার সারথিরে ছত্র, ধ্বজ ও অশ্বের সহিত বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু স্বীয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় অমানুষ কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে পীড়িত হইলেন দেখিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাবীর অভিমন্যু দর্পসহকারে এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুশর নিহত ভ্রাতারে বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে নিপতিত কর্ণিকারের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণকে সমরবিমুখ করিয়া কঙ্কপত্র যুক্ত শর নিকর নিক্ষেপ করত অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ চতুরঙ্গ কৌরব সৈন্যগণকে ক্রোধভরে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ অভিমন্যুর শর নিকরে সমাহত ও ব্যথিত হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন, সৈন্যগণ তদ্দর্শনে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বারিধারা ও শলভনিকর সদৃশ মহাবীর অভিমন্যুর শর সমূহে গগন মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কৌরব পক্ষ সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল। কেবল মহাবীর সিন্ধুরাজ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শঙ্খ বাদন পূর্ব্বক কৌরব সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইয়া কক্ষদহন দহনের ন্যায় বাণানলে শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে সংহার করিয়া [illegible] করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে নিতান্ত কাতর হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইয়া স্বপক্ষগণকেই সংহার করিতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয় [illegible] রথ, নাগ ও অশ্ব সমুদায় নিধন [illegible] হইল। [illegible] সহস্র সহস্র [illegible] শরাসন, খড়্গ, [illegible]

মালা কুণ্ডল সনাথ নরমস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্য রত্নভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম্ম ও শর সমুদায় এবং অসংখ্য মৃত ক্ষত্রিয়, মৃত গজ ও মৃত তুরঙ্গ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল ক্ষণকাল মধ্যে অগম্য ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। বধ্যমান রাজপুত্র সকল পরস্পর ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভয়াবহ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অসংখ্য শত্রু সৈন্য এবং রথ, অশ্ব ও গজ সমুদায় সংহার করত কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের কক্ষ দহনের ন্যায় অরাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৈন্য গমন সম্ভূত প্রভূত পার্থিব ধূলি সমুত্থিত হওয়াতে আমরা তৎকালে সেই অসংখ্য গজ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ নাশক মহাবীর অভিমন্যুরে নয়নগোচর করিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর অর্জ্জুনতনয় মধ্যাহ্ন কালীন ভাস্করের ন্যায় অরাতিগণকে তাপিত করত সৈন্য মধ্যে দৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

—

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পরম সুখোচিত, বাহুবলদর্পিত সমর কুশল বালক অর্জ্জুনতনয় ত্রিহায়ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিবার বাসনায় সমর সাগরে অবগাহন করিলে পাণ্ডব সৈন্যগণের মধ্যে কোন কোন্ মহাবীর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, মৎস্য দেশীয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কৈকয় ও ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি অভিমন্যুর আত্মীয়গণ তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুসরণ ক্রমে সমরে ধাবমান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষ বীরগণকে সমরে ধাবমান অবলোকন করিয়া রণে পরাঙ্মুখ হইল। তখন আপনার জামাতা উগ্রধন্বা মহাতেজস্বী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার মানসে দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ পূর্ব্বক পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে সসৈন্য নিবারণ করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সমর স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারাজ জয়দ্রথ একাকী পুত্র রক্ষাভিলাষ, অতিক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিয়া সমরে অতিভার বহন করিয়াছেন; আমি জয়দ্রথের বল বীর্য্য অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি; তুমি সবিস্তরে তাঁহার সমর বৃত্তান্ত বর্ণন কর। মহাবীর সিন্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, একাকী রোষপরবশ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যৎকালে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাবীর ভীমসেন তাঁহারে পরাজয় করেন; মহাবীর জয়দ্রথ সেই অভিমানে নিতান্ত দুঃখিতমনে প্রিয় ভোগ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত এবং ক্ষুৎ, পিপাসা ও আতপক্লেশ সহ্য করিয়া নিতান্ত কৃশ ও শিরা ব্যাপ্ত কলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান এবং বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক বর লাভার্থ দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথ জয়দ্রথের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহারে স্বপ্নাবস্থায় কহিতে লাগিলেন, হে জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সিন্ধুরাজ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবদেব! আমি যেন আপনার বর প্রভাবে একাকী রথারূঢ় হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পাণ্ডবকে নিবারিত করিতে পারি। প্রমথনাথ কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! আমি বর প্রদান করিতেছি, তুমি অর্জ্জুন ব্যতীত আর চারি জন পাণ্ডবকে নিবারণ করিতে পারিবে। জয়দ্রথ মহাদেবের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া জাগরিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সিন্ধুরাজ মহাদেবের সেই বর প্রভাবে ও দিব্যাস্ত্র বলে একাকী পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারিত করিলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে শত্রু পক্ষ ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কৌরব সৈন্যগণ আহ্লাদিত হইলেন। কৌরব পক্ষ বীরগণ জয়দ্রথের উপর সমরের সমুদায় ভার সমর্পিত দেখিয়া সাহস পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

—

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনি আমারে সিন্ধুরাজের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অতএব তিনি যেরূপে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি গন্ধর্ব্ব নগর সদৃশ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, বায়ু বেগগামী সারথির বশম্বদ প্রকাণ্ড সিন্ধুদেশীয় অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে আরোহণ

করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রথের উপরিভাগে রজতময় বরাহ কেতু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ শ্বেত ছত্র, পতাকা ও ব্যজনাদি রাজচিহ্ন দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ তারাপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার লৌহময় বরূথ মুক্তা, হীরা, মণি ও স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সঙ্কুল আকাশ মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর জয়দ্রথ মহাচাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক অসংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া অভিমন্যু বিদারিত ব্যূহ পূরিত করিলেন এবং সাত্যকিরে তিন, ভীমকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ষষ্টি, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীরে দশ, যুধিষ্ঠিরকে সপ্ততি, কৈকয়গণকে পঞ্চবিংশতি ও দ্রৌপদী তনয়গণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শর নিকরে তাড়িত করিতে লাগিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রতাপশালী মহাবীর ধর্ম্মনন্দন হাসিতে হাসিতে নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক জয়দ্রথের শরাসন ছেদন করিলে সমর বিশারদ সিন্ধুরাজ নিমেষ মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দশ ও অন্যান্য বীরগণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর জয়দ্রথের সমর লাঘব অবগত হইয়া সত্বরে তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধু পতি অবিলম্বে অন্য শরাসনে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমের কেতু, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে মহাবাহু বৃকোদর সেই হতাশ্ব রথ হইতে সত্বরে অবতরণ পূর্ব্বক, সিংহ যেমন পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করে তদ্রূপ সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষ সৈন্যগণ জয়দ্রথের সেই কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া উচ্চস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ একাকী ক্রোধপরবশ পাণ্ডব সমুদায়কে অস্ত্র প্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর অভিমন্যু যোদ্ধাদিগের সহিত কৌরবপক্ষ অসংখ্য হস্তী সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাবীর সিন্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে সেই পথ নিরোধ করিলেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কৈকয় ও পাণ্ডবগণ বহু যত্ন সহকারে জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে বিপক্ষ পক্ষ যে যে বীর দ্রোণের সৈন্যগণকে ভেদ করিতে চেষ্টা করিল, মহাবাহু জয়দ্রথ বর প্রভাবে তৎসমুদায়কেই নিবারণ করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! জয়লাভার্থী পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কর্ত্তৃক এইরূপে নিরুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজস্বী অভিমন্যু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া মকর বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে, কৌরব পক্ষ বীরগণ প্রাধান্য ক্রমে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের দারুণ সংমর্দ্দ হইতে লাগিল। কুরুবীরগণ নিরবচ্ছিন্ন শরনিকর বর্ষণ করিয়া রথ সমূহ দ্বারা অভিমন্যুরে রুদ্ধ করিলে, অভিমন্যু বৃষসেনের সারথিরে বিনাশ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। বায়ুবেগগামী অশ্বগণ সহসা বৃষসেনকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে অভিমন্যুর সারথিও রথ লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। মহারথগণ হৃষ্টচিত্তে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর বসাতীয় রোষাবিষ্ট সিংহ সদৃশ অভিমন্যুরে শরনিকরে শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক নিকটে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি শরে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং কহিলেন, হে বীর! আমি জীবিত থাকিতে কদাচ তুমি জীবিতাবস্থায় আমার হস্তগত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তখন সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু শরসমূহে সেই লৌহময় বর্ম্মধারী বসাতীয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। বসাতীয়কে গতাসু দেখিয়া নানা প্রকার কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত কৌরব পক্ষ ক্ষত্রিয়গণ অভিমন্যুরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। এই যুদ্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শর, শরাসন, শরীর ও মাল্যদাম মণ্ডিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ছেদন করিলেন। খড়্গ, অঙ্গুলিত্রাণ, পট্টিশ ও পরশু সম্পন্ন, সুবর্ণাভরণ ভূষিত, ছিন্ন, হস্ত সকল ইতস্ততঃ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মাল্যদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধ্বজদণ্ড, বর্ম্ম, চর্ম্ম, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড, বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন চক্র, ভগ্ন যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন রথ ও হস্তী দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। বলশালী মহাবল পরাক্রান্ত নানা জনপদের অধীশ্বর জয়াভিলাষী নিহত ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ও অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,

তৎকালে তাঁহার রূপ আর কাহারও নয়নগোচর হইল না : কেবল কাঞ্চন বর্ম্ম, আভরণ, কার্ম্মুক ও শরনিকর নেত্রগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অভিমন্যু যখন দিবাকরের ন্যায় সমর মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক শরজালে যোদ্ধাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! যেমন প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে কৃতান্ত সমস্ত ভূতের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সুররাজসমবিক্রম অভিমন্যু বীরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য সকল আলোড়িত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। পরে যেমন সমুদ্ধত শার্দ্দূল মৃগকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যশ্রবারে গ্রহণ করিলেন ; অনন্তর তাঁহারে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথগণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিই সর্ব্বাগ্রে, আমিই সর্ব্বাগ্রে, এই বলিয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক অভিমন্যু বিনাশের অভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন সাগর মধ্যে তিমি ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু ধাবমান ক্ষত্রিয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নদী সকল সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুর সন্নিহিত সৈন্যগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। তখন কৌরব সেনা মহাগ্রাহ গৃহীতের ন্যায়, বায়ুবেগ ক্ষুভিত ঘূর্ণায়মান সাগরস্থিত নৌকার ন্যায় নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নির্ভীক মদ্রেশ্বরতনয় রুক্মরথ, সমস্ত সৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না ; আমি জীবিত থাকিতে অভিমন্যু কি করিবে? আমি উঁহারে জীবন্ত গ্রহণ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি এই বলিয়া সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তিন বাণে তাঁহার বক্ষস্থল, তিন বাণে দক্ষিণ বাহু ও তিন বাণে বাম বাহু বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরাসন, বাহু যুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ভ্রূ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ক্ষিতিতলে নিপাতিত করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ শল্যতনয় রুক্মরথের প্রিয় বয়স্য স্বর্ণ খচিত ধ্বজশালী রাজকুমারগণ তাঁহারে বিনষ্ট দেখিয়া তাল প্রমাণ কার্ম্মুক আকর্ষণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুরে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। শিক্ষাবল সম্পন্ন তরুণবয়স্ক একান্ত অমর্ষণ স্বভাব বীরগণ শরনিকরে অভিমন্যুরে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অভিমন্যু শমনসদনে গমন করিয়াছেন বোধ করিলেন। রাজকুমারগণ নানা লক্ষণ লাঞ্ছিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে নিমেষ মধ্যে অভিমন্যুরে দৃষ্টিপথের অতীত করিলেন। আমরা রথ, ধ্বজদণ্ড, তাঁহার সারথিরে ও তাঁহারে শলভ সমাচ্ছন্নের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন অভিমন্যু তোদনদণ্ড পীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মায়া জাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্ব হইতে ঐ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র বিপক্ষেরা বিমোহিত হইল। অভিমন্যু ক্ষিপ্র হস্তে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলাত চক্রের ন্যায় কখন এক কখন শত কখন বা সহস্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথ চালন ও অস্ত্রমায়া দ্বারা মহীপালগণকে বিমোহিত করিয়া তাঁহাদের কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। জীবগণের জীবন নিশিত শরনিকরে নির্গত হইয়া পর লোকে গমন করিল এবং দেহ পৃথিবীতে নিপতিত রহিল। অনন্তর অভিমন্যু নিশিত ভল্লে কতকগুলি রাজপুত্রের কার্ম্মুক, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদ সমলঙ্কৃত বাহু ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন। যেমন পঞ্চবর্ষীয়, ফল সম্পন্ন, আম্রকানন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ এক শত রাজপুত্র অভিমন্যু শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ আশীবিষ সঙ্কাশ, সুখোচিত, রাজকুমারগণকে এক মাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল এবং তাঁহারে রথী, কুঞ্জর, অশ্ব ও পদাতি সকল বিমর্দ্দিত করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। উভয়ের অসম্পূর্ণ সংগ্রাম ক্ষণকালের নিমিত্ত তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি অনেক ব্যক্তির সহিত একের তুমুল সংগ্রাম ও জয়লাভ কীর্ত্তন করিতেছ। এক্ষণে তাহার বিক্রম বিশ্বাসের অযোগ্য ও নিতান্ত অদ্ভুতের

ন্যায় বোধ হইতেছে; কিন্তু যাঁহাদিগের ধর্ম্মই আশ্রয়, তাঁহাদের এইরূপ বিক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে এক শত রাজপুত্র নিহত ও দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে আমার পক্ষ বীরগণ অভিমন্যুর সহিত কি রূপ আচরণ করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পক্ষ বীরগণের মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়নযুগল চঞ্চল, গাত্র কণ্টকিত ও অনবরত স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা বিজয় লাভে নিতান্ত উৎসাহশূন্য হইয়া পলায়নে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তী ও অশ্বদিগকে ত্বরান্বিত করত গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও সৌবল তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিমুখ প্রায় করিলে সুখভোগ প্রবৃদ্ধ, বালকতা ও দর্প বশত নির্ভয়, মহাতেজা লক্ষ্মণ একাকী অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল রাজা দুর্য্যোধন লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণ দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যেমন বারিধর পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা অভিমন্যুর উপর শর বমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অভিমন্যু সমীরণের অম্বুদ মন্থনের ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মত্ত মাতঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু পিতৃ সমীপবর্ত্তী, উদাত্তকার্ম্মুক, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কুবেরপুত্র সদৃশ, প্রিয়দর্শন মহাবীর লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মণ নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর বক্ষস্থল ও বাহু দ্বয়ে প্রহার করিলে অভিমন্যু দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ। তোমারে পরলোক গমন করিতে হইবে; এই সময় সুন্দর রূপে ইহলোক সন্দর্শন কর; আমি তোমার বান্ধবগণ সমক্ষেই তোমারে যমালয়ে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া তিনি নির্ম্মোক মুক্ত উরগ সদৃশ এক ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের নাসাবংশ সুশোভিত, ভ্রূযুগলোপেত, কেশ কলাপ ও কুণ্ডল সমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিল।

সকলে লক্ষ্মণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; রাজ দুর্য্যোধন উচ্চস্বরে ক্ষত্রিয়গণকে কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ। তোমরা অভিমন্যুরে সংহার কর। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় জন রথী অভিমন্যুরে বেষ্টন করিলেন। অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাঙ্মুখ করিয়া মহাবেগে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষাদগণ এবং মহাবল পরাক্রান্ত ক্রাথপুত্র গজ সৈন্য দ্বারা তাঁহার পথ রোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্যু দুর্দ্ধর্ষ করিবল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, সমীরণ নভোমণ্ডলে জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। পরে ক্রাথপুত্র শর নিকরে অভিমন্যুরে নিবারণ করিলে দ্রোণ প্রভৃতি রথী সকল পুনরায় আগমন করিয়া দিব্যাস্ত্র জাল বিস্তার পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু শরজালে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শরে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে কুল, শীল, শ্রুত, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবল সম্পন্ন ক্রাথপুত্রকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বীরগণ সমরে পরাঙ্মুখ প্রায় হইলেন।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুলানুরূপ কার্য্যকারী বাহ মধ্যে প্রবিষ্ট তরুণ অপলায়ী অভিমন্যু ত্রিহায়ণ, বলবান কুলীন অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যেন নভোমণ্ডলে সন্তরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ। অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার পক্ষ ক্ষিতিপালগণকে নিশিত শরনিকরে পরাঙ্মুখ করিলে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় রথী অভিমন্যুরে বেষ্টন করিলেন। সৈন্যগণ জয়দ্রথের প্রতি গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে দেখিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অন্যান্য বীরগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর উপর শর বমন করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু সেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বীরগণকে শরনিকরে স্তম্ভিত করিয়া, পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, বিংশতি শরে বৃহদ্বলকে, অশীতি শরে কৃতবর্ম্মারে, ষষ্টি শরে কৃপকে এবং আকর্ণাকৃষ্ট রুক্ম পুঙ্খ মহাবেগগামী দশ শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন, অনন্তর বিপক্ষগণ মধ্যে পীত নিশিত কর্ণি অস্ত্র

কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন, পরে কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণি সারথি দ্বয় ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দশ শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কৌরবকুলের কীর্ত্তিবৰ্দ্ধন বৃন্দারক নামে মহাবীরকে বধ করিলেন। অভিমন্যু নির্ভীকের ন্যায় প্রধান প্রধান কৌরব বীরকে প্রপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে তিনিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে অবিলম্বে শাণিত শরনিকরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ ষষ্টি শরে মৈনাক পর্ব্বতোপম অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সুবর্ণপুঙ্খ ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহারে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল দ্রোণাচার্য্য এক শত শর, পিতৃরক্ষার্থী অশ্বত্থামা ষষ্টিশর, কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ ভল্ল, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ভল্ল এবং শারদ্বত দশ ভল্ল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দশ দশ শরে প্রহার করিলেন। কোশলরাজ কর্ণি অস্ত্রে তাঁহার হৃদয় দেশে আঘাত করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, কার্ম্মুক, সারথি ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলরাজ বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিবার অভিলাষ করিলেন। অভিমন্যু শর দ্বারা কোশলাধিপতি বৃহদ্বলের হৃদয় বিদ্ধ করিবা মাত্র তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন অশুভ বাক্য প্রয়োক্তা খড়্গকার্ম্মুকধারী দশ সহস্র ভূপাল রণে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলকে নিহত ও শর নিকরে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণের কর্ণ দেশে সুশাণিত কর্ণিক নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার গাত্রে পঞ্চাশত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু কর্ণ অভিমন্যুর শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন কর্ণের শরে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর বিষম শরনিকরে কর্ণের ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হওয়াতে তাঁহারও অপূর্ব্ব শোভা হইল। ঐ দুই মহাবীরই পরস্পরের শরে বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্যু কর্ণের ছয় জন মহাবল পর ক্রান্ত সচিবের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ছয় বাণে মাগধের পুত্রকে সংহার করিয়া যুবা অশ্বকেতুরে অশ্বগণ ও সারথির সহিত শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা কুঞ্জরকেতু মার্ত্তিকাবতিক ভোজকে সংহার করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু দুঃশাসনতনয় চারি বাণে অভিমন্যুর চারি অশ্ব ও এক বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসনতনয়ের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া রোষাক্ত নয়নে উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দুঃশাসনতনয়! তোমার পিতা নিতান্ত কাপুরুষ; তিনি সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই যুদ্ধে আমার হস্তে কদাপি পরিত্রাণ পাইবে না।

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসন পুত্রকে এই কথা বলিয়া তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মকার পরিমার্জ্জিত নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহাবাহু অশ্বত্থামা সত্বরে তিন তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অশ্বত্থামারে প্রহার না করিয়া শল্যের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ সত্বরে অভিমন্যুর বক্ষস্থলে গৃধ্রপক্ষযুক্ত নয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সমর বিশারদ অর্জ্জুননন্দন সত্বরে শল্যের শরাসন ছেদন এবং উভয় পার্ষ্ণি সারথিরে সংহার করিয়া তাঁহারে ছয় অমোঘ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রথে আরূঢ় হইলেন। সমর নিপুণ অর্জ্জুনতনয় শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সূর্য্যভাস এই পাঁচ বীরকে সংহার করিয়া শকুনিরে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবলনন্দন অভিমন্যুরে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে সকলে একত্র হইয়াই অর্জ্জুনতনয়কে সংহার করা কর্ত্তব্য; নচেৎ অভিমন্যু এক এক করিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে; অতএব দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতির সহিত উহার বধোপায় চিন্তা কর। তখন মহাপ্রতাপশালী কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! অবিলম্বে অভিমন্যুর বধোপায় বলুন; নচেৎ অর্জ্জুনতনয় আমাদের

সকলকেই সংহার করিবে। মহাবল দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সমুদায় কৌরব পক্ষ বীরগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কি এপর্য্যন্ত অর্জ্জুনতনয়ের অণুমাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? অর্জ্জুনতনয়ের লঘুচারিত্ব অবলোকন কর; অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু চারি দিক্ ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি উহার কিছুমাত্র অবকাশ লক্ষিত হইতেছে না। ঐ মহাবীর এত শীঘ্র শর সন্ধান ও পরিত্যাগ করিতেছে যে, রণোপরি কেবল উহার চাপ মণ্ডল লক্ষিত হইতেছে। অরাতি নিপাতন মহাবীর সুভদ্রাতনয় শরজালে আমাকে একান্ত ব্যথিত ও মোহিত করিয়াও সন্তুষ্ট করিতেছে। কৌরব পক্ষ মহারথগণ ক্রোধ পরবশ হইয়াও উহার যে অণুমাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহাতে আমার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ক্ষিপ্রহস্তে শর দ্বারা দশ দিক্ সমাবৃত করাতে গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন হইতে উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে না।

তখন মহাবাহু কর্ণ অর্জ্জুনতনয়ের শরে আহত হইয়া পুনর্বার দ্রোণকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বীরগণের সমর পরিত্যাগ করা উচিত নয় বলিয়া আমি অভিমন্যুর শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও এ স্থানে অবস্থান করিতেছি। ঐ মহাতেজা অর্জ্জুনকুমারের পাবক সদৃশ পরম দারুণ শরনিকরে আমার হৃদয় বিদলিত হইতেছে।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে রাধেয়! মহাবীর অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। আমি উহার পিতারে কবচ ধারণে সুশিক্ষিত করিয়াছি; ঐ বীরও তাহার নিকট তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতিশয় যত্ন সহকারে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া উহার ধনু, জ্যা, অশ্ব, সারথি ও উভয় পার্ষ্ণি সারথিরে অনায়াসে ছেদন করা যাইতে পারে; অতএব যদি সমর্থ হও, তবে উহার শরাসন প্রভৃতি ছেদন করিয়া উহারে সমরবিমুখ কর; পশ্চাৎ সংগ্রাম করিও। যত ক্ষণ উহার করে শরাসন থাকিবে, ততক্ষণ উহারে পরাজয় করা সমুদায় দেব ও অসুরগণেরও সাধ্য নহে। অতএব যদি উহারে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে উহারে বিরথ ও শরাসন শূন্য কর।

মহাবীর কর্ণ দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর সত্বরে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ভোজ তাঁহার অশ্ব সমুদায় ও কৃপ তাঁহার পার্ষ্ণিসারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন। অন্যান্য বীরগণ তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই করুণ রস শূন্য ছয় মহারথ সত্বরে এক কালে একাকী বালক অভিমন্যুর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ছিন্নশরাসন রথবিহীন অর্জ্জুনতনয় স্বীয় বীর ধর্ম্ম প্রতিপালন [illegible]ত খড্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া মহাবেগে কৌশিকাদি গতি দ্বারা গরুড়ের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। [illegible] দর্শন তৎপর মহাধনুর্দ্ধরগণ এই অভিমন্যু অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে মনে করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া তাঁহারে বাণ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, অরাতিনিপাতন মহাবীর দ্রোণ সত্বরে তাঁহার খড্গের মণিময় মুষ্টিদেশে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদন করিলেন এবং কর্ণ শাণিত শরনিকরে তাঁহার চর্ম্ম ছেদন করিলেন। এই রূপে অসি, চর্ম্ম ও বাণ সমুদায় ছিন্ন হইলে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্বায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্রবেণু সমুজ্জ্বল কলেবর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে বাসুদেবের অনুকরণ করত সাতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিলেন। তৎকালে অমিততেজা, সিংহনাদসহকারী, [illegible]গণ মধ্যস্থিত মহাবীর অভিমন্যুর দেহ হইতে শোণিত বিনির্গত হইয়া বস্ত্র রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি দ্বারা ললাট ফলক কুটিল হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা হইল।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! সুভদ্রানন্দকর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ করিয়া সমরে দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তাঁহার কেশকলাপ বায়ুবেগে উদ্ধূত হইতে লাগিল এবং আয়ুধপ্রধান চক্র উদ্যত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল, তখন তিনি দুঃসমীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। ভূপতিগণ তাঁহার সেই অলৌকিক রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণনন্দন প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় সেই অভিমন্যুর গদা অবলোকন করিয়া রথোপস্থ হইতে তিন লম্ফে পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় গদা দ্বারা তাঁহার অশ্ব সমুদায় এবং পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়কে সংহার করিয়া বীরগণের শরনিকরে বিদ্ধগাত্র হইয়া শল্লকীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিলেন। পরে সুবল নন্দন কালিকেয়কে নিহত করিয়া তাঁহার অনুচর সপ্তসপ্ততি

গান্ধারকে নিহত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাসাতীয় দশ রথী এবং কৈকয়দিগের সাত রথী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া গদা দ্বারা রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দুঃশাসনতনয় ক্রোধভরে ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে মহাদেব ও অন্ধক যেমন পরস্পরের উপর গদাঘাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অভিমন্যু ও দুঃশাসনতনয় পরস্পরকে সংহার করিবার বাসনায় পরস্পরের প্রতি গদাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় গদাযুদ্ধ করত পরস্পর গদাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া নিপতিত ইন্দ্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর দুঃশাসনতনয় সমরে অগ্রে সমুত্থিত হইয়া উত্তিষ্ঠমান মহাবাহু অর্জ্জুনতনয়ের মস্তকে গদাঘাত করিলেন। অরাতিকুলনিপাতন মহাবীর অভিমন্যু দুঃশাসননন্দনের দারুণ গদাঘাত ও সমর পরিশ্রমে মোহিত এবং অচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় একাকী অরাতি পক্ষ সমুদায় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পরিশেষে বহুসংখ্য শত্রু কর্তৃক নিহত হইয়া পদ্মবনপ্রমাথী ব্যাধগণের হস্তে নিহত বনগজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন আপনার পক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ সমরাঙ্গনে নিপতিত মহাবীর অর্জ্জুনতনয়কে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং দাবদহনানন্তর নিদাঘ কালীন প্রশান্ত পাবকের ন্যায়, অস্তগত আদিত্যের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায়, তরুশৃঙ্গ মর্দ্দনানন্তর নিবৃত্ত সমীরণের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রনিভানন, কাকপক্ষাবৃতনেত্র সেই অভিমন্যুকে ভূতলে পতিত দেখিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এদিকে পাণ্ডব পক্ষ বীরগণের নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় গগনচর ভূতগণ অভিমন্যুকে আকাশচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল যে, মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ ছয় জন মহারথ এই বালককে সংহার করিয়াছেন, ইহা আমাদের মতে নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত এবং রুধির সংপ্লুত কঙ্কপুঙ্খ শরনিকর, বীরগণের কুণ্ডল শোভিত মস্তক, বিচিত্র উষ্ণীষ, পতাকা, চামর, ছিন্ন বসন, উত্তম আসন, রথ, অশ্ব ও গজগণের অলঙ্কার, নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ নিশিত খড়্গ, শরাসন, ছিন্ন শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন ও অন্যান্য আয়ুধ সমুদায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ভূমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয়ের শরে ভূতলে নিপতিত শোণিতদিগ্ধাঙ্গ আরোহী সমবেত নির্জীব ও শ্বাসাবশিষ্ট অশ্ব সমুদায়ে রণস্থল বন্ধুর হইয়া উঠিল। মহামাত্র, অঙ্কুশ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও কেতু সমবেত শরনিহত পর্ব্বতাকার গজ সকল অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধা সমবেত প্রক্ষুভিত হ্রদ সদৃশ রথ সমুদায় এবং বিবিধায়ুধধারী পদাতি সমুদায়ে রণস্থল ভীরুজন-ভয়াবহ ঘোররূপ ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে অপ্রাপ্তবয়স্ক মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সমরভূতলে নিপতিত হইলে কৌরবপক্ষ বীরগণের আনন্দ ও পাণ্ডব পক্ষদিগের বিষাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবসৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনতনয়ের নিধন নিবন্ধন বীরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ! সমর বিশারদ মহাবাহু অভিমন্যু সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া শত্রুহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে; তোমরা স্থির হও, ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; আমরা অবিলম্বে শত্রুগণকে পরাজয় করিব। কৃষ্ণার্জ্জুন-সমপ্রভাব মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সমরে আশীবিষ সদৃশ রাজপুত্রগণ, দশ সহস্র সৈন্য, মহারথ কৌশল্য বৃহদ্বল এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই। ঐ মহাবীর অগ্রে ঐ সমুদায় শত্রু পক্ষদিগকে নিধন করিয়া পশ্চাৎ শত্রু হস্তে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই ইন্দ্র ভবনে বা অন্য কোন পুণ্য নির্জ্জিত পবিত্র সনাতন স্থানে গমন করিয়াছে। সেই পুণ্যাত্মার নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নয়। মহাতেজা ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সেই সমুদায় দুঃখিত সৈন্যগণের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! আমরা এই রূপে শত্রু পক্ষ বীরশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধিরোক্ষিত কলেবরে সায়ং কালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্ মরীচিমালী রক্তোৎপল তুল্য কলেবর ধারণ পূর্ব্বক অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনীর সন্ধি সমুপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে অশিব শিবানিনাদ হইতে লাগিল। ক্রমে ভগবান

ভাস্বর উৎকৃষ্ট অসি, শক্তি, ঋষ্টি, নখর, চর্ম্ম ও অলঙ্কার সমুদায়ের প্রভা হরণ পূর্ব্বক আকাশ ও ভূমণ্ডল যেন একাকার করিয়াই স্বীয় প্রিয় কলেবর পাবক মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় আমরা ও আমাদের বিপক্ষগণ, আমরা উভয় পক্ষই সমর ব্যায়ামে বিমোহিত প্রায় হইয়া সংগ্রামস্থল অবলোকন করত মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম; দেখিলাম রণভূমি বজ্রাহত অভ্রংলিহাগ্র অচল শৃঙ্গ সদৃশ পতাকা, অঙ্কুশ, বর্ম্ম ও সাদি সমবেত নিপতিত মাতঙ্গ নিকরে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং রথী, যন্ত্রী, ত্রিভূবণ, অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতু বিহীন চূর্ণিত প্রকাণ্ড রথ সমূহে শোভা পাইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, শত্রুগণ শর নিকরে সেই সকল রথের প্রাণ নাশ করিয়াছে। বীরগণের শর নিকরে সাদি সমভিব্যাহারে নিহত, মহার্হ ভূষণ বিভূষিত, বিবিধ রথাশ্ব সমুদায় বিস্ফারিতলোচন, বিনির্গতাস্ত্র ও বহিষ্কৃত জিহ্বাদশন হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকাতে রণভূমি ঘোররূপ ধারণ করিয়াছে। মহামূল্য চর্ম্ম, আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শস্ত্রে বিভূষিত, মহার্ঘ শয়নোচিত মহাবীরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরবর্গের সহিত অনাথের ন্যায় ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। বিকটাকার শৃগাল, কুক্কুর, কাক, বক, সুপর্ণ, বৃক, তরক্ষু, রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষস ও পিশাচগণ হৃষ্টচিত্তে রণনিহত প্রাণিগণের চর্ম্মভেদ করিয়া রুধির, বসা, মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষসগণ শব সমুদায় আকর্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে।

হে মহারাজ। সমর ক্ষেত্রে বীরগণ কর্ত্তৃক দুস্তর বৈতরণীর ন্যায় অতি ভীষণ শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। রথ সকল উহার উড়ুপস্বরূপ, হস্তীগণ পর্ব্বত স্বরূপ, মনুষ্যগণের মস্তক সমুদায় উৎপল স্বরূপ, মাংস কর্দ্দম স্বরূপ ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র মালা স্বরূপ শোভা পাইল। উহাতে অসংখ্য প্রাণীগণের শরীর ভাসিতে লাগিল। বিকট দর্শন ভয়াবহ পিশাচ, শৃগাল, কুক্কুর ও পিশিতাশন পক্ষীগণ পরমানন্দে ঐ নদীতে পান ভোজন করত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ সায়ংকালে বিধ্বস্তভূষণ শক্রসদৃশ রণনিহত মহাবীর অভিমন্যুরে হব্য বিহীন যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া যমরাজ্য সদৃশ, নৃত্য পরায়ণ কবন্ধকুল সঙ্কুল, ভীম দর্শন সমর ভূমি ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে রথযূথপতি মহাবীর অভিমন্যু সমরে নিপতিত হইলে পাণ্ডব পক্ষ বীর সমুদায় রথ, কবচ ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে অভিমন্যুরে চিন্তা করত যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃপুত্র নিধনে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হায়! মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রিয়চিকীর্ষায় ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক সিংহ যেমন গোগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার প্রভাবে মহাধনুর্দ্ধর, সমর দুর্ম্মদ, অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ, বিপক্ষ পক্ষ বীরগণ রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে, যে মহাবীর আমাদের প্রধান শত্রু দুঃশাসনকে সংগ্রামে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিসংজ্ঞ ও বিমুখ করিয়াছে এবং অনায়াসে দ্রোণসৈন্য রূপ মহাসাগর পার হইয়াছে, সেই সমর বিশারদ অভিমন্যু দুঃশাসনতনয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া শমন সদনে গমন করিল! আজি আমি কি রূপে পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় ও পুত্রের অদর্শনে একান্ত কাতরা সুভদ্রারে অবলোকন করিব! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এ স্থানে আগমন করিয়া আমারে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব! আমিই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় লাভ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার মানসে এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি! লুব্ধ ব্যক্তি কদাপি দোষ জানিতে পারে না; লোভ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়া এই মহৎ অনিষ্ট পাত অবলোকন করিতে সমর্থ হই নাই। যে সুকুমার কুমারকে ভোজ্য, যান, [illegible] ও ভূষণ প্রদান করা উচিত, আমরা তাহার উপরেই সংগ্রামের প্রধান ভার সমর্পণ করিয়াছিলাম। সৎস্বভাব সম্পন্ন অশ্ব যেমন বিষম সঙ্কটে পতিত [illegible] লে তাহার মঙ্গল হয় না, তদ্রূপ সমরানভিজ্ঞ বালক অভি[illegible] সঙ্কটে কি রূপে মঙ্গল হইবে?

যাহা হউক, অদ্য আমরা ক্রোধপ্রদীপ্ত অর্জ্জুনের দীন নয়নানলে দগ্ধ হইয়া অভিমন্যুর সহিত ভূতলে শয়ন করিব। যে অর্জ্জুন নিতান্ত অলুব্ধ, মতিমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাশালী, রূপবান্, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ, ধীরপ্রকৃতি ও মহাবল পরাক্রান্ত, পণ্ডিতগণ যাঁহার উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করেন; যে মহাবীর হিরণ্যপুরবাসী, ইন্দ্রশত্রু নিবাতকবচ ও কালকেয়গণকে নিহত করিয়াছেন; যিনি চক্ষুর নিমেষমাত্র পৌলোমনন্দনগণকে সগণে নিধন করিয়াছেন এবং যিনি শরণাগত শত্রুগণকেও অভয় প্রদান করেন, আজি আমরা সেই অর্জ্জুনের পুত্রকে নিদারুণ কৌরব সৈন্যের ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না! মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রবধে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই কৌরবগণকে সংহার করিবেন এবং ক্ষুদ্রসহায় ক্ষুদ্রাশয় স্বপক্ষ ক্ষয়কারী দুরাত্মা দুর্য্যোধনও

আত্মীয়গণের নিধন দর্শনে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন অর্জ্জুনতনয়কে সংগ্রামস্থলে নিপতিত করিয়া আমাদের জয় লাভ, রাজ্য লাভ বা সুরলোক প্রাপ্তি কিছুই প্রীতিজনক বলিয়া বোধ হইতেছে না।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে নরনাথ! অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিলাপমান ধর্ম্ম-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভ্রাতৃপুত্র বধ জনিত শোকাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন বালক অভিমন্যু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল; ইত্যবসরে বহুসংখ্য অধার্ম্মিক মহারথ তাহারে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিয়াছে। আমি অভিমন্যুকে কহিয়াছিলাম, তুমি আমাদিগের সমর প্রবেশের দ্বার প্রস্তুত কর। অভিমন্যু আমার বাক্যে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম; কিন্তু জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল। যুদ্ধজীবী লোকেরা তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু বিপক্ষেরা যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছে, উহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই। আমি তন্নিমিত্ত সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকবাষ্পে নিতান্ত আকুল হইতেছি; এই বিষয় বারংবার চিন্তা করিয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

ভগবান্ ব্যাস শোকবেগসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ! তোমার সদৃশ মহাত্মারা বিপদে কদাচ বিমোহিত হন না। অভিমন্যু বালকের অসদৃশ কার্য্যানুষ্ঠান ও বহুসংখ্য শত্রু হনন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে; মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাত্মন্! এই সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়া ধরাতলে সৈন্য মধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী এবং কেহ কেহ বায়ুবেগ তুল্য বলবান। ইহারা পরস্পর সংগ্রাম করিয়াই নিহত হইয়াছেন। সংগ্রাম স্থলে ইহাদিগকে সংহার করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই। পরস্পরকে পরাজয় করিবার বাসনাই ইহাঁদের হৃদয়ে সতত জাগরূক ছিল। একণে ইহাঁরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সমুদায় ভীমবিক্রম ভূপতিগণ নিহত হওয়াতে অদ্য মৃত্যু এই শব্দের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। ইহাঁরা এক্ষণে নিশ্চেষ্ট নিরভিমান ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়াছেন। হে মহর্ষে! এই নিহত ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া আমার এই সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা প্রজাগণকে সংহার করে? আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

অনন্তর ভগবান্ ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ। পূর্ব্ব কালে মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে রাজা অকম্পনের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন। আমি জানি রাজা অকম্পনও নিতান্ত দুঃসহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি মৃত্যুর উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি স্নেহ বন্ধন জনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। হে বৎস! এই পুরাবৃত্ত বেদাধ্যয়নের ন্যায় ফলপ্রদ, পবিত্র, অরি বিনাশক, মঙ্গলেরও মঙ্গল, ধন্য, আয়ুষ্কর, শোক নাশক ও পুষ্টিবর্দ্ধন, আপনি ইহা শ্রবণ করুন। আয়ুষ্মান্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ্ লাভার্থী দ্বিজগণ এই উপাখ্যান প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালে শ্রবণ করিবেন।

পূর্ব্বকালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রণস্থলে শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইলেন এবং নারায়ণ তুল্য বলবান্, শ্রীমান, শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী, দেবরাজ সদৃশ হরি নামে তাঁহার এক পুত্রও রণস্থলে শত্রুগণে পরিবৃত হইয়া হস্তী ও বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ এবং অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া সৈন্য মধ্যে নিহত হইলেন। রাজা অকম্পন পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে দিবা রাত্রি শোকে একান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্র বিনাশ জনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন। রাজা অকম্পন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক শত্রুগণের জয়লাভ ও আপনার পুত্রের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শত্রুগণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার বল, বীর্য্য ও পৌরুষই বা কি রূপ? আমি ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

বরদ নারদ তাঁহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোক বিনাশন এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, মহারাজ। আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ কমলযোনি প্রথমে প্রজা সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর এই বিশ্ব বিনষ্ট হইতেছে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সৃষ্টি সংহার বিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহার রোষপ্রভাবে আকাশ হইতে এক অগ্নি সমুত্থিত হইল। উহা সংসারস্থ দেশ সমস্ত ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এই রূপে ক্রোধানলে সকলকে বিত্রাসিত করত ভগবান্ ব্রহ্মা জ্বালা সমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ডল ভস্মসাৎ করিলেন; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনষ্ট হইল।

অনন্তর জটাজূট মণ্ডিত ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতি পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা লোকের হিত কামনায় সমাগত ভূতপতিকে দেখিয়া তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে বল, তোমার কি রূপ মনোরথ সফল করিতে হইবে, আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিব।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন, হে প্রভু। প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ। এক্ষণে সেই সকল প্রজা তোমার রোষানলে দগ্ধ হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্ন হও।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! সৃষ্টি সংহার বিষয়ে আমার অভিলাষ ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর হিত কামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। এই দেবী বসুন্ধরা দুর্ভর ভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূত সংহারার্থ আমারে অনুরোধ করেন; কিন্তু আমি এই অনন্ত জগতের সংহার কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলাম না; এই নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল।

রুদ্র কহিলেন, হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হও, বিশ্ব সংহারের নিমিত্ত সমুৎপন্ন ক্রোধ পরিত্যাগ কর; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনাশ করিও না। তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ জগৎ বিদ্যমান থাকুক। তুমি রোষান্বিত হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, উহা নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, পল্বল, তৃণ ও উলপ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ভস্মসাৎ করিতেছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের উপশম হয়, ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে দেব! সৃষ্ট পদার্থ সকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি তেজ সংহার কর; উহা তোমাতেই বিলীন হউক; হিতাভিলাষ পরতন্ত্র হইয়া প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, উৎপন্ন প্রজা সকল যেন নির্ম্মূল না হয়। তুমি আমারে লোক মধ্যে অধিদেব পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে ত্রিলোকীনাথ। এই চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিও না; তুমি প্রসাদোন্মুখ হইয়াছ বলিয়া তোমারে এইরূপ কহিতেছি।

অনন্তর লোক পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টি হেতু প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও মোক্ষ হেতু নিবৃত্তি ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধ জনিত হুতাশন সংহার করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ রক্তজিহ্ব, রক্তাস্য ও রক্তলোচন, বিমল কুণ্ডলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ নারী নির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা তাহারে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করত কহিলেন, তুমি আমার সংহার বুদ্ধি প্রভাবে ক্রোধ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার নিয়োগ বশত কি জড় কি পণ্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজাগণকে সংহার কর; তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। কমললোচনা মৃত্যু ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত মধুর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা লোকের হিত সাধনার্থ তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিপুটে তাঁহার নেত্রজল গ্রহণ করিয়া ঐ নারীরে নানা প্রকারে অনুনয় করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু দুঃখ অপনীত করিয়া সন্নমিত লতার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কেন এই পাপীয়সীরে সৃষ্টি করিলেন। এক্ষণে আমি এই অহিত ক্রূর কর্ম্ম নিতান্ত অধর্ম্ম মূলক জানিয়াও কি রূপে ইহার অনুষ্ঠান করিব। আমি অধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিশয় ভীত হইতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদের একান্ত প্রিয়তর

পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই নিমিত্ত আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। আমি প্রিয়বিয়োগে দীনভাবে রোরুদ্যমান প্রজাগণের অনর্গল নিপতিত নেত্রজল হইতে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি; আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাচ যমালয়ে গমন করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ সফল করুন। ধেনুকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারে তদ্বিষয়ে আদেশ করুন; আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি। আমি কদাচ বিলাপমান প্রাণিগণের প্রিয়তম প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। হে পিতামহ! আপনি আমারে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যো! তুমি প্রজা সংহারার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার নিয়োগানুসারে কোন বিচার না করিয়া লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। লোকক্ষয় অবশ্যই হইবে; ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর; এই বিষয়ে কেহই তোমারে নিন্দা করিবে না।

মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। লোকের হিতসাধনোদ্দেশে লোক বিনাশে কোন মতে তাঁহার অভিলাষ হইল না। পিতামহ ব্রহ্মা তৎকালে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং অবিলম্বেই হাস্য মুখে লোক রক্ষার্থে প্রসন্ন হইলেন। এই রূপে সর্ব্বলোক পিতামহ কমলযোনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় লোক অপমৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই কন্যা প্রজা সংহার বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন এবং অবিলম্বে ধেনুকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া অতি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়াসেব্য প্রিয়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ এক বিংশতি পদ্ম বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে পুনরায় এক বিংশতি পদ্ম বৎসর মৃগগণের সহিত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় সুশীতল নির্ম্মল জল সম্পন্ন পবিত্র নন্দা তীর্থে গমন করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র বৎসর সলিলে কালাতিপাত করিলেন। এই রূপে নন্দাতীর্থে বিগতপাপ হইয়া প্রথমতঃ অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় বায়ু ভক্ষণ ও জল পান করিয়া পুনরায় নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগঙ্গ ও বেতস তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ করিলেন। অনন্তর গঙ্গা ও প্রধান মহামেরু তীর্থে গমন পূর্ব্বক প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে হিমালয়ের শিখরদেশে গমনপূর্ব্বক অঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া নিখর্ব্ব বৎসর অবস্থান করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয়তীর্থে অভিলষিত নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহ পরিশুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি অনন্যমনে একমাত্র ব্রহ্মারে প্রতি নিয়ত ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলেন।

তখন অব্যয় ভূতভাবন্ ভগবান ব্রহ্মা শান্ত ও প্রীত মনে তাঁহারে কহিলেন, হে মৃত্যো! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছ? তখন মৃত্যু পুনরায় ব্রহ্মারে কহিলেন। হে ভগবন্! প্রজারা সুস্থ হইয়া কালযাপন করিতেছে; তাহারা বাক্যেও অন্যের অপকার করে না, আমি তাহাদিগকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিব না। এক্ষণে আপনার নিকট এই বরই প্রার্থনা করি। আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব আপনি আমারে অভয় প্রদান করুন। আমি একান্ত কাতর ও নিরপরাধী; প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশ্রয় হউন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে! এই সমস্ত প্রজা সংহার করিলে তোমার কিছু মাত্র অধর্ম্ম হইবে না, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নয়। অতএব তুমি অশঙ্কিত চিত্তে চতুর্ব্বিধ প্রজা সংহার কর; তোমার সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইবে। লোকপাল যম, ব্যাধি সকল ও দেবগণ তোমার সহায় হইবেন এবং আমিও তোমার সহায়তা সম্পাদন করিব। আর তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত ও রজোগুণ রহিত হইয়া যে রূপে খ্যাতি লাভে সমর্থ হইবে, পুনরায় এমন একটী বরও তোমারে প্রদান করিব।

অনন্তর মৃত্যু প্রণত হইয়া ব্রহ্মারে প্রসন্ন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আমা ব্যতিরেকে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবে অগত্যা আপনার এই আজ্ঞা আমারে শিরোধার্য্য করিতে হইল; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা এই সকল পরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণিগণের দেহ ভেদ করিবে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যো! তুমি যাহা কহিলে তাহাই হইবে, এক্ষণে তুমি লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও।

তোমার অধর্ম হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিব না। আমার করতলে তোমার যে সমুদায় অশ্রুবিন্দু নিপতিত রহিয়াছে, উহা প্রাণিগণের আত্ম সম্ভূত ব্যাধি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণ সংহার করিবে; তাহা হইলে তোমার অধর্ম হইবে না। তুমি এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অধীশ্বর, ধর্ম্ম পরায়ণ ও ধর্ম্মের কারণ; এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও রোষ বিসর্জ্জন করিয়া জীবগণের জীবন সংহার কর; তাহা হইলে তোমার অক্ষয় ধর্ম্মলাভ হইবে। অধর্ম্ম দুরাচারদিগকে নির্ম্মূল করিবে; তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া আপনারে পবিত্র কর, তুমি অসাধু জীবগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই কন্যা আপনার, মৃত্যু এই নাম হইল দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও অভিশাপ ভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অসংসক্ত রূপে অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণিদিগেরই মৃত্যু হয়; রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহারা সাতিশয় নিপীড়িত হয়। অতএব আপনি জীবনান্তে জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক প্রতিবৃত্ত হইয়া থাকে, এইরূপ দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। ভীমরূপ, ভীমনাদ, সর্ব্বগামী, উগ্র, অনন্ততেজা প্রাণ বায়ু কেবল দেহই ভেদ করিয়া থাকে; উহার যাতায়াত নাই। সকল দেবতারাও মর্ত্যসজ্ঞাধারী, হে মহারাজ। এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না। তিনি স্বর্গে সুরম্য বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ ও সাধুসমাগম লাভ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আনন্দিত হইতেছেন। প্রজাদিগের মৃত্যু দেবনির্দ্দিষ্ট, মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, মৃত্যু দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে হিংসা করেন না; এই ব্রহ্মসৃষ্ট সত্তাটী পণ্ডিতেরা সম্যক অবগত হইয়া মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কদাচ শোক করেন না। হে মহারাজ! আপনি দৈববিহিত এই সৃষ্টি অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ অকম্পন প্রিয় সখা নারদের নিকট এইরূপ অর্থ বহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিগত শোক, প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে আপনারে অভিবাদন করি। এইরূপে ভূপতি অকম্পন বিগত শোক হইলে দেবর্ষি নারদ অবিলম্বে নন্দন কাননে প্রস্থান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই ইতিহাস শ্রবণ ও অন্যের নিকট কীর্ত্তন করা উভ[illegible], পুণ্যজনক, যশস্কর, আয়ুস্কর স্বর্গলাভের হেতুভূত; হে ধর্ম্মরাজ! তুমি এই অর্থ ভূয়িষ্ঠ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্ম ও বীরগণের উৎকৃষ্ট গতি অবগত হইয়া ধৈর্য্যালম্বন কর। চন্দ্রাংশ সম্ভূত মহাবল অভিমন্যু অসংখ্য ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক সংগ্রাম করত অসি, গদা, শক্তি ও কার্ম্মুক দ্বারা বিনষ্ট ও রজোগুণ বিরহিত পুনরায় চন্দ্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত কার্য্য সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যাসকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগ[illegible] পূর্ব্বতন র[illegible]র্ষিগণ ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী, পুণ্যকর্ম্মা, সত্যবাদী ও পাপ[illegible] ছিলেন; আপনি তাঁহাদের কার্য্য ও শোকাপনোদন বাক্যে আমারে আশ্বাসিত করুন [illegible] কোন্ রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, তাহাও [illegible] করুন।

ব্যাস কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মহারাজ শিত্যের সৃঞ্জয় নামে এক আত্মজ ছিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদের সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। একদা তাঁহারা সৃঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাত করিবার নিমিত্ত তাঁহার আবাসে প্রবেশ করিলেন। সৃঞ্জয় তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া পরম সুখে তথায় দিবানিশি অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা রাজা সৃঞ্জয় তাঁহাদিগের সহিত সুখ স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার একটী অবিবাহিতা দুহিতা তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। সৃঞ্জয় পার্শ্বস্থ কন্যারে অভিলাষানুরূপ আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ঐ কন্যারে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, মহার[illegible] ই সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না কন্যা কাহার? ইনি সূর্য্যের প্রভা বা অ[illegible]র শিখা, অথবা শশধরের কান্তি কিম্বা শ্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির অন্যতম হইবেন। নৃপতি সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহি-

লেন, সখে। এইটী আমার কন্যা, এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি যদি মঙ্গল লাভের অভিলাষী হও, তাহা হইলে এই কন্যাটী ভার্য্যার্থ আমারে প্রদান কর। রাজা সৃঞ্জয় পরম প্রীতি সহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই ইহাঁরে মনে মনে বরণ করিয়াছি, পশ্চাৎ তুমি ইহাঁরে বরণ করিলে; অতএব তুমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না। নারদ কহিলেন, ইনি আমারই ভার্য্যা এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ বাক্য ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং উদক প্রক্ষেপ পূর্ব্বক দান আর পাণিগ্রহণ মন্ত্র এই কয়েকটী পরিণয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইলেই যে ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমত নহে; সপ্তপদীগমনই ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; এই কন্যা তোমার ভার্য্যা না হইলেই তুমি যখন আমারে অভিসম্পাত করিলে, তখন তুমিও আমা ব্যতিরেকে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না। এইরূপে সেই দেবর্ষিদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় [illegible] প্রার্থনায় বিশুদ্ধ মনে পরম যত্ন সহকারে অন্ন পান ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা বেদ বেদাঙ্গ পারগ [illegible] নিরত ব্রাহ্মণগণ সৃঞ্জয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া [illegible] পুত্র প্রদান করিবার অভিলাষে মহর্ষি নারদের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহারাজকে একটী অভিলষিত পুত্র প্রদান করুন। নারদ ব্রাহ্মণগণের বাক্যে স্বীকার করিয়া সৃঞ্জয়কে কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমার একটী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ পুত্র লাভের ইচ্ছা থাকে, প্রার্থনা কর; তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাজা সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাত্মন! আপনার বর প্রভাবে আমার যেন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কীর্ত্তিমান, যশস্বী ও অসাধারণ তেজঃ সম্পন্ন এক পুত্র জন্মে এবং তাহার মূত্র, পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ যেন কাঞ্চনময় হয়। নারদ সৃঞ্জয়ের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলে অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁহার পার্থনানুরূপ এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র ক্ষিতিতলে সুবর্ণষ্ঠীবী নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র মহর্ষির বর প্রভাবে অপরিমিত ধন পরিবর্দ্ধিত করিলে রাজা সৃঞ্জয় সমস্ত অভীষ্ট বস্তু সুবর্ণময় করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার গৃহ, প্রাকার, দুর্গম, ব্রাহ্মণালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থালী সমস্ত কাঞ্চনময় হইয়া কাল সহকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দস্যুগণ নৃপতনয়ের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ভূপতির অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিল আমরা স্বয়ং গিয়া রাজার পুত্রকে গ্রহণ করিব। ঐ পুত্রই সুবর্ণের আকর; অতএব উহারে হস্তগত করিতে যত্ন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর লুব্ধ স্বভাব দস্যুগণ ঐ রূপ পরামর্শ করিয়া নৃপসদনে প্রবেশ পুরঃসর বল পূর্ব্বক রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল। তথায় কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া তাঁহারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল কিন্তু কিছুই অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইল না। রাজকুমারের প্রাণ নাশ হইলে সেই বরসম্ভূত ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন মূর্খ দস্যুগণ জ্ঞান শূন্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা সেই অদ্ভুতপূর্ব্ব রাজকুমারকে সংহার পূর্ব্বক পরস্পর বিনষ্ট হইয়া ঘোর নরকে গমন করিল।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় সেই বর প্রদত্ত পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে করুণ বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজাকে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আমরা সতত‍ই তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তোমারেও বিষয় বাসনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্তও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া সম্বর্ত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান্ শূলপাণি উহাঁরে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমাচলের সুবর্ণময় এক পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উহাঁর নিকট উপনীত হইতেন। উহাঁর যজ্ঞ ভূমির পরিচ্ছদ সকল সুবর্ণময় ছিল। অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উহাঁর যজ্ঞকালে অভিলাষানুরূপ পবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং বেদপারগ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। দেবগণ রাজা মরুত্তের গৃহে দ্রব্য সামগ্রী পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। অমরগণ হবি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ পূর্ব্বক সেই মহাবল পরাক্রান্ত

রাজার শস্য সকল পরিবর্দ্ধিত করিতেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা নিরন্তর ঋষি, দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শয়ন, আসন, যান ও ভুক্তোজ্‌ঝ সুবর্ণ রাশি অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিরন্তর তাঁহার শুভ চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে জিত অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যৌবনাবস্থায় পুত্র,কলত্র,বন্ধু,বান্ধব, অমাত্য ও প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা তপ, সত্য, দয়া ও দান সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই মরুত্ত রাজাও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অনধ্যায়ী পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অদ্বিতীয় বীর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজা সুহোত্রও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অমরগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভার্থী হইয়া প্রতিনিয়ত উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়া ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে আপনার হিতজনক বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করত তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজা পালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রু জয় ইহা সবিশেষ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধনাগমের ইচ্ছা করিতেন। তিনি বেদগণকে ধর্ম্মানুসারে আরাধনা ও ভুজবলে শত্রু জয় করিয়া ম্লেচ্ছ ও তস্কর শূন্য অবনী উপভোগ করত নিজ গুণে প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। পর্জ্জন্য তাঁহার নিমিত্ত সম্বৎসর হিরণ্য বর্ষণ করিতেন। তন্নিবন্ধন পূর্ব্বকালে তাঁহার রাজ্যে হিরণ্ময়ী স্রোতস্বতী সকল সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইত। ঐ সমুদায় নদীতে রাজ্যস্থ সমুদায় প্রজারই অধিকার ছিল। কুব্জ ও বামনগণ ঐ সমুদায় নদী হইতে অনায়াসে প্রতিপালিত হইত। পর্জ্জন্য সুবর্ণময় গ্রাহ, কর্কট, বহুবিধ মৎস্য ও অন্যান্য অসংখ্য জলজন্তু বর্ষণ করিতেন। ঐ রাজ্যে সুবর্ণময়ী বাপী সকল ক্রোশ পরিমিত ছিল। রাজা সুহোত্র সুবর্ণময় সহস্র সহস্র নক্র, মকর ও কচ্ছপ সকল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে বিস্তীর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে শত সহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই সুহোত্র ভূপতিও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহাবীর রাজা পৌরবও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি দশলক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে নানা দেশ সমাগত, অধ্যয়ন রীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠান কুশল অসংখ্য পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। ঐ সকল বেদস্নাত, বিদ্যাস্নাত ও ব্রতস্নাত, বদান্য, প্রিয়দর্শন পণ্ডিতগণ পৌরবের নিকট উৎকৃষ্ট ভিক্ষা, আচ্ছাদন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। নিয়ত উদ্যোগ বিশিষ্ট, ক্রীড়া নিয়ত, নট, নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব এবং সুবর্ণচূড় পক্ষী ও বর্দ্ধমানক গৃহ সতত তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিত। মহারাজ পৌরব প্রতি যজ্ঞে মদস্রাবী দশ সহস্র হস্তী, ধ্বজ পতাকা [illegible]ভিত রথ, সহস্র সহস্র সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, রথ যুক্ত সুপ্রসিদ্ধ অশ্ব ও গজ এবং গৃহ, গোশত, কাঞ্চনমালালঙ্কৃত দেহ সহস্র ধেনু ও ভৃত্য সকল দান করিতেন। পুরাণবেত্তা মহাত্মারা এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, রাজা পৌরব সেই সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞে হেমশৃঙ্গ। রৌপ্য খুর, কাংস্য দোহন পাত্র সমবেত সবৎস ধেনু, দাস, দাসী, খর, উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, বিবিধ রত্ন ও অন্ন পর্ব্বত সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যাজ্ঞিক অঙ্গরাজ পৌরব ক্রমে স্বধর্ম্মানুগত সর্ব্বকামপ্রদ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে সঞ্জয়! তোমাপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান সেই পৌরব রাজও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছিলেন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, মহারাজ! উশীনরতনয় শিবি রাজাও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি প্রতি নিয়ত প্রধান প্রধান

শত্রু সকল বিনাশ করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, অর্ণব ও অরণ্য সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী রথ ঘর্ঘর শব্দে নিনাদিত ও আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থ অধিকার করিয়া ভূরি দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদায় ভূপালগণই তাঁহারে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাত্মা শিবি রাজা বাহু বলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া হস্তী, অশ্ব, পশু, ধান্য, মৃগ, গো, ছাগ ও মেষ প্রদান পূর্ব্বক বহু ফলশালী অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন পূর্ব্বক সহস্র কোটি নিষ্ক ও বহু সংখ্য ভূরি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরে যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু আছে, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান কালে ততগুলি গো দান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবি রাজার কার্য্যভার বহন করে এমন নৃপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান কোন কালেই লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শিবি রাজা সর্ব্বকার্য্য সমন্বিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ সমস্ত যজ্ঞে অসংখ্য সুবর্ণময় যূপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্ম্মিত এবং পবিত্র ও স্বাদু অন্নপান প্রস্তুত হইত। প্রিয়বাদী অযুত প্রযুত ব্রাহ্মণগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞস্থানে দধি দুগ্ধের হ্রদ ও নদী এবং ধবল অন্ন পর্ব্বত প্রস্তুত হইত। তৎকালে কেবল, স্নান কর এবং যথেচ্ছাক্রমে পান ও ভক্ষণ কর এইরূপ শব্দ সর্ব্বদা শ্রুত হইত। রুদ্রদেব এই দানশীল রাজার পবিত্র কার্য্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, ভূতগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক, এই বলিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা শিবি এই সমস্ত অভিলষিত বর লাভ করিয়া যথাকালে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দান সম্পন্ন তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান সেই শিবি রাজাকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দশরথাত্মজ মহাবল রামচন্দ্রকেও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। প্রজাগণ ঐ মহাত্মারে স্ব স্ব ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত। ঐ অসংখ্য গুণ সম্পন্ন, অমিততেজা মহানুভব রাম পিতার নিদেশানুসারে বনিতা সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ মহাবীর জনস্থানে অবস্থান করত তত্রত্য তপস্বিগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থানে তাঁহারে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিমোহিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর রাম রাবণের এই অপরাধে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরাতিগণের অনির্জ্জিত, সুরাসুরের অবধ্য, দেব ব্রাহ্মণ কণ্টক পাপাত্মারে সগণে বিনাশ করিয়াছিলেন।

প্রজানুগ্রহকারী, দেবগণাভিপূজিত সুরর্ষিগণ সেবিত মহাত্মা দাশরথির কীর্ত্তি অদ্যাপি ধরাতলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ সর্ব্বভূতানুকম্পী মহাত্মা বিবিধ রাজ্যলাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত মহাযজ্ঞ ও ত্রিগুণ দক্ষিণ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবি দ্বারা পুরন্দরের প্রীতি সাধন এবং অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা পরাজয় পূর্ব্বক দেহিগণের সমুদায় রোগ নিবারণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ গুণ সম্পন্ন সতত স্বতেজে দেদীপ্যমান দশরথতনয় রাম তৎকালে সমুদায় জীবগণকে অতিক্রমণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমণ্ডলে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণের একত্র সহবাস হইয়াছিল; প্রাণিগণের বল এবং প্রাণ, অপান, উদান ও সমান বায়ুর হ্রাস হয় নাই; তেজঃপদার্থ সকল দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনর্থ ঘটনা হইত না, সমুদায় প্রজা দীর্ঘায়ু হইয়াছিল; কেহই যৌবনাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয় নাই; দেবগণ প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে চতুর্ব্বেদ বিধানানুসারে বিবিধ হব্য, কব্য নিষ্পূর্ত্ত ও হুত প্রাপ্ত হইতেন; দেশ মধ্যে দংশ, মশক ও হিংস্র সরীসৃপ সমুদায়ের সম্পর্ক ছিল না; সলিল মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইত না; দহন অকালে দগ্ধ করিতেন না; কেহই অধর্ম্মপরায়ণ, লুব্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্ব্ব বর্ণের সমুদায় প্রজা সজ্জনোচিত ইষ্ট কার্য্যে তৎপর থাকিত।

ঐ সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধা ও পূজা বিনষ্ট করিয়াছিল, মহাত্মা দশরথতনয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে স্বধা ও পূজা প্রদান করেন। ঐ মহাত্মার রাজ্য সময়ে পুরুষগণ সহস্র পুত্র সম্পন্ন হইত ও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণ দ্বারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিত না। যুবা, শ্যাম, লোহিতাক্ষ, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, আজানুলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ, সজ্জন প্রিয়, মহাবল পরাক্রান্ত দাশরথি একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে প্রজাগণের রাম, রাম ব্যতীত প্রায় অন্য কোন কথা ছিল

না এবং জগৎ নিতান্ত অভিরাম হইয়াছিল। মহাত্মা রাম পরিশেষে আপনার দুই পুত্র ও ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা লইয়া স্বর্গে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা দাশরথিরেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ ভগীরথও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা ভাগীরথী তীর কাঞ্চন যূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজা ও রাজপুত্রগণকে পরাভব করিয়া হেমালঙ্কার ভূষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ সমুদায় কন্যা রথারূঢ়; রথ সমুদায় চারি চারি অশ্বে যুক্ত; প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালী শত মাতঙ্গ; প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ শত গো এবং গোগণের পশ্চাৎ অসংখ্য অজ ছাগ ছিল। মহারাজ ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান সময়ে গঙ্গা জনৌঘ আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। জাহ্নবী সেই দিন হইতে ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হন এবং পুত্রের ন্যায় ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। ভগবতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের ঊরুদেশে উপবেশন করেন, ঐ স্থান উর্ব্বশী তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! সূর্য্য সদৃশ তেজ সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ মধুরভাষী দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

হে শিতানন্দন! এইরূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষ্বাকুবংশাবতংশ ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা ভগীরথকে পিতৃত্বে বরণ করেন। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞ বিঘ্ন নিবারণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে থাকিয়া যে যে প্রিয় বস্তু প্রার্থনা করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই স্থানে অর্থ সমুদায় প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। পরিশেষে ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। মরীচিপায়ী মহর্ষিগণ মোক্ষ ও স্বর্গ লাভের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্ম বিদ্যা ও কর্ম্ম বিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা ভগীরথকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ইলবিলতনয় মহাত্মা দিলীপও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানার্থ সম্পন্ন পুত্র পৌত্রশালী অযুত অযুত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ ভূপাল বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই বসুপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করেন। উঁহার যজ্ঞে পথ সমুদায় সুবর্ণময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে ক্রীড়া করতই যেন চষাল, প্রচষাল ও হিরণ্ময় যূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অপরিমিত রাগখাণ্ডব ভোজনে [illegible] হইয়া পথি[illegible] শয়ান থাকিত। মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপর রথারোহণে [illegible] গ্রাম করিতেন, কিন্তু তাঁহার রথ চক্র দ্বয় কদাপি সলিল মধ্যে নিমগ্ন হইত না। এই অদ্ভুত ক্ষমতা [illegible] দিলীপ ব্যতীত আর কাঁহারও ছিল না। যাঁহারা দৃঢ়ধন্বা, সত্যব[illegible], দ[illegible]ক্ষিণ্যশালী মহারাজ দিলীপকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। মহারাজ দিলীপের আলয়ে স্বাধ্যায়ঘোষ, জ্যানির্ঘোষ এবং পান কর, ভোজন কর ও আহার কর এই সকল শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান, সেই মহাত্মা দিলীপকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! যুবনাশ্বের পুত্র সুর, অসুর ও মনুষ্যগণের বিজেতা মহারাজ মান্ধাতাকেও করাল কাল কবলে পতিত হইতে হইয়াছে। স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয় মান্ধাতারে তাঁহার পিতার গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত করেন। একদা মান্ধাতার পিতা মহারাজ যুবনাশ্ব মৃগয়ায় গমন করিয়া নিতান্ত তৃষ্ণা

তুর ও শ্রান্ত বাহন হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি যজ্ঞধূম লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ স্থলে গমন পূর্ব্বক পৃষদাজ্য ভক্ষণ করেন। ঐ পৃষদাজ্যের প্রভাবে মহারাজ যুবনাশ্বের গর্ভ হইল। ভিষগাগ্রগণ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয় যুবনাশ্বকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার গর্ভ হইতে সুকুমার নবকুমার নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। দেবগণ সেই দেব সদৃশ তেজসম্পন্ন বালককে পিতার অঙ্কে শয়ান দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে? তখন সুররাজ পুরন্দর কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক। সুররাজ এই কথা কহিবা মাত্র তাঁহার অঙ্গুলি সমুদায় হইতে অমৃতময় দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সুররাজ অনুগ্রহ করিয়া এই বালক মাংধাতা অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি পান করুক, বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সুরগণ যুবনাশ্বতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। তখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধের ধারা নিঃসৃত হইয়া যুবনাশ্বতনয়ের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। মান্ধাতা এইরূপে সুররাজের অঙ্গুলি পান করিয়া দিন দিন সমধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্ত পরিমিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

হে সৃঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা, বুদ্ধিমান, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবলশালী, যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা এক দিনে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করেন। মহারাজ জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, [illegible], বৃহদ্রথ, অসিত ও নৃগ মান্ধাতার কার্ম্মুক বলে পরাজিত হন। সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তগমন স্থান পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ আছে, তৎসমুদায় অদ্যাপি মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে। মহাত্মা মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিয়া পদ্মরাগ খনি সম্পন্ন সুবর্ণাকর যুক্ত দশযোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত মৎস্য সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে দর্শনার্থী সমাগত জনগণ ব্রাহ্মণ ভোজনাবশিষ্ট বহু প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অন্ন ভোজন করিয়া সমধিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। যজ্ঞস্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ও পান এবং অন্ন-পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সূপরূপ পঙ্ক, দধিরূপ ফেন ও গুড় রূপ সলিলশালিনী মধুক্ষীরবাহিনী নদী সকল ঘৃত হ্রদে গমন করত অন্নপর্ব্বত সকল অবরোধ করিত। অসংখ্য দেব, অসুর, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী এবং বহু সংখ্যক বেদ বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ ঐ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন ব্যক্তিই মূর্খ ছিল না। মহাবীর মান্ধাতা অর্ণবমেখলা বসুপূর্ণা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া স্বীয় যশ প্রভাবে দশ দিক্ আবরণ পূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করত পুণ্যার্জ্জিত লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা মান্ধাতারেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নহুষ তনয় যযাতিরেও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক, শত বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চতুর্ম্মাস্য বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণদ্বেষী ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা দেবাসুরের যুদ্ধ সময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া এই অবনী মণ্ডল চতুর্দ্ধা বিভাগ পূর্ব্বক চারি জন ঋত্বিক্‌কে প্রদান, নানাবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মানুসারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করেন। ঐ অমরোপম মহীপাল দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় দেবারণ্যে বিহার করিতেন।

পরিশেষে তিনি অশেষ ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও বিষয় বাসনার শান্তি হইল না দেখিয়া, স্বীয় পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বন গমন কালে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাবতীয় ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে, তৎসমুদায়ই যদি এক জনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার বিষয় বাসনা বিলুপ্ত হয় না; লোকে এই বিবেচনা করিয়া শান্তিপথ অবলম্বন করিবে। মহারাজ যযাতি এই রূপে সমুদায় বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যযাতিরেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নাভাগতনয় মহাত্মা অম্বরীষকেও শমন সদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা একাকী দশ লক্ষ ভূপতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অস্ত্র যুদ্ধ বিশারদ, ঘোরদর্শন অরাতিগণ জিগীষা পরবশ হইয়া অশিব বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছিল; তিনি স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অনায়াসে তাহাদের ছত্র, ধ্বজ, অস্ত্র ও রথ ছেদন এবং অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। হতাবশিষ্ট শত্রুগণ জীবন রক্ষার্থ বর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম এই বলিয়া অম্বরীষের শরণাগত হইল।

এইরূপে মহাবীর অম্বরীষ সেই সমুদায় ভূপতিগণকে বশীভূত ও সমুদায় বসুন্ধরা অধিকৃত করিয়া বিধানানুসারে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিগণ অতি সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যথাবিধ পূজা গ্রহণানন্তর সুস্বাদু মোদক, পূরিক, পূপ, শস্কুলী, করম্ভ, পৃথুমৃদ্বীক, সুপক্ব, সূপ, অন্ন, মৈরেয়ক, রাগখাণ্ডবপানক, বিবিধ সুরভি মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, তোয়, দধি এবং সুস্বাদু ফল মূল ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক লোক মদ্য পান পাপজনক জানিয়াও সুখলাভ বাসনায় যথাকালে সুরা পান করিয়া গীত বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে মত্ত হইয়া অম্বরীষের স্তুতি সংযুক্ত গাথা গান করত নৃত্য করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা ধরাতলে নিপতিত হইল।

ঐ সমুদায় যজ্ঞে মহারাজ অম্বরীষ দশ প্রযুত যাজককে শত সহস্র ভূপতির রাজ্য এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা স্বরূপ হিরণ্য কবচ যুক্ত, শ্বেত ছত্র পরিশোভিত, হিরণ্যস্যন্দন সমারূঢ় অনুযাত্র, পরিচ্ছদ সম্পন্ন কোষদণ্ড সমবেত অসংখ্য ভূপতি ও রাজপুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞ দর্শনে প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, মহাত্মা নাভাগনন্দন যেরূপ অমিতদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন, এমন যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহই করিতে পারে নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবে না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা অম্বরীষকেও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা শোক করিও না।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দুও কাল করলে কবলিত হইয়াছেন। ঐ সত্যপরাক্রম শ্রীমান্ মহাত্মা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে ভূপতির এক এক সহস্র তনয় উৎপন্ন হয়। রাজকুমারেরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, বেদপারগ, হিরণ্য কবচধারি ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বহুসংখ্য অশ্বমেধ ও নিযুত সংখ্যক অন্যান্য প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সমুদায় তনয় ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। ঐ সকল প্রত্যেক রাজপুত্রের পশ্চাৎ অসংখ্য রথ, গজ ও সুবর্ণালঙ্কৃত রাজকন্যা গমন করিয়াছিল। প্রত্যেক কন্যার সহিত শত গজ, প্রত্যেক গজের সহিত শত রথ, প্রত্যেক রথের সহিত শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের সহিত সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর সহিত পঞ্চাশৎ ছাগ গমন করে।

হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু এইরূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে ব্রাহ্মণগণকে অপর্য্যাপ্ত ধন সম্প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে অশ্বমেধে যতগুলি বৃক্ষের যূপ প্রস্তুত করিয়া থাকে, মহারাজ শশবিন্দুর যজ্ঞে ততগুলি বৃক্ষের যূপ এবং আর ততগুলি সুবর্ণময় যূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ অসংখ্য অন্নপর্ব্বত ও পানীয় হ্রদ প্রস্তুত হয়। অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে মহারাজ শশবিন্দুর ত্রয়োদশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। ঐ মহাত্মা বহু দিন রাজ্য ভোগ ও প্রজা পালন করিয়া পরিশেষে অমর লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা শশবিন্দুরেও কাল করলে নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহীপাল শত বৎসর কেবল হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হুতাশন গয়ের উৎকট নিয়ম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে আগমন করিলে তিনি কহিলেন, হে হুতভুক্!

আমার অভিলাষ এই যে, আমি যেন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুর প্রসাদ প্রভাবে বেদজ্ঞ হই; যেন স্ব ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক অন্যের হিংসা না করিয়া অক্ষয় ধন লাভ ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন দান করিতে পারি; বিপ্রগণকে প্রত্যহ ধন প্রদান করিতে যেন আমার শ্রদ্ধা থাকে; কেবল সবর্ণা ভার্য্যার গর্ভেই যেন আমার পুত্রোৎপত্তি হয়; আমার মন যেন ধর্ম্মে নিরত হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে যেন কোন বিঘ্ন না জন্মে। ভগবান্ অগ্নি গয়ের বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এই রূপে মহারাজ গয় অগ্নির বরে সমুদায় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক এক শত বৎসর কেবল দর্শপৌর্ণমাস, নবশস্যেষ্টি, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরম শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ, ছয় অযুত গো, দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ নিষ্ক প্রদান করিলেন এবং সমুদায় নক্ষত্রে নক্ষত্র দক্ষিণা প্রদান ও সোম ও অঙ্গিরার ন্যায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মণিরূপ কর্কর সমবেত সুবর্ণময়ী পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে নানারত্নবিভূষিত সর্ব্বভূতমনোহর বহুমূল্য সুবর্ণ যূপ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় ঐ সমুদায় প্রহৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রদান করিলেন। সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও আকাশে যে যে প্রাণী বাস করে, তাহারা সকলেই গয়ের যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিয়াছিল যে মহারাজ গয় যেমন যজ্ঞ করিলেন, এরূপ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ঐ যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, ষড়বিংশ যোজন আয়ত, চতুর্ব্বিংশ যোজন উচ্চ এবং মণি মুক্তা ও হীরকে খচিত সুবর্ণময় বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় ব্রাহ্মণগণকে সেই বেদী, বিবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে পঞ্চবিংশতি অন্নপর্ব্বত অসংখ্য রসনদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহারাজ গয়ের কীর্ত্তি স্বরূপ অক্ষয্যকরণ বট ও পবিত্র ব্রহ্মসর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ কীর্ত্তিদ্বয়ের প্রভাবেই মহাত্মা গয় ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও জ্ঞানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা গয়কেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদি রহিত, স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিতনয় মহাত্মা রন্তিদেবকেও শমন সদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার ভবনে দুই লক্ষ পাচক সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণগণকে দিবারাত্র পক্ক ও অপক্ক খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিত। মহাত্মা রন্তিদেব ন্যায়োপার্জ্জিত অপর্য্যাপ্ত ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে বশীভূত করেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে পশুগণ স্বর্গলাভেচ্ছায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে আগমন করিত। তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে এত পশু বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের চর্ম্মরস মহানস হইতে বিনির্গত হইয়া এক মহানদী প্রস্তুত হইল। ঐ নদী চর্ম্মণ্বতী নামে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা রন্তিদেব, তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি বলিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে অনবরত নিষ্ক প্রদান করিতেন। তিনি এক দিনে এক কোটি নিষ্ক দান করিয়াও, অদ্য অতি অল্প দান করা হইল বলিয়া পুনরায় নিষ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় দাতা আর কাহারেও দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দন এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্মণের হস্তে ধন দান না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে চিরস্থায়ী মহাদুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বৎসর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে গোশত সমবেত সুবর্ণ বৃষভ ও অষ্ট শত সুবর্ণ নিষ্ক প্রদান করিতেন। ঐ মহাত্মা অগ্নিহোত্রোপকরণ, যজ্ঞোপকরণ, করক, কুম্ভ, স্থালী, পিঠর, শয়ন, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, বিবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন ঋষিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রন্তিদেবের সমুদায় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল।

পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ রন্তিদেবের অলৌকিক সমৃদ্ধি সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া এই কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, মহাত্মা রন্তিদেবের যে রূপ সম্পত্তি, এরূপ সম্পত্তি, অন্য কোন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কুবেরের ভবনেও দৃষ্ট হয় না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, রন্তিদেবের ভবন অমরাবতী। মহাত্মা সংকৃতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অতিথি সমাগত হইত যে, মণিকুণ্ডলধারী সূদগণ এক বিংশতি সহস্র বলীবর্দ্দের মাংস পাক করিয়াও অতিথিগণকে কহিত, অদ্য তোমরা অধিক পরিমাণে সূপ ভক্ষণ কর, আজি অন্য দিনের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহানুভব

রন্তিদেব তৎসমুদায় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। ঐ মহাত্মার প্রত্যক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং ব্রাহ্মণগণ যথাকালে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য ভোগ করিতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা রন্তিদেবকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ততনয় ভরতকে কাল-কবলে কবলিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শৈশবাবস্থায় অরণ্যে অন্যের দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি হিম সবর্ণ, নখদংষ্ট্রায়ুধ মহাবল পরাক্রান্ত সিংহ সমুদায়কে স্বীয় বাহুবলে নির্বীর্য্য করিয়া আকর্ষণ ও বন্ধন করিতেন; ক্রূরস্বভাব উগ্রতর ব্যাঘ্রগণকে দমন পূর্ব্বক বশীভূত করিতেন; মনঃশিলা সংযুক্ত ধাতু রাশি বিলিপ্ত বিবিধ ব্যাল ও হস্তী সমুদায়ের দংষ্ট্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমুখ ও শুষ্কাস্য করিয়া বশীভূত করিতেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত মহিষগণকে আকর্ষণ, শত শত গর্ব্বিত সিংহগণকে বল পূর্ব্বক প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া বিমুক্ত করিতেন। তপোবনস্থ ব্রাহ্মণগণ দুষ্মন্ততনয়ের সেই ভয়ানক কার্য্য দেখিয়া তাঁহারে সর্ব্বদমন বলিয়া আহ্বান করিতেন। ভরতের জননী শকুন্তলা তাঁহারে সতত পশুগণকে কষ্ট প্রদান করিতে দেখিয়া পশু হিংসা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

মহাত্মা ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরস্বতীতীরে তিন শত ও গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় সুসম্পন্ন করিয়া ভূরি-দক্ষিণ অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এইরূপে শকুন্তলানন্দন ভরত নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনদানে পরিতৃপ্ত করিলেন। ঐ সময় তিনি মহর্ষি কণ্বকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ বিনির্ম্মিত সহস্র পদ্ম মুদ্রা প্রদান করেন। ভরতের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া শতব্যাম পরিমিত সুবর্ণময় যূপ সমুচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। অদীনচিত্ত অরাতি নিপাতন, অপরাজিত, মহারাজ চক্রবর্ত্তী মহাত্মা ভরত, মনোহর রত্ন সমুদায়ে বিভূষিত বহু সংখ্যক অশ্ব, হস্তী, রথ উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এবং অসংখ্য দাস, দাসী, ধন, ধান্য সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও প্রচুর পরিমিত সুবর্ণ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবান সেই মহাত্মা ভরতকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বেণরাজতনয় পৃথুও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহারে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভাবশালী বেণতনয় স্বীয় বাহু বল প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদায় বীরগণকে পরাজয় করেন। তাঁহা দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল প্রোথিত হইয়াছিল এই নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণিগণকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সার্থক করিয়াছেন। প্রজা সকল পৃথুকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিল, আমরা সকলেই ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি; এই নিমিত্ত তিনি প্রজাগণের অনুরাগ ভাজন হইয়া রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমি সকল কৃষ্ট না হইয়াও অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিত। ধেনু সকল কামদুঘা হইয়াছিল। কমল সকল মধু পরিপূর্ণ থাকিত। কুশা সমুদায় সুবর্ণময় ও সুখাবহ ছিল। প্রজাগণ সেই সমস্ত কুশের চীর পরিধান ও কুশাস্তরণে শয়ন করিত। তাহারা কেহই নিরাহার থাকিত না; সকলেই অমৃত কল্প স্বাদু ও মৃদু ফল সকল আহার করিত এবং সকলেই রোগ শূন্য, সফল কাম ও নির্ভয় চিত্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বৃক্ষ ও গিরিগুহায় বাস করিত। তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ ছিল না। প্রজাগণ হৃষ্টমনে সুখ স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ কাল যাপন করিত। যখন পৃথুরাজা সমুদ্র যাত্রা করিতেন, তৎকালে সলিল রাশি স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। পর্ব্বত সকল তাঁহার গমন কালে পথ প্রদান করিত। তোরণাদি দ্বারা তাঁহার রথধ্বজ ভগ্ন হইত না।

একদা সমুদায় শৈল, বনস্পতি, দেবতা, অসুর, নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সপ্তর্ষি ও পিতৃগণ সুখাসীন পৃথু রাজার সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমাদের সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, রাজা, রক্ষক, প্রভু ও পিতা, এক্ষণে আমরা

যদ্দ্বারা নিরন্তর তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদিগকে এই রূপ অভিলষিত বর প্রদান কর।

তখন মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া আজগব শরাসন ও ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, হে বসুন্ধরে! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি ইহাঁদিগের নিমিত্ত অভিলষিত দুগ্ধ ক্ষরণ কর, তাহা হইলে আমি ইহাঁদিগকে অভিলাষানুসারে অন্ন প্রদান করিব। পৃথিবী কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমারে দুহিতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন পৃথুরাজ তথাস্তু বলিয়া দোহনের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। তখন ভূত সমুদায় তাঁহারে দোহন করিতে লাগিল।

বনস্পতিগণ দোহনের অভিলাষে সর্ব্বাগ্রে সমুত্থিত হইল। বৎসলা বসুন্ধরা বৎস, দোগ্ধা ও পাত্র লাভের অভিলাষে উত্থিত হইলেন। তখন পুষ্পিত শাল বৃক্ষ বৎস, বট বৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন অঙ্কুর দুগ্ধ ও উডুম্বর পবিত্র পাত্র হইল। পর্ব্বতগণের দোহন সময়ে উদয় পর্ব্বত বৎস, মহাগিরি সুমেরু দোগ্ধা, রত্ন ও ওষধি সকল দুগ্ধ ও পাত্র প্রস্তরময় হইয়াছিল। তৎপরে দেবগণ দোগ্ধা ও তেজস্কর প্রিয়বস্তু সকল দুগ্ধ হইল। তদনন্তর অসুরগণ আম পাত্রে মদ্য দোহন করিলেন; ঐ সময়ে দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা ও বিরোচন বৎস হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন। ঐ সময়ে স্বায়ম্ভুব মনু বৎস ও পৃথু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। নাগগণ অলাবু পাত্রে বিষ দোহন করিলেন; তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা ও তক্ষক বৎস হইয়াছিলেন। ঋষিগণ বেদ দোহন করিলেন। তৎকালে বৃহস্পতি দোগ্ধা, ছন্দ পাত্র ও সোমরাজ বৎস হইয়াছিলেন। যক্ষেরা আম-পাত্রে অন্তর্দ্ধান দোহন করিল, তৎকালে কুবের দোগ্ধা ও বৃষধ্বজ বৎস হইয়াছিলেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তৎকালে চিত্ররথ বৎস ও বিশ্বরুচি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পিতৃগণ রজত পাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তৎকালে বৈবস্বত বৎস ও অন্তক দোগ্ধা হইয়াছিলেন। হে শ্বিত্যনন্দন! বনস্পতি প্রভৃতি দোগ্ধারা যে সমস্ত পাত্র ও বৎস দ্বারা অভিলষিত দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, ঐ সকল পাত্র ও বৎস অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় প্রাণিগণকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিপ্রসাৎ করেন। তিনি ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত সুবর্ণময় হস্তী এবং মণিরত্নে সমলঙ্কৃত সুবর্ণময় পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজাতিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! রাজা পৃথু তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল, এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান; সেই পৃথু নৃপতিও কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বীর বর্গ পরিপূজিত মহাবল পরাক্রান্ত, যশস্বী মহাতপা পরশুরামও অতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। তিনি এই পৃথিবীকে সুখময় ও উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হন নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র চিরকালই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার পিতাকে পরাভব ও বৎসহরণ করিলে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই নিতান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করেন। তিনি স্বীয় শরাসন প্রভাবে একাদিক্রমে চতুঃষষ্টি অযুত কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণ দ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ ও সংহার করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর মুষল দ্বারা সহস্র, অসি দ্বারা সহস্র ও উদ্বন্ধনে সহস্র হৈহয়কে সমরে বিনাশ করেন। ঐ সংগ্রামে পিতৃবধজনিত ক্রোধে প্রদীপ্ত জামদগ্ন্য কর্ত্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং অশ্ব গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। তৎকালে জামদগ্ন্য পরশু দ্বারা দশ সহস্র বীরকে সমরে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবামাত্র তিনি একান্ত ক্রোধ সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশ সম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার হস্তে শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়।

অনন্তর জামদগ্ন্য ইন্দ্রগোপ-সবর্ণ, বন্ধুজীব সন্নিভ রুধির প্রবাহে সরোবর সকল পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ দ্বীপ আপনার বশীভূত করিয়া প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহর্ষি কশ্যপ জামদগ্ন্যের নিকট অষ্টনল পরিমাণে সমুন্নত, বিধানানুসারে সর্ব্বযত্নে পরিপূর্ণ, পতাকা শত পরিশোভিত, সুবর্ণময় বেদী এবং গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুগণে পরিপূরিত

এই অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই পৃথিবী দস্যুশূন্য ও শিষ্ট জন সঙ্কুল করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে মহর্ষি কশ্যপকে সুবর্ণালঙ্কার বিভূষিত শত সহস্র মাতঙ্গও প্রদত্ত হইয়াছিল।

হে শ্বিত্যনন্দন! মহাবীর পরশুরাম এক বিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া শত শত যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সমুদায় ভূমণ্ডল বিপ্রসাৎ করেন। মহাতপা কশ্যপ রামের নিকট এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে রাম! তুমি আমার আদেশানুসারে এই পৃথিবী হইতে নির্গত হও। তখন মহাবীর রাম ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রত্নাকরকে উৎসারিত করত মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দান সম্পন্ন, তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ভৃগুকুল-কীর্ত্তি বর্দ্ধন মহাযশস্বী রামও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন; অতএব তুমি সেই অধ্যয়নাদিশূন্য অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। হে মহারাজ! এই সমস্ত অসংখ্য গুণসম্পন্ন ভূপালগণ মৃত্যু গ্রস্ত হইয়াছেন এবং আরও কত শত রাজা কালকবলে নিপতিত হইবেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! রাজা সৃঞ্জয় পুণ্য জনক আয়ুস্কর এই ষোড়শ রাজিক উপাখ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যে সমস্ত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ত তৎসমুদায় শ্রবণ ও তৎসমুদায়ের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছ? অথবা ঐ সকল উপাখ্যান শূদ্রাপতির শ্রাদ্ধের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গেল।

তখন সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপোধন! পূর্ব্বতন যাজ্ঞিক রাজর্ষিগণের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিস্ময় বশতঃ আমার সমুদায় শোক দিনকর করাপসারিত অন্ধকারের ন্যায় অপনীত হইয়াছে, আমি বিগতপাপ ও ব্যথাশূন্য হইয়াছি; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমারে কি করিতে হইবে। নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভাগ্যবলে বিগতশোক হইয়াছ, এক্ষণে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইবে; আমরা মিথ্যাবাদী নহি। সৃঞ্জয় কহিলেন, ভগবন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ ও পরমাহ্লাদিত হইয়াছি; আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার কোন বিষয়ই অসুলভ হয় না। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ তোমার পুত্রকে বৃথা নিহত করিয়াছে; আমি তাহারে প্রোক্ষিত পশুর ন্যায় ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি।

অনন্তর প্রসন্ন চিত্ত দেবর্ষি নারদপ্রভাবে রাজা সৃঞ্জয়ের সেই কুবেরতনয় সদৃশ অদ্ভুত পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। সৃঞ্জয় পুত্র লাভে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে বহুবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সেই সুবর্ণষ্ঠীবী অকৃতকার্য্য নিতান্ত ভীত, অযাজ্ঞিক ও অপত্য বিহীন ছিলেন এবং যুদ্ধেও বিনষ্ট হন নাই; এই নিমিত্তই পুনরায় তিনি জীবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু সৈন্যগণের অভিমুখীন হইয়া সহস্র সহস্র শত্রুগণকে সন্তপ্ত করত কৃতার্থতা লাভ করিয়া রণে নিহত হইয়াছেন। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকে, মহাবীর অভিমন্যুরও সেই সমুদায় লোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বিদ্বান্ লোকেরা স্বীয় কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বর্গ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসীরা কদাচ এই পৃথিবীতে অধিবাস করিবার প্রার্থনা করেন না, অতএব সেই স্বর্গস্থ অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে অত্যল্প অপ্রাপ্য পার্থিব সুখ উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আনয়ন করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে। যোগীরা সমাধি বলে পবিত্র দর্শন হইয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও কঠোর তপস্বীদিগের যে গতি হইয়া থাকে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেই অক্ষয় গতি লাভ করিয়াছেন। মহাবীর অভিমন্যু দেহান্তে দেহান্তর লাভ করিয়া অমৃতময় স্বীয় রশ্মি প্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। ঐ মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমাসী তনু লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সমস্ত অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হও। বরং জীবিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা আমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বর্গ প্রাপ্ত মহাত্মাদের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি বিধেয় নহে। শোক করিলে তাহার পাপ পরিবর্দ্ধিত হয়; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঙ্গল লাভার্থ যত্নবান হইবে। হর্ষ, অভিমান ও সুখ প্রাপ্তির অভিলাষ করা বিধেয়; বুধগণ এই রূপ অবধারণ

করিয়া কদাচ শোকাকুল হন না। ফলতঃ শোক শোকান্তরের উৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সম্যক্ অবগত হইয়া উত্থিত ও যত্নবান হও; আর বৃথা শোকাকুল হইও না। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপ ও সর্ব্বভূত সমতা এবং সম্পত্তির অধৈর্য্য ও সৃঞ্জয়ের মৃত পুত্রের পু[illegible]য জীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আর শোক করিও না; আমি চলিলাম, এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

নির্ম্মল নভোমণ্ডল সদৃশ শ্যামকলেবর ভগবান্ ব্যাস এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র প্রতিম তেজস্বী, ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত পূর্ব্বতন নৃপতিদিগের যজ্ঞ সম্পত্তির বিষয় শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে উঁহার সবিশেষ প্রশংসা করত শোক পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনকে কি বলিব এই মনে করিয়া পুনরায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অভিমন্যুবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

প্রতিজ্ঞা পর্বাধ্যায়

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রাণিগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ানক দিবা অবসান হইলে দিনকর অস্ত গমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল এবং সৈন্যগণ স্কন্ধাবারে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কপিকেতন ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র জালে সংশপ্তকগণকে সংহার পূর্ব্বক সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে সাশ্রুকণ্ঠে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশব! কেন অদ্য আমার হৃদয় ভীত, বাক্য স্খলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও গাত্র অবসন্ন হইতেছে? ক্লেশ জনক অমঙ্গল চিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না, আমি চারি দিকে উৎপাত ও বহুবিধ অনিষ্টসূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিত্রাসিত হইয়াছি। হে মধুসূদন! এই সমুদায় অমঙ্গল সূচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন; তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর; তোমাদের অতি অল্পমাত্র অনিষ্ট হইবে।

অনন্তর মহাবীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শিবির আনন্দ শূন্য, দীপ্তি শূন্য ও নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় আকুল হৃদয় হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আজি মঙ্গল তূর্য্য নিস্বন এবং দুন্দুভিনাদ সহকৃত শঙ্খ ও পটহের শব্দ হইতেছে না; করতালসমবেত বীণাবাদন রহিত হইয়াছে এবং বন্দিগণ আমার নিকটে স্তুতিযুক্ত, মনোহর, মঙ্গল গীত সকল গান ও পাঠ করিতেছে না। যোদ্ধাগণ আমারে দেখিয়াই অধোমুখে পলায়ন করিতেছে; উঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হে মাধব! আজি আমার ভ্রাতৃগণ কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে। হে মানদ! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোদ্ধাগণ সকলে কি কুশলে আছে? আমি সংগ্রাম হইতে আগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু ভ্রাতৃগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে কেন আমার প্রত্যুদ্গমন করিল না?

কৃষ্ণ ও বাসুদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ নিতান্ত অসুস্থ ও বিচেতন-প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। দুর্ম্মনায়মান ধনঞ্জয় শিবির মধ্যে সমুদায় ভ্রাতা ও পুত্রগণকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু অভিমন্যুরে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমাদের সকলেরই মুখবর্ণ অপ্রসন্ন হইয়াছে; এবং তোমরা কেহই আমারে অভিনন্দন করিতেছ না। বৎস অভিমন্যু কোথায়? আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অল্প বয়স্ক অভিমন্যু বিনা তোমাদের মধ্যে এমন আর কেহই নাই যে, তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমি তাহারে ব্যূহ হইতে বিনির্গম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই বালককে ব্যূহ প্রবেশিত করিয়াছিলে? পরবীরহা, মহাধনুর্দ্ধর, সুভদ্রা নন্দন কি শত্রুগণের বহুসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? বল; লোহিতাক্ষ, মহাবাহু, পর্ব্বতজাত সিংহ সদৃশ, উপেন্দ্রোপম, মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল। কোন ব্যক্তি কালমোহিত হইয়া দ্রৌপদী, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয় পুত্রকে বিনাশ করিল? বিক্রম, শ্রুতি ও মাহাত্ম্যে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা কেশবের সমকক্ষ মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? সুভদ্রার দয়া-

ভাজন, আমার নিরন্তর লালিত শৌর্য্যশালী পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই যম লোক অবলোকন করিব। মৃদুকুঞ্চিত কেশান্ত, মৃগশাবকাক্ষ, মত্তবারণবিক্রান্ত, শালপোত সদৃশ সমুন্নত, মহাবীর অভিমন্যু সতত সস্মিত, প্রিয়ভাষী, শান্ত, গুরু বাক্যের অনুগত, অমৎসর, মহোৎসাহ, ভক্তানুকম্পী, দান্ত, অনীচানুসারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধাভিনন্দী, অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতাচরণে নিযুক্ত, পিতৃগণের জয়াভিলাষী, অভূতপূর্ব্ব যোদ্ধা ও সংগ্রামে নির্ভয় ছিল এবং বালক হইয়াও যুবজনের ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যদি সেই প্রিয় পুত্রের সন্দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি প্রদ্যুম্ন, কেশব ও আমার নিরন্তর প্রীতিভাজন, রথীগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক তরুণ বয়স্ক, মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় তনয়ের সেই সুন্দর নাসা, সুন্দর ললাট, সুন্দর চক্ষু, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠ সমন্বিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ, সেই তন্ত্রী শব্দের ন্যায়, পুংস্কোকিল রবের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবগণ দুর্লভ, অপ্রতিম রূপ অবলোকন না করিলে আমার শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? অভিবাদন দক্ষ, পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুরে না দেখিলে আমার হৃদয় কোন মতেই সুস্থির হইবে না।

সুকুমার, মহার্হ শয়নোচিত, মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য সহায় সম্পন্ন হইয়াও আজি অনাথের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। যে বীর শয়ন করিয়া অমরাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইত, আজি অশিব শিবাগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বাণবিদ্ধ কলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মধুরস্বরে স্তুতি পাঠ করিয়া যে মহাবীরকে প্রবোধিত করিত, আজি শ্বাপদগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতেছে। যে মুখচন্দ্র পূর্ব্বে ছত্রচ্ছায়ায় সমাবৃত থাকিত, আজি ধূলিপটল নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন করিবে। হা পুত্র! আমি তোমায় বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও অবিতৃপ্ত থাকিতাম; এক্ষণে কাল এই ভাগ্য হীনের নিকট হইতে তোমারে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিল। আজি পুণ্যবান্‌গণের আশ্রয়, স্বীয় প্রভায় প্রদীপ্ত, মনোহর যমপুরী তোমা দ্বারা অধিকতর শোভমান হইতেছে এবং যম, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের তোমারে প্রিয় অতিথি লাভ করিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্ যেমন বিলাপ করে ধনঞ্জয় সেইরূপ বিলাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! অভিমন্যু কি শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক মহাবীরগণের সহিত সংগ্রাম করত স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? অসহায় অভিমন্যু যত্নাতিশয় সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহায্য লাভার্থী হইয়া আমারে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার বালক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি নৃশংসগণ কর্ত্তৃক নানা চিহ্নে চিহ্নিত, সুধৌতাগ্র, তীক্ষ্ণ সায়কনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হা তাত! এক্ষণে আমারে পরিত্রাণ কর, এই বলিয়া বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপাতিত হইয়াছে অথবা মহাবীর অভিমন্যু আমার ঔরস, সুভদ্রার গর্ভ সম্ভূত ও বাসুদেবের ভাগিনেয়, সে এরূপ অর্ত্তনাদ করিবার পাত্র নয়।

আমার হৃদয় বজ্রসারময় ও নিতান্ত কঠিন, সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই সেই দীর্ঘবাহু আরক্তলোচন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। নৃশংসগণ মহা ধনুর্দ্ধর হইয়া কি প্রকারে বাসুদেবের ভাগিনেয়, আমার পুত্র সেই বালকের উপর মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিল! অদীনাত্মা অভিমন্যু প্রতিদিন প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক আমারে অভিনন্দন করিত। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু সে কেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না? নিশ্চয়ই সে রুধিরাক্ত কলেবরে সমরাঙ্গনে শয়ান হইয়া নিপতিত আদিত্যের ন্যায় স্বীয় দেহ প্রভায় ধরাতল শোভমান করিতেছে। সুভদ্রার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি সন্তাপ জন্মিতেছে; সে সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণ পূর্ব্বক শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হায়! অদ্য সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুরে না দেখিয়া আমারে কি বলিবে এবং তাহারা দুঃখার্ত্ত হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিব। যদি বধূরে শোককর্ষিত চিত্তে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বজ্রসারময় সন্দেহ নাই।

আমি গর্ব্বিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াছি। বাসুদেবও বৈশ্যানন্দন যুযুৎসুরে বীরগণের প্রতি এইরূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছেন যে, হে অধার্ম্মিক মহারথগণ! তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক বৃথা আনন্দিত হইতেছ! অচিরাৎ পাণ্ডবগণের বল দেখিতে পাইবে। তোমরা যখন

সংগ্রামে কেশব ও অর্জ্জুনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ, তখন তোমাদের শোক সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন বৃথা প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছ ? তোমরা অবিলম্বে এই পাপ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। অধর্ম্মের ফল অতি সত্বরেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মহামতি যুযুৎসু ক্রোধাবিষ্ট ও দুঃখান্বিত হইয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমারে কি নিমিত্ত জ্ঞাত কর নাই ? আমি ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৃশংস মহারথগণের সকলকেই শরানলে দগ্ধ করিতাম।

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া সাশ্রুনয়নে চিন্তা করিতে দেখিয়া তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এরূপ হইও না; অপলায়ী শূরগণের, বিশেষতঃ যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞেরা অপরাঙ্মুখ, যুদ্ধ্যমান শূরগণের এইরূপ গতিই বিধান করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমন্যু পুণ্য কর্ম্মাদিগের লোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদায় বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, মহাবীর অভিমন্যু মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্রকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বীরজনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি শোক করিও না। পূর্ব্বতন ধর্ম্ম সংস্থাপকগণ যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। তুমি শোক সমাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়া তোমার এই ভ্রাতৃগণ, সুহৃৎগণ ও ভূপতিগণ সকলেই দীনমনা হইয়াছেন, তুমি শান্ত বাক্যে ইহাঁদিগকে আশ্বাসিত কর। বেদিতব্য বিষয় তোমার বিদিত হইয়াছে, অতএব তোমার শোক করা নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া শোককর্ষিত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সেই দীর্ঘবাহু কমলায়তলোচন অভিমন্যু যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে স্বীয় পুত্রের বৈরীগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব, ও পরিবারগণের সহিত সংহার করিব। তোমরা সকলে কৃতাস্ত্র ও শস্ত্রপাণি; তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি সুররাজও কি অভিমন্যুরে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারে ? হায়! যদি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাহারে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রুগণ কি প্রকারে অন্যায় সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিল। কি আশ্চর্য্য! এখন জানিলাম, তোমাদের কিছুমাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই, এই জন্য অভিমন্যু তোমাদের সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ; কেন না, তোমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এ স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে তোমাদের বর্ম্ম, শস্ত্র, ও আয়ুধ সকল কি ভূষণের নিমিত্ত এবং বাক্য কি সভা মধ্যে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত ?

পুত্রশোকসন্তপ্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে ধনু ও খড়্গ হস্তে অবস্থান করত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব ব্যতীত আর কোন সুহৃদই তাঁহার সহিত আলাপ বা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ দুই জন সকল অবস্থাতেই অর্জ্জুনের অনুকূল ছিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করিতেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা তৎকালে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যুধিষ্ঠির, পুত্রশোকাদিকাতর রাজীবলোচন ক্রোধসন্তপ্তচিত্ত অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

হে মহাবাহো! তুমি সংশপ্তক সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে সংব্যূহিত করিয়া আমারে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন আমরা রথ সৈন্য প্রতিব্যূহিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমুদ্যত হইলাম। বহুসংখ্যক বীরপুরুষ আমারে রক্ষা করত দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে নিশিত শরনিকরে নিতান্ত উৎপীড়ন করত আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দ্রোণ কর্ত্তৃক এরূপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাঁহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলাম না। তখন অপ্রতিমবীর্য্যসম্পন্ন সুভদ্রাকুমারকে কহিলাম, বৎস! দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য ভেদ কর। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু আমাদের নিয়োগানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় সেই অসহ্য ভার বহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেমন সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই বালক দ্রোণসৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা তাঁহার অনুগমন

করিলাম এবং সে যেরূপ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল সেই রূপে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ রুদ্রের বরদান প্রভাবে আমাদিগের সকলকেই নিবারণ করিল। তখন মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই ছয় জন রথী সেই অসহায় বালককে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও তাঁহাদের শরে বিরথ হইল। তখন দুঃশাসনের পুত্র অবিলম্বে তাহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। পরম ধার্ম্মিক মহাবীর অভিমন্যু প্রথমতঃ সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ, এবং তৎপরে পুনরায় আট সহস্র রথ, নয় শত হস্তী, দুই সহস্র রাজপুত্র এবং অলক্ষিত বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! আমাদিগের এই শোক জনক ব্যাপার এইরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তখন পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হা পুত্র! বলিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সকলে বিষণ্ণ বদন হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন পূর্ব্বক অনিমিষ নয়নে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ধনঞ্জয় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন ; এবং জ্বরগ্রস্তের ন্যায় কম্পিত হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ না করে, যদি আমাদিগের পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বা আপনার শরণাপন্ন হয়, নিশ্চয়ই কল্য আমার শরে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্মা আমার সৌহৃদ্য বিস্মৃত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্যুবধের হেতু হইয়াছে। অতএব কালি তাহারে সংহার করিব। দ্রোণই হউন, আর কৃপই হউন, যে কেহ তাহার রক্ষার্থে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার শরনিকরে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা কহিলাম, যদি সংগ্রামে সেই প্রকার কার্য্য না করি, তাহা হইলে যেন আমার পুণ্যলব্ধ লোক সকল লাভ না হয়। যদি জয়দ্রথ বধ না করি, তাহা হইলে মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গুরুদারগত, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াপরায়ণ, তাঁহাদিগের পরিবাদদাতা, গচ্ছিত ধনের অপহারক, বিশ্বাসঘাতী, ভুক্ত পূর্ব্ব স্ত্রীর নিন্দক, অনশস্ত্রী, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা-পায়স-ভোজী, বৃথা-যবান্ন-ভোজী, বৃথা-শাক-ভোজী, বৃথা-তিলান্ন-ভোজী, বৃথা-সংযাব-ভোজী, বৃথা পিষ্টক ভোজী, বৃথা-মাংস-ভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রশংসিত ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ ও গুরুর অবমন্তা যে লোকে গমন করে, আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্ম, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করে, আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করে এবং নীচাশয় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতগণকে প্রদান না করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, আমি যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তী ব্যক্তিরে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দা করে, যে পূজনীয় প্রাতিবেশ্যকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিরে দান করে, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, যে মর্য্যাদা ভেদ করে, যে বৃষলী গমন করে, যে ব্যক্তি [illegible] এবং ভ্রাতৃনিন্দক, আমি অবিলম্বে যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। [illegible] জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে এ স্থলে যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তিত হইল না আমি যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই।

আমি পুনরায় অন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ করুন। যদি কল্য পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তগত হন, তাহা হইলে এই স্থানেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। অসুর, সুর, মনুষ্য, পক্ষী, সর্প, পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক অন্যান্য প্রাণিগণ কেহই আমার শত্রুরে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অভিমন্যুর শত্রু যদি পৃথিবী, আকাশ দেবপুর, দৈত্যপুর বা রসাতলে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি শর শত দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিব।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব শরাসন নিক্ষেপ করিলেন। শরাসনের শব্দ [illegible] শব্দ অতিক্রম করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ কেশবের মুখ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে

তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিঃসৃত হইয়া জগতীতল পাতাল আকাশ ও দিক্‌পালগণকে বিকম্পিত করিল। তখন পাণ্ডব গণের সহস্র সহস্র বাদ্য ধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

চরগণ জয়লোলুপ পাণ্ডবগণের সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ উত্থান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত, বিমুগ্ধচিত্ত ও শোকসাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া অনেক বিবেচনা করত ভূপালগণের সভায় গমন করিলেন এবং অর্জ্জুনের ভয়ে নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে ভূপালগণ! পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামপরবশ ইন্দ্রের ঔরসে সমুৎপন্ন দুর্ব্বুদ্ধি ধনঞ্জয় আমারে শমন ভবনে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করি, অথবা আপনারা সকল বীর অস্ত্রবলে আমারে রক্ষা করুন। পার্থ আমারে নিধন করিতে বাসনা করিয়াছে, আপনারা আমারে অভয় প্রদান করুন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ যম নিপীড়িত ব্যক্তিরেও পরিত্রাণ করিতে [illegible], অতএব অর্জ্জুন একাকী আমারে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে যথার্থ বটে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনারা সমস্ত ভূপাল একত্র হইয়াও আমারে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি; মুমূর্ষুর ন্যায় আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে। নিশ্চয়ই গাণ্ডীবধন্বা আমারে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সেই নিমিত্ত পাণ্ডবগণ শোক কালেও হৃষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে। ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব হে ভূপতিগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমি পলায়ন পূর্ব্বক লুক্কায়িত হইয়া থাকি; তাহা হইলে পাণ্ডবগণ আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবে না।

জয়দ্রথ ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মকার্য্য-সাধন-তৎপর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারে কহিলেন, সিন্ধুরাজ! ভীত হইও না; তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, দুর্দ্ধর্ষ বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ, সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপাল, আমরা সকলে সসৈন্যে তোমার চতুর্দ্দিকে গমন করিব; তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। তুমি স্বয়ংও রথীশ্রেষ্ঠ এবং শৌর্য্যশালী; তবে পাণ্ডবগণকে ভয় করিতেছ কেন? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে। অতএব তুমি ভীত হইও না; তোমার ভয় দূরীভূত হউক।

হে রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া সেই রাত্রিতে তাঁহার সহিত দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য! দূরস্থ লক্ষ্যে শর নিপাতন, লঘুত্ব ও দৃঢ়বেধনে অর্জ্জুনের সহিত আমার প্রভেদ কি বলুন। আমি আপনার নিকট অর্জ্জুন ও আমার যুদ্ধ বিদ্যার তারতম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের ও আমার যথার্থ বিদ্যা ব্যাখ্যা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! তোমার ও অর্জ্জুনের গুরূপদেশ সমান; কিন্তু অর্জ্জুন যোগ ও দুঃখাবস্থান নিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমারে অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না; আমি তোমারে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। মন্ত্রুজরক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অমরগণও প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন ব্যূহ ব্যূহিত করিব যে, পার্থ তাহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না; স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতৃ পৈতামহ পথে অনুগমন কর। তুমি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন, হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব মৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যদি তুমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে নিহত হও, তাহা হইলে মূঢ় মনুষ্যগণের দুর্লভ মহাভাগ্য লাভ করিয়া স্বীয় ভুজবীর্য্যার্জ্জিত যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট দিব্য লোক সকল লাভ করিবে। কৌরব, পাণ্ডব ও বৃষ্ণি এবং আমি অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মনুষ্যগণ সকলেই অচিরস্থায়ী। আমরা সকলেই বলবান্, কাল কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে নিহত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম লইয়া পরলোকে গমন করিব। হে সিন্ধুরাজ! তপস্বিগণ তপস্যা করিয়া যে সকল লোক প্রাপ্ত হন; ক্ষত্রিয় বীরগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সেই সমস্ত লোক লাভ করেন।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া অর্জ্জুনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন সমুদয় কৌরবসৈন্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া ভ্রাতৃগণের সম্মতি ক্রমে জয়দ্রথকে বধ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ,ইহা অত্যন্ত সাহসের কর্ম্ম হইয়াছে। এই যে বিষম ভার উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কি প্রকারে আমরা সকল লোকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ পাইব? আমি দুর্য্যোধনের শিবিরে চরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এই তাহারা ত্বরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই বার্ত্তা নিবেদন করিতেছে যে, তুমি জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে অস্মৎপক্ষীয় বাদিত্রনাদ সহকৃত সুমহান্ সিংহনাদ কৌরবগণের শ্রবণগোচর হইয়াছিল। সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সেই শব্দে নিতান্ত ভীত হইলেন এবং এই সিংহনাদ অকারণ নয়; মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বধ শ্রবণে কাতর হইয়া রোষবশত রাত্রিতেই যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইবেন সন্দেহ নাই। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৌরবগণের হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহের ভীষণধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। হে রাজীবলোচন! সত্যব্রত কৌরবগণ এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, এমন সময় তোমার জয়দ্রথ বধের সত্যপ্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রবণ গোচর হইল। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ তোমার দারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভীত ও দুর্ম্মনায়মান হইতে লাগিল।

তখন সিন্ধু সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত আপনার শিবিরে আগমন পূর্ব্বক সমুদায় কল্যাণকর কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া রাজ সমাজে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ধনঞ্জয় আমারে তাহার পুত্র হন্তা বলিয়া কালি আক্রমণ করিবে, সে সেনাগণের মধ্যে আমার প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, সর্প বা রাক্ষসগণ সব্যসাচীর সেই প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব আপনারা সংগ্রামে আমারে রক্ষা করুন; ধনঞ্জয় যেন আপনাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে। যদি আপনারা সংগ্রামে আমারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুজ্ঞা করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্য শ্রবণে তাহারে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাক্‌শিরা ও বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা জয়দ্রথ দুর্য্যোধনকে কাতর দেখিয়া মৃদুস্বরে আপনার হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! মহাযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে, আমাদের মধ্যে এমন ধনুর্দ্ধর বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে গাণ্ডীব ধনু কম্পন করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দর হইলেও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না, শুনিয়াছি, ধনঞ্জয় পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে পাদচারে মহাবীর প্রভু মহেশ্বরের সহিত সংগ্রাম এবং দেবরাজের নিদেশানুসারে এক রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবের প্রাণ সংহার করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় ধীমান্ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইলে অমরগণের সহিত ভুবনত্রয়কে বিনষ্ট করিতে পারে। এই জন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, হয় আপনারা আমারে পলায়নে অনুজ্ঞা করুন, না হয়, বীর্য্যশালী মহাত্মা দ্রোণ পুত্রের সহিত আমারে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন।

হে অর্জ্জুন! রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুসারে তাহার রক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। সদুপায় সকল বিহিত এবং অশ্ব ও রথ সকল সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জ্জয় বৃষসেন, কৃপ, শল্য, এই ছয় জন সমরে অগ্রসর হইবেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিবেন, উহার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চার্দ্ধ পদ্মের ন্যায় হইবে। পদ্মের মধ্য স্থলে সূচী নামে গূঢ় ব্যূহ নির্ম্মিত হইবে এবং জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণে রক্ষিত হইয়া সেই সূচী ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। হে পার্থ! উল্লিখিত ছয় রথী ধনু, অস্ত্র, বল, বীর্য্য ও ঔরস প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়। এই ছয় জনকে পরাজয় না করিলে জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। হে ধনঞ্জয়! ঐ ছয় জনের প্রত্যেকের বীরত্বের বিষয় চিন্তা কর; তাঁহারা মিলিত হইলে শীঘ্র তাঁহাদিগকে পরাজয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। অতএব আত্মহিত ও কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রণাভিজ্ঞ সচিব ও সুহৃদ্গণের সহিত পুনরায় নীতি মন্ত্রণা আমাদের কর্ত্তব্য।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি দুর্য্যোধনের যে ছয় জন রথীরে অধিকতর বলবান্ বলিয়া বোধ করিতেছ, আমার বোধ হয়, তাহাদিগের বীরত্ব আমার বীরত্বের অর্দ্ধ ভাগেরও

সমান নহে। তুমি দেখিবে আমি জয়দ্রথবধার্থে সংগ্রামে গমন করিয়া অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত বীরগণের অস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন ও সিন্ধুরাজের মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিব; দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে স্বগণ সমভিব্যাহারে বিলাপ করিবেন। যদি সুররাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, গরুড়, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমুদায় সাধ্য, রুদ্র, বসু, দেবগণ, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সাগর, পর্ব্বত, দিক্, দিক্‌পতি, গ্রাম্য ও আরণ্য, প্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমগণ সিন্ধুরাজের পরিত্রাতা হন, তথাপি কালি তুমি তাহারে আমার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিবে। আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি জয়দ্রথের রক্ষক, অতএব অগ্রে তাঁহারেই আক্রমণ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের উপরেই এই সংগ্রামের জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে; অতএব আমি দ্রোণেরই সেনাগ্রভাগ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট গমন করিব। কালি তুমি দেখিবে যে, মহাধনুর্দ্ধরগণ বজ্র বিদারিত পর্ব্বত শৃঙ্গ সমূহের ন্যায় আমার সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিচয়ে বিদীর্য্যমান হইতেছে এবং মনুষ্য মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সমুদায় নিশিত শর সম্পাতে বিদীর্ণ কলেবর ও নিপতিত হইয়া শোণিত ধারা মোক্ষণ করিতেছে। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত মনোমারুতগামী শরনিকর সহস্র সহস্র নর, বারণ ও অশ্বের প্রাণ সংহার করিবে। আমি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, নরপতিগণ এই যুদ্ধে তৎসমুদায় নয়নগোচর করিবেন। কালি তুমি দেখিবে যে, যাঁহারা সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র সমুদায় আমার ব্রাহ্ম অস্ত্রে বিনাশিত এবং শরবেগচ্ছেদিত নরপতিগণের মস্তক সমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছাদিত হইতেছে। আমি রাক্ষসগণকে পরিতৃপ্ত, শত্রুগণকে দ্রাবিত, সুহৃদ্গণকে আনন্দিত ও সিন্ধুরাজকে নিহত করিব। অশেষাপরাধী অনাত্মীয়, পাপদেশ সমুৎপন্ন সিন্ধুরাজ আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া আত্মীয়গণকে শোকাকুল করিবে। কালি পাপাচার পরায়ণ জয়দ্রথকে সমুদায় রাজার সহিত শরনিকরে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে। কালি প্রভাতে আমি এরূপ কার্য্য করিব যে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই ভূমণ্ডলে আমার সদৃশ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই বলিয়া নিশ্চয় করিবে। গাণ্ডীব দিব্য ধনু, আমি যোদ্ধা ও তুমি সারথি; তবে আমার অজেয় আর কি আছে? হে ভগবন! তোমার প্রসাদে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ জানিয়াও কেন আমারে তিরস্কার করিতেছ? চন্দ্রের শোভা ও সমুদ্রের জল যেমন স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ অচল জানিবে। হে মধুসূদন! আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় ধনু ও বাহু বলের অবমাননা করিও না। আমি এরূপে সংগ্রামে গমন করিব যে, আমার অবশ্যই জয় লাভ হইবে; আমি কখন পরাজিত হইব না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তুমি মনে স্থির কর যে, জয়দ্রথ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজ্ঞে শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতি নিয়তই বিরাজমান থাকে।

ইন্দ্রনন্দন ধনঞ্জয় মহাত্মা হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আদেশ করিলেন যে, হে কেশব! যাহাতে রজনী প্রভাত হইবামাত্র আমার রথ সুসজ্জিত হয়, সাতিশয় উদ্যম সহকারে তাহার চেষ্টা কর।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শোকদুঃখাকুল বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সেই রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাতক্রোধ জানিয়া, না জানি কি দুর্ঘটনা ঘটিবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিদারুণ, রুক্ষ, অমঙ্গল সূচক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দিবাকরে কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট হইল; বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নির্ঘাত ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল; পৃথিবী শৈল ও কাননের সহিত বিকম্পিত এবং সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল, নদী সকল প্রতিকূলস্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের প্রমোদ ও যম রাজ্য সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত রথী, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বাহন সকল মলমূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ এই সমস্ত লোমহর্ষণ নিদারুণ উৎপাত দর্শন ও মহাবল সব্যসাচীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় বাসুদেবকে কহিলেন, কেশব! তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রারে এবং আমার পুত্রবধূ ও তাঁহার বয়স্যাগণকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের শোকাপনোদন কর।

তখন নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্রশোকাকুলা ভগিনীরে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন,

সুভদ্রে! কুমারের নিমিত্ত স্নুষার সহিত আর শোক করিও না; কাল সকল প্রাণীরেই ধ্বংস করিয়া থাকে। সৎকুলজাত ধৈর্য্য শালী ক্ষত্রিয়ের যে রূপে প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেই রূপেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; অতএব আর শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহারথ ধীর, পিতৃ তুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্ব কাম প্রদ, অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে; তোমার পুত্র পরম গতি লাভ করিয়াছে। হে বরারোহে! পাপাত্মা শিশুঘাতক সিন্ধুরাজও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত এই পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ঐ পাপকারী রজনী প্রভাত হইলে অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেও ধনঞ্জয়ের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। কালি অবশ্যই তোমার শ্রবণগোচর হইবে যে, সিন্ধুরাজের মস্তক সমন্ত পঞ্চকের বহিঃপ্রদেশে সমানীত হইয়াছে; অতএব শোক পরিত্যাগ কর, রোদন করিও না। শস্ত্রজীবীগণ যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকেন, শৌর্য্যশালী অভিমন্যু ক্ষত্র ধর্ম্ম অনুসারে সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশালবক্ষা, মহাবাহু, সমরে অপরাঙ্মুখ, রথিগণের নিহন্তা, পিতা ও মাতৃ পক্ষের অনুগত, বীর্য্যবান্, শৌর্য্যশালী, মহারথ অভিমন্যু সহস্র সহস্র শত্রুরে সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে ভদ্রে! পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহা অবশ্যই সফল হইবে; কদাচ অন্যথা হইবে না। তোমার স্বামীর চিকীর্ষিত বিষয় কখনই নিষ্ফল হয় নাই। যদি সমুদায় মনুষ্য, সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, পতঙ্গ, সুর ও অসুরগণ রণক্ষেত্রগত সিন্ধুরাজের সহিত মিলিত হন, তথাপি সিন্ধুরাজ তাঁহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকাধিকাতরা সুভদ্রা মহাত্মা কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা বৎস! হতভাগিনীর পুত্র! তুমি পিতৃ তুল্য পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে কি প্রকারে নিধন প্রাপ্ত হইলে! আমি কি করিয়া তোমার ইন্দীবর শ্যাম, সুদর্শন, চারুলোচন মুখ মণ্ডল রণরেণু সমাচ্ছন্ন অবলোকন করিব! হে সমরাপরাঙ্মুখ মহাবীর! আজি তুমি সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে মনুষ্যগণ তোমারে ভূতলে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হায়! পূর্ব্বে যাহার শয্যা মনোহর আস্তরণে সমাচ্ছন্ন থাকিত, আজি সেই সুখ লালিত অভিমন্যু বাণবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছে! যে মহাভুজ বীর পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণের সহবাসে কাল যাপন করিত, আজি সে যুদ্ধে নিপতিত হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহবাসী হইয়া আছে! সূত, মাগধ ও বন্দীগণ হৃষ্ট হইয়া যাহারে স্তব করিত, আজি রাক্ষসগণ তাহার নিকট ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছে। হা বৎস! পাণ্ডব বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতে কে তোমারে অনাথের ন্যায় সংহার করিল! হে পুত্র! তোমারে দর্শন করিয়া এই মন্দ ভাগিনীর নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত হয় নাই, অতএব আজি আমি তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবশ্যই শমন ভবনে গমন করিব। বিশাললোচনশালী মনোহর কেশকলাপ সম্পন্ন চারু-বাক্যযুক্ত সুগন্ধ ও ব্রণশূন্য তোমার সেই মুখমণ্ডল আবার কবে আমার নয়নগোচর হইবে। ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের বলে ধিক্, বৃষ্ণিবীরগণের বীরত্বে ধিক্, পাঞ্চালগণের সামর্থ্যে ধিক্, এবং কৈকয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে ধিক্; তুমি সংগ্রামে গমন করিলে ইহাঁরা তোমারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। আমার শোকব্যাকুল লোচন অভিমন্যু অদর্শনে সমুদায় পৃথিবী শূন্যের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হে বীর! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়; গাণ্ডীবধন্বার পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ, তুমি আজি সমরে নিপতিত হইয়াছ, ইহা আমি কি প্রকারে অবলোকন করিব! হে বীর! তুমি স্বপ্নগত ধনের ন্যায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলে। হায়! এখন জানিলাম মনুষ্যগণের সমুদায় দ্রব্যই জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য। হা বৎস! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছে; আমি কি প্রকারে ইহারে সান্ত্বনা করিব। আমি তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎসুক, কিন্তু তুমি আমারে ফল কালে পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে। যখন তুমি কেশবসনাথ হইয়াও সংগ্রামে অনাথের ন্যায় নিহত হইয়াছ, তখন কৃতান্তের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত [illegible] য, সন্দেহ নাই। হে বৎস! [illegible] দানশীল, ব্রাহ্মণ, কৃতাত্মা ব্রহ্মচারী, পুণ্য [illegible] তজ্ঞ, বদান্য, [illegible] যে গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। অপরাঙ্মুখ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে

অরাতিগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। যাঁহারা সহস্র গোদান, যজ্ঞার্থে দান, উপকরণ-সম্পন্ন অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র দান এবং দণ্ডার্হকে দণ্ড প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যে পবিত্র গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। শংসিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ এক মাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারি বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সতত সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত ব্রতানুষ্ঠান ধর্ম্মানুশীলন ও গুরু শুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা মাতাপিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যে মনীষিগণ পরদার পরাঙ্মুখ হইয়া ঋতু কালে স্বীয় ভার্য্যা গমন করেন, যাঁহারা গতমৎসর হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, যাঁহারা অন্যের মর্ম্মপীড়া প্রদানে বিরত থাকেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল হন এবং যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য, দম্ভ, মিথ্যা ও পরপীড়ন পরিত্যাগ করেন, তুমি তাঁহাদিগের গতি লাভ কর। হ্রীমান, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমারও সেই গতি হউক।

সুভদ্রা দীন ও শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুপদনন্দিনী উত্তরারে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে সাতিশয় রোদন ও বিলাপ করত উন্মত্তের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অচেতনপ্রায়, রোদনশীল, মর্ম্মবিদ্ধ, কম্পিত কলেবর ভগিনীর গাত্রে জলসেচন ও তাঁহারে সমুচিত হিতবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, সুভদ্রে! পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না; পাঞ্চালি! উত্তরারে আশ্বাস প্রদান কর, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে। হে বরাননে! আমার এই মানস যে, যশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগের কুলজাত পুরুষগণ সকলেই সেই গতি প্রাপ্ত হউন। তোমার মহারথ পুত্র একাকী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, আমরা ও আমাদের সুহৃদ্গণ সকলে একত্র হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি।

মহাবাহু বাসুদেব ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরারে এইরূপ আশ্বাসিত করিয়া পার্থের নিকট গমন পূর্ব্বক ভূপালগণ, বন্ধুগণ ও অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারাও স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

তখন বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অপ্রতিম ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উদক স্পর্শ পূর্ব্বক সুলক্ষণ সম্পন্ন স্থণ্ডিলে বৈদুর্য্য সন্নিভ কুশ সমূহে প্রস্তুত মঙ্গল শয্যা বিস্তৃত করিয়া সমুচিত বিধানানুসারে মঙ্গল মাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তম উত্তম আয়ুধে পরিবৃত করিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ বিনীতভাবে রাত্রি কর্ত্তব্য ও ত্রৈয়ম্বক বলি সম্পাদন করিল। তখন ধনঞ্জয় উদকস্পর্শ করিয়া প্রীতি চিত্তে গন্ধ মাল্য দ্বারা বাসুদেবকে অলঙ্কৃত করিয়া রাত্রির সমুচিত উপহার প্রদান করিলেন। বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি শয়ন কর আমি চলিলাম।

অর্জ্জুনের প্রিয়ঙ্কর ভগবান্ বিষ্ণু তাহারে এই কথা বলিয়া দ্বারদেশে গৃহীতাস্ত্র রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া দারুক সমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূরি ভূরি কর্ত্তব্য চিন্তা করত শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া পার্থের হিতের নিমিত্ত যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তেজোদ্যুতি বিবর্দ্ধন শোক দুঃখাপহ উপায় বিধান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে কেহই নিদ্রিত হন নাই; সকলেই জাগরিত থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা গাণ্ডীবধন্বা পুত্রশোকে সন্তাপিত হইয়া সহসা সিন্ধুরাজকে বধ করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে সফল করিবেন। তিনি অতি দুষ্কর বিষয়ে অধ্যবসায় করিয়াছেন। রাজা জয়দ্রথ সামান্য বীর নন। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন তাঁহারে অসংখ্য সৈন্য ও মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুন পুত্রশোকাধিকাতর হইয়া যে দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সিন্ধুরাজ ও অন্যান্য অরাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরাগমন করুন। তিনি যদি কালি জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবেন; কদাচ আপনার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে পারিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত অর্জ্জুনের উপর নির্ভর করিয়া আছেন: যদি

ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে। যদি আমরা কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকলের ফলে সব্যসাচী অরাতিগণকে পরাজয় করুন। পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এইরূপ জয় বিষয়ক কথোপকথনে অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব সেই রজনী মধ্যেই জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দারুককে কহিলেন, দারুক! অর্জ্জুন পুত্র বিয়োগে কাতর হইয়া, কালি জয়দ্রথকে সংহার করিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুর্য্যোধন পার্থের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে যাহাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। দুর্য্যোধনের সেই অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা সপুত্র দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত হইবেন। দ্রোণাচার্য্য যাহাকে রক্ষা করেন, দৈত্য ও দানবগণের দর্পহারী অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্রও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নন; কিন্তু ধনঞ্জয় যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারেন, আমি অবশ্যই কালি তাহার উপায় করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধবগণ, অর্জ্জুন অপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়তর নয়। আমি মুহূর্ত্ত মাত্রও অর্জ্জুন শূন্য পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না, ফলতঃ ধনঞ্জয় অবশ্যই কালি সংগ্রামে জয় লাভ করিবেন। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের হিতার্থে অসংখ্য নাগাশ্ব সমবেত বীরগণকে, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজয় ও সংহার করিব। ত্রিলোকের লোক কালি মহাযুদ্ধে আমার বল বিক্রম নিরীক্ষণ করুক। কালি সহস্র সহস্র ভূপাল শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি তোমার সমক্ষে পাণ্ডবগণের হিতার্থে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত কৌরব সৈন্য চক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। কালি দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত হইবেন যে, আমি সব্যসাচীর কি রূপ সুহৃৎ। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা এবং যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের বশীভূত হয়, সে আমারও বশীভূত। ফলতঃ তুমি অর্জ্জুনকে আমার শরীরার্দ্ধ বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

হে দারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আমার উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত করিয়া আমার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে হইবে। তুমি রথ মধ্যে ছত্র, দিব্য কৌমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনু, শর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সংস্থাপিত এবং রথোপস্থে রথশোভী, বীর্য্যশালী গরুড়ের ধ্বজস্থান পরিকল্পিত করিয়া সূর্য্যাগ্নি সদৃশ প্রভা সম্পন্ন বিশ্বকর্ম্ম বিরচিত দিব্য কাঞ্চন জালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সংযোজন পূর্ব্বক স্বয়ং কবচধারী হইয়া অবস্থান করিও। ঋষভ রাগ পরিপূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভৈরব রব শ্রবণ মাত্র সত্বরে আমার নিকট আগমন করিবে। আমি এক দিনেই পৈতৃষ্বসেয়ের ক্রোধ ও দুঃখ সমুদায় দূরীকৃত করিব। ধনঞ্জয় যাহাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন, আমি সর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব। হে সারথে! আমি কহিতেছি, ধনঞ্জয় যে যে ব্যক্তিরে সংহার করিতে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তিরেই মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইবে।

দারুক কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি যাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব। আজি অর্জ্জুনের জয় লাভের নিমিত্তই বিভাবরী সুপ্রভাত হইল।

অশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অচিন্ত্যবিক্রম ধনঞ্জয় আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের চিন্তা ও ব্যাসদত্ত মন্ত্র স্মরণ করত নিদ্রাগত হইলে মহাতেজা বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম বশত কোন কালে কোন অবস্থাতেই তাঁহারে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; সুতরাং এক্ষণেও প্রত্যুত্থান করিয়া বাসুদেবকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তৎকালে উপবেশনের অভিলাষ করিলেন না।

মহাতেজা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, এক্ষণে উপবেশন করিয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, পার্থ! কাল অতি দুর্জ্জয়; কাল সকল ভূতকেই অবশ্যম্ভাবি বিনাশে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে ! তোমার শোক করা উচিত নয়, শোকে কার্য্য নাশ হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টা হীন ব্যক্তির শত্রু। শোককারী ব্যক্তি শত্রুগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং

স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অপরাজিত অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুরাত্মা জয়দ্রথকে কালি সংহার করিব ; কিন্তু মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই সেই প্রতিজ্ঞা বিঘাতার্থ সিন্ধুরাজকে পৃষ্ঠভাগে সংস্থাপিত করিয়া রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দুর্জ্জয় সৈন্য ও মহারথগণে পরিবৃত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার অতি দুঃসাধ্য হইবে। বিশেষত এক্ষণে দক্ষিণায়ন ; দিবাকর অতি শীঘ্র অস্তে গমন করেন, অতএব বোধ হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে ? এক্ষণে আমার দুঃখ প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

বাসুদেব ধনঞ্জয়ের শোক হেতু শ্রবণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও জয়দ্রথের বধ সাধনার্থ জলস্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমুদায় দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন পাশুপত অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, তাহা হইলে কালি নিশ্চয় তাহা দ্বারা জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে। আর যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে মনে মনে সাবধানে মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাঁহার ভক্ত, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদে সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর জলস্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ লক্ষণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সন্নিহিত হইলে ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, আপনি কেশবের সহিত গগণ মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় কেশব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলে তিনি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণ সেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান্ পর্ব্বতে বায়ুবেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তর দিকে শ্বেত পর্ব্বত ; কুবেরের বিহার প্রদেশস্থিত প্রফুল্ল সরসিজ সম্পন্ন সরোবর এবং পুষ্প ফল সঙ্কীর্ণ, দ্রুমরাজি বিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ, পবিত্র আশ্রম সম্পন্ন, মনোহর বিহগ সমূহে উপশোভিত, স্ফাটিক সদৃশ অগাধ জল পরিপূর্ণ, নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নর গীত ধ্বনিত হেম রূপ্যময় শৃঙ্গে সুশোভিত কুসুমিত মন্দার বৃক্ষ সুবাসিত নানাবিধ ওষধিতে সন্দীপিত মন্দর পর্ব্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুত দর্শন পদার্থ সকল অবলোকন করত সুচিক্কণ অঞ্জনরাশি সন্নিভ কাল পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শর্যাতিবন, পবিত্র অশ্বশির স্থান, আথর্ব্বণগণের স্থান, বৃষদংশ পর্ব্বত, অপ্সরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর শৈল এবং মনোহর প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও নগর সমূহে শোভিত, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভা সম্পন্ন পৃথিবী ও বহুরত্নের আকর অদ্ভুতাকার সমুদ্র সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই রূপে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্য্যটন করত বিস্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মহাত্মা বৃষভধ্বজ তথায় তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এরূপ তেজ যে, বোধ হয় সহস্র সূর্য্য একত্র দেদীপ্যমান হইতেছে। তাঁহার হস্তে শূল, মস্তকে জটা ; পরিধান বল্কল ও অজিন এবং শরীর শ্বেতবর্ণ ও সহস্র লোচনে সুশোভিত। তাঁহার সঙ্গে পার্ব্বতী ও ভাস্বর ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাদ্য, কখন শব্দ, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন হস্ত পদাদির আস্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার গাত্র পবিত্র গন্ধে সুবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ ভবানীপতিরে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মস্তকাবনমন করিলেন। যে মহাত্মা সকল লোকের আদি, অজন্মা, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পরপ্রকৃতি, দেব দানব যক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়, যোগের আধার, পর ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আশ্রয়, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা এবং ধীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয় স্থান ; সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম পদ লাভার্থী জ্ঞানিগণ যাঁহারে প্রাপ্ত হন এবং সংহার কালে যাঁহার কোপের উদয় হয় ; বাসুদেব বাক্য, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারে বন্দনা করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহারে সকল ভূতের আদি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কারণ জানিয়া ভূয়োভূয় অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে সেই কারণ স্বরূপ, আত্ম স্বরূপ, মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত

দেখিয়া প্রসন্নমনে সহাস্য বদনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন হে নরোত্তম বীরদ্বয়! তোমরা গাত্রোত্থান কর; তোমাদের ক্লেশ দূর হউক। তোমাদের মনের অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর; যে কার্য্যের অনুরোধে আগমন করিয়াছ, আমি তাহা সম্পাদন করিব। তোমরা আপনাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদান করিতেছি।

মহামতি বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহাত্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্থান ও অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক দিব্য বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন :—হে দেব! তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ পশুপতি, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্ত, ঈশান ও মখঘ্ন, তুমি অন্ধকঘাতী, কার্ত্তিকেয়ের পিতা, নীলগ্রীব ও বেধা; তুমি পিণাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলোহিত, ধূম্র, ব্যাধ ও অপরাজিত; তুমি নিত্য নীল শিখণ্ডী, শূলধারী, দিব্যচক্ষু, হর্ত্তা, পাতা, ত্রিনেত্র ও বসুরেতা; তুমি অচিন্ত্য, অম্বিকানাথ, সর্ব্ব দেবস্তুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিল, ও ব্রহ্মচারি; তুমি সলিল মধ্যস্থ তপস্বী, ব্রহ্মণ্য অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বব্যাপী, তুমি ভূতগণের সেবনীয়, প্রভু, ও বেদমুখ, তুমি সর্ব্ব, শঙ্কর ও শিব, তুমি বাক্যের পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহত্তের পতি; তুমি সহস্রশিরা, সহস্রভুজ,সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ ও অসংখ্যেয় কর্ম্মা, তুমি সংহর্ত্তা হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যকবচ, ভক্তানুকম্পী তোমারে নমস্কার! হে প্রভো! আমাদিগের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

হে মহারাজ! বাসুদেব ও অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত এই রূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রসন্ন মনে উৎফুল্ল নয়নে সমস্ত তেজোনিধান বৃষধ্বজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বাসুদেব নিবেদিত স্বকৃত নিশার্হ নিত্য উপহার অবলোকন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেব ও বাসুদেবকে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন, হে দেব! আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে অভিলাষ করি।

মহাদেব ধনঞ্জয়ের অভিলাষ অবগত হইয়া সস্মিতবদনে তাঁহারে ও বাসুদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তমদ্বয়! আমি তোমাদিগের মনের অভিলাষ অবগত হইয়াছি; তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি অবি-লম্বে তাহা প্রদান করিতেছি। এই স্থানের অতি সন্নিকটে এক অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে, সেইসরসীতে দিব্যধনু ও শর নিহিত রহিয়াছে, ঐ শর ও শরাসন দ্বারা আমি সংগ্রামে সুরারিগণকে সংহার করিয়াছিলাম। তোমরা সেই ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর।

তখন নর ওনারায়ণ তথাস্তু বলিয়া মহাদেবের পারিষদগণ সমভিব্যাহারে শত শত বিস্ময়কর দিব্য পদার্থ সমাকুল, পরম পবিত্র, সর্ব্বার্থ সাধক, সূর্য্যমণ্ডল সন্নিভ সেই বৃষভধ্বজ নির্দ্দিষ্ট সরোবরে গমন করিলেন। তথায় সলিলের অভ্যন্তরে দুইটী ভুজঙ্গ তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল; একটী নিতান্ত ভীষণ এবং দ্বিতীয়টী সহস্রশীর্ষ ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। উহার সহস্র মুখ হইতে বিপুল অনল শিখা বিনির্গত হইতেছে। তখন বেদজ্ঞ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব জল স্পর্শ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পরম যত্ন সহকারে মহাদেবকে স্মরণ ও অসংখ্য প্রণাম এবং শত রুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়া সেই নাগদ্বয়কে নমস্কার করত আরাধনাকরিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাভুজগ-দ্বয় ভগবান্ রুদ্রের মাহাত্ম্যে নাগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুনাশন শর ও শরাসনের রূপ ধারণ করিল। মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই প্রজ্জ্বলিত সম্পন্ন ধনু ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আনয়ন ও মহাদেবকে প্রদান করিলেন। তখন পিঙ্গলাক্ষ ধূমলবর্ণ, তপস্যার আধার এক মহা-বল পরাক্রান্ত ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া সেই ধনু গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা প্রসার ও বাম পদ সংকোচ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শর সমেত সেই শরাসন আক-র্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম ধনঞ্জয় তাঁহার মৌর্ব্বী আকর্ষণ, ধনুর্দ্ধারণ ও পাদ সংস্থান অবলোকন এবং ভবমুখ নিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন বলবান্ প্রভাবশালী ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই সেই শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। স্মৃতিমান অর্জ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্ব্বে অরণ্যানী মধ্যে মহেশ্বরের নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বর এবং উঁহার সন্দর্শন সফল হউক। মহাদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীত মনে তাঁহারে ভীষণ পাশুপত অস্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার হও বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় পুনরায় ঈশ্বর হইতে দিব্য পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া আপনারে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে হৃষ্টচিত্তে মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জম্ভাসুরবধার্থী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহাসুর নিপাতী মহেশ্বরের অনুমতি অনুসারে প্রীত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই রূপ তাঁহার অনুমতি লইয়া পরমানন্দে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কৃষ্ণ ও দারুকের পরস্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন। পাণিস্বনিক, মাগধ, মাধুপর্কিক, বৈতালিক ও সূতগণ স্তব পাঠ, নর্ত্তকগণ নৃত্য, সুস্বর গায়কগণ কুরুবংশের স্তুতিযুক্ত মধুর সংগীত এবং সুনিপুণ সুশিক্ষিত হৃষ্টস্বভাব বাদ্যকরগণ মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। মহামূল্য শয্যায় শয়ান মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই মেঘনির্ঘোষ সদৃশ গগণস্পর্শী মহাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্নানগৃহে গমন করিলেন। তথন স্নাত শ্বেতাম্বরধারী তরুণ বয়স্ক অষ্টাধিক শত স্নাপক পরিপূর্ণ কাঞ্চন কুম্ভ সমুদায় লইয়া তাঁহারসমীপে সমুপস্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লঘুবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নৃপাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপূত চন্দন জলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত বলবান্ ভৃত্যগণ কষায় দ্রব্যে তাঁহার গাত্র মার্জ্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত সুগন্ধি জলে ধৌত করিয়া দিল। তিনি জলশোষণের নিমিত্ত মস্তকে রাজহংসসন্নিভ শুভ্র উষ্ণীষ বেষ্টন করিলেন। তৎপরে অঙ্গে মনোহর চন্দন লেপন, মাল্য ধারণ ও বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত সাধুগণের পদ্ধতি অনুসারে জপ সমাপন করিয়া বিনীতভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পবিত্র সমেত সমিধ ও মন্ত্রপূত আহুতিদ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদজ্ঞ, বেদব্রত, স্নাত দীক্ষান্ত স্নাত, অনুচর সহস্র সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও আট সহস্র গৌরী গর্ভজাত তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া মধু, ঘৃত, ফল, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক কাঞ্চন নিষ্ক, অলঙ্কৃত এক শত অশ্ব, বস্ত্র, অভিলষিত দক্ষিণা ও দোহনশীল সবৎস হেমশৃঙ্গ রৌপ্যখুর কপিলা ধেনু প্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বস্তিক, বর্দ্ধমানও কাঞ্চনময় নন্দ্যাবর্ত্ত গৃহ, মাল্য, জলকুম্ভ, প্রজ্বলিত হুতাশন, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, মাঙ্গল্য দ্রব্য, রোচনা, অলঙ্কৃত সুলক্ষণ কামিনীগণ, দধি, ঘৃত, মধু, জল ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি পূজিত দ্রব্যসকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহ্য কক্ষায় আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার পরিচারকগণ সুবর্ণময়, মুক্তা ও বৈদূর্য্য মণি মণ্ডিত, মনোহর আস্তরণে আস্তীর্ণ, উত্তরচ্ছদ সমেত, বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত, সর্ব্বতোভদ্র আসন আনয়ন করিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই আসনে উপবেশন করিলে তাঁহার শুভ্রবর্ণ মহামূল্য ভূষণ সমুদায় সমানীত হইল। তিনি মুক্তাভরণে সুসজ্জিত হইলে তাঁহার রূপ শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। ভৃত্যগণ শশধরের ন্যায় পাণ্ডুর সুবর্ণ দণ্ডমণ্ডিত চামর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি চপলাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে স্তাবকগণ স্তব, বন্দিগণ বন্দনা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বন্দিগণের ঘোরতর শব্দ, রথ সমূহের নেমি শব্দ ও অশ্বগণের খুর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং গজঘণ্টা নিনাদ, শঙ্খ নিস্বন ও মানবগণের পদ শব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় শব্দ তিরোহিত হইলে কুণ্ডলধারী বদ্ধখড়্গ সন্নদ্ধকবচ তরুণবয়স্ক দ্বারবান্ অভ্যন্তরে আগমন পূর্ব্বক জানু দ্বারা ভূতলে অবস্থান ও মস্তক দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া হৃষীকেশের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল। তথন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম পূজিত মাধবের নিমিত্ত আসন ও অর্ঘ আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারে প্রবেশিত ও বরাসনে উপবেশিত করিয়া স্বাগত প্রশ্ন ও বিধিবৎ পূজা করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে প্রত্যভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকলও প্রসন্ন হইয়াছে? মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহারে সেইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর দৌবারিক যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক করপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! বীরগণ সমুপস্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরগণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তথন

বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়গণ কুরুকুলসম্ভূত যুযুৎসু, পাঞ্চালনন্দন উত্তমৌজা, সুবাহু, যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নির্ম্মল আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা মহাদ্যুতি মহাবল বীর্য্যশালী কৃষ্ণ ও সাত্যকি একাসনে সমাসীন হইলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই সকল ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে কমললোচন কৃষ্ণকে মধুরবাক্যে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ একমাত্র তোমারে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগের রাজ্য নাশ, শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ও নানাবিধ ক্লেশ, সকলই অবগত আছ। হে সর্ব্বেশ! হে ভক্তবৎসল! হে মধুসূদন! আমাদের সকলেরই সুখ ও যুদ্ধে গমন তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার মন যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার প্রসাদে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়। হে বার্ষ্ণেয়! আজি তুমি তরণীস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখ ও ক্রোধরূপ মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর। সারথি যত্ন করিলে যুদ্ধে যেরূপ কার্য্য করিতে পারে, রিপুবধোদ্যত রথী কদাচ সেরূপ করিতে পারেন না। অতএব হে শঙ্খচক্র গদাধর! এই অতলস্পর্শ কুরুসাগরে নিমগ্ন তরণীহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি আপৎকালে বৃষ্ণিগণকে যেরূপ পরিত্রাণ করিয়া থাক, সেইরূপ আমাদিগকেও এক্ষণে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! হে সনাতন! হে ক্ষেমঙ্কর! হে বিষ্ণু! হে জিষ্ণু! হে হর! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমারে নমস্কার। নারদ তোমারে পুরাতন ঋষি, বরদ, শার্ঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বাক্য সার্থক কর।

ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে এই কথা কহিলে বাগ্মী বাসুদেব মেঘগম্ভীর শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যে প্রকার ধনুর্দ্ধর, বীর্য্যবান্, অস্ত্র সম্পন্ন, রণবিখ্যাত, অমর্ষী ও তেজস্বী, অমর লোকেও কেহ সেরূপ নাই। সেই তরুণবয়স্ক বৃষস্কন্ধ দীর্ঘবাহু সিংহগতি মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার শত্রুগণকে সংহার করিবেন। আমিও অর্জ্জুনের ন্যায় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবল অর্জ্জুন সেই পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রস্বভাব সৌভদ্রঘাতী জয়দ্রথকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ধরাতল হইতে অপসারিত করিবেন। গৃধ্র, শ্যেন ও প্রচণ্ড গোমায়ু প্রভৃতি নরমাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি সঙ্কুল যুদ্ধে তাহারে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যমরাজের রাজধানী গমন করিতে হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! আজি ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন, আপনি বিশোক, বিজ্বর ও ঐশ্বর্য্যশালী হউন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তাঁহাদের সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহু দ্বারা তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক সস্মিতবদনে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার যেরূপ কান্তি এবং জনার্দ্দন আমাদের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধে তোমারই জয় লাভ হইবে। তখন ধনঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে অতি আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত স্বপ্নে শিব সমাগমের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মস্তক দ্বারা ধরাতল স্পর্শপূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমুদয় সুহৃদ্গণকে সংগ্রামে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে ত্বরমান, সুসংরব্ধ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি বাসুদেব ও ধনঞ্জয় রাজারে অভিবাদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকি ও বাসুদেব এক রথে আরোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুন নিবেশনে উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেব সারথির ন্যায় ধনঞ্জয়ের বানরধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘগম্ভীর নির্ঘোষ তপ্তকাঞ্চন প্রভা সম্পন্ন সেই উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের

আহ্নিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কিরীট, হেমবর্ম্ম, শরাসন ও শর ধারণ পূর্ব্বক রথ প্রদক্ষীণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তপঃপরায়ণ, বিদ্যাসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ, ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদ পূর্ব্বক তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুমেরু শৃঙ্গে দিবাকরের যেরূপ শোভা হয়, কাঞ্চনমণ্ডিত রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় সেই জৈত্রে ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যেমন অশ্বিনীকুমার যুগল শর্য্যাতির যজ্ঞে আগমন কালে ইন্দ্রের সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুযুধান ও জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। বৃত্রাসুর বধার্থ গমনকালে মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সারথিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ ধনঞ্জয়ের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। শশধর যেমন তিমির নাশের নিমিত্ত বুধ ও শুক্রের সহিত গমন করেন, ইন্দ্র যেমন তারা নিমিত্তক যুদ্ধে বরুণ ও সূর্য্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন; সেইরূপ ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে বধ করিবার নিমিত্ত সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদকগণ বাদিত্র শব্দ এবং সূত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়াশীর্ব্বাদ, পুণ্যাহ ধ্বনি এবং সূত ও মাগধগণের স্তুতি নিনাদ বাদ্য ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল, ঐ সময় পুণ্যগন্ধবাহী শুভ সমীরণ পাণ্ডবগণকে হর্ষিত ও তাঁহাদের অরাতিগণকে শোষিত করিয়া অর্জ্জুনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং জয় সূচক বিবিধ শুভ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল।

ধনঞ্জয় জয় লাভের লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিরে কহিলেন, হে যুযুধান! আজি যেরূপ নিমিত্ত সকল অবলোকন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার জয় লাভ হইবে। অতএব জয়দ্রথ আমার বীর্য্য প্রভাবে যমলোক গমন করিবার নিমিত্ত যেস্থানে অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। কিন্তু জয়দ্রথকে বধ করা যেমন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাও সেইরূপ নিতান্ত আবশ্যক, অতএব আজি রাজার রক্ষার্থে তোমায় নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহারে যে প্রকার রক্ষা করিয়া থাকি, তুমিও সেই প্রকার রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই। তোমারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে, এমন লোক নয়নগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান; ইন্দ্রও তোমারে জয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি বা মহারথ প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছু মাত্র চিন্তা নাই। যেস্থানে আমি বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, সেখানে কখনই বিপদ হয় না। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া সাধ্যানুসারে রাজারে রক্ষা করিও; অরাতি নিপাতন সাত্যকি অর্জ্জুনের বাক্যে স্বীকার করিয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব সমাপ্ত।

জয়দ্রথবধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ অভিমন্যুশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পর দিন কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কৌরবগণ অরাতি নিপাতন সব্যসাচীর অসাধারণ কার্য্য সকল অবগত থাকিয়াও কি রূপে তাদৃশ অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন? পুত্রশোকসন্তপ্ত কালান্তক যমোপম কপিধ্বজ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসন বিধুনন করত সংগ্রাম স্থলে আগমন করিলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ কি প্রকার তাঁহারে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই বা কি করিলেন? আর সংগ্রাম স্থলে দুর্য্যোধনেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয় এই সমুদায় বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

আজ আর আনন্দ ধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আজি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সূত ও মাগধগণের স্তুতিপাঠ এবং নর্ত্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণকুহর নিরন্তরনিনাদিত হইত, আজি তাহারা দীনভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে সত্যধৃত সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম; কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না।

হে সঞ্জয়। এই সমুদায়ই আমার পরিবেদনের কারণ ; হায়আমি কি পুণ্যহীন! আজি পুত্রগণের নিবেশন নিরুৎসাহ ও আর্ত্তস্বরে নাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি। বিবিংশতি, দুর্মুখ, চিত্রসেন বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাহার উপাসনা করেন, যে মহাধনুর্দ্ধর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলম্বন যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বিবিধ মনোহর গীত বাদ্য দ্বারা দিবারাত্র কালযাপন করিতেন এবং কৌরব, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ সতত যাঁহার উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বত্থামার গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্ত্তক মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামারে নিরন্তর উপাসনা করিত,আজি তাহাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ংসময়ে যে মহাধ্বনি হইত এবং কৈকয়গণের শিবিরেআনন্দিত স্বভাব সৈন্যগণ নৃত্য কালে যে মহান্ তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল যাজক যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতেন, আজি তাঁহাদিগের শব্দ শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের গৃহে অবিরত মৌর্ব্বীধ্বনি, বেদ ধ্বনি এবং তোমর, অসি রথ ধ্বনি হইত,আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। নানা দেশীয় গীত ও বাদিত্রধ্বনিও আজি অন্তর্হিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! মহাত্মা জনার্দ্দন যে সময়ে সকল লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ সন্ধিস্থাপনের অভিলাষে বিরাটনগর হইতে আগমন করিলেন, আমি তখন মূর্খ দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, দুর্য্যোধন! এই সময় কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। আমার মতে সন্ধিসংস্থাপন সময়োচিতই হইতেছে,অতএব আমার বাক্যলঙ্ঘন করিও না। মহাত্মা বাসুদেব তোমার হিতার্থেই সন্ধিপ্রার্থনা করিতেছেন; যদি তুমি তাঁহারে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে সংগ্রামে কদাচ তোমার জয়লাভ হইবে না। হে সঞ্জয়! আমি এইরূপে বারংবার দুর্য্যোধনকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু ঐ কুলাঙ্গার কালপরিপাক বশত আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ণ ও দুঃশাসনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কেশবকে প্রত্যাখ্যান করিল। আর দেখ দ্যূত ক্রীড়ায় আমার বা মহাত্মা বিদুর, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ ও দ্রোণের আমাদের কাহারও সম্মতি ছিল না। আমার পুত্র যদি তৎকালে আমাদের মতের অনুবর্ত্তন করিত, তাহাহইলে চিরজীবী হইয়া জ্ঞাতি ও মিত্রের সহিত নিরাপদে পরম সুখে কালযাপন করিত।

আমি তাহারে আরও কহিয়াছিলাম যে পাণ্ডবগণ স্নিগ্ধ স্বভাব, মধুরভাষী, প্রিয়ংবদ, কুলীন, মান্য ও প্রাজ্ঞ, তাহারা অবশ্যই সুখ লাভ করিবে। ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি ইহ লোকে সকল সময়ে সর্ব্বত্রসুখ সম্ভোগ এবং পরকালে কল্যাণ ও প্রসন্নতা লাভ করেন। সামর্থ্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণ পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ ভোগ করিবার উপযুক্ত। এই কুরুকুলোপস্থিত সমুদ্রবেষ্টিত ভূমণ্ডলে তোমাদের ন্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা রাজ্য লাভানন্তর ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ তোমাদিগকে অভিভব করিবে না; ধর্ম্মের অনুগত হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার জ্ঞাতিগণ,শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লিক, কৃপ ও অন্যান্য মহাত্মা ভরতবংশীয়গণ তোমার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে সকল হিতকর কথা কহিবেন, তাহারা অবশ্যই তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে আচরণ করিবে। কেহই পাণ্ডবগণকে তোমার বিপক্ষতাচরণে অনুরোধ করিবে না। যদিও করে তাহাও কোন কার্য্যকারক হইবে না; কারণ কৃষ্ণ কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাণ্ডবগণ তাঁহার অনুগত, আর আমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিলে তাহারা অন্যথা করিতে পারিবে না।

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ সহকারে অনেকবার দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূঢ় কাল প্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না! অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে,আমাদের আর নিস্তার নাই। দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর বৃকোদর, অর্জ্জুন, বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপ উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, সোমকতনয় ক্ষত্রধর্ম্মা,কেকয় দেশীয় ভূপতিগণ, চৈদ্য, চেকিতান, কাশ্যের পুত্র বিভু, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ এবং পুরুষ প্রধান নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং মহামতি মধুসূদন মন্ত্রী, কোন্ জীবিতার্থী ব্যক্তি সে সময়ে সম্মুখীন হইতে সাহস করিতে পারে? ফলতঃ দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন আমাদের পক্ষীয় আর কোনবীরই সংগ্রামে অরাতিগণ নিক্ষিপ্ত নিশিত শর নিকর সহ্য করিতে সমর্থ নহে। হে সঞ্জয়! ভগবান্ মধুসূদন যাহাদের অশ্বরশ্মি ধারণ করেন, বর্ম্মধারী অর্জ্জুন যাহাদের যোদ্ধা, কখনই তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার মুখে ভীষ্মের ও দ্রোণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি যে এক্ষণে আমার পুত্রগণ দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুরের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সফল হইতেছে দেখিয়া এবং নির্ব্বোধ দুর্য্যোধন আমার সেই বিলাপ স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতেছে। শৈলের ও

অর্জ্জুনের শরে সৈন্যগণকে অভিভূত ও রথ সকল বীরশূন্য সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রেরা বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। হিমাত্যয়ে সমীরণ সহায় হুতাশন যেমন শুষ্কতৃণ সকল দগ্ধ করে তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে।

হে সঞ্জয়! অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু রণে নিহত হইলে তোমাদিগের অন্তঃকরণে কি রূপ হইয়াছিল? মহাবীর গাণ্ডীবধন্বার অপকার করিয়া তাহার ক্রোধবেগ সহ্য করে আমাদের পক্ষে এমন কেহই নাই। হায়! লোভপরতন্ত্র, দুর্ব্বুদ্ধি, ক্রোধবিক্তাত্মা, রাজ্যলোলুপ দুর্য্যোধনের দুর্নীতি নিবন্ধনই আমার সমুদায় পুত্রেরা এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে অভিমন্যু বধানন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, সৌবল ও কর্ণ ইহারা এই বিষম বিপত্তি সময়ে কি রূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিল এবং দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে সুনীত বা দুর্নীতির অনুবর্ত্তী হইল; তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিল, মহারাজ! যুদ্ধ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, আমি তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! বিগত সলিল প্রদেশে সেতু বন্ধন যেমন কোন ফলোপধায়ক হয় না, আপনকার অনুতাপও এক্ষণে সেইরূপ নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। কৃতান্তের অদ্ভুত নিয়ম অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পূর্ব্বে কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্যূত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ কুরুপাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি পূর্ব্বে কৌরবগণকে অবাধ্য দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সংহারে আদেশ করিতেন, অথবা যদি ঐ দুরাত্মারে সৎপথে সংস্থাপন পূর্ব্বক পিতার উচিত কার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে কখনই আপনারে এই দারুণ ব্যসনে নিমগ্ন হইতে হইত না এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য ভূপালগণও আপনার বুদ্ধি ব্যভিচার জানিতে পারিতেন না। হে রাজন্! আপনি ইহলোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রথিত আছেন, তবে কি নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন? অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত বিষয়াসক্ত, এক্ষণে আপনার এই বিলাপ বাক্য বিষমিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন পূর্ব্বে আপনারে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক সম্মান করিতেন, কিন্তু যে অবধি আপনারে অধার্ম্মিক বলিয়া জানিয়াছেন, সেই অবধি আর তাদৃশ সম্মান করেন না। হে মহারাজ! আপনার কুসন্তানগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যায় পরনাই কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও আপনি তৎকালে পুত্রগণের রাজ্য কামনায় সে সমুদায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনারে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আপনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা করিয়া পিতৃপৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত সমুদায় ভূমণ্ডলে উপভোগ করুন। পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু কৌরবগণের বিপক্ষাপহৃত রাজ্য ও যশ প্রত্যাহৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহা অপেক্ষা সমধিক যশোলাভ করিয়া রাজ্য করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্যলোভ বশত তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্য চ্যুত করিয়া তাঁহাদের যশ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধকালে পুত্রদিগকে তিরস্কার ও তাহাদের দোষ কীর্ত্তন করা আপনার কর্ত্তব্য নয়। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ জীবন নিরপেক্ষ হইয়া অগাধ পাণ্ডব সৈন্য সাগরে অবগাহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও বৃকোদর যে সকল সৈন্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কৌরবগণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে? অর্জ্জুন যাহাদিগের যোদ্ধা জনার্দ্দন যাহাদিগের মন্ত্রী এবং সাত্যকি ও বৃকোদর যাহাদিগের রক্ষিতা; কৌরবগণ বা তাহাদের বশবর্ত্তী বীরগণ ব্যতীত আর কোন্ ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি সেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়? ফলতঃ ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা করিতে পারে, কৌরব পক্ষীয় বীরগণ প্রাণপণে তাহাই করিতেছে, কোন অংশে ত্রুটি করিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত কুরুদিগের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সপ্তশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সৈন্য সমুদায় লইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপূর্ণ সৈন্যগণের নানাপ্রকার কোলাহল শ্রবণগোচর হইতে

লাগিল। উহাদের মধ্যে অনেকে শরাসন বিস্ফারণ এবং কেহ কেহ জ্যা পরিমার্জ্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধনঞ্জয় কোথায় বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ কোষ নিষ্কাশিত সুনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট মুষ্টি সম্পন্ন আকাশ সন্নিভ নিশিত অসি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র বীর সংগ্রাম করিবার মানসে অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ পূর্ব্বক শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ চন্দন দিগ্ধ স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ঘণ্টা সংযুক্ত গদা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছিত ইন্দ্র ধ্বজ সদৃশ পরিঘ দ্বারা আকাশমার্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং অনেকে সংগ্রাম মানসে বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত হইয়া নানা প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন কোথায়, মানী ভীমসেন কোথায়, কৃষ্ণ কোথায় এবং তাহাদের সুহৃদ্বর্গই বা কোথায় বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শঙ্খনিনাদ ও স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করত ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরোৎসাহী দ্রোণ, সৈন্যগণ যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলে জয়দ্রথকে কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! তুমি সৌমদত্তি, মহারথ কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, ষষ্ঠিযুত রথ, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত হস্তী ও এক বিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না, অতএব তুমি আশ্বাসিত হও। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রোণের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গান্ধার দেশীয় মহারথ ও বর্ম্মধারি পাশপাণি অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত সুবর্ণ বিভূষিত ত্রিসহস্র সিন্ধুদেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অন্তবিধ অশ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সুনিপুণ আরোহি সমারূঢ় বর্ম্মধারী ভীষণাকার সার্দ্ধসহস্র মত্তমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদায় সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে রহিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য ভূপতি এবং বহুসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের পূর্ব্বার্দ্ধ শকটাকার ও পশ্চার্দ্ধ চক্রাকার। উহার দৈর্ঘ্য চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চার্দ্ধের বিস্তৃতি দশ ক্রোশ। মহাবীর দ্রোণ ঐ ব্যূহের পশ্চার্দ্ধস্থিত পদ্মাকৃতিব্যূহমধ্যে সূচী নামে দুর্ভেদ্য গূঢ় এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সূচীমুখে সমবস্থিত হইলেন, কৃতবর্ম্মার পশ্চাৎ কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা দুর্যোধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতসহস্র যুদ্ধ বিশারদ বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ অসংখ্য সৈন্যের সহিত তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ সেই সূচীনামক গূঢ় ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য শ্বেতবর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় শকটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভোজ ভূপতি দ্রোণের পশ্চাৎ সমবস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বয়ং তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের রক্তাশ্বযুক্ত রথ এবং বেদী ও কৃষ্ণাজিন সম্পন্ন ধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই দ্রোণ নির্ম্মিত ক্ষুব্ধার্ণব সদৃশ অদ্ভুত ব্যূহ অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সমুদায় প্রাণিগণের বোধ হইল যে, এই ব্যূহ, শৈল সাগর ও অরণ্য সমাকুল বিবিধ জনপদ পূর্ণ এই পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য রথী, পদাতী, অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, অরাতিগণের হৃদয়ভেদকারী অদ্ভুত শকট ব্যূহ অবলোকন করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্য সমুদায় যথা স্থানে সংস্থাপিত হইলে সংগ্রাম স্থলে ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধবাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সেনাগণের গভীর গর্জ্জন বাদিত্রের নিস্বন ও শঙ্খের ভীষণ শব্দে সমরক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল এবং ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরস্থল আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীষণ সময়ে সব্যসাচী অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমাদের সেনাগণের দক্ষিণপার্শ্বে অশিব দর্শন শিবা ও ঘোর দর্শন অন্যান্য পশুগণ ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়াবহ সময়ে সহস্র সহস্র নির্ঘাতধ্বনিও উত্থিত হইতে লাগিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইল, সনির্ঘাত রুক্ষ বায়ু মহাবেগে কর্কর সমুদায় সঞ্চালন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন নকুল পুত্র সুবিজ্ঞ শতানীক ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সৈন্যের

ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সহস্র রথ, শত হস্তী, ত্রিসহস্র অশ্ব ও দশসহস্র পদাতি দ্বারা সার্দ্ধ সহস্র ধনু পরিমিত ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনি গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, হে বীরগণ! বেলা যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, সেরূপ অদ্য আমি গাণ্ডীবধারী যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রতাপশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ করিব। আজি তোমরা সংগ্রামে অমর্ষশীল ধনঞ্জয়কে প্রস্তরে সংলগ্ন পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় অবলোকন করিবে। হে যুদ্ধাভিলাষী রথিগণ! তোমাদের কাহারও যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি একাকী পাণ্ডব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বীয় যশ ও মান বর্দ্ধন করিব। ধনুর্দ্ধারী মহামতি দুর্ম্মর্ষণ এই বলিয়া ধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র কবচ সুবর্ণময় কিরীট, শুভ্র মালা, শুভ্র বসন, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, খড়্গধারী, উত্তম রথারূঢ় নারায়ণ সহায় নিবাত কবচ নিহন্তা মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্ম্মর্ষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীব বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারে অমর্ষণ অন্তকের ন্যায়, বজ্রধারী বাসবের ন্যায়, কালপ্রেরিত দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, অক্ষোভ্য শূলপাণির ন্যায়, পাশধারী বরুণের ন্যায়, প্রজাসংজিহীর্ষু যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ও সমুদিত দিনকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৌরব সৈন্যের সম্মুখে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদনও অশঙ্কিত চিত্তে শঙ্খপ্রধান পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদে সেনাগণ রোমাঞ্চিতগাত্র, কম্পিত কলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইল। যেমন অশনি নিস্বনে সমুদায় প্রাণী শঙ্কিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সমস্ত সৈন্য ভীত হইয়া উঠিল। বাহন সকল মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই দারুণ শঙ্খ নাদে সমুদায় বাহন ও সৈন্যগণ উদ্বিগ্ন হইল। কেহ কেহ ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইল এবং অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন! তখন অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত কপি তত্রত্য অন্যান্য জন্তুগণের সহিত মুখব্যাদান পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে পুনরায় শঙ্খ, ভেরী মৃদঙ্গ ও আনক প্রভৃতি নানা প্রকার হর্ষজনক বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। বাদিত্র নিস্বন, সিংহনাদ আস্ফোট ও মহারথগণের চীৎকারে সংগ্রাম স্থল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজন! ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন সেই ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন তুমুল শব্দ শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যে স্থানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থলে শীঘ্র রথ লইয়া গমন কর। আমি এই গজ সৈন্য ভেদ করিয়া অরিবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিব। তখন মহাবাহু কেশব অর্জ্জুনের আদেশানুসারে দুর্ম্মর্ষণের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য রথী, নর ও মাতঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবীর পার্থ অরাতিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় রথিগণও সত্বরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া শরদ্বারা রথিগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। দংশিতাধর উদ্ভ্রান্তনয়ন কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষ সুশোভিত নরমস্তকে ধরাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল, সমন্তাৎ বিনিকীর্ণ যোধগণের মস্তক সমুদায় পুণ্ডরীক বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ নির্ম্মিত বর্ম্ম সকল রুধিরাক্ত হইয়া সৌদামিনী মণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিপক্ক তাল ফল সকল ধরাতলে নিপতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সৈন্যগণের মস্তক সমুদায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে সেইরূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। কবন্ধগণ কেহ কেহ শরাসন অবলম্বন ও কেহ কেহ খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রহারোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল বীর পুরুষেরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব শিরঃপতন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। তুরঙ্গমগণের মস্তক, গজযূথের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহু ও মস্তক সমুদায়ে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার সৈন্যগণ সমুদায় জগৎ অর্জ্জুনময় অবলোকন করত কেহ কেহ এই পার্থ কেহ কেহ পার্থ কোথায় গমন করিতেছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে সেই যোধগণ কাল প্রভাবে সকলকেই অর্জ্জুন জ্ঞান করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্বয়ং স্বশরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। রক্তাক্ত কলেবর সংজ্ঞাহীন বীরগণ রণশয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বান্ধবগণের নাম কীর্ত্তন

করত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, নির্বূহ, খড়্গ, শরাসন, তোমর, বাণ, বর্ম্ম, আভরণ, গদা ও অঙ্গদ যুক্ত ভীষণ ভুজগাকার অর্গল প্রতিম বাহু সকল বাণনিকৃত্ত হইয়া কখন সমুত্থিত কখন বা মহাবেগে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে যে যে ব্যক্তি পার্থের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পার্থের শরনিকর তাহাদের সকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কখন যে, রথোপরি নৃত্য করিতেছেন, আর কখনই বা শরাসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হইল না। তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি সত্বরে শরবিক্ষেপ করিয়া রণভূমিস্থ সমুদায় বীরগণকেই বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তা, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও সারথি অর্জ্জুনের নিশিত শরে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডুতনয় সেই রণস্থলে কি ভ্রমণকারী, কি যুদ্ধমান, কি সম্মুখে সমুপস্থিত সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচিমালী গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া যেমন গাঢ়ান্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন কঙ্কপত্র বিভূষিত শরনিকর দ্বারা সমস্ত গজসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পার্থশরনির্ভিন্ন করি সমুদায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, পৃথিবী প্রলয় কালে ভূধরে সমাকীর্ণ হইয়াছে।

হে মহারাজ! ঐ সময় রোষাবিষ্ট মহাবীর ধনঞ্জয় মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শঙ্কিত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বেগবান্ বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্য বিমর্দ্দিত করিলেন। রথী ও অশ্বারোহীগণ অর্জ্জুন শরে নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ, চাপ কোটি, হুঙ্কার, কশাঘাত, পার্ষ্ণিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা অশ্বসঞ্চালন করত সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল; গজারোহিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ প্রহার দ্বারা মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করত দ্রুতবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে অর্জ্জুনের শরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ হতোৎসাহ ও বিমনায়মান হইতে লাগিল।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবীর কিরীটী অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, কোন্ কোন্ বীর সেই সময়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল? তৎকালে কোন মহাবীর কি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অথবা সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত ও হতাশ্বাস হইয়া অকুতোভয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র তনয় ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকর দ্বারা সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলে অস্মৎপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই হতোৎসাহ ও পলায়ন পরায়ণ হইল; কেহই অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন আপনার পুত্র মহাবীর দুঃশাসন সৈন্যগণের তদ্রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থে অর্জ্জুনাভিগমন করিলেন। ঐ স্বর্ণ কবচ সমাবৃত, সুবর্ণশিরস্ত্রাণধারী, অমিত পরাক্রম মহাবীর অসংখ্য নাগ সৈন্য দ্বারা সব্যসাচীকে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। গজঘণ্টার শব্দ, শঙ্খের ধ্বনি, জ্যাস্ফালন নিনাদ ও করি বৃংহিত দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! ঐ মুহূর্ত্ত অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। দুঃশাসনের করি সৈন্য যেন পৃথিবী মণ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল।

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অঙ্কুশচালিত লম্বিত শুণ্ড গজগণকে পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মকর যেমন উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল, বাতাহত মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই করি সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমরাঙ্গণস্থ সকলেই তাঁহারে প্রলয় কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ, রথ সমুদায়ের চক্রনির্ঘোষ, জনসমূহের চীৎকার, কার্ম্মুকের জ্যানির্ঘোষ, নানাবিধ বাদিত্রের শব্দ, গাণ্ডীব নিনাদ এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বনে নর ও নাগগণ মন্দবেগ ও অচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সায়ক দ্বারা তাহাদের কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শত শত তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত ছিন্নপক্ষ অদ্রির ন্যায় অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী দন্ত

ও গুণ্ডের সন্ধি, কুম্ভ এবংগণ্ডদেশে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় বারংবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর কিরীটী সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা গজারূঢ় পুরুষগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইল যেন মহাত্মা পার্থ পদ্ম নিচয় দ্বারা দেবার্চ্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মনুষ্যগণ যন্ত্রবদ্ধ, ব্রণার্ত্ত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া করিগণের অঙ্গে লম্বমানহইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে অনেকবার অর্জ্জুনের একমুশাণিত শরে দুই তিন জন মনুষ্য বিদীর্ণহইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তিগণ নারাচ দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রুধির বমন করত আরোহীর সহিত ক্রমবান পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা রথিগণের মৌর্ব্বী, ধ্বজ, ধনু, যুগ ও ঈষা ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান, কখন শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। কেবল এই মাত্র বোধ হইতে লাগিল যে, যেন মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন কুণ্ডলাকার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। ঐ সময় অনেক মাতঙ্গ অর্জ্জুনের নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রক্তোদগার করত ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই রণস্থলে চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল! কার্ম্মুক, অঙ্গুলিত্র, খড়্গ, কেয়ূর ও কনকালঙ্কার ভূষিত ছিন্ন বাহু সকল দৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য ভূষণ ভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, চক্রবিমথিত অক্ষ, ভগ্ন যুগ, নিপাতিত মহাধ্বজ রাশি রাশি মালা, আভরণ ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও চর্ম্মচাপধারী ক্ষত্রিয়গণ ইতস্ততঃ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রণভূমি অতি ঘোর দর্শন হইয়া উঠিল। হে রাজন্! এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দুঃশাসনও পার্থশরে অর্দ্দিতাঙ্গ হইয়া শঙ্কিতচিত্তে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের আশ্রয় গ্রহণার্থে শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

সব্যসাচী মহারথ অর্জ্জুন এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্য বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ব্যূহ সম্মুখে দ্রোণাচার্য্যকে অবস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণেরঅনুমতিক্রমে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও কল্যাণ করুন। আমি আপনার প্রসাদে এই দুর্ভেদ্য চমূ মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্য বলিতেছি, আমি আপনারে পিতার সমান, কৃষ্ণের সমান ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজের সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। হে তাত! আপনি অশ্বত্থামারে যেরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, আমারেও সর্ব্বদা সেইরূপে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুগ্রহে রণস্থলে নরোত্তম সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অগ্রে আমারে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা অর্জ্জুন ও তাঁহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে স্বীয় সায়ক দ্বারা দ্রোণের শর জাল নিবারণ পূর্ব্বক ভীষণাকার বাণ সকল নিক্ষেপ করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ ছেদন পূর্ব্বক বিষাগ্নি সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয়, কি রূপে আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিবেন এই চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বীর্য্যবান্ দ্রোণ সত্বরে তাঁহার চাপজ্যা ছেদন পূর্ব্বক শর দ্বারা রথধ্বজ, ঘোটক ও সারথিরে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে অর্জ্জুনকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর পার্থ সত্বরে কার্ম্মুকে অপর জ্যা আরোপণ করিয়া আচার্য্যকে হস্তলাঘবপ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত একবারে ছয় শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে কখন সপ্তশত কখন সহস্র ও কখন অযুত সংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। রথিগণ ধনঞ্জয়ের শর প্রভাবে অস্ত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ব বিহীন এবং নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গ সকল বজ্রচূর্ণিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, বাতাহত মেঘের ন্যায়, হুতাশন দগ্ধ গৃহের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। সহস্র সহস্র অশ্ব হিমালয় প্রস্থে বারিবেগাহত হংস কুলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। যুগান্ত

কালীন সূর্য্য যেমন জাল দ্বারা অগাধ জল রাশি ক্ষয় করেন, তদ্রূপ মহাবীর পার্থ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট করিলেন।

তখন মেঘ যেমন রবিকিরণ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়ের শরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক অরাতিঘাতক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আচার্য্যের নারাচ প্রহারে ভূমিকম্প কালীন অচলের ন্যায় ব্যাকুলিত হইলেন এবং অবিলম্বে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ বাণে বাসুদেবকে ও ত্রিসপ্তি বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিন শর প্রহারে তাঁহার রথধ্বজ বিপাটিত করিলেন এবং হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, দ্রোণাচার্য্যের সায়ক সকল অনবরত নিপতিত হইতেছে এবং তাঁহার ভীষণ শরাসন মণ্ডলাকারই রহিয়াছে। হে মহারাজ! দ্রোণ বিসৃষ্ট কঙ্কপত্র ভূষিত শর সকল কেবল বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতিই ধাবমান হইল।

তখন মহামতি বাসুদেব দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই ভয়ানক যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া প্রকৃতি কার্য্য সাধন চিন্তা করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমদের আর কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়। দ্রোণের সহিত অনেক ক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে; অতএব চল উহাঁরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করি। মহাবীর অর্জ্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে তোমার যাহা অভিরুচি এই কথা বলিয়া দ্রোণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করত বিবৃত্তমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সমরে শত্রু পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও না? তখন অর্জ্জুন বলিলেন, হে আচার্য্য! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্র সমান শিষ্য। বিশেষত আপনারে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে এমন কেহই নাই।

জয়দ্রথ বধোৎসুক মহাবাহু বিভৎসু দ্রোণকে এই কথা বলিয়া সত্বরে কৌরব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্র রক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুত্রশোকে সন্তপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কৌরব পক্ষীয় জয়, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কাম্বোজ ও শ্রুতায়ু তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বীরগণের অনুগামী দশ সহস্র রথী এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, মাবেল্লক, ললিথ, কৈকয়, মদ্রক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্ব্বে কর্ণ কর্তৃক পরাজিত কাম্বোজ দেশীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণ পণে বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে পরস্পর স্পর্দ্ধাশীল যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ করত ঔষধাদি যেমন ব্যাধি নিবারণ করে, তদ্রূপ জয়দ্রথ বধোৎসুক ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে প্রতিরোধ ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে রথীশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ ব্যাধিগণ যেমন দেহ সন্তাপিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যরশ্মি সন্নিভ নিশিত শর নিকর দ্বারা শত্রু সৈন্যগণকে নিতান্ত তাপিত করিতে লাগিলে প্রতাপশালী পাণ্ডু তনয়ের বিষম বিশিখ প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অশ্ব সকল গাঢ়বিদ্ধ, রথ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, আরোহি সমবেত কুঞ্জরগণ ধরাতলে নিপতিত, ছত্র সকল নিকৃত্ত ও রথ সকল চক্র বিহীন হইল। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাঁহার শরজালপ্রভাবে সংগ্রাম স্থলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে অজিহ্মগামী বাণ দ্বারা সেই কৌরব বাহিনী কম্পিত করিয়া মহারথ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বশিষ্য অর্জ্জুনের উপর মর্ম্মভেদী অজিহ্মগামী পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রবিদ্যাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রোণের শরবেগ নিবারণ করত ধাবমান হইলেন এবং সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা আচার্য্যের ভল্লাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে রণ স্থলে দ্রোণাচার্য্যের এই এক আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিলাম যে, যুবা অর্জ্জুন যুদ্ধে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও কোনক্রমে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মহামেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি অনবরত বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ পার্থের উপর শর

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের সায়ক সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পঞ্চবিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের বক্ষস্থলে ও ভুজদ্বয়ে সপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মতিমান ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া শাণিত সায়কবর্ষী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন কল্লান্ত কালীন অগ্নি-সদৃশ দ্রোণের শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোজ রাজের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে দ্রোণের শরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া ভোজসৈন্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করত কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা অনাকুলিত চিত্তে কঙ্কপত্র ভূষিত দশ শর দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুনও শর পীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রত্যেকের উপর পঞ্চ বিংশতি শর প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ অগ্নি শিখাকার এক বিংশতি শর দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষস্থল ভেদ ও পুনরায় তাঁহার উপর শাণিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মহামতি কেশব অর্জ্জুনকে কৃতবর্ম্মার সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। তখন তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! কৃতবর্ম্মার প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই, সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বকসত্বরে উহারে সংহার কর। মহাবীর অর্জ্জুন কেশব বাক্যে অবিলম্বে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মারে মূর্চ্ছিত করিয়া মহাবেগে কাম্বোজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধনঞ্জয়কে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সশর শরাসন কম্পিত করত তাঁহার চক্র রক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধামন্যুর উপর তিন ও উত্তমৌজার উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্ম্মারে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারাও অন্য কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক তাহারে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যুও উত্তমৌজা কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবর্ম্মার শরে নিবারিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অরিনিসূদন ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কৃতবর্ম্মাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও বিনাশ করিলেন না। মহাবীর রাজা শ্রুতায়ুধ পার্থকে কৌরব সৈন্য মধ্যে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসন কম্পিত করত সত্বরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর তিন ও জনার্দ্দনের উপর সপ্ততি সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অর্জ্জুনের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন মহা হস্তির উপর অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ শ্রুতায়ুধের উপর নতপর্ব্ব নবতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শ্রুতায়ুধের ধনু ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাত বাণে তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ পাণ্ডবের পরাক্রম দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক নয় বাণে অর্জ্জুনের বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ ধনঞ্জয় শ্রুতায়ুধের উপর সপ্ততি নারাচ ও সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাহার সারথি ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্য সম্পন্ন মহারাজ শ্রুতায়ুধ এইরূপে পার্থের শরে অশ্বহীন ও সারথি বিহীন হইয়া ক্রোধভরে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা হস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ শ্রুতায়ুধ মহীপতি বরুণের পুত্র। শীততোয়া মহানদী পর্ণাশা উহার জননী। মহানদী পর্ণাশা এই পুত্র অরাতিগণের অবধ্য হউক বলিয়া বরুণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে তিনি প্রীত হইয়া কহিলেন, সরিদ্বরে! আমি এই দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহার প্রভাবেই তোমার পুত্র

অবধ্যতা লাভ করিবে। হে ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অমর হইতে পারে না। এই ভূমণ্ডলে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারে অবশ্যই কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার এই পুত্র এই অস্ত্রের প্রভাবে রণস্থলে শত্রু-দিগের অজেয় হইবে; তুমি মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর। বরুণ-দেব এই বলিয়া শ্রুতায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদা প্রদান করি-লেন। শ্রুতায়ুধ গদা গ্রহণ করিলে ভগবান্ জলাধিপতি কহি-লেন, বৎস শ্রুতায়ুধ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবে, তাহার উপর এই গদা কদাচ প্রয়োগ করিও না; যদি কর তাহা হইলে ইহা প্রতীপগামিনী হইয়া তোমারেই বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সেই বরুণদত্ত গদাপ্রভা-বেই ত্রিলোক মধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠেন। তিনি সেই গদা সমুদ্যত করিয়া অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশত জলাধিপতির বাক্য রক্ষা না করিয়া তদ্দ্বারা জনার্দ্দনকে প্রহার করিলেন। মহাবীর বাসুদেব অনায়াসে স্বীয় পীন স্কন্ধদেশে সেই গদাঘাত সহ্য করিলেন। প্রবল বায়ু যেমন বিন্ধ্য গিরিকে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সেই গদা মধুসূদনকে কম্পিত করিতে পারিল না; প্রত্যুত বরুণের বাক্যানুসারে উহা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অমর্ষণ মহাবীর শ্রুতায়ুধকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও অরাতিনিপাতন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহা-রাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সমরপরাঙ্মুখ কেশবকে গদা প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই জলাধিরাজের বাক্যানুসারে স্বীয় গদা-ঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে বায়ু-বেগ ভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণ শত্রুতাপন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন কাম্বোজ রাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগশালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্থ সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে শর সকল বর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর সুদক্ষীণ গাণ্ডীব প্রেরিত তীক্ষ্ণশরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে প্রথমত অর্জ্জুনকে দশ ও বাসুদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তৎপরে পুনরায় অর্জ্জুনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধনু ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে দুই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ অর্জ্জুনের ভল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ নিক্ষিপ্ত মহা-শক্তি প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় মহারথ অর্জ্জুনের উপর নিপতিত হইয়া কলেবর বিদারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহা-তেজা অর্জ্জুন শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা সুদ-ক্ষিণকে এবং তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু ও সারথিরে বিদ্ধ করি-লেন। তৎপরে ভূরি ভূরি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিষম শর প্রভাবে কাম্বোজরাজ-তনয় সুদক্ষিণের বর্ম্ম ছিন্ন, গাত্র শিথিল এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। বসন্তাগমে পর্ব্বত শিখরজাত শাখাযুক্ত কর্ণিকার যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কাম্বোজরাজ-তনয় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন। সেই মহার্হাভরণ ভূষিত তপ্তকাঞ্চন মালালঙ্কৃত প্রিয় দর্শন, তাম্রলোচন মহাবীর অর্জ্জু-নের শরে প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে বোধ হইতে লাগিল, সানুমান পর্ব্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ, ও কাম্বোজরাজতনয় সুদক্ষিণ নিহত হইলে দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্যগণ মহাবেগে ধাবমান হইল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধের নিধন দর্শনে কৌরব পক্ষীয় সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা ক্রোধভরে মহাবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি দেশীয় বীরগণ সকলেই ধনঞ্জয়ের উপর সত্বরে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এক-কালে তাহাদিগের ষষ্টিশত সেনাকে শর নিপীড়িত করিলেন। যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ব্যাঘ্রভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সত্বরে পুনরায় প্রতি নিবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমরবিজয়ী শত্রুনাশক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন

মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অরাতি সৈন্যগণের বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নরমস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণভূমি মধ্যে মস্তক শূন্য স্থান নয়নগোচর হইল না। সহস্র সহস্র কাক ও গৃধ্র উড্ডীয়মান হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের শরে সমুদায় কৌরব সৈন্য উৎসন্ন হইতে আরম্ভ হইলে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিপুল পরাক্রম স্পর্দ্ধাশালী সৎকুলোদ্ভব বীরদ্বয় আপনার পুত্রের হিতসাধন ও স্বীয় মহীয়সী কীর্ত্তি লাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে অতি সত্বরে উভয় পার্শ্ব হইতে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মেঘ যেমন বারি বর্ষণ দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ নতপর্ব্ব সহস্র বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহারথ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে ধনঞ্জয়ের উপর নিশিত তোমরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুকর্ষণ অর্জ্জুন দারুণ অস্ত্রাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিত প্রায় করত স্বয়ং মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মহাবীর অর্জ্জুন অচ্যুতায়ুর শূল প্রহারে সেইরূপ কষ্ট অনুভব করত ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের সেইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে তাঁহারে নিহত বোধ করিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থকে বিচেতন দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহারে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য হইয়া মহারথ শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বাণ বৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর, অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আপনার রথ ও কেশবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শত্রু দ্বয়কে অচলের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব বাণ সমুৎপন্ন হইয়া শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে ঐ বীর দ্বয় অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বায়ুবেগভগ্ন পাদপ দ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের শর সকলও পার্থবাণে বিদারিত হইয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ঐ বীর দ্বয়কে ও তাঁহাদের শর সকল সংহার করিয়া মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন সমুদ্র শোষণের ন্যায় একান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন মহাত্মা পার্থ ঐ বীর দ্বয়ের পদানুগত পঞ্চাশত রথ নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করত কৌরব সেনাগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর পুত্র নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার নিধন দর্শনে শোকে নিতান্তকর্ষিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে বিবিধ শর নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গ যেমন পদ্মসমবেত সরোবর আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। কোন ক্ষত্রিয়ই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। তখন অঙ্গদেশীয় সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ক্রোধন স্বভাব গজারোহীরা এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন ভূপালগণ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে পর্ব্বত প্রমাণ কুঞ্জর সমুদায় দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধন্বা তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সত্বরে তাহাদের মস্তক ও ভূষণালঙ্কৃত বাহু সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমর ভূমি সেই সমুদায় মস্তক ও বাহু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া ভুজগবেষ্টিত কনক শিলার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সায়কোন্মথিত মস্তক ও বাহু সকল বীরগণের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতনোন্মুখ পক্ষী সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শরবিদ্ধ শোণিতস্রাবী কুঞ্জরসকল বর্ষাকালীন গৈরিক ধাতুযুক্ত জলস্রাবী পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় দৃষ্ট হইল। গজপৃষ্ঠগত বিকৃত দর্শন বিবিধ বেশধারী ম্লেচ্ছগণ বিচিত্র নিশিত শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। আরোহী ও পাদ রক্ষক সমবেত নারাচ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র সম্পন্ন তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি শোণিত বমন, কতকগুলি উৎক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি ভ্রমণ এবং অধিকাংশ অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগকেই মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন বিকট বেশ, বিকট চক্ষু, আসুরিক মায়াভিজ্ঞ যবন,

পারদ, শক, বাহ্লিক ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ সম্ভূত নানা যুদ্ধ বিশারদ কালান্তক যম সদৃশ ম্লেচ্ছগণ এবং দার্ব্বাতিসার দরদ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে সঞ্জাত অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনের উপর শর বৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভ শ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়া বিস্তার করিয়া সুশাণিত অস্ত্রদ্বারা মুণ্ডিত, অর্দ্ধমুণ্ডিত,অপবিত্র,জটিলবক্ত্র,একত্রসমবেত সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকে সংহার করিলেন। গিরি গহ্বর নিবাসী গিরিচারিগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কাক, কঙ্ক, বৃক প্রভৃতি শোণিতলোলুপ প্রাণিগণ আনন্দ সহকারে অর্জ্জুনের শানিত শরে নিপাতিত গজ ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছদিগের রুধির পান করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ শর প্রভাবে হস্তী অশ্ব ও রথ সমারূঢ় অসংখ্য রাজপুত্রগণের দেহ হইতে অনবরত শোণিত ধারা বিনির্গত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে রক্ততরঙ্গ সম্পন্ন নিহত করিকুল সমাকীর্ণ সাক্ষাৎ যুগান্ত কালীন কাল সদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইল। নিহত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণ উহার সংক্রম স্বরূপ, শরনিকর প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবল ও শাদ্বল স্বরূপ এবং ছিন্ন অঙ্গুলি সমুদায় ক্ষুদ্র মৎস্য স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যেরূপ কি উন্নত কি অবনত সমুদায় প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণের গাত্র নিঃসৃত শোণিত প্রবাহে রণস্থল একাকার হইল। হে রাজন! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে ষট্ সহস্র অশ্ব ও দশ শত ক্ষত্রিয় বীরগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। শর বিক্ষতাঙ্গ সুসজ্জিত হস্তী সমুদায় বজ্রতাড়িত শৈলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। যেমন মত্ত মতঙ্গ নলবন মর্দ্দন করত ভ্রমণ করে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য গজ, বাজি ও রথ বিনাশ করত রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনল যেমন সমীরণ সাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের সহায্যে নিশিত শর দ্বারা অসংখ্য কৌরব সৈন্য সংহার পূর্ব্বক রথ সমুদায় শূন্য ও নরদেহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চাপ হস্তে রণস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহারথ ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য শর প্রভাবে রণস্থল শোণিতময় করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠাধিপতি শ্রুতায়ু তাঁহারে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন অবিলম্বে কঙ্কপত্র ভূষিত তীক্ষ্ণ শর সমুদায় দ্বারা অম্বষ্ঠরাজের অশ্ব সমুদায় সংহার ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠরাজ অর্জ্জুনের কার্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া গদা হস্তে মহারথ কেশব ও পার্থের নিকট গমন পূর্ব্বক গদা দ্বারা রথের গতি নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিল। অরাতিনাশন অর্জ্জুন কেশবকে গদা তাড়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মেঘ যেমন উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা গদাপাণি মহারথ অম্বষ্ঠকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অপর শরনিকরে তাঁহার গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর অম্বষ্ঠ সেই গদা ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বে অন্য মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ অর্জ্জুন দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার গদাযুক্ত ইন্দ্রধ্বজকার ভুজদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক অন্য এক বাণে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বসুন্ধরা অনুনাদিত করত যন্ত্রমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন অসংখ্য রথ, গজ ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘনঘটাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথবধার্থ দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য ও ভোজ সৈন্যভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট, কাম্বোজ রাজতনয় সুদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ুধ বিনষ্ট এবং সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন! অর্জ্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিয়াছে। এক্ষণে ভয়ঙ্কর লোক ক্ষয়কর কালে অর্জ্জুন বিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যাবধারণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব অর্জ্জুন যাহাতে জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। হুতা!

শন যেমন সমীরণের সাহায্যে শুষ্ক তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে আমার সৈন্যসমুদায় বিনষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বে জয়দ্রথের রক্ষক ভূপালগণের স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, ধনঞ্জয় প্রাণসত্ত্বে কদাচ দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিবে না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা তাহারে সৈন্য ভেদপূর্ব্বক আপনারে অতিক্রম করিতে দেখিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। হে মহাত্মন্! আমি পার্থকে আপনার সমক্ষে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অস্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আপনারে সৈন্যশূন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মহাভাগ। আমি আপনারে পাণ্ডবগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত জানিয়া ইতি-কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইতেছি। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আপনারে প্রীত করি, কিন্তু তৎসমুদায় আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা আপনার একান্ত ভক্ত; তথাচ আপনি আমাদিগের হিতাভিলাষ করেন না; প্রত্যুত আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবদিগকে নিরন্তর প্রীতি করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আমা-দিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুর সদৃশ তাহা আমি এতকাল অবগত ছিলাম না। যদি আপনি পূর্ব্বে অর্জ্জুননিগ্রহে স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি গৃহগমনোন্মুখ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে কদাচ নিবারণ করিতাম না। আমি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রভাবে আপনার অস্ত্রবলে পরিত্রাণেচ্ছা করিয়া মোহবশতঃ সিন্ধুরাজকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। বরং মনুষ্য কৃতান্তের করাল দংষ্ট্রান্তরে নিপতিত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, কিন্তু জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বশবর্ত্তী হইলে কদাচ পরিত্রাণ পাইবেন না। অতএব হে মহাত্মন্ সিন্ধুরাজ যাহাতে অর্জ্জুন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এরূপ উপায় করুন। আমার এই আর্ত্তপ্রলাপে রোষপরবশ হই-বেন না।

দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার আত্মজ অশ্বত্থামার তুল্য; আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। এক্ষণে আমি যাহা নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। কৃষ্ণ সারথিশ্রেষ্ঠ; তাঁহার অশ্ব সকল অতিশয় বেগগামী এবং মহাবীর অর্জ্জুন অত্যল্পমাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হয়। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অর্জ্জুনের গমন কালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকর তাঁহার রথের এক ক্রোশ পশ্চাৎ নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং শীঘ্র গমনে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ পাণ্ডবদিগের সেনাগণ আমাদের সেনা মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে। আরও আমি সকলধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব বলিয়া ক্ষত্রিয় মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় ব্যূহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। তুমি এই জগতের পতি, মহাবল পরাক্রান্ত ও জয়লাভে সুনিপুণ; অতএব যে স্থানে পার্থ অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায় সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়ে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই তুল্যাভিজন তুল্যকর্ম্মা একমাত্র পাণ্ডুতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সমুদায় শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য! ধনঞ্জয় আপনারেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব আমি কি রূপে তাহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আমি কুলিশধারী পুরন্দরকেও সমরে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে কোনমতেই সমর্থ হইব না। যে মহাবীর অস্ত্রবলে ভোজরাজ, হার্দ্দিক্য ও আপনারে পরাজয় এবং সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, অচ্যুতায়ু, অম্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য ম্লেচ্ছ-গণকে বিনাশ করিয়াছে, আমি কিরূপে সেই দহনোন্মুখ হুতাশন সদৃশ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র বিশারদ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। আজি আপনিই বা কি রূপে অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভব-পর বলিয়া বিবেচনা করিলেন। হে আচার্য্য! আমি ভৃত্যের ন্যায় আপনার অধীন, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার যশোরক্ষা করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে রাজন! ধনঞ্জয় যথার্থই দুর্দ্ধর্ষ কিন্তু তুমি যে রূপে তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি এক্ষণে তাহার উপায় বিধান করিতেছি। আজি ধনুর্দ্ধর-গণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করুন, যে মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেছে। হে মহারাজ! আমি তোমার শরীরে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে মানুষাস্ত্র তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমুদায় সুর, অসুর যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্যগণ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। কি কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন, কি অন্য কোন শস্ত্রধারী বীর কেহই তোমার এই কবচে শরক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, অতএব তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সত্বরে অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হও। সে কদাচ তোমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া স্বীয় বিদ্যাবলে সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলস্থিত বীরগণের বিস্ময়োৎপাদন ও দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত সত্বরে উদকস্পর্শ করিয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ করত দুর্য্যোধনের গাত্রে এক তেজ প্রজ্বলিত অদ্ভুত কবচ আসঞ্জিত করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে রাজন! যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর সরীসৃপ এবং এক চরণ, বহু চরণ ও চরণহীন প্রাণিগণের নিকট তুমি নিরন্তর মঙ্গল লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী, অরুন্ধতী, অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, লোকপাল, ধাতা, বিধাতা, দিক্ সকল, দিক্পালগণ, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, ভগবান্ ভাস্কর, দিগ্গজ চতুষ্টয়. ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ এবং যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার ও ভগীরথ প্রভৃতি সমস্ত রাজর্ষিরা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। যিনি রসাতলে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর ধরা ধারণ করিতেছেন, সেই পন্নগ শ্রেষ্ঠ অনন্ত তোমার মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

হে গান্ধারীতনয়! পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও বল বীর্য্য বিহীন হইয়া ভয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে কমলযোনিরে কহিলেন, হে দেবসত্তম! আপনি বৃত্রমর্দ্দিত সুরগণের এক মাত্র গতি হইয়া ইহাঁদিগকে এই মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করুন। তখন ভগবান্ পদ্মযোনি স্বীয় পার্শ্বস্থিত বিষ্ণু ও শক্রাদি সুরগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু এক্ষণে আমি বৃত্রাসুরকে সংহার করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বকর্ম্মার অতি দুঃসহ তেজ প্রভাবে বৃত্রাসুরের জন্ম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্মা দশলক্ষ বৎসর তপশ্চরণ পূর্ব্বক মহেশ্বর নিকটে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সেই অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দুরাত্মা বৃত্রাসুর দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলে তপশ্চরণ নিদান, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, সর্ব্বভূতপতি, ভগনেত্র নিপাতন, ভগবান পিণাকপাণির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অতএব তোমরা অবিলম্বে তথায় গমন কর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিতে পারিবে। তখন সুরগণ ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে তাঁহার সহিত মন্দর পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় কোটি সূর্য্যসঙ্কাশ তেজোরাশি ভগবান্ পিণাকপাণি বিরাজিত হইতেছেন। তিনি দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমারে তোমাদিগের কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আমার দর্শন অমোঘ। অতএব অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুরগণ মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব দুরাত্মা বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজ ক্ষয় করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের কলেবর তাহার প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। তখন মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! মহাবল পরাক্রান্ত প্রাকৃত জনের দুর্নিবার্য্য বৃত্রাসুর যে বিশ্বকর্ম্মার তেজ প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তোমাদের অবিদিত নাই; যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমার গাত্রস্থিত এই ভাস্বর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করত ধারণ কর।

বরদাতা মহাদেব এই বলিয়া ইন্দ্রকে বর্ম্ম ও বর্ম্মধারণ মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ সেই বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বৃত্র সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রাসুর তাঁহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার সন্ধিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবরাজ অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। হে দুর্য্যোধন! সুররাজ পুরন্দর বৃত্রাসুর নিধনানন্তর সেই হরদত্ত বর্ম্ম ও মন্ত্র অঙ্গিরারে প্রদান করেন। তৎপরে অঙ্গিরা স্বীয় মন্ত্রবেত্তা পুত্র বৃহস্পতিরে ও বৃহস্পতি ধীমান অগ্নিবেশ্যকে ঐ মন্ত্র সমবেত বর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন; মহাত্মা অগ্নিবেশ্য উহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। হে নৃপসত্তম! অদ্য তোমার দেহ রক্ষার্থ সেই বর্ম্ম মন্ত্রপূত করিয়া তোমার গাত্রে বন্ধন করিতেছি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আচার্য্য পুঙ্গব দ্রোণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিলেন, হে পার্থিব! পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা সংগ্রাম সময়ে বিষ্ণুর শরীরে এবং তারকাময় যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্য কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজি আমি তোমার গাত্রে ব্রহ্ম সূত্রদ্বারা কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া যথাবিধ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া তাঁহারে সেই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন! মহাবাহু দুর্য্যোধন এইরূপে আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধ কবচ হইয়া ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সহস্র রথ, বিপুল বলশালী সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব অন্যান্য মহারথগণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বিরোচন তনয় বলির ন্যায় মহাড়ম্বরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপ

দুর্য্যোধন অগাধ সমুদ্রের ন্যায় ধাবমান হইলে কৌরবসৈন্য মধ্যে মহাশব্দ সমুত্থিত হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন সমরপ্রবিষ্ট কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে পাণ্ডবেরা সোমকগণ সমভিব্যাহারে ঘোরতর গভীর নিনাদ করিয়া প্রবলবেগে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! তৎকালে ভগবান্ মরীচিমালী গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় ব্যূহের অগ্রভাগে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, তদ্রূপ সমর পূর্ব্বে আর কখন আমরা দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অসংখ্য সৈন্যসমবেত পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণ সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৌরবগণও দ্রোণাচার্য্যকে পুরস্কৃত করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়কনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ গ্রীষ্মকালীন বায়ুতাড়িত উদ্ধত মহামেঘ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া বর্ষাকালীন সলিলপরিপূর্ণ জহ্নবী ও যমুনার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইল। বায়ুবেগসঞ্চালিত মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ সেই সংগ্রামে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরবর্ষণ দ্বারা পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে প্রবল সমীরণ সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন জলরাশি ক্ষুব্ধ করে, তদ্রূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ যেমন সলিলরাশি প্রবলবেগে মহাসেতু ভেদ করিতে ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্যকে ভেদ করিবার নিমিত্ত পরম যত্নসহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও অচল যেমন জলবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ সংক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়দিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপ নরপতিগণ চতুর্দ্দিক হইতে পাঞ্চালগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রু সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে পাণ্ডবদিগের সাহায্যে মহাবীর দ্রোণকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর যেরূপ শর নিক্ষেপ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁহার উপর তদ্রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! শক্তি, প্রাস ও ঋষ্টিসম্পন্ন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎকালে সংগ্রামক্ষেত্রে মহামেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার তরবারি পুরোবর্ত্তী বায়ুর ন্যায়, মৌর্ব্বী বিদ্যুতের ন্যায়, শরাসননিস্বন অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ মহাবীর উপলখণ্ডের ন্যায় শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন, অসংখ্য রথী ও অশ্বসমুদায় ছেদন করিয়া সেনাগণকে প্লাবিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বাণবর্ষণ করত পাণ্ডবদিগের যে যে রথমার্গে গমন করিলেন, মহাতেজা ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরপ্রভাবে সেই সেই স্থান হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অসাধারণ যত্ন করিলেও তাঁহার সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। কতকগুলি সৈন্য ভোজরাজের নিকট গমন করিল, কতকগুলি জলসন্ধের শরণাপন্ন হইল এবং অবশিষ্ট দ্রোণের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যতবার সৈন্যগণকে সংযোজিত করিলেন, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ততবারই তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অরণ্যে রক্ষক বিহীন পশু সকল যেমন ক্রূর শ্বাপদগণকর্ত্তৃক নিহত হয় সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে সকলেরই মনে এইরূপ উদয় হইল যে, সেই তুমুল সংগ্রামে সাক্ষাৎ কাল ধৃষ্টদ্যুম্ন শরবিমোহিত যোদ্ধৃবর্গকে গ্রাস করিতেছে। হে মহারাজ! কুনৃপের রাজ্য যেমন দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও তস্করদ্বারা উৎসন্ন হয়, সেইরূপ আপনার সেনাগণ পাণ্ডবগণের শরপ্রভাবে ধ্বংস হইতে লাগিল। ঐ সময় অর্ককিরণমিশ্রিত শস্ত্র ও বর্ম্ম সমুদায় এবং সেনাগণের চরণসমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা রণভূমিস্থ ব্যক্তিগণের চক্ষুঃপীড়া সমুৎপন্ন হইল।

এইরূপে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও নিপাতিত করত সমরক্ষেত্রে দেদীপ্যমান কালাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে এক এক বাণে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দ্রোণ শরাসনবিমুক্ত শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ হয়, পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দৃষ্টিগোচর হইল না। পাণ্ডব সৈন্যগণ দ্রোণসায়ক ও সূর্য্যকিরণে যুগপৎ সন্তাপিত হইয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন শুষ্ক বন উৎসন্ন

করে, তদ্রূপ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ এইরূপে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র মহারথ বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ কুন্তীপুত্র ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বীর্য্যবান্ ক্ষেমধূর্ত্তি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের অনুগমন করিলেন। সৎকুল সম্ভূত মহাতেজস্বী মহারথ বাহ্লীক নৃপতি অমাত্য ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে দ্রৌপদী তনয়দিগের অবরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! শৈব্য সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কাশিরাজের মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে আক্রমণ করিলেন। মদ্র দেশাধিপতি শল্য জ্বলন্ত পাবক সদৃশ অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। অমর্ষ পরায়ণ কবচাবৃত মহাবীর দুঃশাসন স্বসৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক মহারথ সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং চারিশত মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য লইয়া চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি চাপ, শক্তি ও খড়্গধারী সপ্তশত গান্ধার দেশীয় সৈন্য লইয়া মাদ্রীপুত্র নকুলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বান্ধবের বিজয় বাসনায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রাণপণে বিরাট রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহ্লীক নৃপতি সমরে অপরাজিত মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীরে পরাভূত করিতে সমুদ্যত হইলেন। অবন্তি নগরাধিপতি সৌবীর সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্রোধ পরিপূর্ণ প্রভদ্রকগণ সমবেত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলায়ুধ, ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে সংগ্রাম ক্ষেত্রে ধাবমান হইলেন। মহারথ কুন্তিভোজ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীষণ প্রকৃতি রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৃপ প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সেনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে ও সূত পুত্রকর্ণ বাম ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্ত প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধ বিশারদ, নীতিজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর কৃপ, বৃষসেন, শল ও শল্য প্রভৃতি বীরগণ এইরূপে সিন্ধুরাজের রক্ষার উপায় বিধান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

যণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবাহু পাণ্ডবগণ ব্যূহ মুখে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যও যশোলাভের আশয়ে আপনার ব্যূহ রক্ষা করত স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের হিতৈষী অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ক্রোধান্বিতচিত্তে দশ বাণে বিরাটরাজকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বিরাটরাজও সেই অনুচর বেষ্টিত মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের বাণে আহত হইয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরণ্য মধ্যে মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের সহিত কেশরীর যেরূপ যুদ্ধ হয় উক্ত বীরদ্বয়ের সহিত বিরাটরাজের সেইরূপ অতিভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী, মর্ম্মাস্থিভেদী তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্লীক ভূপতিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাহ্লীকও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর হেমপুঙ্খ শিলানিশিত নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের সংগ্রাম ভীরুগণের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন হইল। তাঁহাদিগের শরজালে এককালে সমুদায় দিক্ ও আকাশমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যেমন মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপে শিবিরাজ গোবাসন মহারথ কাশিরাজের পুত্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। যেমন জীবের মন পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাজয় করিতে যত্নবান হয়, সেইরূপ বাহ্লীকরাজ কোপান্বিত হইয়া মহারথ দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ সকল শরীরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ শরবর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্লিরাজের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুঃশাসন নতপর্ব্ব নয় তীক্ষ্ণ বাণে বৃষ্ণিবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে তিনি ঈষৎ মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কঙ্কপত্র যুক্ত দশ বাণে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে

ঐ বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সংগ্রাম স্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধ পূর্ণ মহাবীর অলম্বুষ মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিভোজের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে তাঁহারে বিবিধ বাণে বিদ্ধ করত কৌরব বাহিনী মুখে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ পূর্ব্বকালীন জম্ভাসুর ও ইন্দ্রের সমরের ন্যায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্বুষের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব কোপান্বিত হইয়া কৃতবৈর বলবান শকুনির উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহীপাল! এইরূপে সমর ক্ষেত্রে তুমুল জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণের ক্রোধাগ্নি আপনার দুর্নীতি প্রভাবে সমুৎপন্ন, কর্ণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ও আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এক্ষণে এই সাসাগরা ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি পাণ্ডুপুত্র নকুল ও সহদেবের শর প্রহারে রণ বিমুখ হইয়া পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহারথ মাদ্রীতনয়দ্বয় শকুনিকে সমর বিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার উপর বারিধারার ন্যায় অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন সেই মহাবীর দ্বয়ের সন্নতপর্ব্ব বিবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মহাবেগে অলায়ুধ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ বিষম সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদ্বয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে প্রথমত পঞ্চশত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরের সহিত অমররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মদ্ররাজের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই রূপ অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইহারা অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! এইরূপে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধকে ও অসংখ্য সৈন্য সমবেত রাজা যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মাকে এবং সূর্য্যসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ করত দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। তখন যুদ্ধতৎপর ধনুর্দ্ধারী ক্রোধপরায়ণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য জনসংক্ষয় সময়ে সেনাগণ নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে বলবীর্য্যসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রান্ত পাঞ্চাল পুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর দ্রোণ ও মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন উভপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যে সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পুণ্ডরীক বন সমুৎপন্ন হইয়াছে ঐ। সময় সংগ্রামস্থলে চতুর্দ্দিকে বীরগণের বস্ত্র আভরণ, শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও আয়ুধ সকল বিকীর্ণ হইল। শূরগণের লোহিতাক্ত সুবর্ণ নির্ম্মিত তনুত্রাণ সকল সৌদামিনী সম্বলিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন অন্যান্য মহারথগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য বীরগণের মস্তক অসি, চর্ম্ম চাপ ও কবচ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরক্ষেত্রে বহুসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। মাংস লোলুপ গৃধ্র, কঙ্ক বল, শ্যেন, বায়স ও শৃগাল সমুদায় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের মাংস ভোজন শোণিত পান কেশ ছেদন, মজ্জা ভক্ষণ এবং শরীর ও মস্তক সমুদায় আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সংগ্রাম নিপুণ, কৃতাস্ত্র, রণদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা নির্ভয়ে অসিমার্গে বিচরণ এবং ক্রোধভরে ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং ভুজ দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। রথিগণ রথিদিগের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য মত্ত মাতঙ্গ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করত পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পরস্পরকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের অশ্বগণের সহিত আপনার অশ্ব সমুদায় মিলিত করিলেন। বায়ুবেগশালী পারাবত সবর্ণ ও রক্তবর্ণ অশ্বগণ একত্র মিলিত হইয়া বিদ্যুৎসম্বলিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অরাতি নিপাতন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণা

চার্য্যকে সমীপস্থ দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার মানসে কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং রথদণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণের রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্বগণের পশ্চাদ্ভাগে ও কখন যুগ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গহস্তে দ্রোণের রক্তবর্ণ অশ্বগণের উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে আচার্য্য তাঁহার কিছুমাত্র রন্ধ্র অবলোকনে সমর্থ হইলেন না। শ্যেনপক্ষী আমিষ গ্রহণার্থ অরণ্যে যেরূপ ভ্রমণ করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে সেইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য শত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের চর্ম্ম, দশ শরে অসি, চতুঃষষ্টি শরে অশ্ব সমুদায় এবং দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর অশনি সদৃশ জীবিতান্তক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সাত্যকি তদ্দর্শনে অবিলম্বে চতুর্দ্দশ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দ্রোণ বিমুক্ত শর ছেদন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সিংহ মুখে নিপতিত মৃগের ন্যায় দ্রোণ হইতে রক্ষা করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই মহারণে সাত্যকিরে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহার উপর ষড়্‌বিংশতি শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রোণের বক্ষঃস্থলে ষড়্‌বিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণ সাত্যকিরে দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন দেখিয়া সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমর হইতে অপসারিত করিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর ছেদন পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ শর ও নারাচ সমুদায় নিক্ষেপ করত ব্যাদিতাস্য বিকটিতদশন, তাম্রাক্ষ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার লোহিতবর্ণ অশ্বগণ এরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দর্শন মাত্র বোধ হয় উহারা আকাশমার্গে গমন বা পর্ব্বতোপরি সমুত্থান করিতেছে। তখন শত্রুজেতা মহাশূর সাত্যকি শক্তিখড়্গধারী অমর্ষপরায়ণ দ্রোণাচার্য্যকে বেগশালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক কার্ম্মুক আকর্ষণ এবং অসংখ্য শর ও নারাচ নিক্ষেপ করত অশনিনির্ঘোষশালী বারিধারাবর্ষী বায়ুবেগচালিত বিদ্যুদ্দামবিশিষ্ট মহামেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি অবিলম্বে এই স্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত দুর্য্যোধনের আশ্রিত রাজপুত্রদিগের আচার্য্য শূরাভিমানী ব্রাহ্মণের অভিমুখে অশ্ব পরিচালন কর। সারথি সাত্যকির বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ রজতসঙ্কাশ বায়ুবেগসম্পন্ন অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমানীত করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য ও শিনিবংশাবতংস সাত্যকি উভয়ে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি বারিধারার ন্যায় বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শরজালে আকাশমার্গ ও দশদিক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রভাকরের প্রভাবিনাশ ও সমীরণের গতি রোধ হইল। এইরূপে উভয়ের বাণ বর্ষণে রণস্থল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে অন্যান্য বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবার্য্য বোধ করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও সাত্যকি অবিশেষে পরস্পরের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধারাভিঘাতজ তাঁহাদের শর সন্নিপাতের গভীর শব্দ দেবরাজ প্রেরিত অশনি নিস্বনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নারাচ বিদ্ধ বীরগণের কলেবর আশীবিষ বিদষ্ট সর্পের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধোন্মত্ত মহাবীর দ্রোণ ও সাত্যকির নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ বজ্রাহত শৈল শৃঙ্গের শব্দের ন্যায় শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। উভয়ের রথ সারথি ও অশ্ব সমুদায় স্বর্ণপুঙ্খ শরে বিদ্ধ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। অকুটিল নির্ম্মল নারাচ নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক মদস্রাবী বারণদ্বয়ের ন্যায় শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বিজয় বাসনায় পরস্পরের প্রতি জীবিতান্তকর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেনাগণের গর্জ্জন ও উৎক্রোশ এবং শঙ্খদুন্দুভির নিস্বন এককালে তিরোহিত হইল। সৈন্য সকল তূষ্ণীম্ভূত ও যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত চক্ষে দ্রোণ ও সাত্যকির দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। যাবতীয় রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ

তাঁহাদের উভয়ের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মুক্তা-বিদ্রুম শোভিত মণিকাঞ্চন বিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরণ্ময় কবচ, পতাকা, চিত্রকম্বল, নির্ম্মল শাণিত শস্ত্র, বাজি-গণের চামর এবং গজ সমুদায়ের সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত কুম্ভমালা ও দন্তবেষ্টনের প্রভা প্রভাবে সেনানিচয় বক পংক্তি বিরাজিত খদ্যোত সমুদ্যোতিত সৌদামিনী সম্বলিত বর্ষাকালীন জলদ-পটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ মহাত্মা সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং সমুদায় সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের বিচিত্র গমন প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় স্ব স্ব লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি সুদৃঢ় সায়ক নিকরে দ্রোণাচার্য্যের শর সমুদায় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ অবিলম্বে অন্য শরাসন সমুদ্যুক্ত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাহাও তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শিনি-বংশাবতংস সাত্যকি ষোড়শবার দ্রোণাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিলে আচার্য্য তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রের ন্যায় হস্ত-লাঘব দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহাবীর পরশু রাম কার্ত্তবীর্য্য ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের যেরূপ অস্ত্রবল মহাত্মা সাত্যকিরও সেই রূপ অস্ত্রবল দৃষ্ট হইতেছে। মহাবীর দ্রোণা চার্য্য এইরূপে মনে মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ দ্রোণাচার্য্যের হস্তলাঘব অবগত ছিলেন কিন্তু সাত্য কির লঘুহস্ততা অবগত ছিলেন না এক্ষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অস্ত্র বিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সাত্যকিও অবিলম্বে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। সমরকৌশলাভিজ্ঞ কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির সংগ্রাম কৌশল ও অসাধারণ অতিমানুষ কর্ম্ম অব-লোকন করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি ও সেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং পরিশেষে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকির বিনাশ বাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে রিপুঘ্ন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বারুণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বকসিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে খেচর প্রাণিগণও আকাশ বিচ-রণ পরিত্যাগ করিল। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শরাসন সমাহিত দিব্যাস্ত্র দ্বয় পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্ত গমনোন্মুখ হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ ও কেকয় নরপতি এবং মৎস্য ও শাল্ব দেশীয় বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সহস্র সহস্র রাজপুত্রগণ দুঃশাসনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অরাতি পরিবারিত দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করি-লেন। উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পার্থিব রেণু ও বীরগণের শরজালে সমরস্থল পরিব্যাপ্ত হইলে সকলেই ভয় বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না তখন সংগ্রাম কার্য্য অতি অনিয়মে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

একোনশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দিনমণি অস্তাচল শিখরাভিমুখী হইলে দিবস ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল এবং দিনকরের প্রচণ্ড কিরণ মন্দীভূত হইল, তখন যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত, কেহ কেহ পুনর্ব্বার সমাগত হইল এবং কেহ কেহ রণ স্থলেই অবস্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই দিনাবসান সময়ে জয়াভিলাষী সেনাগণ পরস্পর সংগ্রামে সংশক্ত হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা জনা-র্দ্দন যে যে স্থলে রথ চালন করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে সৈন্যগণকে অপসারিত করত সেই সেই স্থানে রথ গমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই স্থানে কৌরব সৈন্য-গণ তাঁহার শাণিত শরে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বলবীর্য্য সম্পন্ন

বাসুদেব উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় রথ শিক্ষা নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাগ্নি তুল্য, স্নায়ুনদ্ধ, নামাঙ্কিত, বায়ুবেগগামী বৈণব ও আয়স শর সমুদায় পক্ষিগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন এরূপ বেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথারূঢ় অর্জ্জুনের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতিগণের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি এক ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইলেন। বাসুদেব সঞ্চালিত অশ্বগণকে গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে দেখিয়া সমুদায় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। মহাবীর অর্জ্জুনের মনোমারুতগামী রথ সংগ্রামস্থলে যেরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল। সূর্য্য, ইন্দ্র, রুদ্র ও কুবেরের রথও সেরূপ বেগে গমন করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে শত্রুনিপাতন কেশব সমরাঙ্গনে রথ সমানীত করিয়া সেনামধ্যে অশ্বগণকে পরিচালিত করিলেন, অশ্বগণ সমরবিশারদ বীরগণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল, সুতরাং রণভূমিস্থ রথ সমুদায়ের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে স্যন্দন আকর্ষণ করত বিচিত্র মণ্ডলে বিচরণ এবং নিহত মনুষ্য নাগ অশ্ব ও রথ সমূহের উপবিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর অর্জ্জুনকে ক্লান্তবাহন দেখিয়া সেনাগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে চতুঃষষ্টি, বাসুদেবকে সপ্ততি এবং তাঁহাদের অশ্বগণকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কোপান্বিত হইয়া তাহাদের উপর মর্ম্মভেদী নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে ও কেশবকে শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দুই ভল্ল দ্বারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিচিত্র শরাসন দ্বয় ও কনকোজ্জ্বল ধ্বজ যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়াক্রোধভরে অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন তদ্দর্শনে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া পুনরায় দুই শরে তাঁহাদের দুই জনের শরাসন ছেদন করিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিশিখ জালে তাঁহাদিগের সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব সকল সংহার করত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা বিন্দের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিন্দ অর্জ্জুনের শরে গতাসু হইয়া বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রথিপ্রধান মহাবল পরাক্রান্ত অনুবিন্দ জ্যেষ্ঠভ্রাতাবিন্দের নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা হস্তে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিয়া মধুসূদনের ললাটে গদাঘাত করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব অনুবিন্দের গদাঘাতে অণুমাত্রও কম্পিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সব্যসাচী ধনঞ্জয় ক্রোধভরে ছয় বাণে অনুবিন্দের ভুজদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে তাঁহাদের অনুগামিগণ ক্রোধভরে শর বর্ষণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া নিদাঘকালীন অরণ্যদহন হুতাশনের ন্যায়, মেঘনির্ম্মুক্তদিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া প্রথমত নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারে শ্রান্ত ও জয়দ্রথকে দুরস্থ অবধারিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে পার্থকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরুষর্ষভ অর্জ্জুন তাহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে মৃদুবচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাধব! আমাদিগের অশ্ব সকল শরার্দ্দিত ও ক্লান্ত হইয়াছে; জয়দ্রথও অতি দূরে অবস্থান করিতেছে। অতএব এক্ষণে তোমার মতে কি করা কর্ত্তব্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও পাণ্ডবগণের নেত্রস্বরূপ; পাণ্ডবেরা তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মতে অশ্বগণকে বন্ধন মুক্ত করিয়া বিশল্য করা কর্ত্তব্য। জনার্দ্দন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর: আমি সমুদায় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।

মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক গাণ্ডীবশরাসন ধারণ করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন বিজয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণ ধনঞ্জয়কে ধরণীতলস্থ দেখিয়া এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়, এইরূপ বিবেচনা করত অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে শরাসন আকর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গগণ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন ও তাঁহারে অবরোধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়গণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে

লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে অরাতিনিপাতন পার্থের অদ্ভুত ভুজবল লক্ষিত হইল। তিনি স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে বিপক্ষাস্ত্র নিবারণ ও সমুদায় যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বাণের প্রগাঢ় সঙ্ঘর্ষণে আকাশমার্গে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব হইল। অসংখ্য বীরগণ জয়াভিলাষী হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বহুসংখ্য শোণিতাক্ত মদস্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে একমাত্র অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রণ সমুদায় সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইল। শরনিকর উত্তাল তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, হস্তী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ কমঠ এবং ছত্র ও পতাকা সমুদায় ফেণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় কেবল বেলা স্বরূপ হইয়া সেই অক্ষোভ্য রণসাগর নিবারণ করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব অশঙ্কিতচিত্তে পুরুষপ্রধান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! অশ্বগণ জলপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে; ইহাদিগের জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক, অবগাহনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সমরক্ষেত্রে একটীও কূপ দেখিতে পাই না, ইহারা কোথায় জলপান করিবে? মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে এই জলাশয় রহিয়াছে বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপান নিমিত্ত অস্ত্র দ্বারা অবনী বিদারণ পূর্ব্বক হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক সুশোভিত মৎস্য কূর্ম্ম সমাকীর্ণ ঋষিগণসেবিত নির্ম্মলসলিলসম্পন্ন বিকসিত কমলদলোপশোভিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই তৎক্ষণবিনির্ম্মিত সরোবর সন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্ম সদৃশ অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুন তথায় শরবংশ, শরস্তম্ভ ও শরাচ্ছাদনসম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের এই আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া হাস্য করত তাঁহারে ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রভাবে সমরস্থলে সলিল সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্ম্মিত ও শত্রু সৈন্যগণ নিরাকৃত হইলে মহাত্মা বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কপত্র যুক্ত বাণে নির্ভিন্ন তুরঙ্গম গণকে মুক্ত করিলেন। যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমুদায় সৈনিক পুরুষ মহাবীর অর্জ্জুনের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারথগণ কোন ক্রমেই অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় প্রভৃত গজ বাজি ও অসংখ্য রথের আক্রমণেও অশঙ্কিত হইয়া সমুদায় পুরুষকে অতিক্রম পূর্ব্বক আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহীপালগণ অর্জ্জুনের উপর অসংখ্য শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাত্মা বাসবনন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। সাগর যেমন নদীগণকে অনায়াসে ধারণ করে, সেইরূপ বীর্য্যবান পার্থ বীরগণ নির্ম্মুক্ত শত শত শর, গদা ও প্রাস সমুদায় অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রবেগ ও নিজ বাহুবলে নরেন্দ্রগণের উত্তম উত্তম বাণ সকল বিফল হইয়া গেল। এক লোভ যেমন সমুদায় সদ্গুণ নিবারণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন একাকী ভূমিস্থ হইয়াও রথারূঢ় অসংখ্য ভূপতিগণকে নিবারণ করিলেন। তখন কৌরবেরাও পার্থ ও বাসুদেবের অদ্ভুতপরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভাব অর্জ্জুন ও বাসুদেব রণক্ষেত্রে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। ঐ বীর দ্বয় সমরস্থলে অসাধারণ তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় বিহ্বল করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় অশ্ববিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যগণ সমক্ষে সেই অর্জ্জুন নির্ম্মিত শরগৃহে অশ্বগণকে সমানীত করিয়া তাহাদের শ্রম, গ্লানি ও বেপথু নিবারণ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বগণের উদক পান, স্নান, ভক্ষণ ও ক্লম বিনোদন সমাধান হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ হৃষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে পুনরায় উত্তম রথে সংযোজন করিলেন এবং অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা মহাবীর অর্জ্জুনের রথে বিগততৃষ্ণ অশ্বগণ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া পুনর্ব্বার বিমনায়মান হইলেন। তাঁহারা ভগ্ন দশন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গমন করিয়াছে; আমাদিগকে ধিক্। ঐ সময় এক রথারূঢ় বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহ, অরাতি ঘাতন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ক্রীড়া করতই যেন কৌরব সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক যত্নবান ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করত গমন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য সেনাগণ তাঁহাদিগকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে কহিল, হে কৌরবগণ! ঐ দেখ কেশব ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে রথযোজন করিয়া আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করত জয়দ্রথের অভিমুখে অশ্ব চালন করিতেছেন। অতএব তোমরা অবিলম্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে যত্নবান হও।

হে মহারাজ! সেই সময় কোন কোন ভূপতি সমরক্ষেত্রে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত সৈন্য ক্ষত্রিয়গণ ও সমুদায় পৃথিবী এককালে উৎসন্ন হইল। উপায়ানভিজ্ঞ দুর্য্যোধন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ কহিলেন, সিন্ধুরাজের আর নিস্তার নাই; তিনি অবশ্যই শমন সদনেগমন করিবেন; এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য থাকে কুরুরাজ তাহার অনুষ্ঠান করুন। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন অক্লান্ত তুরঙ্গম যুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কালান্তক যমোপম মহাবাহু অর্জ্জুনকে কোনক্রমে নিবারণ করিতে পারিলেন না। শত্রুতাপন পাণ্ডব জয়দ্রথের অভিমুখে গমনার্থে মৃগকুল নিহন্তা মৃগরাজের ন্যায় কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবণ ও বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সৈন্য সাগর মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বচালন ও পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের অশ্বগণ এরূপ প্রবলবেগে গমন করিল যে, তদ্বিসৃষ্ট শরনিকর তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমুদায় নরপতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জয়দ্রথ বধাভিলাষী ধনঞ্জয়কে পুনরায় চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সৈন্য সকল অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের পবনোদ্ধূত ও পতাকাস্ত, জলদ গম্ভীর নিস্বন, কপিধ্বজ রথ দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইতে লাগিল। ঐ সময় পার্থিব রজোরাশি সমুত্থিত হইয়া দিনকরকে সমাচ্ছন্ন করিলে বাণার্দ্দিত বীরগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন।

একাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় ভূপতিগণ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া প্রথমত ভয়ে পলায়নোন্মুখ হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা সত্বসন্ধুক্ষিত হইয়া ক্রোধভরে স্থিরচিত্তে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ক্রোধোত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন তাঁহারা সাগরে পতিত তরঙ্গিনীর ন্যায় আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে অনেক অসাধু ক্ষত্রিয় বেদ বিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নরক গমনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন পুরুষ শ্রেষ্ঠ কেশব ও অর্জ্জুন দ্রোণের সেনা সমূহ বিদারণও রথিগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া রাহু বদন বিনিঃসৃত চন্দ্র সূর্য্যোবন্যায় মহাজাল বিমুক্ত, মকরাস্য বিনির্গত মৎস্য দ্বয়ের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং মকর যেমন সমুদ্র সংক্ষোভিত করে, সেইরূপ শস্ত্র দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিক্ষোভিতকরিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! যখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধা সকল মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কদাপি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না; অতএব সিন্ধুরাজের আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্রথের জীবিত রক্ষা বিষয়ে কৌরব পক্ষীয়গণের মনে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলে তাঁহাদের সে আশা একেবারে উন্মূলিত হইল। তাঁহারা প্রজ্বলিত পাবক তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া এককালে জয়দ্রথের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন অরাতিকুল ভয়বর্দ্ধন, নির্ভীক চেতা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পরস্পর জয়দ্রথ বধ বিষয়িনী মন্ত্রণা করত কহিলেন, কৌরব পক্ষীয় ছয় জন মহারথী জয়দ্রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক উহারে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা একবার আমাদের নয়নগোচর হইলে কদাচ বিমুক্ত হইতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, যদি দেবগণের সহিত দেবরাজ স্বয়ং সমরে উহারে রক্ষা করেন, তথাপি আজি উহার নিস্তার নাই। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে অন্বেষণ করত পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সকল কথা আপনার পুত্রগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মরুভূমি অতিক্রমণানন্তর বারি পানে পরিতৃপ্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বণিকেরা ব্যাঘ্র, সিংহ ও গজসমাকীর্ণ ভূধর অতিক্রম করিয়া যেরূপ প্রফুল্ল হয়, জরা মৃত্যু বিহীন অরিনিসূদন মধুসূদন ও অর্জ্জুনকে সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রজ্বলিত জ্বলন তুল্য, আশীবিষ সদৃশ দ্রোণ, হার্দ্দিক্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের শরজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়, দ্যুতিমান ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ

করিলেন। লোকে সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, উক্ত বীর দ্বয় অর্ণব সদৃশ দ্রোণ সৈন্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা ভারদ্বাজের শাণিত শর প্রহারে রুধিরাক্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পর্ব্বত দ্বয় মধ্যে কর্ণিকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই মহাবীর দ্বয় শক্তিরূপ আশীবিষ, নারাচ রূপ মকরও ক্ষত্রিয় রূপ সলিলশালী দ্রোণরূপ হ্রদ এবং জ্যাঘোষ রূপ অশনি নিস্বন, গদা ও খড়্গ রূপ বিদ্যুৎ সম্বলিত, দ্রোণাস্ত্র রূপ মেঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণের অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইলে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যেন, ঐ বীর দ্বয় বাহু দ্বারা বর্ষাকালীন সলিল পূর্ণ, গ্রাহগণ সমাকুল সমুদ্রগামী নদী সমুদায় হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! যেমন ব্যাঘ্র দ্বয় মৃগ জিঘাংসায় দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ সেই বীর দ্বয় সমীপস্থ জয়দ্রথের বিনাশেচ্ছায় তাঁহারে অবলোকন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় সমুদায় যোধগণ জয়দ্রথকে বিনষ্ট বলিয়া অবধারিত করিলেন।

তখন লোহিত লোচন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অভীষু হস্ত শৌরি ও ধনুষ্মান্ ধনঞ্জয় সূর্য্য ও পাবকের সমান প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অরাতিনিসূদন মধুসূদন ও ধনঞ্জয় দ্রোণ সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া জয়দ্রথকে সমীপে অবলোকন করত যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষির ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রোধভরে সিন্ধুরাজের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ সম্বদ্ধ দুর্ভেদ্য কবচধারী অশ্বসংস্কারবিৎ বিপুল পরাক্রম রাজা দুর্য্যোধন সেই বীর দ্বয়কে সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ এক রথে কৃষ্ণ ও পার্থকে অতিক্রম পূর্ব্বক কৃষ্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরব সৈন্য মধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত ও শঙ্খধ্বনির সহিত সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনল তুল্য তেজস্বী যে যে বীরগণ সিন্ধুরাজের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহাত্মা কেশব অনুচর পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনকে অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে তৎকালোচিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্য্যোধন অতি অদ্ভুত পরাক্রমশালী; আমার মতে ইহার তুল্য রথী আর কেহই নাই। ঐ মহাধনুর্দ্ধর অতিশয় অস্ত্র কুশল ও যুদ্ধ দুর্ম্মদ। উহার অস্ত্র সকল অত্যন্ত দৃঢ়। সকল মহারথেরাই উহার বহুমান করে। ঐ কৃতী রাজপুত্র চিরকাল সুখে লালিত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা নিরন্তর তোমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাকে। অতএব হে অনঘ! এক্ষণে উহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় তোমারই আয়ত্ত। হে অর্জ্জুন! তুমি অবিলম্বে দুর্য্যোধনের উপর সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধবিষ নিক্ষেপ কর। যে দুরাত্মা পাণ্ডবদিগের অনর্থপাতের নিদান, সেই আজি তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইতে চেষ্টা কর। রাজা দুর্য্যোধন রাজ্যার্থী হইয়া কেন তোমার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইল? যাহা হউক, ঐ পাপাত্মা ভাগ্যক্রমেই এক্ষণে তোমার বাণগোচর হইয়াছে; অতএব যাহাতে অচিরাৎ জীবন পরিত্যাগ করে, শীঘ্র তাহার উপায় কর। ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুর্য্যোধন দুঃখের লেশ মাত্রও ভোগ করে নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার সাংগ্রামিক পরাক্রম কিছুমাত্র অবগত নহে। হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় সুরঅসুর ও মানবগণ একত্র হইলেও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভাগ্যক্রমে আজি তোমার রথ সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ তুমিও ইহারে বিনাশ কর। ঐ পাপাত্মা নিরন্তর তোমার অনিষ্ট চেষ্টা, শঠতা পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা এবং সতত তোমাদিগের প্রতি ভূরি ভূরি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া ঐ পাপপরায়ণ নৃশংসকে সংহার কর। হে অর্জ্জুন! শঠতা সহকারে রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ স্মরণ করিয়া সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সৌভাগ্য ক্রমে তোমার কার্য্য ব্যাঘাত করিবার চেষ্টায় তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করত তোমার বাণপথের পথবর্ত্তী হইয়া বিচার করিতেছে। আজি দৈবক্রমে তোমাদিগের মনোরথ সকল সফল হইল। অতএব হে পার্থ! পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি তুমি কুরুকুল কলঙ্ক

ভূত ধৃতরাষ্ট্র তনয়কে নিপাত করিয়া দুরাত্মাদিগের মূল ছেদন ও শত্রুতার শেষ কর। ঐ দুরাত্মার নিধনে উহার সৈন্য সকল অনাথ হইলে তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করত কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি যাহা কহিলে ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থানে দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছে, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। হে মাধব! যে দুরাত্মা এত দীর্ঘকাল অকণ্টকে আমাদিগের রাজ্য ভোগ করিয়াছে, আজি কি রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই দুঃখভোগে অযোগ্য দ্রৌপদীরে কেশাকর্ষণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইব? হে মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার মানসে পরমানন্দে সংগ্রামস্থলে শ্বেতাশ্ব সমুদায় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দারুণ ভয়াবহ সময়ে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুন ও হৃষীকেশকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে সকল ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কুন্তীনন্দন দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভীষণরূপধারী ভূপতিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য করত যুদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেশব ও ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের আহ্বানে একান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ করত শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই বীরদ্বয়কে আহ্লাদিত দেখিয়া এককালে দুর্য্যোধনের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহারে অগ্নিমুখে আহুত স্থির করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ ভয়ে কাতর হইয়া রাজা হত হইলেন, রাজা হত হইলেন, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। কুরুরাজ সৈনিক পুরুষদিগকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি পাণ্ডুরাজের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য পার্থিব প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ তৎসমুদায় আমারে প্রদর্শন কর। কেশবের যতদূর ক্ষমতা আছে, উনি তাহা প্রকাশ করুন। হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার পরোক্ষে যে যে কার্য্য করিয়াছ, আজি আমার প্রত্যক্ষে সেই সমুদায় প্রকাশ কর।

ত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া মর্ম্মভেদী তিন শরে তাঁহারে, চারি শরে তাঁহার চারি তুরঙ্গকে ও দশ বাণে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রতোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের উপর বিচিত্র পুঙ্খ শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকর দুর্য্যোধনের বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় চতুর্দ্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎসমুদায়ও দুর্য্যোধনের বর্ম্ম সংস্পর্শে ব্যর্থ হইল। তখন শত্রুতাপন কৃষ্ণ পার্থনিক্ষিপ্ত অষ্টাবিংশতি বাণ বিফল হইল দেখিয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আজি যে ভূধরের গতি সদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সকল ব্যর্থ হইল। আজি কি পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার গাণ্ডীবের, মুষ্টির বা ভুজদ্বয়ের বলহানি হইয়াছে! আজ কি তোমার সহিত দুর্য্যোধনের শেষ সন্দর্শন হইবে না? হে অর্জ্জুন! আজি আমি তোমার শরনিকর ব্যর্থ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তোমার অরাতিকলেবর বিদারক অশনি সদৃশ শর সকল কোন কার্য্যকারকই হইল না! একি বিড়ম্বনা!

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মাধব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন শরীরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য দারুণ কবচ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল মহাত্মা আচার্য্য ঐ কবচ অবগত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট উহা অবগত হইয়াছি, এতদ্ভিন্ন ত্রিলোক মধ্যে আর কেহই এই কবচবৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন। হে গোবিন্দ! মনুষ্যনিক্ষিপ্ত বাণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রের অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে কেশব! তুমি ত্রিলোকের ভূত,

ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি এ বিষয়টি যেরূপ অবগত আছ এমন আর কেহই নাই; তবে কি নিমিত্ত আমারে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ। হে কেশব! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আচার্য্য দত্ত কবচ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এই কবচ ধারণ করিয়া কি করা কর্ত্তব্য তাহার কিছুই অবগত নহে; কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় গাত্রে ধারণ করিয়া আছে। অতএব তুমি আজি আমার ধনু ও বাহুদ্বয়ের বীর্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন কবচ রক্ষিত হইলেও আজি উহারে পরাজিত করিব। আমার গাত্রে যে কবচ রহিয়াছে, ইহা প্রথমতঃ দেবাদিদেব মহাদেব অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে অঙ্গিরা বৃহস্পতিরে ও বৃহস্পতি পুরন্দরকে সমর্পণ করেন। সুরপতি উপহারের সহিত ইহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, যদি দুর্য্যোধনের কবচ দেবসম্ভূত হয়, অথবা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তথাপি আজি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন উহা দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিবে না।

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া শর সমুদায় মন্ত্রপূত করত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা দূর হইতে সর্ব্বাস্ত্র নাশক অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি পুনর্ব্বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহি। এই অস্ত্র আমা কর্ত্তৃক দুই বার প্রযুক্ত হইলে ইহা আমারে বা আমার সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের বাণ ছিন্ন হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন আশীবিষ সদৃশ নয় বাণে কৃষ্ণকে, নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয়েরা তদ্দর্শনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিপুল বীর্য্যশালী মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আপাদমস্তক বর্ম্মরক্ষিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার গাত্রে শরনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে অন্তক সদৃশ শরনিকরে দুর্য্যোধনের শরমুষ্টি, শরাসন, অশ্ব সমুদায় পার্ষ্ণি ও সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বাণদ্বয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্ততল দ্বয় বিদ্ধ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরেরা পার্থ শরপীড়িত দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ সহস্র সহস্র রথ, গজ, বাজী ও রোষাবিষ্ট পদাতি সমূহ সমভিব্যাহারে আগমন ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ও গোবিন্দ সেই মহাবীরগণের অস্ত্রজালে ও জনসমূহে পরিবৃত হইলে কেহই আর তাঁহাদের রথ বা তাঁহাদিগকে অবলোকনে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত অস্ত্র দ্বারা সেই সৈন্য সমুদায় আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত রথী ও মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হইয়া সমর ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট অর্জ্জুন শর তাড়িত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করত তাঁহার রথের গতি রোধ করিল। তখন বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি ধনুর্বিস্ফারণ কর, আমি শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করি। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারিত করিয়া শরাঘাতে রিপুগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূসরিত পক্ষ্মপটল কেশব ঘর্ম্মাক্ত বদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের শঙ্খনাদ ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নিস্বনে কৌরবপক্ষীয় কি বলবান কি দুর্ব্বল সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই সেনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া বায়ু প্রেরিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ঐ সময় সিন্ধুরাজের রক্ষক মহাধনুর্দ্ধর বীর পুরুষেরা সহসা পার্থকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে বাণ শব্দ, শঙ্খনিস্বন ও ভীষণ সিংহনাদ করিয়া বসুন্ধরা কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কৌরবগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শঙ্খ শব্দে ভূধর, অর্ণব ও দ্বীপ সমবেত সমুদায় ভূতল পাতালতল এবং দশদিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কুরুপাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমত অতিশয় ভীত হইলেন কিন্তু তৎপরেই ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

চতুঃশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ সুবর্ণ চিত্রিত, শব্দায়মান, জ্বলন্ত অনল সদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ দ্বারা দশ দিক সন্দীপন এবং রুক্মপৃষ্ঠ দুর্নিরীক্ষ্য ক্রুদ্ধ ভুজগ সদৃশ শব্দায়মান কার্ম্মুক গ্রহণ

করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। সন্নদ্ধ কবচ মহাবীর ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এই আট জন মহারথ বায়ুবেগগামী অশ্ব সংযোজিত, ব্যাঘ্র চর্ম্মাচ্ছাদিত, ঘনঘটা গভীর নিস্বন, হেমবিভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সৎকুলসম্ভূত দ্রুতগামী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহারথগণকে বহন করত দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অসাধারণ শোভা ধারণ করিল। কৌরব পক্ষীয় প্রধানপ্রধান যোধগণ পর্ব্বত, নদী ও অর্ণবসম্ভূত সদ্বংশজ, বেগগামী, অত্যুত্তম তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক হইতে সত্বরে ধনঞ্জয়ের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া শঙ্খনাদে সসাগরা ধরিত্রী ও স্বর্গ পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বদেব প্রবর মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই শঙ্খ শব্দে সমুদায় শব্দ অন্তর্হিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হে মহারাজ! সেই ভীরু জনের ত্রাসজনন ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, নিদারুণ শঙ্খ নিনাদ সময়ে ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্র সকল বাদিত হইলে দুর্য্যোধন হিতৈষী, সসৈন্যে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত মহাধনুর্দ্ধর নানা দিগ্দেশীয় নরপতিরা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই নির্ঘাত শব্দ সদৃশ শঙ্খ নিস্বনে সমুদায় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রথী, গজ সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও সেই আট জন মহারথ জয়দ্রথের রক্ষার্থ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন এবং তাঁহার ধ্বজ ও অশ্ব সমুদায়ের উপর পাঁচ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবকে শরাহত দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে অশ্বত্থামারে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শল্য তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভূরিশ্রবা সুবর্ণ পুঙ্খ শিলাশিত তিন বাণে, কর্ণ দ্বাত্রিংশৎ বাণে, বৃষসেন সাত বাণে, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি বাণে, কৃপ দশ বাণে এবং মদ্ররাজ পুনরায় দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা প্রথমত পার্থের উপর ষষ্টি সংখ্যক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহারে পাঁচ ও বাসুদেবকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করত স্বীয় হস্তলাঘবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সকল বীরগণকে শর নিকরে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কর্ণকে দ্বাদশ, বৃষসেনকে তিন, সৌমদত্তিরে তিন, শল্যকে দশ, গোতমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া সত্বরে শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামারে প্রথমত অগ্নিশিখাকার আট বাণ প্রহার করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া হৃষীকেশের করস্থিত অশ্বরশ্মি ছেদনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রবল বাত্যা যেমন মেঘ মণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎ পক্ষীয় সেই বিবিধাকার অসামান্য শোভা সম্পন্ন ধ্বজ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথগণের রথস্থিত নানা প্রকার ধ্বজ সমূহের নাম ও আকার ও বর্ণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। সংগ্রামস্থলে মহারথদিগের রথোপরি সুবর্ণাভরণ ভূষিত, সুবর্ণ মাল্যমণ্ডিত, সুবর্ণময় বিবিধ প্রকার ধ্বজ সমুদায় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়ও অত্যুচ্চ সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চন শৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ঐ সমুদায়ধ্বজের উপরিস্থিত নানারাগ রঞ্জিত, ইন্দ্রায়ুধ প্রতিম, বিচিত্র পতাকা সকল বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নর্ত্তকীরা রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত পতাকা সমলঙ্কৃত, সিংহলাঙ্গুলধারী, বিকটাস্য, ভীষণাকার কপিবর সংগ্রামস্থলে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামার শক্রধ্বজ সদৃশ, পবনকম্পিত, বালসূর্য্য প্রতিম, অত্যুচ্ছ্রিত, কাঞ্চনময় ধ্বজাগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিল। মহাবীর কর্ণের মাল্য ও পতাকা যুক্ত সুবর্ণময় হস্তিকক্ষাধ্বজ

বায়ুবিকম্পিতহওয়াতে বোধহইতে লাগিল যেন,উহা আকাশমার্গ ভেদ করত নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডবগণের আচার্য্য তপঃসম্পন্ন গোতমতনয়ের রথে বৃষধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। ত্রিপুরবিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব বৃষ দ্বারা যেরূপ শোভমান হন, গোতমপুত্র মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই রথস্থ বৃষভধ্বজ দ্বারা তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। সেইরূপ মহাত্মা বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্নাদি মণ্ডিত ময়ূর সেনাগ্রভাগ শোভিত করত বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ ময়ূর হঠাৎ নেত্রপথে পতিত হইলে বোধ হয়, যেন উহা কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন সেই ময়ূর দ্বারা সমরাঙ্গনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্রভাগে সর্ব্ববীজ প্রসবিনী শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অগ্নিশিখাকার সুবর্ণময় লাঙ্গল শোভা পাইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ধ্বজোপরি বালার্ক সদৃশ হেমাভরণ ভূষিত বরাহ নয়নগোচর হইল। পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধসময়ে সূর্য্য যেমন শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর জয়দ্রথ সেই বরাহ দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান সৌমদত্তির কনকময় যূপধ্বজ মখশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় বিরাজমান হইতে লাগিল। ঐরাবত যেমন দেবরাজের সৈন্যগণকে শোভিত করে, তদ্রূপ মহাবীর শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র সুবর্ণময় ময়ূর সমুদায়ে পরিশোভিত মাতঙ্গধ্বজ আপনার সৈন্যগণের শোভা সম্পাদন করিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রথস্থ সুবর্ণ মণ্ডিত শব্দায়মান কিঙ্কিণী শত সমাযুক্ত মণিময় নাগ-ধ্বজ দ্বারা অতীব শোভমান হইলেন। হে রাজন! আপনার পক্ষীয় এই নয় মহাধ্বজ যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় আপনার বাহিনী মণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। তন্মধ্যে মহাবীর অর্জ্জুনের এক মাত্র বানরধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। হুতাশন দ্বারা হিমাচল যেরূপ দেদীপ্যমান হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় ধ্বজস্থিত কপি দ্বারা তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইলেন।

অনন্তর শত্রুতাপন মহারথগণ অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন সমুদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুনও স্বীয় শত্রু বিনাশন গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শর প্রভাবে, আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা নিবন্ধন নানা দিগ্‌দেশ হইতে অভ্যাগত প্রভূত হস্ত্যশ্বরথ সম্পন্ন বহুতর নরপতিরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ ও মহাবীর অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতিগর্জ্জন করত পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! ঐ সময় কৃষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথগণকে পরাজয় ও জয়দ্রথকে সংহার করিবার মানসে একাকী তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব বিধূনন ও শর-জাল বিস্তার করত কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে অদৃশ্য করিলেন। তাঁহারাও চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিয়া শত্রুতাপন অর্জ্জুনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অরাতি শরনিকরে অদৃশ্য হইলে সৈন্য মধ্যে কোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

ষট্‌শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপে সমুপস্থিত হইলে দ্রোণ সমাক্রান্ত পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয়দিগের সহিত কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ণ কালীন লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে পঞ্চালগণ দ্রোণকে সংহার ও কৌরবগণ তাঁহাকে তাহাদের হস্ত হইতে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের নিধন কামনায় গর্জ্জন করত তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে পাঞ্চাল ও কুরুবীরগণের সেইরূপ অদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাঞ্চালগণ পাণ্ডব-গণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথ সন্নিধানে আপনা-দিগের রথ অবস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে তাঁহাদের উপর অসংখ্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আচার্য্যের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৈকয় দেশীয় মহারথ বৃহৎক্ষত্র অশনি সন্নিভ শাণিত শর পরিত্যাগ করত দ্রোণাচা-র্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কীর্ত্তিমান ক্ষেমধূর্ত্তি অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করত বৃহৎক্ষত্রের সম্মুখে গমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শম্বরাসুরের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষেমধূর্ত্তির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বীরধন্বা তাঁহাকে ব্যাদিতাস্য কালা-ন্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন।

তখন মহা বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র বলবান বিকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধ নিপুণ নকুলের প্রতি ধাব-

মান হইলেন। শক্রকর্ষণ দুর্ম্মুখ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিয়া সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত শাণিত তীক্ষ্ণ শরে নরব্যাঘ্র সাত্যকিরে মুহুর্মুহু কম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবল সৌমদত্তি সায়কবর্ষী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদীতনয়দিগের নিবারণে যত্নবান হইলেন। মহারথ ঋষ্যশৃঙ্গতনয় অমর্ষপরায়ণ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে রাম রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এই বীর দ্বয়ে তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইল।

তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব নবতি বাণে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের সমুদায় মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে তাঁহার দেহ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে লক্ষ্য করত বিংশতি বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর সমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের ধনু ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য শরে তাঁহার সর্ব্ব শরীর আবৃত করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ দ্রোণের সায়কে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টি পথাতীত হইলে রণভূমিস্থ সকল লোকেই তাঁহারে নিহত বলিয়া স্থির করিল। কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির দ্রোণের শরাঘাতে সমর বিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন দ্রোণ শরে বিপন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণ প্রেরিত শর সমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন দ্রোণের সমুদায় শর ছেদন করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে স্বর্ণদণ্ডালঙ্কৃত অষ্ট ঘণ্টা বিশিষ্ট গিরিবিদারণে সমর্থ ভীষণ শক্তি সমুৎক্ষেপন করিয়া প্রফুল্ল মনে গভীর নিনাদ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ ও ভীষণ শক্তি সন্দর্শনে সকল প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল ও দিগ্বিদিক্ প্রজ্বলিত করত দ্রোণ সমীপে সমুপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সহসা সেই শক্তি সন্দর্শন করিয়া তাহার নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যুধিষ্ঠির নির্ম্মুক্ত শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া তাঁহার স্যন্দনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন বিজ্ঞতম যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সহসা ধর্ম্ম পুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই দ্রোণ নির্ম্মুক্ত গদা অবলোকন করিয়া তাহার নিবারণার্থ সত্বরে স্বীয় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই উভয় বীরনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদাদ্বয় পরস্পর সঙ্ঘর্ষিত হইয়া অগ্ন্যুৎপাদন পূর্ব্বক মহীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া চারিটী তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় এক ভল্লাস্ত্রে শরাসন ও এক বাণে ইন্দ্রধ্বজোপম কেতু ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহারে রথহীন ও শস্ত্র বিহীন অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার সেনাগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ সিংহ যেমন মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণ কর্তৃক অভিদ্রুত হইলে সমুদায় পাণ্ডব পক্ষীয়েরা রাজা দ্রোণ কর্তৃক হত হইলেন বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন কুন্তিপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অশ্বচালন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সমরক্ষেত্রে সমাগত কেকয় দেশীয় দুর্বিক্রম বৃহৎক্ষত্রের বক্ষস্থলে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ করিলেন। রাজা বৃহৎক্ষত্রও দ্রোণসৈন্য ভেদ করিবার নিমিত্ত সত্বরে তাঁহারে নতপর্ব্ব নবতি বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেমধূর্ত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা বৃহৎক্ষত্রের শরাসন ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শরনিকরে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সহাস্য মুখে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদন পূর্ব্বক শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার জ্বলিত কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্চিত কেশবিরাজিত কিরীটমণ্ডিত ছিন্ন মস্তক সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া অম্বরচ্যুত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র ক্ষেমধূর্ত্তির প্রাণ সংহার করিয়া

প্রসন্ন মনে পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ সহসা কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

মহাবীর ধৃষ্টকেতু দ্রোণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরধন্বা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবীর্য্য সম্পন্ন বীরদ্বয় বহু সহস্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া নিবিড়ারণ্যচারী মদোন্মত্ত যূথপতি মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায়, গিরিগহ্বরস্থ ক্রুদ্ধ শার্দ্দুল দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর জিঘাংসায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বীরধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া অম্লান মুখে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অবিলম্বে সেই ছিন্নচাপ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণ দণ্ড মণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বীরধন্বার রথ লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। মহাবীর বীরধন্বা সেই বীরঘাতিনী শক্তির আঘাতে ভিন্ন হৃদয় হইয়া সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহাবল বীরধন্বার মৃত্যু হইলে পাণ্ডব পক্ষীয়গণ আপনার সৈন্য সংক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবীর দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারে তর্জ্জন করত বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মাদ্রি-নন্দন তাহার তর্জ্জনে কোপপূর্ণ হইয়া শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্ম্মুখকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পরিশেষে নয় বাণে তাঁহারে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কেতু, চারি বাণে চারি অশ্ব, শাণিত ভল্লে সারথির মস্তক ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাহারে পুনরায় পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্ম্মুখ সেই অশ্ব বর্জ্জিত স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন শত্রুহন্তা সহদেব নিরমিত্রের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহারে সংহার করিলেন। ত্রিগর্ত্ত রাজপুত্র নিরমিত্র সহদেবের শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ দশরথাত্মজ রাম নিশাচর খরের প্রাণ সংহার করিয়া যদ্রূপ শোভমান হইয়াছিলেন, সহদেবও ত্রিগর্ত্তরাজ পুত্র নির-মিত্রের জীবন নাশ করিয়া তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। ত্রিগর্ত্তেরা রাজপুত্রের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত আর্ত্তনাদ ও হাহাকার করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল আপনার পুত্র পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাজিত করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত নতপর্ব্ব শর বর্ষণ করিয়া সেনা মধ্যগত সাত্যকিরে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক শর দ্বারা ব্যাঘ্রদত্তের শর সমুদায় নিবারণ এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহারে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে মগধরাজপুত্র বিনষ্ট হইলে মগধ দেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর, তোমর ভিন্দিপাল, প্রাস, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি সহাস্য মুখে অনায়াসে সেই সকল বীরগণকে পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে সংগ্রাম বিমুঢ় হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আপনার সেনাগণও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মধুবংশাবতংস সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া ধনু বিধূনন পূর্ব্বক সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কোপাবিষ্ট হইয়া নেত্র বিঘূর্ণন পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! যশস্বী সোমদত্তপুত্র ধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদেয়দিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদেয়গণ সৌমদত্তির শরে নিতান্ত নিপী-ড়িত ও বিচেতন প্রায় হইয়া সংগ্রামে ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। অনন্তর নকুলপুত্র শতানীক নরর্ষভ সোমদত্ত পুত্রকে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শতানীকের অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় অকুটিল তিন তিন বাণে সৌমদত্তিরে আহত করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তিও তাঁহাদিগের পাঁচ জনের বক্ষস্থলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই পাঁচ ভ্রাতা সৌমদত্তির বাণে পীড়িত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক সায়ক বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোপপূর্ণ অর্জ্জুন নন্দন চারিটি শাণিত শরে সোমদত্ত নন্দনের অশ্ব সমুদায় শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনতনয় তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাহারে নিশিত শরে আহত করিয়া নৃত্য করিতে

লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং নকুলপুত্র তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন সহদেবনন্দন সোমদত্তিরে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত অবগত হইয়া ক্ষুরপ্রান্তে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বালসূর্য্য সদৃশ প্রভা সম্পন্নসুবর্ণালঙ্কৃত সোমদত্তির মস্তকভূতলে পতিত হইয়া রণস্থল আলোকময় করিল। তখন আপনার সেনাগণ সোমদত্ত পুত্রের বিনাশ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! রাবণপুত্র ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত সেইরূপ ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ভীম সেনের সহিত রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন হাস্য করিয়া নয়টী নিশিত শরে রোষপরবশ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ বাণ বিদ্ধ হইয়া গভীর নিনাদ করত ভীমসেনের ও তাঁহার অনুগামিগণের সম্মুখীন হইয়া প্রথমত তাঁহারে নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ ও তাঁহার ত্রিশৎ রথ বিনষ্ট করিল। পরে পুনর্ব্বার তাঁহার চতুঃশত রথ বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহারে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শর প্রহারে ব্যথিত হৃদয় হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত ও নিপাতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে ঘোর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। নীল অঞ্জন সদৃশ নিশাচর ভীমের বহুবাণে বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্লকিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় অলম্বুষের ভ্রাতৃবধ বৃত্তান্ত স্মৃতি পথে সমুদিত হইল। তখন সে ঘোর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, রে মূঢ়! আজি সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ্! তুই পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা মহাবীর বক রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিস্। আমি তথায় তৎকালে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। মহাবীর অলম্বুষ ভীমকে এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া অসংখ্যশরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহারে আচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন নিশাচরকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ভীমবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক কখন ভূতলে ও কখনআকাশ মণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং কখন সূক্ষ্ম, কখন বৃহৎ ও কখন স্থূল আকার ধারণ পূর্ব্বক অম্বুদের ন্যায় গর্জ্জন ওনানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করত আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিবিধ শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস বিসৃষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পট্টিশ, তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, গুড় ঋষ্টি, বজ্রপ্রভৃতি শস্ত্র সকল সংগ্রাম মধ্যে বারিধারার ন্যায় নিপাতিত হইয়া পাণ্ডুনন্দনের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া গেল। রথিগণ রথ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অলম্বুষ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে রাক্ষসগণ সমাকুল শোণিত নদী প্রবাহিত করিল। রথ সকল উহার আবর্ত্ত হস্তী সকল গ্রাহ, ছত্র সমুদায় হংস ও বাহুসকল পন্নগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে ভাসিতে লাগিল। সেই সময়ে পাণ্ডবগণ রাক্ষসের নিঃশঙ্ক চিত্তে পরিভ্রমণ ও অদ্ভুতপরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কৌরবসেনাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা সে মহর্ষণ তুমুল বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিল। করতলি শব্দ ভুজঙ্গের যেমন অসহ্য হয়, কৌরবগণের বাদিত্র নিস্বন ভীমসেনের তদ্রূপ অসহ্য হইল। তখন তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষ কষায়িত লোচনে ত্বাষ্ট্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হওয়াতে অসংখ্য কৌরবসৈন্য সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেই ভীমসেন প্রেরিত ত্বাষ্ট্র অস্ত্র সমরে নিশাচরের মহামায়া বিনষ্ট করিয়া তাহারে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস পরাজিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে নিশাচর ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশ দিক্ পরিপূরিত করিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা ভীমসেনকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে অলম্বুষ ভীমের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সংগ্রাম স্থলে অশঙ্কিত চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাহারে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অলম্বুষও কোপাবিষ্ট

হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই রাক্ষস দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া বিবিধ মায়া ধারণ পূর্ব্বক সুরেন্দ্র ও শম্বরের ন্যায় ঘোরতরসংগ্রাম আরম্ভ করিল। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভীষণ রাক্ষসদ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীরঘটোৎকচ বিংশতি নারাচাস্ত্রে অলম্বুষের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু গভীর নিনাদ করিতে লাগিল। অলম্বুষও যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বা নন্দনকে পুনঃ পুনঃ বাণ বিদ্ধ করিয়া বীরনাদে গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মায়া যুদ্ধবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত নিশাচরদ্বয় রোষিত হইয়া শত শত মায়া বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করিল, অলম্বুষের মায়া প্রভাবে তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মায়া যুদ্ধ কুশল অলম্বুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহাকে অবরোধ করিয়া তাহার উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাচর বীরগণের শরাহত হইয়া উল্কাহত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অচিরাৎ অস্ত্র মায়া প্রভাবে বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া দগ্ধ বন হইতে নির্গত নস্তীর ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ রথ সমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হইল এবং দেবরাজের অশনি সদৃশ শব্দায়মান ভীমা শরাসনবিস্ফারণ করত ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সাত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি, প্রত্যেক দ্রৌপদেয়কে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর গভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন নয়, সহদেব পাঁচ, যুধিষ্ঠির শত, নকুল চতুঃষষ্টি ও দ্রৌপদেয়েরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। বলবান ঘটোৎকচও ঐসময় তাহাকে প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ শরে আহত করিয়া পুনরায় সপ্ততিশরে নিপীড়িত করিয়া সিংহ নাদ করিতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বা তনয়ের ভীষণ নাদে গিরি কানন ও জলাশয়াদি সম্বলিত সমুদায় বসুন্ধরা একেকালে কম্পিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অলম্বুষ রথিগণের শরনিকরে সমাহত হইয়া তাঁহাদের সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন তখন ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অলম্বুষকে সাতবাণে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষও শরার্দ্দিত হইয়া হিড়িম্বা তনয়ের প্রতি স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন রোষাবিষ্ট মহাবল পন্নগ সমূহ পর্ব্বত শৃঙ্গে প্রবেশ করে সেইরূপ নতপর্ব্ব শরসমূহ ঘটোৎকচের কলেবরে প্রবিষ্ট হইল। তখন ঘটোৎকচ সমবেত পাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিক হইতে অলম্বুষের উপর নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ জয়শীল পাণ্ডবগণের বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় হীনবীর্য্য ও কর্ত্তব্যাবধারণে অক্ষম হইল। সমর নিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুষকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার বিনাশ বাসনায় স্বীয় রথ হইতে তাহার ভিন্নাঞ্জন রাশি সন্নিভ দগ্ধ গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রথে গমন করিল এবং গরুড় যেমন সর্পকে উত্তোলন করে, তদ্রূপ অলম্বুষকে রথ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে বারংবার নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তর বিক্ষিপ্তপূর্ণ কুম্ভের ন্যায় তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেনাগণ তাহার এইঅদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎকচের প্রহারে বিস্ফুটিতাঙ্গ ও চূর্ণিতাস্থি হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন পাণ্ডবগণ সেই নিশাচরের বিনাশ দর্শনে পুলকিত হইয়া পতাকা বিধুনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কুরুপক্ষীয় সেনা ও বীরগণ ভীমরূপ মহাবল অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই সমরাঙ্গনে নিপতিত রাক্ষসকে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে পতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ঘটোৎকচ অমিত পরাক্রম অলম্বুষকে পক্ক অলম্বুষ ফলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বলনিপাতন বাসবের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতা ও পিতৃব্যেরা বন্ধুবান্ধব গণ সমভিব্যাহারে তাহাকে সেই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব-সৈন্য মধ্যে শঙ্খনাদ ও নানাবিধ বাণ নিস্বন আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে কি রূপে নিবারণ করিলেন, তুমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর; উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের যে রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণ সত্যবিক্রম সাত্যকিরে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহারে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণও হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে তাঁহারে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। সেই সমস্ত অরাতি বিনাশন শর সাত্যকির সুদৃঢ় বর্ম্মভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন সাত্যকি অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনল সঙ্কাশ পঞ্চাশত নারাচাস্ত্রে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত তাঁহারে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার উপর নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় ও অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন আপনার আত্মজ ও সৈন্যগণ সাত্যকিরে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিরে একান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! যেরূপ রাহু সূর্য্যকে পীড়ন করে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; অতএব যে স্থানে তিনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তোমরা সত্বরে তথায় ধাবমান হও। ধর্ম্মনন্দন সৈন্যগণকে এই কথা বলিয়া পাঞ্চালরাজ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি কেন এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ, অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হও। দ্রোণাচার্য্য হইতে আমাদের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? যেমন বালক সূত্রসংযত পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সত্বরে ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হও। আমি সৈন্যগণের সহিত তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চাল! আজি তুমি যম দংষ্ট্রান্তর্গত সাত্যকিরে পরিত্রাণ কর।

রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সাত্যকিরে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এক মাত্র দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে সমরক্ষেত্রে মহান্ কোলাহল সমুপস্থিত হইল। বীরগণ একত্র সমবেত হইয়া দ্রোণের প্রতি কঙ্কপত্র ও ময়ূরপুচ্ছ সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোকে অভ্যাগত অতিথিদিগকে সলিল ও আসন প্রদান পূর্ব্বক যেমন প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য হাস্যমুখে সেই বীরগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তৎকালে সেই মধ্যাহ্নকালীন দিনকর সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে রূপ দিবাকর প্রখর করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তদ্রূপ ধনুর্দ্ধর প্রধান দ্রোণ শরনিকরে সেই বীরগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ পঙ্ক নিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারই আশ্রয় লাভে সমর্থ হইলেন না। সূর্য্যের করজাল সদৃশ দ্রোণাচার্য্যের শরজাল পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রিয় পাঞ্চাল দেশীয় সুবিখ্যাত পঞ্চবিংশতি মহারথ দ্রোণ শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ মধ্যে প্রধান প্রধান বীর বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তিনি একশত কৈকেয়কে বিনষ্ট ও অন্যান্য সকলকে ইতস্তত বিদ্রাবিত করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কৈকেয় দেশীয় অসংখ্য বীরগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও পরাজিত হইয়া অরণ্য মধ্যে হুতাশন পরিবেষ্টিত বনবাসিগণের ন্যায় আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব পিতৃগণ কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সৈন্য মণ্ডলী সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছেন। হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে বা তাঁহারে শর বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্রোণের সহিত পাণ্ডবগণের এই রূপ বীরক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময় পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ, সহসা যুধিষ্ঠিরের শ্রবণগোচর হইল। ঐ শঙ্খ বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত হইয়া ঘোরতরশব্দ করিতে লাগিল। ঐ সময় জয়দ্রথরক্ষক বীর সকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অর্জ্জুনের রথাভিমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের শঙ্খনিস্বন ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণে বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে

লাগিলেন, যখন পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং কৌরবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ধর্ম্মরাজ আকুলিত চিত্তে এইরূপ চিন্তা করত মুহুর্মুহু মোহে অভিভূত হইয়াও তৎকাল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত বাষ্পগদ্গদ বচনে সাত্যকিরে কহিলেন, হে শৈনেয়! পূর্ব্বে সাধু ব্যক্তিরা যুদ্ধ সময়ে সুহৃদ্গণের কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্য্য অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগের মধ্যে তোমার তুল্য প্রিয়সুহৃৎ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। হে শিনিপুঙ্গব। যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রসন্ন চিত্ত ও অনুগত থাকে, আমার বিবেচনায় তাহারেই যুদ্ধে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তুমি কৃষ্ণের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন এবং তাঁহারই ন্যায় নিরন্তর আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক। অ আমি তোমার প্রতি যে ভারার্পণ করিতেছি, তুমি তাহা বহন কর; আমার অভিলাষ নিষ্ফল করিও না। মহাবীর তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু; অতএব তুমি বিপদ্কালে তাঁহার সাহায্য কর। তুমি সত্যব্রত, মহাবল পরাক্রান্ত ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন এবং স্বীয় কার্য্য প্রভাবে লোকমধ্যে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতংস! যে ব্যক্তি মিত্র কবিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, আর যিনি ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করেন, তাঁহাদের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অনেকানেক ভূপাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সংগ্রামে সুহৃদের সাহায্য করিলে পৃথিবী দান তুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করিবে। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে সাত্যকে! কেবল মহাবাহু বাসুদেব ও তুমি তোমরা দুই জনে মিত্রগণের অভয়প্রদ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাক। আর দেখ, বীরপুরুষই মহাবল পরাক্রান্ত সংগ্রামে যশোলাভার্থী বীরপুরুষের সহায় হইয়া থাকেন, প্রাকৃত ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই বিপদ সময়ে তোমা ভিন্ন অন্য কাহারেই অর্জ্জুনের রক্ষক দেখিতেছি না।

হে বীর! ধনঞ্জয় আমার হর্ষ বর্দ্ধন পূর্ব্বক বারংবার তোমার কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। একদা তিনি দ্বৈতবনে সজ্জন সমাজে তোমার পরোক্ষে তোমার প্রকৃত গুণকীর্ত্তন করত আমারে কহিয়াছিলেন, মহারাজ! সাত্যকি লঘুহস্ত, অসাধারণ পরাক্রমশালী, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও মহাবীর; তিনি যুদ্ধে কদাচ বিমোহিত হন না। ঐ বিশালবক্ষা বৃষস্কন্ধ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ আমার শিষ্য ও সখা। আমি তাহার প্রিয়পাত্র এবং তিনিও আমার নিতান্ত প্রিয়তম। তিনি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে প্রমথিত করিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ ও সাম্ব এবং সমুদায় বৃষ্ণি বংশীয়গণ রণস্থলে আমার সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকিরে সাহায্যার্থ নিয়োগ করিব। তাহার সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই। হে সাত্যকি! ধনঞ্জয় এইরূপ তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব তুমি সেই অর্জ্জুনের ভীমের ও আমার এই মনোরথ নিষ্ফল করিও না। আমি তীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষতঃ এক্ষণে আমাদের এই বিপদকালে তুমি যেরূপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি অন্য কাহাতেও সেরূপ অবলোকন করি না। তুমি সদ্বংশসম্ভূত, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবল পরাক্রান্ত, অতএব এক্ষণে স্বীয় সখা বিশেষতঃ আচার্য্যের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার সদৃশ অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দুর্য্যোধন দ্রোণপ্রদত্ত কবচ ধারণ করিয়া সত্বর অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়াছে এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথ সকল পূর্ব্বেই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ অর্জ্জুনের রথাভিমুখে মহান কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে, অতএব সত্বরে তথায় গমন করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি মহাবীর দ্রোণ তোমারে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আমরা ভীমসেন ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহারে নিবারণ করিব।

হে শৈনেয়! ঐ দেখ, যোধগণ সমর পরিহারপূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পলায়ন করিতেছে। উহারা পূর্ব্বকালীন বায়ুবেগবিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও রথ ধাবমান হওয়াতে ধূলি পটল উড্ডীন হইয়া চারি দিক সমাচ্ছন্ন করিতেছে। মহাবীর অর্জ্জুন তোমর ও প্রাসধারী মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধু ও সৌবীরবৃন্দে পরিবৃত হইয়াছেন। উহাদিগকে নিবারণ না করিয়া জয়দ্রথকে পরাজয় করা অসাধ্য হইবে; উহারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবে; ঐ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজসম্পন্ন, অশ্ব নাগ সমাকুল নিতান্ত দুর্ভিগম্য কৌরবসৈন্য রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। দুন্দুভি নির্ঘোষ, গভীর শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ রথ চক্রের ঘর্ষণ শব্দ, করি

বৃংহিত ও শত সহস্র পদাতিগণের পদশব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিপকেরা ধবাতল বিকম্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। ঐ অগ্রে সৈন্ধব সৈন্য, পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণ সৈন্য অবস্থান করিতেছে। উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে অসমর্থ নহে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই অসীম সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণ বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি জীবিত থাকিতেও আমারে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইল। প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন সূর্য্যোদয় কালে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে দিবাও প্রায় অতিবাহিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন এখন জীবিত আছেন কি না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৌরব বল সাগর তুল্য, উহা দেবগণেরও দুরধিগম্য। অর্জ্জুন একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এক্ষণে এই যুদ্ধবিষয়ে কিছুতেই আমার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইতেছে না; ঐ দেখ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া তোমার সমক্ষে আমার সৈন্য পীড়ন করিতেছেন। হে শৈনেয়! তুমি দুর্ব্বোধ কার্য্য সমুদায় অবধারণ করিতে বিলক্ষণ সমর্থ, এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু আমার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অর্জ্জুনকে পরিত্রাণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি লোকপালক জগৎপতি বাসুদেবের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না। আমি নিশ্চয় কহিতেছি তিনি এই দুর্ব্বল ধার্ত্তরাষ্ট্র বলের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ একত্র সমবেত হইলেও তাহা পরাজয় করিতে পারেন। মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পাছে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে একান্ত অভিভূত হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের অনুসরণ কর। তোমার সদৃশ মহাবীরগণেরই অর্জ্জুনের রক্ষার্থ গমন করা কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন ও তুমি তোমরা উভয়েই অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অস্ত্রবলে নারায়ণ তুল্য, বাহুবলে বলদেব সদৃশ ও পরাক্রম প্রকাশে অর্জ্জুনের সমান। সাধুলোকেরা, সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও প্রভাবসম্পন্ন; এই বলিয়া তোমার প্রশংসা করেন। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। জনগণের অর্জ্জুনেরও আমার অভিলাষ নিষ্ফল করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে প্রিয়তর প্রাণরক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ কর। হে শৈনেয়! যাদবগণ কদাচ সমরে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন না। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। ঐ সমুদায় ভীরু স্বভাব অসৎ লোকেরই কার্য্য। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় তোমার গুরু এবং বাসুদেব তোমার ও অর্জ্জুনের গুরু; আমি এই নিমিত্তই তোমারে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু; অতএব আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। হে শৈনেয়! আমি তোমারে যাহা কহিলাম, উহা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অনুমোদিত অতএব এ বিষয় আর অণুমাত্রও সংশয় করিও না। এক্ষণে তুমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে মহারথগণের সহিত সমাগত হইয়া যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

মহারাজ! শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতিযুক্ত, তৎকালোচিত, ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি মহাবীর অর্জ্জুনের নিমিত্ত যে সকল নীতিগর্ভ যশস্কর বাক্য বলিলেন, তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। ঈদৃশ সময়ে পার্থের ন্যায় আমারে অনুরোধ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত আছি, বিশেষতঃ আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন তখন রণস্থলে যে কোন কার্য্য হউক না কেন, সকলই অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুমতিক্রমে দেবতা অসুর ও মনুষ্য পরিপূর্ণ এই ত্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি; অতএব আজ এই দুর্ব্বল দুর্য্যোধন বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; তাহার আর বিচিত্র কি? আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে উহাদিগকে পরাজয় করিব; হে মহারাজ! আমি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিব এবং দুরাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইলে পুনরায় আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইব। কিন্তু হে মহারাজ! বাসুদেব ও ধীমান অর্জ্জুন যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপনারে জ্ঞাপিত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদায় সৈন্য ও বাসুদেব সমক্ষে বারংবার আমারে কহিয়াছেন, হে শৈনেয়! আমি যতক্ষণ জয়

দ্রথকে বিনাশ না করিতেছি, তদবধি তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা মহারথ প্রদ্যুম্নের হস্তে ধর্ম্মরাজকে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরব পক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে সম্যক বিদিত ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রুত হইয়াছ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিতেছেন এবং তদ্বিষয়ে সম্পাদনেও অসমর্থ নহেন অতএব এক্ষণে আমি নরোত্তম ধর্ম্মরাজকে তোমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া জয়দ্রথ বধার্থ প্রস্থান করিতেছি; তাহারে সংহার করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইব। দেখিও দ্রোণাচার্য্য যেন ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হন। ধর্ম্মরাজ গৃহীত হইলে আমি সিন্ধুরাজ বধে অকৃতকার্য্য ও অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সমরে গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, সুতরাং আমাদিগের এই জয় লাভও কোন ফলোপধায়ক হইবে না। অতএব হে শৈনেয়! আজি তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান, জয়লাভ ও যশোলাভার্থ ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের শঙ্কায় আপনারে আমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ব্যতিরেকে সেই দ্রোণাচার্য্যের প্রতিযোদ্ধা আর কাহারেও নিরীক্ষণ করি না। কেহ কেহ আমারেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমি এই বাক্যোৎসর্গ ও আচার্য্য অর্জ্জুনের আদেশ বিফল করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না। আর আপনারেই বা কিরূপে পরিত্যাগ করিব। দুর্ভেদ্য কবচধারী মহাবীর দ্রোণ ক্ষিপ্রহস্ততা প্রযুক্ত রণস্থলে আপনারে প্রাপ্ত হইয়া শিশু যেমন পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার সহিত ক্রীড়া করিবেন। যদি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এই স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আপনারে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম, তিনি মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় আপনারে রক্ষা করিতেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে মহাবীর দ্রোণের অভিমুখীন হইতে পারে আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ভার গ্রহণ করিয়া কদাচ অবসন্ন হন না; অতএব আজি আপনি তাঁহার নিমিত্ত কোন শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, সৈন্ধব, পৌরব, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধৃগণ এবং কর্ণ প্রমুখ মহারথগণ মহাবীর অর্জ্জুনের ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, অসুর, মানব, রাক্ষস, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় রণস্থলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যথায় মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় কার্য্যের বিঘ্ন সম্ভাবনা কোথায়। আপনি আচার্য্য অর্জ্জুনের দৈববল, কৃতাস্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা ও দয়ার বিষয় চিন্তা করুন এবং আমি অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অস্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন। মহাবীর দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত আপনারে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সাতিশয় যত্ন করিতেছেন। অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাঁহারে বিশ্বাস করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে পারি, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? আমি সত্যই কহিতেছি, আপনারে কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কদাচ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব না। অতএব ইহা বারংবার বিচার করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, তাহা অবধারণ পূর্ব্বক আমারে আজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয়। তুমি যাহা কহিলে, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্জ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কা সতত আমার মনে সমুদিত হইতেছে। অতএব আমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্ন করিব। তুমি আমার আদেশানুসারে অর্জ্জুন সমীপে প্রস্থান কর। আমি আত্মরক্ষণ ও অর্জ্জুনের রক্ষার্থে তোমারে প্রেরণ এই দুইটী বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তোমারে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম, দ্রুপদ, তাঁহার সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, কেকয় দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল সৃঞ্জয় ও অন্যান্য ভূপালগণ সাবধান হইয়া আমারে রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা আমারে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। বেলাভূমি যেরূপ মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট দ্রোণকে নিবারণ করিবেন। যথায় [illegible]ন অবস্থান করিবেন, তথায় দ্রোণাচার্য্য মহাবল বল সমুদায়কে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বিনাশার্থই হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে শৈনেয়!

এক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত মনে গমন কর। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই রোষপরবশ দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধ দুর্ম্মদ শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অর্জ্জুনের নিকট অপরাধী হইব এবং লোকেও আমারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তিনি মনে মনে বারংবার এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আপনি আপনার রক্ষা বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আপনার মঙ্গল হউক; আমি আপনার আজ্ঞানুসারে মহাবীর ধনঞ্জয়ের অনুগমন করি। এই ত্রিলোক মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর আর কেহই নাই। অতএব আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আদেশক্রমে প্রিয়তম পার্থের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অকর্ত্তব্য নাই। গুরুজনের বাক্য রক্ষার ন্যায় আপনার বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনার ভ্রাতা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ নিরত, আমিও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর। অতএব হে প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অর্জ্জুনের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ মৎস্য যেরূপ অগাধ জলধি জল ভেদ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ এই দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিয়া যে স্থানে দুরাত্মা জয়দ্রথ ধনঞ্জয় ভয়ে ভীত হইয়া অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণে সংরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধের নিমিত্ত যে স্থানে অবস্থিত করিতেছেন, বোধ করি এখান হইতে সে স্থান তিন যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু আমি দৃঢ়ান্তঃকরণে বলিতেছি যে, ধনঞ্জয় যোজনত্রয় দূরবর্ত্তী হইলেও আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সিন্ধুরাজ বধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হে মহারাজ! গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন্ বীরপুরুষ যুদ্ধে গমন করিয়া থাকেন? আর তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধ বিমুখ হয়?

হে রাজন্! যে স্থানে আমারে গমন করিতে হইবে, সে স্থান আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি। আজি আমি হল, শক্তি, গদা, প্রাস, চর্ম্ম, খড়্গ, ঋষ্টি, তোমর ও শর সমুদায়ে সঙ্কীর্ণ এই অগাধ জলধি সদৃশ সেনা সমূহ বিক্ষোভিত করিব। এই যে, রণশৌণ্ড বহুতর ম্লেচ্ছাধিষ্টিত অঞ্জন কুলসম্ভূত বারি বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র মাতঙ্গ সাদিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, উহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না; উহাদিগের বিনাশ না করিলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না। আর এই যে, সুবর্ণ মণ্ডিত রথারূঢ় মহারথ রাজপুত্রগণকে দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই ধনুর্ব্বেদ পারদর্শী এবং রথযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, নাগযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ও মুষ্টি যুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। এই সকল কৃতবিদ্য বীর পুরুষেরা কর্ণ ও দুঃশাসনের নিতান্ত অনুগত। ইহাঁরা প্রতিনিয়ত সমরস্থলে জয়লাভেচ্ছা করেন। মহাত্মা বাসুদেবও ইহাঁদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ শ্রম ক্লম বিহীন বীরবরেরা সতত কর্ণের হিতাভিলাষ করেন এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে পার্থ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুদৃঢ় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অনুমতি ক্রমে আমার নিবারণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে কুরুকুলোদ্ভব! আমি আজি আপনার হিতসাধনার্থ এই বীরগণকে রণস্থলে প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের পদবীতে পদ বিক্ষেপ করিব। এই যে, কিরাতাধিষ্টিত দিব্য ভূষণ ভূষিত বর্ম্মসংচ্ছন্ন অন্য সপ্তশত হস্তী অবলোকন করিতেছেন, পূর্ব্বে কিরাতরাজ স্বীয় জীবন রক্ষার্থ মহাবীর অর্জ্জুনকে ঐ সমুদায় প্রদান করেন। পূর্ব্বে ইহারা আপনারই কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল, কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এক্ষণে উহারা আপনার বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের আরোহীমাত্র ম্লেচ্ছ কিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধ বিশারদ ও সমরদুর্ম্মদ। উহারা পূর্ব্বে সব্যসাচীর নিকট পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার বিপক্ষে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতেছে। আজি আমি ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাতগণকে শরনিকরে নিপাতিত করিয়া সিন্ধুরাজ বধার্থী ধনঞ্জয়ের অনুগমন করিব।

হে মহারাজ! এই যে, সুবর্ণময় বর্ম্মবিভূষিত অঞ্জন কুলোদ্ভব সুশিক্ষিত কর্কশগাত্র ঐরাবত সদৃশ মত্ত মাতঙ্গ সকল অবলোকন করিতেছেন, এই সকল গজে অতি কর্কশ স্বভাব লৌহ বর্ম্মধারী দস্যুগণ আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বত হইতে আগত হইয়াছে। ঐ দস্যুদলে গোযোনি, বানরযোনি, মানুষযোনি প্রভৃতি অনেক যোনি সম্ভূত লোক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল হিমদুর্গ নিবাসী পাপকর্ম্মা ম্লেচ্ছদল সমবেত থাকাতে সমস্ত সৈন্য

ধূমবর্ণ বোধ হইতেছে। হে মহারাজ! কালপ্রেরিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সকল রাজমণ্ডল এবং কৃপ, সোমদত্তি, রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ ও পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিতেছে; কিন্তু ঐ সকল বীর যদি মনের ন্যায় বেগগামী হয়, তথাপ আজি আমার নারাচ মুখে নিপতিত হইলে আর পলায়ন করিতে সমর্থ হইবেন না। পরবীর্য্যোপজীবী দুর্য্যোধন সতত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু আজি তাঁহারা আমার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আর এই যে, সুবর্ণ ধ্বজ মহারথিগণকে অবলোকন করিতেছেন, উহাঁরা কাম্বোজ দেশীয় মহারথ; উহাঁরা সকলেই কৃতবিদ্য ও ধনুর্ব্বেদ পারগ; এক্ষণে উহাঁদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত সুকঠিন; আপনি উহাঁদের বল বিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। উহাঁরা পরস্পরের হিতার্থ সমবেত হইয়াছেন। ঐ সকল মহাবীর এবং কৌরবগণ রক্ষিত দুর্য্যোধনের অনেক অক্ষৌহিণী সেনা অপ্রমত্ত চিত্তে আমারে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু হুতাশন যেরূপ তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি উহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব রথযোজকারিগণ অবিলম্বে বাণপূর্ণ তূণীর ও অন্যান্য উপকরণ সকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত করুক। এই সংগ্রামে বহু বিধ অস্ত্র গ্রহণ করাই বিধেয়। আচার্য্য রথ সজ্জায় যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সুসজ্জিত করিতে থাকুক। কারণ অত্যুগ্র আশীবিষ সদৃশ কাম্বোজগণ, নানাস্ত্রধারী বিষকল্প কিরাতগণ, সতত দুর্য্যোধন প্রতিপালিত ও তাঁহার হিতৈষী। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম শকগণ এবং দীপ্ত পাবক সদৃশ, দুর্জ্জয়, কালপ্রতিম, যুদ্ধদুর্ম্মদ অন্যান্য বহুবিধ যোধগণের সহিত আজি সমরস্থলে সাম্মলিত হইতে হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিখ্যাত অশ্বগণকে বারিপান ও ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় আমার রথে সংযোজিত করুক।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি এই কথা বলিলে রাজা যুধিষ্ঠির তূণীর, নানাবিধ অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল তাঁহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন, পরিচারকগণ তাঁহার রথযোজিত সদশ্ব চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া মত্তকর মদ্যপান এবং স্নান ভক্ষণ ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের শল্যোদ্ধার করিল। তখন সাত্যকির প্রিয়সখা সারথি দারুকানুজ সেই সংহৃষ্টমনা, স্বর্ণবীত, হেমমাল্য বিভূষিত দ্রুতগামী তুরগগণকে মণি, মুক্তা, প্রবাল বিভূষিত, পাণ্ডুরবর্ণ পতাকায় সমলঙ্কৃত, উচ্ছ্রিত ছত্র দণ্ড সমযুক্ত, সিংহধ্বজ সম্পন্ন, হেমভূষণ ভূষিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিরে নিবেদন করিল, মহাশয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে। তখন শ্রীমান সাত্যকি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া সহস্র স্নাতককে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর যুযুধান কিরাত দেশোদ্ভব মদ্যপানে বিহ্বলিত ও লোহিত লোচন হইয়া দর্পণ স্পর্শ পূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত ও প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর সাত্যকি সন্নদ্ধ কবচ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দন পূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ বায়ুবেগগামী সিন্ধুদেশোদ্ভব ঘোটক সকল তাঁহারে বহন করিতে লাগিল ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! তখন দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয়েরা সেই শত্রুতাপন বীর দ্বয়কে সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি বর্ম্মধারী ভীমসেনকে আপনার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে বৃকোদর! আমার মতে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং কৌরবসৈন্য ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমার বল বিক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছ, তোমার বল বিক্রমও আমার নিকট অবিদিত নাই। অতএব যদি আমার হিত কামনা কর, তাহা হইলে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজার রক্ষার নিযুক্ত হও, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার প্রধানতম কার্য্য। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! তুমি যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব। তুমি শীঘ্র গমন কর, তোমার কার্য্য সিদ্ধ হউক। তখন সাত্যকি পুনর্ব্বার বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীমসেন! তুমি যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ শীঘ্র গমন কর। আজি যখন আমার বশবর্ত্তী হইয়াছ এবং সুলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্যই আমার সমরে জয়লাভ হইবে। হে বৃকোদর! আজি দুরাত্মা সিন্ধুরাজ নিহত হইলেই মহাবীর পার্থের সহিত আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিব। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় করিয়া ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেই রূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্য

গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ সাত্যকিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পুনরায় হতজ্ঞান ও কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুবর্ত্তী সাত্যকি অর্জ্জুন দর্শন মানসে অবিলম্বে সেই সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আপনার সৈন্যের প্রতি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেনাপরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চাল রাজতনয় এবং রাজা বসুদান ইহাঁরা দুই জনে শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও; সমরদুর্ম্মদ সাত্যকি যেন অক্লেশে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, এই বলিয়া পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথগণ, আজি সমুদায় বীরেরা সাত্যকির জয়লাভ বিষয়ে যত্নবান হইবেন, এই বলিতে বলিতে মহাবেগে কৌরবসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ ও তদ্দর্শনে জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সাত্যকির রথ সমীপে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে যুযুধানের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহারথ সাত্যকি সেই সৈন্যদিগকে শতধা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অগ্নিসন্নিভ শর দ্বারা পুরোবর্ত্তী ধনুর্দ্ধারী সাত জন মহাবীর ও নানা জনপদস্থ অন্যান্য ভূপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি কখন এক বাণে শত ব্যক্তিরে,কখন বা এক শত বাণে এক ব্যক্তিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারুদ্র যেরূপ প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, সেই রূপ তিনি হস্তী ও হস্ত্যারোহী অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথীদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন সৈনিক পুরুষই সেই শরনিকর বর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ তন্ময় অবলোকন করত সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভগ্ননীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধ্বজ, অনুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, করিকর সদৃশ অঙ্গদ যুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, ভুজগাকার উরু ও শশধর সদৃশ কুণ্ডলালঙ্কৃত বদন মণ্ডল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ব্বতাকার গজ সমুদায় ভূতলশায়ী হইলে বোধ হইতে লাগিল। যেন, সমর ভূমি ভূধর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মুক্তাবলি বিভূষিত সুবর্ণযোক্ত্র ও বিচিত্রাকার বর্ম্ম বিভূষিত অশ্বগণ মহাবাহু সাত্যকি শরে প্রমথিত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবাহু সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যে পথে ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণ দর্শনে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মর্ম্মভেদী শাণিত পাঁচ শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধানও কঙ্কপত্র ভূষিত শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সাত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য ছয় বাণ দ্বারা তাঁহারে ও তাঁহার সারথিরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ ক্রমে ক্রমে তাঁহারে দশ, ছয় ও আট বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, এক শরে ধ্বজ ও এক শরে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ একবারে পতঙ্গকুল সদৃশ শরজালে তাঁহারে এবং তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথিরে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকিও তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তোমার আচার্য্য অর্জ্জুন যেরূপ আজি কাপুরুষের মত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে, যদি তুমি সেই রূপ পলায়ন না কর, তাহা হইলে আজি তোমারে জীবিত থাকিতে হইবে না। সাত্যকি দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক; আমি আর কাল বিলম্ব করিতে পারি না। আমারে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে হইবে। শিষ্যেরা সর্ব্বদা আচার্য্যের পদবীতেই পদ নিক্ষেপ করিয়া থাকে; অতএব আমি আপনারে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আমার গুরু অবস্থান করিতেছেন, সত্বরে সেই স্থানে গমন করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর শৈনেয় এই বলিয়া সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন এবং সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! দ্রোণ আমার নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ

চেষ্টা করিবেন; অতএব তুমি সাবধানে রণস্থলে গমন কর। এই যে, অবন্তিদেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্যাবলোকন করিতেছ, উহার পরেই সূতপুত্র প্রমুখ বহুতর দাক্ষিণাত্য সৈন্য, তাহার পরেই উদ্যতাস্ত্র বাহ্লিকদিগের মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য এবং উহার নিকটেই মহাবীর কর্ণের বল সমুদায় অবস্থান করিতেছে। উহারা পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু রণস্থলে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অনতি দ্রুতবেগে উহাদিগের মধ্যে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাবীর সাত্যকি সারথিরে এই কথা বলিতে বলিতে সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কর্ণের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে তাঁহার উপর বহুতর বিশিখ প্রহার করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর যুযুধান শাণিত শরনিপাতে কর্ণের সেনাগণকে আহত করিয়া অসীম ভারত সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ করি মাত্র কৌরব পক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে রোষাকুলিত মনে সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে নতপর্ব্ব ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ ভূজগ সন্নিভ বায়ুবেগগামী বৎসদন্ত বাণ শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলে উহা সাত্যকির বর্ম্ম ও দেহ ভেদ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ কৃতবর্ম্মা স্বীয় শরনিকরে সাত্যকির সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষস্থলে সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ছিন্ন কার্ম্মুক হইয়া কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ করে শক্তি প্রহার করিলেন এবং অবিলম্বে অন্য সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করত অসংখ্য শরে তাঁহারে রথের সহিত সমাচ্ছাদিত করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন ভোজরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসন হস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভোজসৈন্যেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে শ্রমাপনোদন করিয়া স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক শত্রুগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম্বোজ সৈন্য সমীপে গমন করিলে কৃতবর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর যুযুধান ভোজবল হইতে বিনির্গত হইয়া সত্বর কাম্বোজ রাজের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ তাঁহারে অবরোধ করিল। তখন তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির অনুসন্ধান পাইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি স্বীয় সৈন্য রক্ষণের ভারার্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কামনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ রথী শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিবারিত ও হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সমরাভিলাষী বীরদিগকে শরনিকরে তাপিত ও তাঁহাদের বাহনগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন; কিন্তু সেই মহাবীরগণ কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক এইরূপে দৃঢ় সমাহত হইয়াও যশোলাভাভিলাষে সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ভোজসৈন্যগণকে পরাজয় করিবার মানসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ মহাবল পরাক্রান্ত, লঘু, বৃত্ত ও আয়ত কলেবর, ব্যাধিশূন্য, বর্ম্মসমাচ্ছন্ন, বহুশস্ত্র ও পরিচ্ছদ সম্পন্ন, শস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং ন্যায়ানুসারে ব্যূহিত। তাহারা অতিশয় বৃদ্ধ নয়, বালকও নয় এবং কৃশ নয় ও স্থূলও নয়। তাহারা আমাদিগের নিকট সৎকৃত হইয়া আমাদেরই অভিলাষানুসারে সতত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ, অধিরোহণ, প্রসরণ, প্লুতগমন, সম্যক্ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে সুদক্ষ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত। তাহারা পরস্পর বিদ্যাশিক্ষাভিলাষ, সৎকার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারা অনাহূতও নহে। আমরা যথাবিধ পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সৈন্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহারা কুলীন, তুষ্ট, পুষ্ট ও অনুদ্ধত এবং সকলেই যশস্বী ও মনস্বী। লোকপালসম পুণ্যকর্ম্মা অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবেরা নিরন্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য ভূপালগণ স্বেচ্ছানুসারে আমাদের নিতান্ত

অনুগত হইয়া তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন। আমার সৈন্যগণ, সমন্তাৎ সমাগত নদী সমূহে পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায়, পক্ষশূন্য পক্ষিসঙ্কাশ রথ,অশ্ব, মদস্রাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমুদায় সৈন্য যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যোদ্ধৃবর্গ ঐ সৈন্য সাগরের অক্ষয় সলিল; বাহন সকল তরঙ্গ; অসি ক্ষেপণী; গদা, শক্তি, শর ও প্রাস সমুদায় মৎস্য; ধ্বজ ও ভূষণ সকল রত্ন ও উৎপল; দ্রোণ উহার গভীর পাতাল; কৃতবর্ম্মা মহাহ্রদ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাহস্বরূপ। উহা কর্ণ রূপ চন্দ্রের উদয়ে উচ্ছ্বলিত ও ধাবমান এবং বাহন রূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুযুধান আমার সেই সৈন্য সাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিয়াছে, তখন বোধ হইতেছে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কৌরবগণ ঐ দুই বীর পুরুষকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গাণ্ডীব মুক্ত বাণের সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সেই ভয়ানক বিপৎকালে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া অবধারিত করিয়াছি। তাঁহাদের বল, বিক্রম, আর পূর্ব্ববৎ অবলোকিত হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় অক্ষত কলেবরে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে এমন আর কেহই নাই। হে সঞ্জয়! আমি বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান ও কতকগুলিকে কেবল প্রিয় বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সৈন্য মধ্যে কেহই অসৎকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ অন্ন বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ যুদ্ধে অথবা অবৈতনিক নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বারা যথাসাধ্য সৎকার করিয়া থাকি; কিন্তু তাহারা সাত্যকির বাহুবলে বিমর্দ্দিত মহাবীর অর্জ্জুনের দর্শন মাত্রেই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহার সন্দেহ নাই। আমি সংগ্রামস্থলে রক্ষ্য ও রক্ষক এই উভয়ের গতি একই প্রকার দেখিতেছি।

হে সঞ্জয়। আমার মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থান ও সাত্যকিরে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল এবং আমার পক্ষ বীরগণই বা কৃষ্ণ ও ও ধনঞ্জয়কে সমস্ত অস্ত্র জাল নিবারণ পূর্ব্বক সেনা মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ হয়, আমার পুত্রেরা কৃষ্ণ ও সাত্যকিরে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ উদ্যত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইতেছে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুনকে সেনা সকল অতিক্রমণ ও কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহারা অস্মৎপক্ষীয় রথীদিগকে শত্রুজয়ে উৎসাহ শূন্য ও পলায়নে সমুদ্যত, সাত্যকি ও ধনঞ্জয়ের শরে রথোপস্থ সমুদায় সারথি শূন্য ও যোদ্ধাদিগকে নিহত এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বীরগণকে ব্যগ্রমনে ধাবমান দেখিয়া যারপরনাই শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহারা কতকগুলি মাতঙ্গকে অর্জ্জুন শরে পলায়িত ও কতকগুলিকে ভূতলে নিপতিত এবং সাত্যকি ও পার্থের শরে অশ্ব সকলকে আরোহী শূন্য ও মনুষ্যগণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপ করিতেছে। পদাতিগণকে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান দেখিয়া বিজয়লাভ প্রত্যাশা তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত এবং একান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে ক্ষণমধ্যে দ্রোণসৈন্যগণকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাহাদের শোক সাগর উচ্ছলিত হইয়াছে।

সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সাত্যকি সমভিব্যাহারে আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। যাহা হউক, মহাবীর শৈনেয় ভোজ সৈন্য ভেদ করিয়া পৃতনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৌরবগণ কিরূপ কার্য্য করিলেন এবং পাণ্ডবেরা দ্রোণশরে নিতান্ত নিগৃহীত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বলবানদিগের অগ্রগণ্য, কৃতাস্ত্র ও সমরবিশারদ। পাঞ্চালগণ কিরূপে তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিল? তাহারা অর্জ্জুনেরই জয়লাভার্থী, সুতরাং দ্রোণের সহিত তাহাদের শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মহারথ দ্রোণও তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছ। এক্ষণে এই সমুদায় বৃত্তান্ত এবং মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ বধার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশতই এই দারুণ ব্যসন সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় শোক করা অপনার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে প্রাজ্ঞতম বিদুর প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্‌গণ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে আপনারা নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ না করে তাঁহারে অতিশয়

দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিতে হয়। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক তত্বজ্ঞ বাসুদেব সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নির্গুণত্ব, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্ম্মে দ্বৈধীভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি মৎসরতা ও কুটিল অভিপ্রায় এবং আর্ত্ত প্রলাপ এই সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবগণের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে দোষী করা আপনার উচিত হইতেছে না। প্রথমে মধ্যে বা শেষে আপনার কোন সৎকার্য্যই নিরীক্ষিত হয় না। ফলতঃ আপনিই এই পরাজয়ের মূল কারণ। অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা অবগত হইয়া এই দেবাসুরোপম ঘোরতর যুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। সত্যবিক্রম সাত্যকি সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ম্মা ক্রোধ পরবশ অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন শৈলভূমি উচ্ছ্বলিত অর্ণবকে অবরোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়াও হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। অনন্তর ভীমসেন তিন শরে কৃতবর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণকে পুলকিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, নকুল একশত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সাত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্ম্মারে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। তৎপরে বিরাট ও দ্রুপদ তিন তিন শরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিলে শিখণ্ডী তাঁহার প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের উপর পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক ভীমের বক্ষস্থলে সপ্ততি নিশিত শর প্রহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হৃদিক্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ভূমিকম্প কালীন অচলের ন্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাবীর সকল ভীমকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতবর্ম্মারে রথ সমূহে অবরুদ্ধ করিয়া শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া হেমদণ্ড মণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোক মুক্ত উরগ সদৃশ ভীমভুজ নির্ম্মুক্ত অতি ভীষণ শক্তি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মহাবীর হার্দ্দিক্য সেই যুগান্তানল সঙ্কাশ কনকভূষণ শক্তি দুই শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই কৃতবর্ম্ম বিশিখ বিচ্ছিন্ন শক্তি নভোমণ্ডল পরিভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীম পরাক্রম ভীমসেন শক্তি বিফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে অন্য মহাস্বন শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হার্দ্দিক্যকে নিবারণ করত পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ভীম শরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া বিকসিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্য মুখে ভীমকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত যত্নবান মহারথগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাত সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা রোষ পরবশ হইয়া হাস্য মুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা শিখণ্ডীর কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অসি ও সুবর্ণ সমলঙ্কৃত ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করত কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে অসি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক অম্বরতল পরিভ্রষ্ট জ্যোতির ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহারথগণ সায়ক দ্বারা কৃতবর্ম্মারে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা সেই বিশীর্ণ কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া তিন তিন শরে পাণ্ডবগণকে ও আট বাণে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার শরে বিদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক কূর্ম্মনখ শর দ্বারা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর নিদান মহাবীর শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন সেই দিগ্‌গজ সঙ্কাশ প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কখন শরাসন আস্ফালন, কখন সায়ক সন্ধান এবং কখন বা সূর্য্যকিরণ

সন্নিভ বহুসংখ্য শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই যুগান্তকাল প্রতিম বীর দ্বয় পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ শরে সন্তাপিত করিয়া ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা মহারথ শিখণ্ডীরে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হার্দ্দিক্যের বাণে গাঢ়বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অভিভূত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীরে বিসন্ন দেখিয়া কৃতবর্ম্মারে যথোচিত সৎকার করত পতাকা সকল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডীর সারথি তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীরে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া অবিলম্বে রথ সমুদায় দ্বারা কৃতবর্ম্মারে অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহারথ কৃতবর্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত বল প্রকাশ পূর্ব্বক সানুচর পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া চেদী, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কৈকেয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃতবর্ম্মার শরে একান্ত তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন; কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবেরা হার্দ্দিক্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা অনন্য মনে শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য কৃতবর্ম্মার শরপ্রহারে বিদ্রাবিত ও লজ্জায় একান্ত অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরেরা অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি অগাধ সৈন্য সাগর মধ্যে আশ্রয় লাভার্থী পাণ্ডবগণের দ্বীপস্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শব্দ শ্রবণ করিয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া চারি শরে কৃতবর্ম্মার চার অশ্ব ও শাণিত ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক ও সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে রথ শূন্য করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার সেনাগণকে মর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাগণ শৈনেয়ের শর নিকরে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সত্যবিক্রম সাত্যকিও সত্বরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি তৎপরে যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি এইরূপে দ্রোণানীক অতিক্রম[illegible] কৃতবর্ম্মারে পরাজয় করিয়া হৃষ্টমনে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দবেগে রথ চালন কর। মহাবীর সাত্যকি সারথিরে প্রথমত এই কথা বলিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ সঙ্কুল কৌরব সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সারথি! ঐ যে দ্রোণ সৈন্যের বামভাগে সুবর্ণধ্বজ পরিশোভিত, মহামেঘসন্নিভ মাতঙ্গারোহী বিপুল সৈন্য সমুদায় অবলোকন করিতেছ, উহাঁরা ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজপুত্র। উহাঁরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, বিচিত্র যোদ্ধা ও মহারথ; উহাঁদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য। ঐ বহু পুত্রগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া রুক্মরথকে অগ্রবর্ত্তী করত আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে উহাঁদের নিকটে আমার অশ্ব চালন কর। আমি দ্রোণ সমক্ষে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দবেগে অশ্ব চালন করিতে আরম্ভ করিল। কুন্দ-ইন্দু-রজত-প্রভ বায়ুবেগগামী সারথি বশীভূত বহমান তুরঙ্গমগণ [illegible] লাগিল। তখন বিপক্ষ পক্ষীয় লঘুবেধী মহাবীর সকল তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ বিবিধ সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক করিসৈন্য দ্বারা তাঁহারে অবরোধ করিল। তখন মহাবীর সাত্যকি যেমন গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল পর্ব্বতের উপর বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ করিসৈন্যের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শিনিবীর সমীরিত অশনি সমস্পর্শ শরনিকর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত, শীর্ণদন্ত, ভগ্নকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কাহার কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, কাহার মুখ ও শুণ্ড নিকৃত্ত, কাহার নিয়ন্তা নিহত, কাহার পতাকা নিপতিত, কাহার চর্ম্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা চূর্ণ, কাহার ধ্বজ দণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং কাহারও বা আরোহী বিনষ্ট ও কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে সেই

সমস্ত জলদোপম নিস্বন মাতঙ্গগণ, সাত্যকির নারাচ বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদারিত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার, মল মূত্র পরিত্যাগ ও শোণিত ধারা বর্ষণ করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কতকগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কতকগুলি স্খলিত, কতকগুলি নিপতিত ও কতকগুলি নিতান্ত ম্লান হইয়া গেল।

এইরূপে সেই করিসৈন্য নিহত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধ পরম যত্ন সহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। ঐ সুবর্ণ বর্ম্মধারী কনকাঙ্গদ সুশোভিত, কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত, রক্তচন্দন চর্চ্চিত, মহাবীর, মস্তকে কাঞ্চনময়ী মালা এবং বক্ষঃস্থলে নিষ্ক ও কণ্ঠসূত্র ধারণ পূর্ব্বক মাতঙ্গের উপর উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণময় শরাসন বিধূনিত করত বিদ্যুদ্দাম সম্বলিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই জলসন্ধের মাতঙ্গকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া যেমন বেলাভূমি মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ সেই করিবরকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ সাত্যকির শরনিকরে স্বীয় কুঞ্জরকে নিবারিত দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ ও নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছিন্ন করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধের সহস্র শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত না হইয়া তৎকালে কোন্ শর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক জলসন্ধকে থাক থাক বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং হাস্যমুখে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ষষ্টি শর নিক্ষেপ ও সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর জলসন্ধ সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে সাত্যকির প্রতি এক তোমর প্রয়োগ করিলেন। জলসন্ধ নিক্ষিপ্ত তোমর সাত্যকির বাম ভুজ ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত ঘোর উরগের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি জলসন্ধের শরে নির্ভিন্ন বাহু হইয়াও তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ ত্রিংশৎ শরে সমাহত করিলেন। তখন মহাবল জলসন্ধ খড়্গ ও শত চন্দ্রক সঙ্কুল আর্ষভ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক খড়্গ বিঘূর্ণিত করিয়া সাত্যকির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ পরিত্যক্ত হইবামাত্র সাত্যকির শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে শালস্কন্ধ সঙ্কাশ, অশনি সমনিস্বন অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শর দ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার বিচিত্র ভূষণ বিভূষিত বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের অর্গল সদৃশ ভুজ যুগল ভূধর হইতে পরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ উরগদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবীর সাত্যকি অন্য ক্ষুর দ্বারা জলসন্ধের মনোহর কুণ্ডল যুগল মণ্ডিত দশন রাজি বিরাজিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই জলসন্ধের ভীমদর্শন কবন্ধ রুধির ধারায় তাঁহার মাতঙ্গকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সত্বরে গজস্কন্ধ হইতে মহামাত্রকে নিপাতিত করিলেন। তখন সেই রুধিরলিপ্তাঙ্গ মাতঙ্গ সাত্যকির শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বমান আসন বহন ও স্বীয় সৈন্যগণকে মর্দ্দন করত ধাবমান হইল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ তদ্দর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। যোদ্ধা সকল মহাবীর জলসন্ধকে নিহত দেখিয়া জয় লাভে উৎসাহ শূন্য ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। ইত্যবসরে মহাবীর দ্রোণ মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণও সাত্যকিরে নিতান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের সহিত ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা দ্রোণ ও কৌরবগণের সহিত সাত্যকির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে যুদ্ধনিপুণ বীরগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ দশ, বিকর্ণ ত্রিংশৎ, দুর্ম্মুখ দশ, দুঃশাসন আট ও চিত্রসেন দুই বাণে তাঁহার বামপার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ও অন্যান্য শূরগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই বীরগণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে তিন, দুঃসহকে নয়, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে আট, সত্যব্রতকে নয় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে

কলিঙ্গাধিপতি কল্মাঙ্গদকে কম্পিত করত অবিলম্বে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে অসংখ্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করিয়া পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরাঘাতে রুধিরাপ্লুত হইয়া রসস্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্রও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া সুবর্ণময় শিরোভূষণ ভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় শোভমান হইলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে কুরুরাজের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বিপক্ষাস্ত্রে নিপীড়িত ও তাঁহার বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অন্য হেমপৃষ্ঠ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত বাণে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধান দুর্য্যোধনের শর প্রভাবে ব্যথিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহারে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার অন্যান্য পুত্রগণ নৃপতিরে পীড়িত দেখিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরজালে সমাবৃত হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রথমতঃ পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত সাত শরে আহত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সত্বরে আট বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান বদনে তাঁহার ভীষণ শরাসন ও মণিময় নাগধ্বজ ছেদন, চারি শরে চারি অশ্বের প্রাণসংহার ও ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সারথিরে নিধন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী শর দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে শৈনেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারী চিত্রসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন। দুর্য্যোধনকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া সকল লোকেই হাহাকার করিতে লাগিল।

তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা ঐ রূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ধনুঃ কম্পন ও অশ্বচালন পূর্ব্বক সারথিরে ভর্ৎসনা করত কহিলেন, হে সূত! সত্বরে অগ্রসর হও। অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে কহিলেন, সারথে! ঐ দেখ, কৃতবর্ম্মা রথারোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে; তুমি শীঘ্র উহার অভিমুখে রথ চালন কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র সুসজ্জিত অশ্ব সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ দুই মহাবীর বলবান্ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একত্র মিলিত হইলেন। সুবর্ণধ্বজশালী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক শৈনেয়কে ষড়্‌বিংশতি, তাঁহার সারথিরে পাঁচ এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর সুবর্ণ পুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শিনি পৌত্র সাত্যকি ধনঞ্জয়ের দর্শন কামনায় ত্বরাযুক্ত হইয়া কৃতবর্ম্মার উপর শাণিত অশীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বলবান অরাতির শরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূমিকম্পকালীন ভূধরের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি ঐ অবসরে ত্রিষষ্টি শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সাত শরে সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সংক্রুদ্ধ পন্নগ সদৃশ সুবর্ণ পুঙ্খ বিশিখ পরিত্যাগ করিলেন। সেই কালদণ্ড সদৃশ শর কৃতবর্ম্মার জাম্বূনদময় বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন ও কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধিরাপ্লুত হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হার্দ্দিক্যও সেই বিষম শরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সাত্যকি সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, অক্ষোভ্য সাগর তুল্য কৃতবর্ম্মারে নিবারণ করিয়া ইন্দ্র যেরূপ অসুর সেনা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে সেই খড়্গ শক্তি শরাসন বিকীর্ণ, গজাশ্ব রথ সঙ্কুল, রুধিরাভিষিক্ত কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে বলবান্ হার্দ্দিক্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব সেনাগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাচার্য্য শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহারে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে বলিরাজার সহিত বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকিরও সেই রূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দ্রোণ যুযুধানের ললাটে সর্পাকৃতি লৌহময় বিচিত্র বাণত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শরত্রয়ে তাঁহার ললাট বিদ্ধ হওয়াতে সাত্যকি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভারদ্বাজ ঐ অবসরে তাঁহার উপর অশনিসম শব্দায়মান বাণ সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তৎপ্রেরিত প্রত্যেক বাণের উপর দুই দুই শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমুদায় বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণ

সাত্যকির এই রূপ হস্তলাঘব দর্শনে হাস্য করিয়া স্বীয় লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রথমত বিংশতি ও তৎপশ্চাৎ শাণিত পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। রোষিত সর্প সকল যেরূপ বল্মীক হইতে বিনির্গত হয়, সেই রূপ সেই নিশিত শর সমূহ আচার্য্যের রথ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। যুযুধান নিসৃষ্ট রুধিরপায়ী শরনিকরও দ্রোণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই সমান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তলাঘব বিষয়ে কেহ কাহারে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে পূর্ব্ববৎ নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাঁহার সারথির উপর শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুযুধানের হস্তলাঘব অবলোকন পূর্ব্বক সপ্ততি শরে তাঁহার সারথিরে ও তিন তিন শরে অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও হেমপুঙ্খ ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বিবিধ শরবৃষ্টি দ্বারা সহসা সমাগত পট্টবদ্ধ লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শিলানিশিত অসংখ্য শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথাভিমুখে স্বুবর্ণ দণ্ডান্বিত লৌহ নির্ম্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসন্নিভ শক্তি শৈনেয়ের শরীর স্পর্শ না করিয়া রথ ভেদ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর নিস্বন করত অবনিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সাত্যকি তীক্ষ্ণ শরে দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ সমাহত করিলেন। মহাবীর দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ দ্বারা মাধবের শরাসন ছেদন ও রথশক্তি দ্বারা সারথিরে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভীষণ রথশক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্মি ধারণ করিয়া সারথ্য কার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্ন মনে তাঁহারে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণও তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর সকল সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। সাত্যকি দ্রোণের শরে নিপীড়িত হইয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার সারথিরে সংহার করত অন্য শর সমূহ দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এই রূপে অশ্বগণ বাণ পীড়িত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে দ্রোণাচার্য্যের সেই রজত নির্ম্মিত রথ রণক্ষেত্রে দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় সহস্র সহস্র মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রাজা ও রাজপুত্রগণ শীঘ্র গমন কর, দ্রোণের পলায়মান অশ্বগণকে ধারণ কর, বলিতে বলিতে সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ। আপনার সেনাগণ মহারথগণকে সাত্যকির শরে সমাহত ও পলায়মান অবলোকন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যও সেই সাত্যকি শরার্দ্দিত বায়ু সম বেগবান অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই ব্যূহ ভগ্ন করিয়াছেন দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত্ন না করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক ব্যূহ রক্ষা করত উদ্যত কালসূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ। শিনিবংশাবতংস পুরুষপ্রধান সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া সহাস্য মুখে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পূর্ব্বেই আমাদের অরাতিগণকে সংহার করিয়াছেন, আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই অর্জ্জুন নিহত সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছি। অরাতিহন্তা সাত্যকি সারথিরে এই কথা বলিয়া বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক আমিষ লোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই সুরেন্দ্রসম প্রভাব, প্রভূত পরাক্রম, পুরুষ প্রবীর সাত্যকিরে শশিশঙ্খ সন্নিভ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কেহই তাঁহারে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বিচিত্র যুদ্ধ বিশারদ কাঞ্চন বর্ম্মধারী মহাবীর সুদর্শন ক্রোধপূর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীর দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পূর্ব্বকালে দেবগণ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ দর্শনে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধারা সাত্যকি ও সুদর্শনের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির উপর বারংবার সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ

করিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই সমুদায় বাণ অঙ্গস্পর্শ না করিতে করিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র তুল্য প্রভাবশালী সাত্যকিও সুদর্শনের প্রতি যে যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, উত্তম রথারূঢ় সুদর্শন উত্তম শরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির বাণ বেগে স্বীয় শর সমুদায় নিবারিত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সুবর্ণময় বিচিত্র বাণ বর্ষণপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি অগ্নি সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন নিক্ষিপ্ত সায়ক ত্রয় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজনন্দন সুদর্শন প্রজ্বলিত বাণ চতুষ্টয় নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকির রজত সঙ্কাশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিলেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকি এইরূপে সুদর্শন শরে তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে শক্রাশনি সন্নিভ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক কালানল-সন্নিভ শর দ্বারা সুদর্শনের কুণ্ডলমণ্ডিত পূর্ণশশ সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে বজ্রধর ইন্দ্র যেরূপ অতি বল বলদানবের শিরশ্ছেদন করত শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, যদুকুলোদ্ভব মহাত্মা সাত্যকি সুদর্শনের মস্তক ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই সদশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া বাণজাল দ্বারা কৌরব সেনাগণকে নিবারণ ও নিধন করত সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া অর্জ্জুন সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন যোধগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপুঙ্গব মহামতি সাত্যকি এইরূপে সংগ্রামে সুদর্শনকে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার সারথিরে কহিলেন, সারথে! যখন শর শক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়্গ রূপ মৎস্য ও গদা রূপ গ্রাহ সঙ্কুল, অসংখ্য রথনাগাশ্ব সঙ্কীর্ণ, বিবিধ আয়ুধের নিস্বন ও বাদিত্রের নিনাদ সম্পন্ন, যোধগণের অসুখস্পর্শ, জিগীষুদিগের দুদ্ধর্ষ, রাক্ষস সদৃশ জলসন্ধ সৈন্যে সমাবৃত দ্রোণানীক রূপ মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সেনা, অল্পসলিল সম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র অশ্ব চালন কর। আমি অবিলম্বে উহা অতিক্রম করিব। যখন দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যকে পরাজয় করিয়াছি, তখন অর্জ্জুনকে সম্মুখস্থিত বোধ হইতেছে। এই সমুদায় সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার কিছুমাত্র ত্রাস হইতেছে না। উহারা প্রদীপ্ত পাবক দগ্ধ শুষ্ক তৃণের ন্যায় আমার শরে দগ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তথায় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। ঐ কৌরব সেনাগণ অর্জ্জুনের শরে নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। তুরঙ্গম মাতঙ্গ ও রথ সমুদায় মহাবেগে গমন করাতে কৌশেয়ারুণ রজোরাশি উদ্ধূত হইয়াছে এবং মহাতেজ সম্পন্ন গাণ্ডীবের গভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ করি, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। হে সারথে! এক্ষণে যেরূপ নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয়, দিনমণি অস্তাচলগত না হইতে হইতেই অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে যে স্থানে অরাতি সৈন্যগণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ কবচধারী বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী যবনগণ এবং বিবিধাস্ত্রধারী শক, কিরাত দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ আমার সহিত সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই স্থানে অশ্ব চালন কর। তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখ যে, আমি ঐ সমুদায় বীরগণকে রথ, নাগ ও অশ্বের সহিত সংহার করিয়া এই বিষম শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

সারথি সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! যদ্যপি জমদগ্নিপুত্র প্রতাপবান্ মহাস্ত্রধারী দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য বা মদ্ররাজ শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া অ[illegible] আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে আ[illegible]কিঞ্চিন্মাত্রও শঙ্কা হয় না। অদ্য আপনি সংগ্রামে [illegible] অস্ত্রধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী প্র[illegible] নানাস্ত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক [illegible]কে পরাভূত করিয়াছেন, সুতরাং আমার ভয় [illegible] কি? পূর্ব্বে আমি কোন সংগ্রামেই কখন ভীত হই[illegible], তবে কি নিমিত্ত আজি এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার ভয় উ[illegible]ইবে? যাহা হউক, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনারে কোন পথ দিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে সমানীত করিব। হে আয়ুষ্মন্! আপনি কাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহারা শমন ভবনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে! কাহারা আপনারে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, তাঁহাদের অভিমুখে রথ চালন করি।

সাত্যকি কহিলেন, হে সূত! তুমি শীঘ্র রথ চালন কর। বাসব যেরূপে দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপ অদ্য আমি এই মুণ্ডিত মুণ্ড কাম্বোজগণকে বিনাশ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া একান্ত প্রিয় অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ এই সমুদায় সৈন্যকে নিহত দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম অনুভব করিবে। অদ্য শরবিক্ষত কৌরব সেনার করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে অবশ্য অনুতাপিত হইতে হইবে। অদ্য আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতাশ্ব মহাত্মা অর্জ্জুনকে তদুপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। অদ্য রাজা দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র বীর পুরুষকে আমার বাণে বিগতাসু অবলোকন করিয়া অবশ্যই অনুতাপিত হইবেন। অদ্য কৌরবগণ আমার বাণবর্ষণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অলাত চক্র সদৃশ আকার দর্শন করিবেন। অদ্য দুর্য্যোধন আমার বাণবিদ্ধ রুধিরাস্রাবী সৈনিকগণের বিনাশ দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া সমরে আমার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন পূর্ব্বক অবশ্যই মনে করিবেন যে, দ্বিতীয় অর্জ্জুন অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদ্য আমি কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপের প্রাণ সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে অনুতাপিত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। অদ্য কৌরবগণ আমার বলবীর্য্য ও কৃতজ্ঞতা সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।

হে মহারাজ! সাত্যকির সারথি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ সমগামী শিক্ষিত অশ্বগণকে চালন করিতে লাগিল। অশ্বগণ আকাশ পান করিবার নিমিত্তই যেন, বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তখন যুযুধান অবিলম্বেই যবনগণ সমীপে উপনীত হইলেন। তাহারা অনেকে মিলিত হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেনাগ্রবর্ত্তী সাত্যকির উপর অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শৈনেয় নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা অৰ্দ্ধপথে সেই শরজাল ছেদন পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ নিশিত শরনিকরে যবনগণের ভুজ ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিলেন। সাত্যকির শরনিকর তাহাদের লৌহময় ও কাংস্যময় বর্ম্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে শত শত যবন সাত্যকির শরাঘাতে গতাসু হইয়া বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিয়া এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্ব্বর সাত্যকির শরে জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে সমরস্থল তাহাদিগের মাংস ও শোণিতে কর্দমময় হইয়া গেল। দস্যুগণের ছিন্নকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু সম্পন্ন, বিবর্হ বিহঙ্গম সদৃশ মস্তক সমুদায়ে রণস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। রুধিরাভিষিক্ত সর্ব্বাঙ্গ অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র শোণমেঘ সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবীরগণ সাত্যকির অশনি সমস্পর্শ সুপর্ব্ব অজিহ্মগামী শরনিকরে নিহত ও নিপতিত হইয়া বসুন্ধরা সমাবৃত করিল। হতাবশিষ্ট বর্ম্মধারী যোধগণ সন্তপ্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পার্ষ্ণি ও কশাঘাত করত শঙ্কিত চিত্তে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে পুরুষব্যাঘ্র সত্যবিক্রম সাত্যকি দুর্জ্জয় কাম্বোজ, শক ও যবনগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক বিজয় লাভ করিয়া সারথিরে রথ চালনের অনুমতি করিলেন। তখন সংগ্রাম দর্শনার্থী গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সেই অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ গমনোদ্যত যুযুধানের অলৌকিক কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়েরাও বারংবার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিংশশতাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ যুযুধান যুদ্ধে যবন ও কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া কৌরব সৈন্য অতিক্রম করত অর্জ্জুন নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ মৃগঘাতী শার্দ্দূল সদৃশ বিচিত্র কবচ ধ্বজ শোভিত নরশ্রেষ্ঠ যুযুধানকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সুবর্ণাঙ্গদ, সুবর্ণ শিরস্ত্রাণ ও সুবর্ণ ধ্বজে সুশোভিত মহাবীর সাত্যকি রথোপরি সুবর্ণ শরাসন সঞ্চালিত করত মেরুশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুর্ম্মণ্ডল শরৎকালীন উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান হইল। মত্ত দ্বিরদগামী বৃষভস্কন্ধ বৃষভাক্ষ নরর্ষভ সাত্যকি গোগণ মধ্যস্থ বৃষের ন্যায়, যূথমধ্যস্থ প্রভিন্ন মাতঙ্গের ন্যায় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য, ভোজ কৃতবর্ম্মা, জলসন্ধ ও কাম্বোজগণের দুস্তর সৈন্য এবং মহাবীর হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুস্তর কৌরব সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইলে দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ ও ক্রথ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রোষ কষায়িত লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর পর্ব্বকালীন পবনোদ্ধূত অর্ণবের ন্যায় কৌরব সেনার ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শিনি পুঙ্গব সাত্যকি সেই বীরগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে মন্দবেগে অশ্বচালনের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিলেন, হে সূত! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা রথঘোষে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত এবং সাগর সমবেত সমুদায় ভূমণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল কম্পিত করত আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। বেলা যেমন পূর্ণিমাতেও সংক্ষুব্ধ সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, আমিও তদ্রূপ এই সৈন্য সাগর নিবারিত করিব। আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম অবলোকন কর; আমি এক্ষণে নিশিত শরনিকরে শত্রু সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক তোমারে স্বীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে আমার হুতাশনকল্প শরজালে নিহত অবলোকন করিবে। মহাবীর সাত্যকি সারথিরে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যুযুৎসু, সৈনিক পুরুষেরা ধাবিত হও, জয় লাভ কর, অবস্থান পূর্ব্বক অবলোকন কর, ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে তেজস্বী সাত্যকির সম্মুখে সমাগত হইল। তখন বৃষ্ণিবীর শাণিত শরজালে বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত কুঞ্জরকে আহত করিলেন। এইরূপে সাত্যকির সহিত কৌরবগণের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন দেবাসুর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর সাত্যকি সেই মেঘজাল সদৃশ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অনলস্পর্শ শরজালে অনেকের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ সময় সাত্যকির একটী বাণও ব্যর্থ হইল না; তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অসংখ্য রথনাগাশ্ব সঙ্কুল, পদাতিরূপ তরঙ্গে সমাকীর্ণ কৌরব সৈন্যরূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। সেই চতুরঙ্গিণী কৌরবসেনা সাত্যকির শরনিকরে ব্যথিত ও ভীত হইয়া শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই এমন কোন পদাতি রথ, হস্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী নয়ন গোচর হইল না। নির্ভয়চিত্ত সাত্যকি হস্তলাঘব ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যে রূপ সৈন্য সংহার করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয়ও সে রূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমত তিন ও তৎপরে আট বাণে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি ও চারি শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চ বিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ ও দুঃসহ পঞ্চদশ বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণি শার্দ্দূল সাত্যকি শরাহত হইয়া গর্ব্বিত চিত্তে তিন তিন সুতীক্ষ্ণ বাণে সমুদায় বিপক্ষকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শকুনির শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ ও দুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শকুনি অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমবার আট ও পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারে আহত করিলে দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন ও দুর্ম্মুখ দ্বাদশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও ঐ সময় ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিরে ও নিশিত তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই সমুদায় বীরগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধন সারথির উপর ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সারথি অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া মহাবেগে সমরস্থল হইতে দুর্য্যোধনকে অপনীত করিল। তখন অন্যান্য বীরগণও তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত তীক্ষ্ণ শরনিকরে তাহাদিগকে বিদারণ করত অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ, তাঁহারে লঘুহস্তে শর গ্রহণ, সারথি সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি কৌরব সেনা বিদারণ করিয়া অর্জ্জুন সমীপে গমনে প্রবৃত্ত হইলে আমার সেই নির্লজ্জ পুত্রেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। সব্যসাচী সদৃশ যুযুধান সমরে উপনীত হইলে তাহারা মুমূর্ষু হইয়া কি রূপে সেই দারুণ সমরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল? সেই সমুদায় রণপরাজিত ক্ষত্রিয়গণই বা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন? আমার পুত্রেরা জীবিত থাকিতে সাত্যকি কি রূপে সমরে অগ্রসর হইল; এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বৎস! যুযুধান একাকী বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য মহারথের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, তোমার মুখে এই অদ্ভুত কথা

শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, আমার পুত্রদিগের প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য। আমার সৈন্যগণ সমুদায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও কি হীনবল হইল? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সাত্যকি একাকীই যুদ্ধবিশারদ কৃতী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিয়া পশু নাশক সিংহের ন্যায় আমার পুত্রদিগকে সংহার করিবে। যখন কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ কোন ক্রমেই সাত্যকিকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, মহাবীর সাত্যকি যে রূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনও ঈদৃশ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধিই এই তুমুল জনক্ষয়ের কারণ। এক্ষণে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমুদায় কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সংশপ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় সমাগত হইল। তিনি সহস্র শক, কাম্বোজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিন্দ, তুঙ্গণ, অম্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ব্বর ও পাষাণহস্ত পার্ব্বতীয়গণ এবং [illegible] মহাবীর [illegible] অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাবক পতঙ্গের [illegible] সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহা[illegible] সহস্র রথ, শত মহারথ, সহস্র হস্তী ও দ্বিসহস্র অশ্ব সমভিব্যাহারে বিবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুর্য্যোধন ঐ [illegible]গণকে সাত্যকির বিনাশ করিতে [illegible] বলিয়া তাঁহার আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কি [illegible] মহাবীর সাত্যকি একাকী সেই বহু সংখ্য [illegible] করিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী হস্ত্যারোহী, অশ্ব [illegible] লাগিলেন। তাঁহার [illegible], উন্মাদ ও, [illegible] ও অশ্বারোহি[illegible] [illegible] নিপতিত হওয়াতে [illegible] সমাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় [illegible] অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, [illegible] মহাগজের বংশে সম্ভূত পর্ব্বতাকার [illegible] ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি [illegible] অসংখ্য পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লিক [illegible] নানা দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং প্রধান প্রধান অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এইরূপে সেই সেনাগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তাহাদিগকে [illegible] দেখিয়া দস্যুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মানভিজ্ঞগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন; নিবৃত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তাহারা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল না। তখন তিনি পাষাণবর্ষী পার্ব্বতীয়গণকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করত কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা পাষাণযুদ্ধে সুনিপুণ, কিন্তু সাত্যকি ঐ যুদ্ধ কিছু মাত্র অবগত নহে; অতএব তোমরা অবিলম্বে উহাকে পাষাণ দ্বারা নিহত কর। কৌরবগণ পাষাণ যুদ্ধে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা ঐ যুদ্ধে পারদর্শী হইলে তোমাদের সাহায্য করিতেন। অতএব তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও। শৈলবাসিগণ দুঃশাসন কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সেই শৈলেয়ভীত সৈন্যগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইয়া মাতঙ্গ মস্তক সদৃশ উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলন করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অন্যান্য সৈন্যগণ দুঃশাসনের আদেশক্রমে সাত্যকির বিনাশ কামনায় ক্ষেপণীর দ্বারা দিক সকল আচ্ছাদন করিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি তাহাদিগকে শিলা বর্ষণ করতঃ আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নারাচ সদৃশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সমুদায় চূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রস্তর চূর্ণ সকল খদ্যোত রাশির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া প্রভূত সেনার প্রাণ সংহার করিলে সকলেই হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। ঐ সময় প্রথমতঃ পঞ্চশত শিলাযোধী বীরপুরুষ সাত্যকির শরে ছিন্নবাহু হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। তৎপরে একাধিক শত সহস্র বীর সাত্যকিরে আঘাত না করিয়াই তাঁহার শরে ছিন্নবাহু হইয়া পূর্ব্বোক্ত বীরদিগের সহিত ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে বহু সহস্র পাষাণ যুদ্ধবিশারদ বীরের প্রাণ সংহার করিয়া রহিল।

তখন শূলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গণ, খশ, লম্পাক ও পুলিন্দগণ মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর সাত্যকিও নারাচাস্ত্রে সেই প্রস্তর সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। নিশিত শর নির্ভিদ্যমান পাষাণের শব্দ নভোমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সংগ্রামস্থ রথী, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিগণকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজসমূহ শিলাচূর্ণে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমর দংশিতের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট রুধিরাপ্লুত, ছিন্নমস্তক কুঞ্জরগণ যুযুধানের রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর্ব্ব সময়ে সাগরের যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, সাত্যকি শরার্দ্দিত কৌরব সেনাগণের সেই রূপ মহা কোলাহল হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! সাত্বতবংশীয় মহারথ সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া কৌরব সেনাগণকে বহুধা বিদারণ করতঃ সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। যে স্থানে ঐ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, বোধ হয়, যুযুধান সেই স্থানে পাষাণবর্ষী যোধগণের সহিত সমাগত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে তথায় রথ সঞ্চালন কর। ঐ দেখুন, পলায়মান অশ্বগণ শস্ত্রহীন, বর্ম্মবিহীন, রথিগণকে সমরক্ষেত্র হইতে অপনীত করিতেছে; সারথিরা কোন ক্রমেই উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। সারথি শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, আয়ুষ্মন্! ঐ দেখুন, কৌরব পক্ষীয় সেনা ও যোধগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। এ দিকে বলবান্ পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিনাশ কামনায় আগমন করিতেছে, সাত্যকিও অতি দূরদেশে গমন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান এই উভয়ের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা স্থির করুন। তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রথিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। রথীগণ সমরে যুযুধানের শরে পীড়িত হইয়া তাঁহার রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণসৈন্য মধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুঃশাসন যে সকল রথী সমভিব্যাহারে সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শঙ্কিত চিত্তে দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনের রথ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ওহে দুঃশাসন! রথী সকল কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছে? মহারাজের মঙ্গল ত? সিন্ধুরাজ ত জীবিত আছেন? তুমি রাজপুত্র, রাজসহোদর ও এক জন মহারথ; তবে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীরে বলিয়াছিলে যে, রে দাসি! আমরা তোরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা দুর্য্যোধনের বস্ত্র বহন কর, তোর পতিগণ ষণ্ড সদৃশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; তাহারা আর জীবিত নাই। হে যুবরাজ! পূর্ব্বে দ্রুপদতনয়ারে এই রূপ বলিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? তুমিই পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর বৈর উপস্থিত করিবার মূলীভূত; কিন্তু এখন রণস্থলে এক মাত্র সাত্যকিরে অবলোকন করিয়া কি জন্য ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভুজগাকার শরস্বরূপে পরিণত হইবে? তুমিই পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি অসংখ্য অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই দ্রুপদতনয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারথ! এখন তোমার সে মান কোথায়, সে দর্প কোথায় ও সেই বীর্য্যই বা কোথায়? তুমি সর্প সদৃশ পাণ্ডবগণকে রোষিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তুমি দুর্য্যোধনের সাহসী সহোদর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করাতে কুরুরাজের এবং কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইল। হে বীর। আজি স্বীয় বাহুবলে এই ভয়ার্ত্ত কৌরব সৈন্যগণকে রক্ষা করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি তাহা না করিয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শত্রুগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছ। হে শত্রুনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীত চিত্তে রণ পরিত্যাগ করিলে আর কে সমর ভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? হে কৌরব! তুমি আজি একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ; কিন্তু গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? সাত্যকির শরজাল, মহাবীর অর্জ্জুনের সূর্য্যাগ্নি সদৃশ শরনিকরের তুল্য নহে; তুমি সেই শরজালের আঘাতেই ভীত হইয়া পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে নিতান্তই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবীর অর্জ্জুনের নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজগাকার নারাচ তোমার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট না হইতে হইতে, মহাত্মা পাণ্ডবগণ তোমাদের শত ভ্রাতারে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং সমর বিজয়ী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে এবং মহাবাহু ভীমসেন এই মহতী চমূ মধ্যে অবগাহন করিয়া তোমার ভ্রাতৃগণকে শমন ভবনে প্রেরণ না করিতে করিতে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান কর। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, রণস্থলে পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না, এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন

তাহা করে নাই। অতএব তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যত্নশীল হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সাত্যকি যে স্থানে অবস্থান করিতেছে শীঘ্র তথায় গমন কর; নচেৎ সমুদায় সৈন্য পলায়ন করিবে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। দ্রোণের বচন সকল যেন তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এইরূপ ভান করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত ম্লেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া যে পথে সাত্যকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তথায় যুযুধানের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এ দিকে মহারথ দ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া বেগে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাদিগের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অসংখ্য যোধগণকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বীয় নাম বিশ্রাবিত করতঃ পাণ্ডু,পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান পাঞ্চাল পুত্র বীরকেতু সৈন্যবিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান করতঃ সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সাত বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যত্নবান হইয়াও বীরকেতুরে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। তখন ধর্ম্মরাজের জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা সমর ভূমিতে দ্রোণকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করতঃ তাঁহার উপর হুতাশন সদৃশ সুদৃঢ় শত শত তোমর ও বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শরজাল দ্রোণের শরনিকরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে পবন চালিত জলধরের ন্যায় শোভমান হইল। তখন শত্রুহন্তা দ্রোণ, সূর্য্য ও অনল সদৃশ অতি ভীষণ শর সন্ধান করতঃ বীরকেতুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর বীরকেতুর দেহ বিদারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া প্রজ্বলিতপাবকের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চালনন্দন বীরকেতুও বায়ুভগ্ন চম্পক তরু যেরূপ পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এই রূপে ধনুর্দ্ধারী মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র বীরকেতু নিহত হইলে পাঞ্চালগণ সত্বরে চতুর্দ্দিক হইতে দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, ঐ সময় মহাবীর সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ ভ্রাতৃব্যসনে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরবর্ষণ করতঃ ধাবমান হইলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথ রাজপুত্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের নিধন বাসনায় কোপকম্পিত কলেবরে তাঁহাদিগের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। পাঞ্চাল রাজকুমারেরা দ্রোণের আকর্ণকৃষ্ট শরাসন বিমুক্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহাযশস্বী আচার্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ দেখিয়া ঈষৎহাস্য করতঃ তাহাদের অশ্ব, রথ ও সারথিরে সংহার করিয়া ভল্ল ও নিশিত শরনিপাতে তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন। কুমারগণ এই রূপে দ্রোণ শরে বিগতাসু হইয়া দেবাসুর সংগ্রামস্থ দানবগণের ন্যায় রথ হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া দুরাসদ হেম পৃষ্ঠ কার্ম্মুক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দেবকল্প মহারথ পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া অশ্রু মোচন করতঃ ক্রোধভরে ভারদ্বাজের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সংগ্রাম স্থলে সহসা হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। কিন্তু মহাবীর দ্রোণ সেই শরজালে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্য করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব নবতি বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুণ লোচনে শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক করবারি ধারণ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন বাসনায় সত্বরে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ ঐ সময় সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক জিঘাংসু ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনু গ্রহণ করতঃ আসন্ন যুদ্ধোপযোগী বিতস্তিপ্রমাণ শরদ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া সত্বরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রথে আরোহণ ও নিপুণ কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারদ্বাজও তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে ত্রৈলোক্যাভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই রণপণ্ডিত মহাবীরদ্বয় বিচিত্র মণ্ডল ও যমক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করতঃ সায়ক নিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে যোধগণকে মোহিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধর নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় শর সমুদায় বর্ষণ পূর্ব্বক একেবারে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

তত্রত্য সমুদায় ক্ষত্রিয় ও সৈনিক পুরুষেরা সেই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ, যখন দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন উনি অবশ্যই আজি আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন; এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সত্বরে বৃক্ষের পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে অরাতিপাতন প্রবল প্রতাপ ভারদ্বাজ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা কেহই তাঁহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে দুঃশাসন বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় অসংখ্য শরবর্ষণ করতঃ শৈনেয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে ষোড়শ শরে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন নানা দেশীয় মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া অসংখ্য সায়ক বর্ষণ করতঃ মেঘনিঃস্বন সদৃশ গভীর গর্জ্জনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সাত্যকিরে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া শর সন্নিপাতে তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুঃশাসনের অগ্রসর অন্যান্য বীরগণ সাত্যকির শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীত চিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিল। তৎকালে এক মাত্র দুঃশাসন নির্ভীক মনে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকিরে শর নিপীড়িত করতঃ তাঁহার অশ্বগণের উপর চারি ও সারথির উপর তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন সাত্যকি ক্রোধপ্রজ্বলিত হইয়া শরসন্নিপাতে দুঃশাসনের রথ, সারথি ও ধ্বজ অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন এবং ঊর্ণনাভি যেমন সমাগত মশককে স্বীয় জালে জড়িত করে, তদ্রূপ তিনি দুঃশাসনকে শরজালে জড়িত করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বাণ সমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুদ্ধ বিশারদ ত্রিসহস্র ক্রূর কর্ম্মা ত্রিগর্ত্তকে যুযুধানের সহিত যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে তথায় গমন পূর্ব্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অপরাঙ্মুখ হইয়া অসংখ্য শর দ্বারা যুযুধানকে অবরোধ করিতে লাগিল। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই শরবর্ষী ত্রিগর্ত্তগণের প্রধানতম পাঁচশত যোদ্ধারে নিহত করিলেন। তাঁহারা মারুতবেগ বিধ্বস্ত বিপুল বনস্পতি সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। শৈনেয়ের শরে নিকৃত্ত, শোণিত লিপ্ত অসংখ্য হস্তী, ধ্বজ ও কনকাভরণ ভূষিত অশ্ব সকল নিপতিত হওয়াতে সমর ভূমি বিকসিত কিংশুক সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারও সহায়তা লাভে সমর্থ হইল না। ভীষণ ভুজগগণ যে রূপ গরুড়ের ভয়ে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ সকলেই ভীত হইয়া দ্রোণের নিকট পলায়ন করিল। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আশীবিষ সদৃশ তীক্ষ্ণ শরনিকরে পাঁচ শত যোদ্ধারে নিপাতিত করিয়া মন্দবেগে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর সত্বরে সন্নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহারে রুক্মপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন সাত্যকিরে প্রথমতঃ তিন ও তৎপরে পাঁচ শরে আঘাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর শৈনেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর নিক্ষেপ ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন তাঁহারে গমন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার নিধন বাসনায় লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলে বীরবর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ কঙ্কপত্র ভূষিত নিশিত বাণ দ্বারা দুঃশাসনের সেই শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শর দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার সিংহনাদ শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে অগ্নিশিখাকার শর সমুদায় নিক্ষেপ করতঃ পুনরায় তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন বিংশতি সায়কে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমাস্ত্রবিৎ মহারথ সাত্যকি দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলে সন্নতপর্ব্ব তিন শর নিক্ষেপ করিয়া শাণিত শরসন্নিপাতে তাহার ঘোটক ও সারথিরে বিনষ্ট করিলেন এবং এক ভল্লে তাঁহার ধনু, পাঁচ ভল্লে শরমুষ্টি, দুই ভল্লে ধ্বজ ও রথশক্তি ছেদন করিয়া অন্যান্য তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

ত্রিগর্ত্তসেনাধিপতি দুঃশাসনকে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হত সারথি অবলোকন পূর্ব্বক সত্বরে স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসন বিনাশার্থ কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুধাবন করিলেন, কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া আর তাঁহারে প্রহার করিলেন না। হে মহারাজ! এই রূপে সত্যপরাক্রম সাত্যকি দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া যে পথে মহাবীর অর্জ্জুন গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সেনা মধ্যে কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই অর্জ্জুন সমীপগামী কৌরব সৈন্য সংহর্ত্তা সাত্যকিরে প্রহার বা নিবারণ করে? ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি, দানব নিপাতন মহেন্দ্রের ন্যায় একাকী সমরস্থলে কি রূপে সেই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিল? অথবা সাত্যকি বহুল সেনা মর্দ্দন পূর্ব্বক পথ শূন্য করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহারে তথায় আক্রমণ করে এমন কেহই ছিল না। যাহা হউক, সাত্যকি একাকী কি রূপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাত্মাগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার সৈন্য মধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতি বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের বিক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রবণে বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন আপনার সৈন্যগণের যে রূপ ব্যূহ হইত বোধ হয়, সে রূপ ব্যূহ জগতীতলে আর কোথাও হয় নাই। সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ ও চারণগণ সেই সমুদায় ব্যূহ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছেন যে, এতাদৃশ ব্যূহ আর কখনই হইবে না। বিশেষতঃ জয়দ্রথ বধ সময়ে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ব্যূহ আর কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ ব্যূহ মধ্যে পরস্পর ধাবমান সৈন্য সমুদায়ের প্রচণ্ড বাতাহত সমুদ্র নিস্বনের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। হে নরোত্তম! আপনার ও পাণ্ডবদিগের বল মধ্যে অসংখ্য ভূপালগণ সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রোধান্বিত চিত্তে মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহাঁরা সকলেই সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকি অরিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র অনায়াসে জয়দ্রথের রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর। আজি ধনঞ্জয় ও সাত্যকি নিধন প্রাপ্ত হইলে কৌরবেরা কৃতার্থ হইবে এবং আমরা পরাজিত হইব। অতএব তোমরা সত্বরে মিলিত হইয়া বেগবান্ পবন যে রূপ সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত কর। মহাতেজা সৈন্য সকল এই রূপ অভিহিত হইয়া প্রাণপণে কৌরবগণকে আঘাত করিতে লাগিল। সুহৃদের হিতসাধনার্থ অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারাও যশো প্রার্থনা করতঃ যুদ্ধার্থ অবস্থান করিল।

হে মহারাজ! সেই ভয়াবহ তুমুল সংগ্রামে মহাবীর সাত্যকি সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রভাসম্পন্ন কবচ সমুদায়ে দিবাকরকর প্রতিফলিত হওয়াতে সৈনিকগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন বহুসত্বশালী পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইয়া ত রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই? একে অনেকের সহিত যুদ্ধ, তাহাতে আবার তিনি নরপতি, বিশেষতঃ চিরকাল অতিশয় সুখে সংবৰ্দ্ধিত হইয়াছেন; অতএব বোধ হয় তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র একাকী অনেকের সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। মত্ত মাতঙ্গ যে রূপ নলিনীকুলকে আলোড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সেনাগণকে নিহত দেখিয়া সকলেই রণস্থলে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে তিন তিন, ধর্ম্মরাজকে সাত, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীরে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি এবং দ্রুপদপুত্রদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য হস্ত্যারোহী ও রথারোহী যোদ্ধারে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে প্রজান্তক অন্তকের ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তিনি কখন্ শর সন্ধান, আর কখনই

বা শর মোক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল এই মাত্র দৃষ্ট হইল যে, তিনি শিক্ষা ও অস্ত্রবলে রিপুগণকে বিনাশ ও মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুই ভল্লাস্ত্রে দুর্য্যোধনের সেই বৃহৎ কোদণ্ড ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শর সমুদায় দুর্য্যোধনের বর্ম্মস্পর্শমাত্র ভগ্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন পাণ্ডবগণ, দেবগণ বৃত্রবধ কালে ইন্দ্রকে যে রূপ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপ দুর্য্যোধন অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া পাণ্ডবরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্ট মনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সেই সময়ে দ্রোণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ যে রূপ পর্ব্বত প্রচণ্ড বায়ুবেগে সঞ্চালিত মেঘাবলিরে নিবারণ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মৃত দেহে সমরভূমি শ্মশান সদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় যে দিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ষকর মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবাহু অর্জ্জুন ও সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় সৈন্যের সহিত এবং বূহদ্বারস্থিত দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ক্রোধনিবন্ধন ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর অপরাহ্ন সময়ে পুনরায় সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আপনার প্রিয়চিকীর্ষু মহাধনুর্দ্ধর বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ শোণাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অনতিবেগে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিত্রপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করতঃ স্বচ্ছন্দে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সমরদুর্ম্মদ মহারথ বৃহৎক্ষত্র মহামেঘ যেমন গন্ধমাদনে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ আচার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণ করতঃ তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শরাঘাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সেই দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ সমুদায়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজপুঙ্গব দ্রোণ তাঁহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া হাস্য করতঃ পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব আট শর নিক্ষেপ করিলেন। বৃহৎক্ষত্র দ্রোণ পরিত্যক্ত শর সমুদায় সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যেরা বৃহৎক্ষত্রের সেই দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রকে প্রশংসা করতঃ তাঁহার প্রতি অতি দুর্দ্ধর্ষ দিব্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর বৃহৎক্ষত্র স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ষষ্টি সংখ্যক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রের উপর নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ বৃহৎক্ষত্রের দেহাবরণ ও গাত্র ভেদ করিয়া কৃষ্ণ সর্প যেরূপ বিল মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কৈকেয় দ্রোণ সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত সপ্ততি শরে আচার্য্যকে বিদ্ধ করতঃ এক বাণে তাঁহার সারথিরে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রয়োগ করতঃ তাঁহারে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরাঘাতে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে এক শরাঘাতে সারথিরে এবং দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক সুপ্রহিত নারাচ দ্বারা বৃহৎক্ষত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাঁহারে ধরাতলে পাতিত করিলেন।

এইরূপে কেকয় বংশোদ্ভব মহারথ বৃহৎক্ষত্র নিহত হইলে শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! বর্ম্মধারী দ্রোণ সমস্ত কৈকেয়গণ ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ নিপাতিত করতঃ যেখানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রথ সঞ্চালন কর। সারথি ধৃষ্টকেতুর বচন শ্রবণ করিয়া কাম্বোজ দেশীয় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহারে দ্রোণ সমীপে সমানীত করিল। বলদর্পিত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাবক পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগের নিমিত্ত দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে এবং তাঁহার রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপ্ত ব্যাঘ্র প্রতিবোধিত হইলে যে রূপ ক্রুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টকেতুর শরাঘাতে তদ্রূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শিশুপাল পুত্র

সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্র ভূষিত সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ চারি বাণে ধৃষ্টকেতুর চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া হাস্য মুখে সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টকেতু সত্বরে প্রস্তরদৃঢ় কনক বিভূষিত ভীষণ গদা গ্রহণ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্রোণের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপ করতঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায় সেই গদা সমাগত অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরসন্নিপাতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গদা দ্রোণ শরে ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে ধরাতল প্রতিধ্বনিত হইল। তখন অমর্ষ পরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টকেতু গদা নিহত হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর তোমর ও কনক ভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও তোমর তার্ক্ষ্য নিকৃত্ত ভুজঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় দ্রোণের পাচ পাচ বাণে ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতু বিনাশ জন্য এক সুতীক্ষ্ণ বিশিখ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ অমিত পরাক্রম শিশুপাল পুত্রের বর্ম্মসংবৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া নলিনীবন গামী হংসের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত্ত চাতক যেরূপ পতঙ্গ বিনষ্ট করে, তদ্রূপ ধৃষ্টকেতুকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নিহত হইলে তাঁহার পুত্র রোষপরবশ হইয়া তাঁহার ভার বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মৃগশাবকঘাতী বলবান ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহারেও হাসিতে হাসিতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে কুরুরাজ! এইরূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর জরাসন্ধ পুত্র স্বয়ং দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলদাবলি যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহারে শর ধারায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন মহাবীর দ্রোণ রণস্থিত মহারথ জরাসন্ধ পুত্রের হস্তলাঘব দর্শন করিয়া অতি সত্বরে বাণবৃষ্টি করতঃ তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তৎকালে সমর ভূমিতে যে যে বীর সেই কালান্তক যমোপম দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমাগত হইলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় নামোল্লেখ পূর্ব্বক অসংখ্য শরে পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই নামাঙ্কিত দ্রোণ নিক্ষিপ্ত শাণিত শর সমুদায় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে আহত করিল। আচার্য্য শর পীড়িত পাঞ্চালেরা ইন্দ্রনিপীড়িত অসুরগণের ন্যায়, শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

হে ভরতকুলতিলক! এইরূপে সৈন্য সকল দ্রোণ শরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময় পাঞ্চাল বংশোদ্ভব মহারথেরা আতপতাপে উত্তপ্ত ও ভারদ্বাজের শরজালে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেকে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন চেদি, সৃঞ্জয়, কাশি ও কোশলদেশীয় বীরগণ শক্তি দ্বারা মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্যকে যমভবনে প্রেরণ করিবার বাসনায় সকলে হৃষ্টচিত্তে আজি দ্রোণ বিনষ্ট হইয়াছেন, এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর আচার্য্য সেই যত্নশীল বীরগণকে বিশেষতঃ চেদিশ্রেষ্ঠগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে চেদিদেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা ক্ষীণবল ও দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও অনবরত পর্য্যবেক্ষণ করতঃ মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বান পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া কহিল, এই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; তাহার প্রভাবেই সংগ্রামে ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণকে দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের তপশ্চরণই প্রধান ধর্ম্ম। কৃতবিদ্য তপস্বী দর্শন মাত্রেই লোককে দগ্ধ করিতে পারেন। বহুসংখ্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা আচার্য্যের ঘোরতর অস্ত্রানল প্রভাবে দগ্ধ হইতেছেন। মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বল ও উৎসাহের অনুরূপ কার্য্য করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে মুগ্ধ করতঃ আমাদিগের বল ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধান্ধ দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ ও তাহাতে শত্রু নিপাতন ভাস্বর বেগবান্ বাণ সন্ধান করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর পরিত্যাগ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ ক্ষত্রধর্ম্মার হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র নিহত হইলে সমুদায় সৈন্য কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত চেকিতান দ্রোণকে আক্রমণ পূর্ব্বক দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার বক্ষঃস্থলে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও চারি বাণে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ষোড়শ শরে চেকিতানের দক্ষিণ ভুজ বিদ্ধ করিয়া ষোড়শ শরে তাঁহার ধ্বজ ও সাত শরে সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে অশ্বগণ চেকিতানের রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ চেকিতানের রথ সারথি বিহীন অবলোকন করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ঐ সময়ে পঞ্চাশীতি বর্ষবয়স্ক আকর্ণ পলিত বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করতঃ ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তাঁহারে বজ্রহস্ত বাসবের ন্যায় বোধ করিলেন। পরে মহাবাহু মতিমান দ্রুপদরাজ বলিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র যেরূপ লোভপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র মৃগ সমুদায় বিনাশ করে, তদ্রূপ এই লুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছেন। পরকালে অবশ্যই উঁহারে নরকগামী হইতে হইবে। ঐ দুরাত্মার লোভেই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়েরা সমরে নিহত ও রুধিরলিপ্ত গাত্রে নিকৃত্ত বৃষভের ন্যায় শৃগাল ও কুক্কুর কুলের ভক্ষ্য হইয়া রণ ভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন। হে মহারাজ! অক্ষৌহিণীপতি দ্রুপদরাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ষড়বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণের ব্যূহ আলোড়িত হইলে তাঁহারা পাঞ্চাল ও সোমক দিগের সহিত অতিদূরে গমন করিলেন। সেই যুগান্তকাল তুল্য ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ বারংবার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে এবং পাঞ্চালগণ হীনবীর্য্য ও পাণ্ডবেরা নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্রয় লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি কিরূপে সমস্ত রক্ষা হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বা বাসুদেবকে কোন ক্রমেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জ্জুনের বানর লাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন ও গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্ণি প্রবর মহাবীর সাত্যকিরে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু তৎকালে নরোত্তম বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি লোক নিন্দাভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি

করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর সাত্যকিরে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে আমার মন কেবল অর্জ্জুনের নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই উভয়ের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি সাত্যকিরে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার পদানুসরণে কাহারে প্রেরণ করিব। যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন সহকারে ভ্রাতা অর্জ্জুনের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে আমারে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিরে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এক্ষণে আমি এই লোকাপবাদ পরিহারের নিমিত্ত মহাবীর বৃকোদরকে সাত্যকির নিকট প্রেরণ করি। অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকীর প্রতিও তদ্রূপ। আমি তাঁহারে অতি গুরুতর ভার বহনে নিয়োগ করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক, বা গৌরবলাভের অভিলাষেই হউক, সাগর মধ্যগামী মকরের ন্যায় কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ঐ সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত অপরাঙ্মুখ বীরগণের তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব এক্ষণে অবসরোচিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট ভীমসেনকে প্রেরণ করাই আমার কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে ভীমের অসাধ্য কিছুই নাই। সে একাকী স্বীয় বাহুবলে পৃথিবীর সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। আমরা তাহার ভুজবীর্য্য প্রভাবে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সমরে অপরাজিত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাবীর, অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট গমন করিলে তাহারা অবশ্যই সহায় সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি ও অর্জ্জুন সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ; বিশেষতঃ বাসুদেব স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করা একান্ত অনুচিত; কিন্তু আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় উৎকণ্ঠা দূর করাও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি ভীমসেনকে সাত্যকির পদানুসরণে প্রেরণ করি। তাহা হইলে সাত্যকির প্রতিকার বিধান করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথি! তুমি আমারে ভীমের রথাভি-

মুখে লইয়া চল। অশ্ববিদ্যা কোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমের সমীপে তাঁহার স্বর্ণ খচিত রথ সমানীত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া তাঁহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীম! যে বীর একমাত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছি না। ধর্ম্মরাজ ভীমকে এই কথা বলিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। মহাবীর ভীম ধর্ম্মরাজকে একান্ত মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার এরূপ মোহ আর কদাচ দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। পূর্ব্বে আমরা দুঃখে অতিশয় কাতর হইলে আপনিই আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হউন এবং আজ্ঞা করুন, আমি কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। এই ভূমণ্ডলে আমার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে ম্লান বদনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! যখন রোষাবিষ্ট বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন আজি নিশ্চয়ই তোমার অনুজ অর্জ্জুন নিহত হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়াছেন এবং বাসুদেব অর্জ্জুনকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে বৃকোদর! পাণ্ডবগণ যে মহাবীরের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, যে মহাবীর বিপদ কালে আমাদের প্রধান অবলম্বন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন সৈন্ধব বধার্থ অনেকক্ষণ কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হইতেছে না; এই আমার শোকের মূল কারণ। মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোক ঘৃত পরিবর্দ্ধিত হুতাশনের ন্যায় বারংবার উদ্দীপিত হইতেছে। আমি অর্জ্জুনের বানর লাঞ্ছিত ধ্বজ দর্শন করিতেছি না বলিয়া মোহে অভিভূত হইতেছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সমর নিপুণ বাসুদেব অর্জ্জুনকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। মহারথ সাত্যকি তোমার অর্জ্জুনের অনুগমন করিয়াছেন; আমি তাঁহার অদর্শনেও বিমোহিত হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যদি আমার বাক্য প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যে স্থানে ধনঞ্জয় ও সাত্যকি রহিয়াছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর। তুমি সাত্যকিরে অর্জ্জুন অপেক্ষাও স্নেহাস্পদ বিবেচনা করিবে। সেই মহাবীর আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত নিতান্ত দুর্গম, সামান্য লোকের অগম্য, একান্ত ভয়ঙ্কর স্থানে সব্যসাচীর নিকট গমন করিয়াছে। হে বীর! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন কর; কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকিরে নিরাপদ দেখিলে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে সঙ্কেত করিও।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বর যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের আর কিছুই ভয় নাই। যাহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিতেছি। আপনি আর শোক করিবেন না। আমি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াই আপনারে সংবাদ প্রদান করিব।

হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীম এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদগণের হস্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সমর্পণ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! মহারথ দ্রোণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে রূপ উপায় করিতেছেন, তাহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করা আমার যেরূপ আবশ্যক, অর্জ্জুন সমীপে গমন তদ্রূপ নহে, কিন্তু ধর্ম্মনন্দন যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ নহি। নিঃশঙ্ক মনে তাঁহার বাক্য রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য; এক্ষণে যে স্থানে মুমূর্ষু সৈন্ধব অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকির অনুসরণক্রমে তথায় প্রস্থান করিব। তুমি সাবধানে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর; তাঁহারে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রস্থান কর। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট না করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কুণ্ডল যুগলালঙ্কৃত, অঙ্গদ পরিশোভিত, তরবারিধারী মহাবীর ভীম এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ ও ধর্ম্মরাজের পাদ বন্দন পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শুভ

আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অর্চ্চিত সন্তুষ্ট চিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক কৈরাতক মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার লোচন যুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনিল অনুকূলগামী হইয়া তাঁহার বিজয়লাভ সূচিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি মনে মনে জয় লাভ জনিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণ খচিত মহামূল্য লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত জলদ পটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং কণ্ঠত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ বিভূষিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পুনরায় পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত হইল। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সেই ত্রৈলোক্য ত্রাসন ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ গোচর করিয়া পুনর্ব্বার ভীমকে কহিলেন, হে ভীম! ঐ দেখ, শঙ্খোত্তম পাঞ্চজন্য বৃষ্ণি প্রবীর কৃষ্ণের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনুনাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধ হয়, ধনঞ্জয় ঘোরতর বিপদে নিপতিত হওয়াতে চক্র গদাধর বাসুদেব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজি নিশ্চয়ই আর্য্যা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে অশুভ নিমিত্ত সন্দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি অবিলম্বে অর্জ্জুনের নিকট গমন কর। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকিরে অবলোকন না করিয়া আমি দশ দিক শূন্যময় দেখিতেছি।

হে মহারাজ! প্রবল প্রতাপশালী ভ্রাতৃ-হিত নিরত মহাবীর ভীম এইরূপে বারংবার জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দুন্দুভি ধ্বনি, শঙ্খ নিনাদ ও সিংহনাদ করতঃ শত্রুগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া শরাসন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে বীরগণের অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোক সারথি কর্ত্তৃক সংযোজিত মনোমারুতগামী অশ্ব সকল তাঁহারে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর ধনুর্জ্যা আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাদিগকে অনুকর্ষণ ও শস্ত্রদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমরগণ যেমন ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাঞ্চালেরা সোমকদিগের সহিত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃশল, চিত্রসেন, কুণ্ডভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, শল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা সুবর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন, আপনার এই সমুদায় পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিক সমভিব্যাহারে পরম যত্ন সহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত বীরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্রমৃগের প্রতি ধাবমান সিংহের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন করিসৈন্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করতঃ অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে শরজালে ক্ষত বিক্ষত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। মৃগকুল যেমন অরণ্য মধ্যে শরভ গর্জ্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিরদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। এইরূপে মহাবল ভীম সেই করিসৈন্য অতিক্রম করিয়া মহাবেগে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তীর ভূমি যেমন মহাসাগরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর আচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিয়া হাস্য মুখে তাঁহার ললাটদেশে নারাচ প্রহার করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের নারাচ বিদ্ধ ললাট হইয়া ঊর্দ্ধরশ্মি ভাস্করের ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের ন্যায় এই ভীমসেনও আমার সম্মান করিবেন, এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীম! আমি তোমার বিপক্ষ; আজি আমারে পরাজয় না করিয়া তুমি কোনক্রমেই শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদিও তোমার অনুজ অর্জ্জুন আমার আদেশানুসারে সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না। নির্ভীক ভীমসেন গুরু দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধমনে আরক্ত লোচনে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, হে ব্রহ্মবন্ধো! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর অর্জ্জুন বলনিসূদন ইন্দ্রের বল মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি যে, তোমার আদেশানুসারে সমর সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি তোমারে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু আমি কৃপাপরবশ অর্জ্জুন নহি; আমি তোমার পরম শত্রু ভীমসেন। হে আচার্য্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্র। আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তোমার নিকট

প্রণতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি; কিন্তু আজি তুমি আমাদিগের প্রতি বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনারে আমাদিগের বিপক্ষ বোধ করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বেই তোমার শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই বলিয়া অন্তক যেমন কালদণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সমর বিশারদ দ্রোণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন ভীম তাঁহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং সমীরণ যেমন প্রবল বেগে মহারুহ সমুদায় বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ তাঁহার সৈন্যগণকে মন্থন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ পুনরায় ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ অন্য রথে অবোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ব্যূহ মুখে সমুপস্থিত রহিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখীন রথ সৈন্যকে লক্ষ্য করত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও জয়লাভাভিলাষে তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুঃশাসন রোষ পরবশ হইয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুঃশাসন প্রেরিত শক্তি সমাগত দেখিয়া দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর ভীমসেন কুণ্ডভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করিয়া যুদ্ধে উদ্যত মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্র অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্বিমোচন এই তিন জনকে তিন শরে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার অন্যান্য আত্মজগণ ভীম শরে প্রহৃত হইয়া তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেমন ধরণীধরের উপবিভাগে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীমকর্ম্মা ভীমের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে প্রস্তর বর্ষণ করিলে যেমন পর্ব্বতের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, তদ্রূপ সেই বীরগণের বাণ বর্ষণে ভীমের কিছুমাত্র ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার আত্মজ বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুবর্ম্মার প্রতি শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। আপনার পুত্র সুদর্শনও ঐ সময় ভীম শরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাবীর ভীম ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত রথ সৈন্যের চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীম ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথ নির্ঘোষ করতঃ সহসা মৃগযূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইলেন। ভীম তাঁহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতঃ কৌরবগণকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজগণ ভীম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করতঃ রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া বাহ্বাস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলশব্দ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে রথ সৈন্যগণকে ভীত ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া রথীদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে রথ সৈন্য সমুত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহারে নিবারণ করিবার মানসে তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দ্রোণ সমীরিত সেই সমস্ত শর নিবারণ করিয়া মায়াবলে বল সমুদায়কে বিমোহিত করত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহীপালগণ আপনার আত্মজগণের আদেশানুসারে মহাবেগে গমন করিয়া ভীমকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহাদের উপর মহাবেগে দেবরাজ নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় এক শত্রু-পক্ষ বিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃ প্রজ্বলিত মহাগদা স্বীয় ভীষণ রবে ধরণী মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার আত্মজদিগকে নিতান্ত ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষ বীরগণ সেই তেজঃপুঞ্জ বিরাজিত গদা মহাবেগে নিপতিত হইতে দেখিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। রথী সকল সেই গদার দুঃসহ শব্দ শ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বীরগণ ভীমের গদাঘাতে আহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত মৃগযূথের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহাবীর ভীম সেই দুর্জ্জয় শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পতগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রম পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ভীমসেনকে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি গমন ও শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিয়া

পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করতঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনের সহিত দ্রোণের দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সহস্র সহস্র বীরগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নয়ন যুগল নিমীলিত করতঃ মহাবেগে পাদচারে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন এবং বৃষভ যেমন অবলীলাক্রমে বারি বর্ষণ সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে দ্রোণের শরবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের রথের ঈষামুখ গ্রহণ করিয়া রথের সহিত তাঁহারে অতিদূরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য এই রূপে ভীমকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য রথে অরোহণ পূর্ব্বক ব্যূহ দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্ব চালন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম মহাবেগে কৌরব সৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং যেমন উদ্ধত বায়ু পাদপদল বিমর্দ্দিত করে তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয়গণকে মর্দ্দন ও নদীবেগ যে রূপ বৃক্ষ সকল নিবারিত করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দ্দিক্য রক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া শার্দ্দূল যেমন বৃষদিগকে পরাভব করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে পরাজয় করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধ বিশারদ বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক মহাবীর সাত্যকিরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুন দর্শনাভিলাষে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথ বধার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্র পথে নিপতিত হইলেন। বর্ষাকালে জলদ পটল যেমন অতি গভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব তেজস্বী ভীমের সেই ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে তাঁহারে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করতঃ গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত প্রীত, প্রসন্ন ও শোকশূন্য হইয়া বারংবার অর্জ্জুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমত্ত ভীমকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্য মুখে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! তুমি গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন ও অর্জ্জুনের কুশল সংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যাহাদের উপর বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাক, তাহাদিগের কদাচ জয়লাভ হয় না। এক্ষণে বুঝিলাম, মহাবীর অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও মঙ্গল। আমি ভাগ্য ক্রমে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন এবং আমরা যাঁহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, সেই অরাতি বিজয়ী অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন। যিনি এক মাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ নিবাত কবচগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহণার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাজয় করেন, সেই অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি নিজ ভুজবলে চতুর্দ্দশ সহস্র কালকেয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের হিত সাধনার্থ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে অস্ত্র বলে পরাজয় করিয়াছেন, সেই কিরীট সমলঙ্কৃত শ্বেতবাহন কৃষ্ণ-সারথিপ্রিয় ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন পুত্র শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া জয়দ্রথের বধ রূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে? আজি কি দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী না হইতে হইতে বাসুদেব সুরক্ষিত অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন। দুর্য্যোধন হিতানুষ্ঠান নিরত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কি অর্জ্জুন শরে নিপাতিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে? মূঢ় রাজা দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজকে নিহত ও ভীমসেন শরে ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া কি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া কি অনুতপ্ত হইবেন? এক মাত্র ভীষ্মের নিপাতে আমাদিগের কি বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে? রাজা দুর্য্যোধন কি অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত সন্ধি করিবেন? হে মহারাজ! এই রূপে কৃপাপরতন্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে কুরু পাণ্ডবের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল।

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে অবরোধ করিল? ভীম পরাক্রম ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারে, ত্রিলোক মধ্যে এমন কাহারেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করে, তখন রণস্থলে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ হয় না। যে ভীম রথ দ্বারা রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুঞ্জর বি[illegible] করিয়া থাকে, তাহার সম্মুখে কে অবস্থান করিবে; তাহার সম্মুখীন হইতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সাহস হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কালান্তক যমোপম মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ চিত্তে তৃণ দহন প্রবৃত্ত দাবদহনের ন্যায় আমার পুত্রগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন হিত নিরত কোন্ কোন্ বীরপুরুষ তাহার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক তাহারে নিবারণ করিতে লাগিল। হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যাদৃশ শঙ্কা হয়, অর্জ্জুন কৃষ্ণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত তাদৃশ শঙ্কা হয় না। অতএব হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্র বিনাশে প্রবৃত্ত রোষ প্রদীপ্ত ভীমসেনের সন্নিহিত হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহলকরতঃ তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক বল প্রদর্শন করিবার বাসনায় মহীরুহ যেমন বায়ুর পথ রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার পথ রোধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহার উপর শিলানিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও শর প্রয়োগ করতঃ তৎপ্রযুক্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি যে সকল যোধগণ ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন, সেই বীর দ্বয়ের তলধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ভূতল ও নভোমণ্ডল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতিভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহনাদ প্রভাবে সমুদায় যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন ভূতলে নিপতিত হইল। বাহন সকল সাতিশয় ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় বহুতর ভয়ঙ্কর অনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অন্তরীক্ষ গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়সে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া সত্বরে পাঁচ শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে সত্বরে কর্ণের প্রতি চতুঃষষ্টি সায়ক প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ভীমের প্রতি চারি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সায়ক নিকরে ঐ সমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণশরে বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক ভীমকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আনতপর্ব্ব তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ বক্ষঃস্থল বিদ্ধ শরত্রয় দ্বারা উন্নত শৃঙ্গত্রয় সম্পন্ন মহীধরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে ধাতুমান্ পর্ব্বত হইতে যেমন গৈরিক ধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমের শর প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের শরজালে সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহার ধনুর্জ্যা ছেদন ও সারথিরে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে সত্বরে অবতীর্ণ হইয়া বৃষসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর ভীম কর্ণকে পরাজয় করিয়া মেঘ নির্ঘোষ সদৃশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ শ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বোধ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ চারিদিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষ সৈন্যগণের সেই তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমের ভীষণ সিংহনাদ সেই সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুদায় সৈন্যদিগের শ্রুতিগোচর হইতে

লাগিল। অনন্তর কর্ণ মৃদুভাবে ও ভীম দৃঢ়রূপে অজিহ্মগামী শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

—

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সেনা নিপাতিত এবং অর্জ্জুন সাত্যকি ও ভীমসেন সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তব্য বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণ নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগে দ্রোণ সমীপে উত্তীর্ণ হইল। তখন কুরুরাজ রোষে লোহিতলোচন হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে গুরো! মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক মহারথ সংগ্রামে অপরাজিত হইয়া জয়দ্রথের সমীপে গমন করিয়াছে এবং তথায় আমাদিগের প্রভূত সেনা পরাভূত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। হে মহাত্মন্! আপনি কি রূপে সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকট পরাভূত হইলেন? ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্র শোষণের ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে সাত্যকি, অর্জ্জুন ও ভীমের হস্তে আপনার পরাজয় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আপনারে যথোচিত নিন্দা করিতেছে। ধনুর্ব্বেদ পরায়ণ দ্রোণাচার্য্য কি রূপে সমরে পরাজিত হইলেন বলিয়া আপনার উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি অতিশয় মন্দভাগ্য। যখন তিন জন মহারথ আপনারে অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিয়াছে তখন এই সমরে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ সমোচিত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে মহারাজ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি শ্রবণ করুন। পাণ্ডব পক্ষীয় তিন মহারথ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিমিত্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশে যেরূপ ভয় হইবার সম্ভাবনা, এই অন্যান্য যোধগণের নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী প্রদেশেও তদ্রূপ ভয়ের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রহিয়াছেন, তথায় অধিক ভয়ের আশঙ্কা হইতেছে। যাহা হউক, অর্জ্জুনের হস্ত হইতে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করা আমার মতে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সাত্যকি এবং বৃকোদর সিন্ধুরাজের প্রতি গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে শকুনির বুদ্ধি শুনিয়া যে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে সেই সভায় জয় অথবা পরাজয় হয় নাই; এক্ষণে আমরা এই যুদ্ধরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার ত জয় অথবা পরাজয় লাভ হইবে? শকুনি কুরু সভায় অসংখ্য কৌরবগণের সমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমস্ত অক্ষ এক্ষণে তোমাদিগের তনুচ্ছিদ দুরাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে সেনাগণকে দুরোদর শর সমুদায়কে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণ স্বরূপ জ্ঞান কর। অদ্য সিন্ধুরাজকে পণ রাখিয়া শত্রুগণের সহিত আমাদের দ্যূতক্রীড়া হইতেছে; অতএব প্রাণপণে সর্ব্বতোভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে যত্ন করা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। সিন্ধুরাজের জীবন রক্ষা ও প্রাণ নাশ আমাদের জয় ও পরাজয়ের কারণ। অতএব যেখানে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই রক্ষকগণকে রক্ষা কর। আমি এই স্থানে থাকিয়া অপরাপর সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণ্ডু সৃঞ্জয় সমবেত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।

অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের বাক্যানুসারে উগ্রকর্ম্ম সম্পাদনে সমুদ্যত হইয়া পদানুগ সমভিব্যাহারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ঐ চক্ররক্ষকদ্বয় তাঁহার অনুগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তৎকালে মহাবীর কৃতবর্ম্মা উহাদিগকে নিবারিত করেন। এক্ষণে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঐ দুই জনকে সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমনোদ্যত অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহাদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয় প্রধান প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরদ্বয় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুধামন্যু কঙ্কপত্রালঙ্কৃত ত্রিংশৎ শরে দুর্য্যোধনকে, বিংশতি শরে তাঁহার সারথিরে ও চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন যুধামন্যুর শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও এক বাণে ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভল্ল দ্বারা সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া নিশিত শর চতুষ্টয়ে অশ্ব চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু সরোষনয়নে দুর্য্যোধনের

বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সত্বরে ত্রিংশৎ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উত্তমৌজাও রোষিত হইয়া হেমবিভূষিত শরনিকরে কুরুরাজের সারথিরে বিদ্ধ করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন উত্তমৌজার পাঞ্চি, সারথি ও অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজা এইরূপে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া অবিলম্বে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরজালে দুর্য্যোধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ উত্তমৌজার শরে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐ সময় যুধামন্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরুরাজের তূণীর ও শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অশ্ব সারথি বিবর্জ্জিত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চাল দেশীয় বীরদ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা অবারিততেজা ক্রুদ্ধ কুরুরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দুর্য্যোধন গদা প্রহারে তাঁহাদিগের সেই হেমমণ্ডিত রথ অশ্ব ও সারথি ধ্বজের সহিত প্রোথিত করিয়া অবিলম্বে মদ্ররাজ-রথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চাল দেশীয় রাজপুত্র দ্বয়ও অন্য দুই রথে আরূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে সমুদায় বীরগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে অরণ্যে মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্ত দ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থী ভীমসেন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অর্জ্জুন রথের পার্শ্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও কর্ণের কি রূপ সংগ্রাম হইল। রাধানন্দন ভীমসেন কর্তৃক আর পরাজিত হইয়াও কি কারণে পুনরায় তাহার নিকট যুদ্ধার্থ আগমন করিল? আর ভীমসেনই বা কি করিয়া সেই প্রসিদ্ধ মহারথ সূতপুত্রের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্দ্ধর কর্ণ ভিন্ন আর কাহারেও ভয় করে না। কর্ণের ভয়ে তাহার শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৃকোদর কি রূপে সেই রথীশ্রেষ্ঠ সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিল? অর্জ্জুনের রথাভিমুখে কর্ণ ও ভীমসেনের কি রূপ সংগ্রাম হইল? পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট ভীমসেনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়াছে এবং অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন কোন পাণ্ডবকে বিনষ্ট করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমের সহিত সংগ্রাম করিল। ভীমই বা কর্ণের পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া কি রূপে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মূঢ় দুর্য্যোধন নিরন্তর আশা করিয়া থাকেন যে, কর্ণ সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজিত করিবে। ফলতঃ দুর্য্যোধন কেবল কর্ণের উপর নির্ভর করিয়াই জয়াশা করিয়া থাকে, সেই কর্ণ কি রূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আমার পুত্রগণ যাহারে আশ্রয় করিয়া মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে; যে বীর এক রথে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়াছে; যে ধনুর্দ্ধর সহজ কবচ ও কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ভীমসেন সেই মহাবীর কর্ণ কর্তৃক পূর্ব্বকৃত অসংখ্য অপকার স্মরণ করিয়াও কি রূপে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল? যাহা হউক, এক্ষণে বীরদ্বয়ের কি রূপ যুদ্ধ ও কাহারই বা জয়লাভ হইল, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নররাজ! ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক জলধর যেমন বৃষ্টি দ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কঙ্কপত্র বিশিষ্ট শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করতঃ কহিলেন, হে পাণ্ডুতনয়! তুমি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুন দর্শন মানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুন্তীপুত্রের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছ? পলায়ন করিও না; এই স্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার প্রতি শরবর্ষণ কর। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই প্রকার আহ্বান শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধ মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করতঃ তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বর্ম্মধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ভীমসেনের সরল শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদর প্রথমতঃ কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিয়া বিবাদ শেষ করিবার মানসে কর্ণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্রমায়া প্রভাবে মত্ত দ্বিরদগামী ভীমসেনের শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় পর্য্যটন পূর্ব্বক হাস্য করতঃ ক্রোধপূর্ণ

বৃকোদরকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্য সহ্য করিতে না পারিয়া যুধ্যমান বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের উপরে যেমন অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে বৎসদন্ত সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় সুপুঙ্খ সুশাণিত একবিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের কনকজাল জড়িত পবন সদৃশ বেগবান্ অশ্বগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণজাল বর্ষণ পূর্ব্বক নিমেষার্দ্ধ মধ্যে বৃকোদরকে সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে চতুঃষষ্টি শরে ভীমের সুদৃঢ় কবচ ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী নারাচাস্ত্রে তাঁহারে আহত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর সেই কর্ণ কার্ম্মুক নিঃসৃত শর সমুদায় লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহারে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি কর্ণের আশীবিষোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হন নাই। পরিশেষে তিনি নিশিত সুতীক্ষ্ণ দ্বাত্রিংশৎ ভল্লদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণও অবলীলাক্রমে শরবর্ষণ করিয়া জয়দ্রথ বধাভিলাষী মহাবাহু ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভীম প্রেরিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল শব্দায়মান বিহঙ্গ কুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। রথীপ্রধান রাধেয় এই রূপ শলভকুল সমাচ্ছন্নের ন্যায় ভীমসেনের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর বহুবিধ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সেই শরজাল অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ পুনরায় শর বর্ষণ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরজালে সমাবৃত হইয়া শলভ সমাচ্ছন্ন শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবাকর যেমন আপনার রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কর্ণ নিক্ষিপ্ত শরনিকর অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণচাপচ্যুত হেমপুঙ্খ শিলাধৌত শরজালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হওয়াতে তিনি বসন্তকালীন বহু কুসুম শোভিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে নয়ন দ্বয় উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র ভীমের শরে বিদ্ধ হইয়া তীব্রবিষ আশীবিষ সমাবৃত শ্বেত ভূধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন চতুর্দ্দশ বাণে কর্ণের মর্ম্মভেদ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাঁহার চাপচ্ছেদন, অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ ও সারথিরে সংহার করিয়া অর্কবশ্মি সমপ্রভ নারাচ সমুদায়ে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূর্য্যের কিরণ জাল যেমন জলধর পটল ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমনির্ম্মুক্ত নারাচ নিকর কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে পতিত হইল। হে মহারাজ! পুরুষাভিমানী কর্ণ এইরূপে ভীমসেনের শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বরে অন্য রথে পলায়ন করিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে কর্ণের উপর আমার পুত্রগণের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন সেই কর্ণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া কি বলিল? মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ করিল এবং মহাবীর কর্ণই বা সমরাঙ্গনে ভীমসেনকে প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় অবলোকন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ পুনরায় যথাবিধ সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক বাতোদ্ধূত মহার্ণবের ন্যায় ভীমসেন অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্রেরা কর্ণকে রোষপরবশ অবলোকন করিয়া ভীমকে হুতাসন মুখে আহুত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রাধেয় অতি ভীষণ জ্যানিস্বন ও করতল শব্দ করতঃ ভীমের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পুনরায় সূতপুত্রের সহিত ভীমের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরস্পর বধার্থী ঐ বীর দ্বয় ক্রোধারুণ লোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতঃ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া কোপান্বিত ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায়, শীঘ্রগামী শ্যেন দ্বয়ের ন্যায় এবং সংক্রুদ্ধ শরভ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া, বনবাস, বিরাট নগরে অবস্থান ও বহু রত্নপূর্ণ রাজ্য অপহরণ জন্য পাণ্ডবগণের যে দুঃখ হইয়াছিল, আপনি পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সপুত্রা তপস্বিনী কুন্তীরে যে দগ্ধ করিতে সংকল্প ও নিরন্তর পাণ্ডবগণকে ক্লেশপ্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দুরাত্মা তনয়েরা সভা

মধ্যে দ্রৌপদীরে যে ক্লেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দুঃশাসন দ্রুপদতনয়ার যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ সভা মধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবেরা, কৃষ্ণে! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ স্বামীরা নিহত হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহারে পতিত্বে বরণ কর বলিয়া যে আপনার সমক্ষেই দ্রৌপদীরে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা কৃষ্ণারে যে দাসী ভাবে উপভোগ করিতে বাসনা ও পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণাজিনধারী হইয়া যে বনে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্রোধভরে শূন্য হৃদয় বিপন্ন পাণ্ডবগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, ঐ সময় সেই সমুদায় বৃত্তান্ত ভীমসেনের মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল অবধি যে যে দুঃখ পাইয়াছিলেন, তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ বৃহৎধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক প্রাণপণে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং রাধেয়ের রথাভিমুখে ভাস্বর শাণিত শরজাল বিস্তার করতঃ দিবাকরের করজাল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া অতিসত্বরে স্বীয় শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরজাল ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় রাধেয় শরে নিবারিত হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমর সমুৎসুক মত্তমাতঙ্গ বিক্রম পাণ্ডুনন্দনকে বেগে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং শত ভেরী-সম নিঃস্বন শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের সৈন্য সমুদায় বিক্ষোভিত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমবেত স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরনিকরে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় হংস সন্নিভ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাঁহার ঋক্ষসবর্ণ কৃষ্ণাশ্বগণকে সম্মিলিত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই বীর দ্বয়ের বায়ুবেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ একত্রিত হইয়া গগন মণ্ডলস্থ সিতাসিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে রাজন্! ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় মহারথেরা কর্ণ ও বৃকোদরকে ক্রোধে অতিমাত্র আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সমরাঙ্গন যমরাজের রাজধানীর ন্যায় অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। মহারথগণ সেই জনতা মধ্যে ঐ বীর দ্বয়ের কাহারও জয় পরাজয় স্থির করিতে পারিলেন না; কেবল ঐ বীর দ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র যুদ্ধ করিতেছেন, এই মাত্র অবলোকন করিলেন। তখন সেই অরাতি নিপাতন মহারথ দ্বয় পরস্পরে বধার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ করতঃ আকাশ মণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঙ্কপত্র বিভূষিত সুবর্ণময় শরনিকর দ্বারা গগন মণ্ডল উল্কা বিভাসিতের ন্যায় ও শরৎকালীন সারস সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়, ভীমসেনকে কর্ণের সহিত সমরে সম্মিলিত দেখিয়া তাঁহারে অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া দৃঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য অশ্ব, নর ও হস্তী সমুদায় বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদিগের নিপতনে অসংখ্য কৌরব সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী সকল নিহত হইলে তাহাদিগের মৃতদেহে ক্ষণকালের মধ্যে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম লঘুবিক্রম কর্ণের সহিত যখন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। যে কর্ণ সর্ব্ব শস্ত্রধারী সমরে উদ্যত যক্ষ, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত অমরগণকে নিবারণ করিতে পারে, সে ভীমকে কেন পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না? যাহা হউক, ঐ বীর দ্বয়ের প্রাণ সংশয়কর যুদ্ধ কিরূপে হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর। আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় উভয়েরই আয়ত্ত। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্য লাভ করিয়া সমরে সাত্যকি ও বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমি কর্ণকে ভীমশরে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া মোহে নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। এক্ষণে আমার পুত্রের দুর্নীতি প্রভাবেই কৌরবগণ কালকবলে নিপতিত হইতেছেন। কর্ণ পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যতবার যুদ্ধ করিয়াছেন, ততবারই পরাজিত হইয়াছেন। অমরগণ সমবেত সুররাজ ইন্দ্রও যে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে না। মধুলাভার্থী যেমন বৃক্ষ আরোহণ

কালে আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না; তদ্রূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধর্ম্মরাজের ধন হরণ করিয়া আত্মা বিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ কৈতবপরতন্ত্র দুরাত্মা শঠতা পূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত বোধ করতঃ সতত তাহাদের অপমাননা করিয়া থাকে। আমিও পুত্রবাৎসল্যে একান্ত অভিভূত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছি। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির অনেক বার সন্ধি স্থাপনের বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আমার আত্মজগণ তাহারে যুদ্ধে অশক্ত বোধ করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বের সেই সমস্ত দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও ভীম পরস্পর বধ সাধনে সমুদ্যত হইয়া যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অরণ্য মধ্যে কুঞ্জর যুগলের ন্যায় পরস্পর বধার্থী মহাবীর ভীম ও কর্ণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল; শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগসম্পন্ন, প্রসন্ন মুখ, ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে তাঁহার শরাশন ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রথ হইতে তাঁহারে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কর্ণ তাঁহারে সংহার করিবার নিমিত্ত কনক বৈদূর্য্য সমলঙ্কৃত, দণ্ড সম্পন্ন, কাল শক্তির ন্যায় প্রাণান্তকর এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান পূর্ব্বক বজ্রের ন্যায় ভীমের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অনল ও সূর্য্যপ্রভ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজগ সদৃশ সেই কর্ণভুজ নির্ম্মুক্ত সুদারুণ শক্তি সাত শরে নভোমণ্ডলেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণের জীবনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ক্রোধভরে তাঁহার উপর স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত যমদণ্ডোপম শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন নত পর্ব্ব নয় বাণে সেই কর্ণবিমুক্ত শর সমুদায় ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা কখন গাভীলাভার্থী মত্ত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় চীৎকার, কখন আমিষলোলুপ শার্দ্দূল যুগলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে উদ্যত, কখন পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভ দ্বয়ের ন্যায় সক্রোধ নয়নে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গ দ্বয় যেমন সমাগত হইয়া পরস্পরের উপর দশন প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরের প্রতি শর বৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হাস্য, কখন ভর্ৎসন ও কখন বা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ধবল কায় অশ্ব সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সারথিরে রথোপস্থ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীম শরে হতাশ্ব, হত সারথি ও বিমোহিত প্রায় হইয়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে একান্ত বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া কম্পিতকলেবরে ক্রোধভরে দুর্জ্জয়কে কহিলেন, হে দুর্জ্জয়! ঐ দেখ, অগ্রে ভীম কর্ণকে শর নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্যার্থ অবিলম্বে গমন পূর্ব্বক শ্মশ্রু শূন্য ভীমকে বিনাশ কর। তখন আপনার আত্মজ দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমকে নয়, ভীমের অশ্বগণকে আট ও সারথিরে ছয় বাণে নিপীড়িত করতঃ তিন শরে তাঁহারে কেতু বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন ভীম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শরনিকর দ্বারা দুর্জ্জয়ের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে অশ্বগণ ও সারথির সহিত যম সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে সেই দিব্যাভরণ ভূষিত, ক্ষিতিতলে নিপতিত, ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুণ্ঠমান দুর্জ্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই প্রবল বৈরী কর্ণকে রথ শূন্য করিয়া হাস্য মুখে শতঘ্নীতে যেমন শঙ্কু বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণের গাত্রে শরনিকর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহারথ কর্ণ ভীমের সায়ক সমূহে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়াও তৎকালে রোষ পরবশ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিলেন না।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ ভীমসেনের ভীষণ শরপ্রভাবে পুনরায় রথশূন্য ও পরাজিত হইয়া সত্বরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ দ্বয় যেমন মিলিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয় আকর্ণাকৃষ্ট শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া পুনরায় শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহারে প্রথমতঃ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক শাণিত সায়কে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীম যেন অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীরে ও কষা দ্বারা অশ্বকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ত্রিষষ্টি সায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।

এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেন শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক ভীমের সংহারার্থ ইন্দ্র নির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সর্ব্ব দেহ বিদারণক্ষম এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিচিত্রপুঙ্খ শিলীমুখ কর্ণের কার্ম্মুক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভীমের দেহ ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অবিচারিতমনে এক চতুর্হস্ত পরিমিত, ষট্‌কোণ সম্পন্ন, সুবর্ণ মণ্ডিত, অশনি সদৃশ, গুরুতর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই গদাঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে শরনিকরে তাঁহার সারথিরে সংহার পূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্বহীন, সারথি বিহীন, ধ্বজ শূন্য রথ পরিত্যাগ করিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহারে রথ শূন্য হইয়াও শত্রু নিবারণে উদ্যত দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে রথ শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ম্মুখকে কহিলেন, হে দুর্ম্মুখ! ভীমসেন কর্ণকে রথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে উহাঁরে রথে আরোপিত কর। দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সত্বরে কর্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রজাল বিস্তার করতঃ ভীমকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম দুর্ম্মুখকে কর্ণের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে সৃক্কণী লেহন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শর প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ণকে নিবারণ করিয়া অবিলম্বে দুর্ম্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব সুমুখ নয় বাণে তাঁহারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ বিনষ্ট হইলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং দুর্ম্মুখকে শোণিত লিপ্ত কলেবর, ভিন্ন মর্ম্ম ও ধরাসনে শয়ান অবলোকন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহারে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীম নিক্ষিপ্ত রুধিরপায়ী হেমচিত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার কবচ ভেদ ও শোণিত পান পূর্ব্বক ভূতলে প্রবেশ করতঃ বিল মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত উরগ সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর কর্ণ অবিচারিত চিত্তে সুবর্ণ খচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত নারাচ ভীমের দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া পক্ষিগণ যেমন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। দিনকর অস্ত গত হইলে তাঁহার ভাস্বর অংশুজাল যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত নারাচ নিকর ধরাতলে প্রবেশ করতঃ সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ঐ সকল মর্ম্মভেদী নারাচে গাঢতর বিদ্ধ হইয়া জলধারাস্রাবী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পতগরাজ গরুড়ের তুল্য বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশা কর্ণ ভীমের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া সমর পরিহার পূর্ব্বক বেগগামী তুরঙ্গ সমুদায় সঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম সুবর্ণ খচিত শরাসন বিস্ফারিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অকিঞ্চিৎকর পুরুষকারে ধিক্, আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে ভীমের শরে নিপীড়িত হইয়া তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণের সমান

যোদ্ধা পৃথিবী মধ্যে আর কেহই নাই; আমি এই কথা দুর্য্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। মন্দবুদ্ধি পরায়ণ দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিল, কর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লমশূন্য; তিনি আমার সহায় হইলে হতবীর্য্য বিচেতন প্রায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরগণও আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি কহিতেছে? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা দুর্য্যোধন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একান্ত অপটু একমাত্র দুর্ম্মুখকে হুতাশন মুখে পতঙ্গের ন্যায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ ও কৃপ ইঁহারা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়া ভীমের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। ইঁহারা সেই কালান্তক যমসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ক্রূর ব্যবসায় অবগত হইয়া কি নিমিত্ত তাহার রোষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিবেন? কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুর বিজয়ী সুররাজের ন্যায় ভীমসেন তাঁহারে পরাজয় করিয়াছে। অতএব ভীমকে সমরে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্জয়কে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; বজ্র প্রহারে উদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন অসুরের ন্যায় কে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্য কৃতান্ত নিকেতনে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধ পরায়ণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সমস্ত অল্পতেজঃসম্পন্ন মনুষ্যেরা বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণ সমক্ষে সভা মধ্যে আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃশাসন দুর্য্যোধনের সহিত তাহা স্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া ভয় প্রযুক্তই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব; কিন্তু সে এক্ষণে ভীমের বাহুবলে কর্ণকে পরাজিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান বিষয় স্মরণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে স্বদোষে ভ্রাতৃগণকে ভীমসেন শরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ জীবিত লাভার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে। বোধ হয়, মনুষ্য বাড়বানল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে; কিন্তু ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ রোষ পরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য যেমন হিতকর ঔষধি পানে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়, তদ্রূপ আপনিও সুহৃদগণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন। হে নরোত্তম! আপনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্জ্জয় কালকূট পান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোধগণ সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অনন্তর আপনার আত্মজ দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয় এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয় দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া শলভ শ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেবরূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি আপনার আত্মজগণকে ভীমের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত সুতীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণপূর্ব্বক তাহার সন্নিহিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বরে কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দুর্ম্মর্ষণ প্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতারে অশ্ব ও সারথির সহিত শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুসুম সুশোভিত পাদপদল যেমন সমীরণ প্রভাবে ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা সারথিদিগের সহিত গতাসু হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার আত্মজগণকে বিনাশ করিলেন

দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র কর্ণ ভীমের নিশিত শরে নিবারিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভীমও রোষারুণ লোচনে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাবে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আত্মজগণকে ভীম শরে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ও আত্ম রক্ষায় হতাশ হইলেন এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ নিহত হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে আপনাবে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক রোষ পরবশ হইয়া সসম্ভ্রমে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ প্রথমতঃ তাঁহারে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্য মুখে স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই কর্ণ নির্ম্মুক্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহার উপর আনত-পর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শরজালে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে কর্ণের সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার হাস্য মুখে তাঁহার স্বর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ কর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই কর্ণ নির্ম্মুক্ত গদা আগমন করিতে দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে শরনিকরে নিবারণ পূর্ব্বক কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অজস্র সহস্র শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমের শরনিকর নিরাশ করিয়া অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্ণের প্রতি নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ শর কর্ণের কবচ ও দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া পন্নগগণ যেরূপ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে মহা-বীর কর্ণ ভীম শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা যত্নবান হইয়া সত্বরে কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হও। হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ ও চিত্রবর্ম্মা ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শরনিকর বর্ষণ করতঃ ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহারা উপস্থিত না হইতে হইতেই তাঁহাদিগকে এক এক শরে বিনাশ করিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ বাতভগ্ন মহীরুহের ন্যায় সমর ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার মহারথ পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদুরের সেই সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সত্বরে যুদ্ধার্থ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীর দ্বয় স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরজালে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিনকর করজাল সম্বলিত জলধর যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া প্রভা ভাস্বর নিশিত ষট্‌ত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সূতপুত্র কর্ণও আনতপর্ব্ব পঞ্চাশত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রক্তচন্দনচর্চ্চিত বীরদ্বয় শরব্রণাঙ্কিত ও শোণিত সিক্ত কলেবর হইয়া উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন ও দেহ রুধিরোক্ষিত হও-য়াতে তাঁহারা নির্ম্মোক মুক্ত উরগ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় দশন প্রহারে সমুদ্যত ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শস্ত্র প্রহার ও জলধারাবর্ষী জলধর যুগলের ন্যায় পর-স্পরের উপর অনবরত শরধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং মাতঙ্গদ্বয় যেমন বিশাল দশন দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কখন সিংহনাদ, কখন শরবর্ষণ, কখন ক্রীড়া, কখন রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরকে অবলোকন ও কখন বা রথ দ্বারা মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় গাভী লাভার্থ সমুৎসুক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গভীরনিনাদ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও বৈরোচনের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন শরাসন আকর্ষণ করিয়া

বিদ্যুদ্দাম সম্বলিত অম্বুদের ন্যায় সমরাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বারিধারা সদৃশ সুপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা পর্ব্বত সদৃশ কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কার্ম্মুক নিস্বন অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ভীমের সেই অদ্ভুত বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্র রক্ষকদ্বয়কে অনন্দিত করিয়া কর্ণের সহিত অতি-ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমের অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীর্য্য ও ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ মহারাজ রাধেয় ভীমসেনের জ্যানিনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণকাল ভীম-সেনের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া বৃকোদর শরে নিপাতিত আপনার পুত্রগণকে অবলোকন করতঃ নিতান্ত বিমনায়মান ও দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভীমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে লোহিত নেত্র হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক শরবর্ষণ করতঃ ক্ষিপ্তরশ্মি ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দিবাকরের করজালের ন্যায় কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। পক্ষীগণ যেমন বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ময়ূর-পুচ্ছ বিভূষিত, রাধেয় বিসৃষ্ট শর সকল ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিল। তখন কর্ণচাপচ্যুত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর উপর্য্যু-পরি পতিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংস সমূহের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, বাণ সকল চাপ, ধ্বজ, ছত্র, ঈষামুখ ও রথের অন্যান্য উপকরণ হইতে বহির্গত হইতেছে। এইরূপে মহাবীর রাধেয় বেগবান সুবর্ণময় শর সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন, কিন্তু মহাবল বৃকোদর তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া নয় বাণে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অন্তক সদৃশ শরজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শাণিত বিংশতি শরে রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। প্রথমে কর্ণ শরজালে ভীমসেনকে যেরূপ সমা-চ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীমসেন তাঁহারে সেই রূপ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় বীর সকল ও চারণগণ ভীমসেনের বিক্রম দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ, জয়দ্রথ ও উত্ত-মৌজা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও অর্জ্জুন এই দশ জন মহারথ ভীমকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্নিবন্ধন সমরস্থলে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে কুরুরাজ! তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন অতি সত্বরে মহাধনুর্দ্ধর সহোদরগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমা-দিগের মঙ্গল হউক। তোমরা শীঘ্র কর্ণের রক্ষণে যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে বৃকোদরের হস্ত হইতে পরি-ত্রাণ কর। নচেৎ ভীম নির্ম্মুক্ত শরনিকর রাধানন্দনকে সংহার করিবে। তখন আপনার সাত পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে ক্রোধভরে ভীমাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মান্তে জলধর যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে আবৃত করে; তদ্রূপ তাঁহারা বৃকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন সুধাংশুরে পীড়িত করে, তদ্রূপ সেই সপ্ত মহারথ ভীমকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহা-বীর ভীমসেন পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করতঃ দৃঢ়তর মুষ্টি সুশোভিত শরা-সন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীরগণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের দেহ হইতে প্রাণ নিষ্কাষিত করতই যেন সূর্য্যরশ্মি সদৃশ সাত শর সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত কনক মণ্ডিত শাণিত শর সকল তাঁহাদিগের হৃদয় বিদারণ ও শোণিত পান পূর্ব্বক শোণিত লিপ্ত ও আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া ব্যোমচারী সুসংখ্য গরুড়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আপনার পুত্রেরাও ভিন্ন হৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পতন সময়ে বোধ হইল যেন, গিরিসানু সমুৎপন্ন বনস্পতি গজভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আপনার এই সাত পুত্র নিপাতিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডব প্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত বৃকো-দর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে বিকর্ণ! আমি রণতলে তোমাদিগের শত ভ্রাতারে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিবন্ধনই আজ তুমি নিহত হইলে, তুমি আমাদিগের বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হিত সাধনে একান্ত তৎপর। হে তাত! তুমি যুদ্ধই

ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম এই মনে করিয়া ন্যায়ানুসারে রণস্থলে আগমন করিয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা ন্যায়ানুগত নহে।

হে কুরুরাজ! ভীমসেন এইরূপে রাধেয় সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনারে জয়শালী বিবেচনা করতঃ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সুমহান্ বাদিত্র শব্দ করিয়া ভ্রাতার সিংহনাদ প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির মহাবীর বৃকোদরের সঙ্কেত শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া শস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন একত্রিংশৎ সহোদরকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন; তাহা এক্ষণে সার্থক হইতেছে। মহারাজ দুর্য্যোধন এই প্রকার চিন্তা করতঃ ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও দুরাত্মা কর্ণ দ্যূতক্রীড়াকালে সভা মধ্যে পাঞ্চালীরে সমানীত করিয়া সমস্ত পাণ্ডুপুত্রের, কৌরবগণের ও আপনার সমক্ষে কৃষ্ণারে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট ও শাশ্বত নরকগামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহারে পতিত্বে বরণ কর; এক্ষণে সেই পরুষ বাক্যের ফলোদয় কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনার পুত্রেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণকে ষণ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাদের মনে যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেন ত্রয়োদশ বৎসরের পর সেই ক্রোধাগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতেছেন। মহাত্মা বিদুর অনেক বিলাপ করিয়াও আপনার শান্তিপক্ষ অবলম্বন করাইতে সমর্থ হন নাই; এক্ষণে আপনি পুত্রের সহিত সেই ক্ষত্তার বাক্য লঙ্ঘনের ফল ভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্ত্বার্থদর্শী হইয়াও দৈববিড়ম্বনা বশতঃ সুহৃদের হিত বাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে শোক সম্বরণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনিই স্বীয় দুর্নয় নিবন্ধন আপনার পুত্রগণের বিনাশ হেতু হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার যে যে মহারথ পুত্রেরা ভীমের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, সকলেই শমন সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার নিমিত্তই আমারে মহাবীর ভীমসেন ও কর্ণের শরে সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে নিপাতিত অবলোকন করিতে হইল।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বোধ করি এক্ষণে আমারই সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত চিন্তা করা নিতান্ত অনাবশ্যক, এই মনে করিয়া বিগত বিষয়ের উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি; তুমি আমার দুর্নীতি নিবন্ধন যে মহান্ বীরক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও ভীম উভয়ে বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমনামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শর সমুদায় কর্ণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ নির্ম্মুক্ত ময়ূরপুচ্ছ লাঞ্ছিত অসংখ্য শরও বৃকোদরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শর সমুদায় চতুর্দ্দিকে নিপাতিত হওয়াতে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় শরাসন নির্ম্মুক্ত আশীবিষ সদৃশ ভীষণ শরনিকরে কৌরব সৈন্য সমুদায়কে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বায়ুভগ্ন বনস্পতি সমুদায়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ শর নিপাতিত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমর ভূমি সমাকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র কৌরব সৈন্যগণ ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই বলিতে বলিতে সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণও ঐ সময় বিমোহিত প্রায় হইয়া কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট সিন্ধু, সৌবীর ও কৌরব সৈন্য সমুদায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের শরে উৎসারিত ও অশ্ব গজবিহীন হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল এবং কহিতে লাগিল, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবতারা পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন; নতুবা কর্ণ ও ভীমসেনের শরে আমাদিগেরই বল ক্ষয় হইবে কেন? হে মহারাজ! আপনার সেই ভয়ার্ত্ত সেনা সমুদায় এই বলিতে বলিতে সেই বীর দ্বয়ের শর নিপাতের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে গমন করিয়া সমর দর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিল।

ঐ সময় অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণের রুধিরে সমরাঙ্গনে সুরগণের হর্ষবর্দ্ধন ও ভীরুগণের ত্রাস জনক এক ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইল। নিহত অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী অশ্ব ও

তাহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অনুকর্ষ, পতাকা, রণভূষণ, চক্র, অক্ষ ও কূবরবিহীন রথ, গভীর নিস্বন সুবর্ণ চিত্রিত শরাসন, সুবর্ণপুঙ্খ বাণ, নির্ম্মোক মুক্ত পন্নগ সদৃশ প্রাস, তোমর, খড়্গ ও পরশু, সুবর্ণময় গদা, মুষল ও পট্টিশ এবং বিবিধাকার তীরক, শক্তি, পরিঘ ও বিচিত্র শতঘ্নীতে সমরাঙ্গন পরিব্যাপ্ত হইল। শর নিকর সংচ্ছিন্ন রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুলিবেষ্টন, চূড়ামণি ও উষ্ণীষ, স্বর্ণালঙ্কার, তনুত্রাণ, তলত্র, গৈবেয়, বস্ত্র, ছত্র, ব্যজন এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও নরগণের কলেবর ইতস্ততঃ নিপাতিত থাকাতে সমর ভূমি গ্রহ সমুদায় সমাকীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহাবীর দ্বয়ের অচিন্তনীয় ও অমানুষিক কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হুতাশন যেমন বায়ুসহায় হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক উহা অনায়াসে দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন কর্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্য মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। গজদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন নলবন বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে মর্দ্দিত করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ভীম ও কর্ণ অসংখ্য সৈন্য বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া বিদ্যমান অচলের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না, তিনি তৈলধৌত নিশিত কর্ণি দ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ ভেদ পূর্ব্বক অম্বরস্খলিত সূর্য্যজ্যোতির ন্যায় তাঁহার সুচারু কুণ্ডল ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অম্লান মুখে অন্য ভল্ল দ্বারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ললাটদেশে আশীবিষোপম দশ নারাচ প্রয়োগ করিলেন। সর্পগণ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমনিক্ষিপ্ত নারাচ নিকর সূত পুত্রের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্ব্বে মস্তকে নীলোৎপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যে রূপ শোভা পাইতেন, এক্ষণে ললাট বিদ্ধ নারাচ দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথকূবর অবলম্বনপূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে পুনরায় চৈতন্যলাভ পূর্ব্বক ক্রোধভরে মহাবেগে ভীমসেনের রথাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর গৃধ্রপক্ষ বিশিষ্ট শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বলবীর্য্যের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহারে অনাদর করতঃ তাঁহার উপর উগ্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও রোষপরবশ হইয়া নয় শরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে সেই শার্দ্দূল সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর দ্বয় প্রতিচিকীর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বারিবর্ষী মেঘ দ্বয়ের ন্যায় বিবিধ শরজাল বর্ষণ ও তলশব্দ প্রয়োগ করতঃ পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে কৌরব, সৌবীর ও সৈন্ধব সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম্ম, ধ্বজ ও শস্ত্র দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দ্দিকে হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহীগণকে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক সরোষ নয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত মযূখমালী দিনকরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ কলেবর ভীমের শর নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি যে কোন্ সময় শরসমূহ গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জ্জন করিলেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। তিনি দুই হস্তে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার ভীষণ শরনিকর হুতাশন চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার কার্ম্মুক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও সূর্য্য প্রভা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অধিরথনন্দন কর্ণ পুনরায় সুবর্ণ ভূষিত শিলাধৌত গৃধ্রপক্ষ যুক্ত বেগবান্ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুবর্ণ নির্ম্মিত শরজাল নিরন্তর ভীমসেনের রথে পতিত হইল। ঐ সমুদায় শর আকাশপথে গমন সময়ে শলভ সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি এরূপ লঘুহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, ঐ শর সকল এক দীর্ঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক বর্ষণে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বৃকোদরের বলবীর্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য দর্শন করিতে লাগিল। ঐ মহাবীর উদ্ধৃত সাগর সদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ মণ্ডলীকৃত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন হইতে সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল বিনির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে কনকময়ী মালা লম্বমান রহিয়াছে।

তখন মহাবীর কর্ণের আকাশ বিক্ষিপ্ত শরজাল ভীমসেনের শরে আহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীমসেন ও কর্ণের কনকপুঙ্খ, সরলগামী, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ শরজালে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। তখন প্রভাকরের প্রভা নাশ ও সমীরণের গতিরোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ মহাত্মা বৃকোদরের বলবীর্য্য অগ্রাহ্য করতঃ তাঁহারে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীর দ্বয় বিসৃষ্ট শরনিকর সমীরণের ন্যায় পরস্পর সংঘটিত হইতে লাগিল। সেই শরনিকরের সঙ্ঘর্ষণে নভোমণ্ডলে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম সমধিক পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শর দ্বারা অন্তরীক্ষে কর্ণ নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহারে থাক্ থাক বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষপ্রদীপ্ত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের গোধানির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চট চটা শব্দে সমরভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্যান্য যোদ্ধারা পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শন মানসে সংগ্রামে বিরত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ণের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও ভীমের শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ নয় নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন নয় বাণে নভোমণ্ডলে সেই নয় নারাচ ছেদন পূর্ব্বক কর্ণকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্রোধভরে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ড সদৃশ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। প্রবল প্রতাপ কর্ণ সেই ভীমবিসৃষ্ট শর উপস্থিত না হইতে হইতেই হাস্যমুখে তিন শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় ঐ সমস্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে ভীমের তূণীর, ধনুর্জ্যা এবং অশ্বগণের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া সারথিরে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি কর্ণশরে সমাহত হইয়া সত্বরে তথা হইতে মহাবীর যুধামন্যুর রথে গমন করিল।

তখন কালানল সন্নিভ মহাবীর কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ভীমের ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তৎক্ষণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া এক কনক সমলঙ্কৃত শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মিত্রাথে সংগ্রামে প্রবৃত্ত সূতনন্দন সেই মহোল্কা সদৃশ মহাশক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মৃত্যু ও জয়ের অন্যতর লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এক সুবর্ণ খচিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ বহু সংখ্য শরে সেই চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে সত্বর কর্ণের রথাভিমুখে ভয়ঙ্কর অসি নিক্ষেপ করিলেন। ভীম নিক্ষিপ্ত অসি কর্ণের জ্যাসমবেত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কর্ণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় হাস্য করিয়া এক সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন শত্রু বিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ রুক্মপুঙ্খ সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত করত অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী ভীমের অসাধারণ কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক রথে লীন হইয়া তাঁহারে বঞ্চিত করিলেন। ভীম তাঁহারে রথমধ্যে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ধ্বজ গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব ও চারণগণ ভীমকে পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গ সংহার কবি-

বার নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে কর্ণকে বিনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ভীম আপনার রথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কর্ণ সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও রোষভরে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত ভীমের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় সমবেত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদ পটলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শস্ত্রবিহীন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুন নিপাতিত পর্ব্বতোপম করিসৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক, কর্ণ রথ লইয়া কদাচ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন না, এই ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রথদুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আর প্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় হনুমান্ যেমন মহৌষধি সম্পন্ন গন্ধমাদন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় শরাহত এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ বিশিখ জালে সেই হস্তী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্র অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু রণস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তৎসমুদায়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন! মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে ভীম নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীম কর্ণকে সংহার করিবার বাসনায় বজ্রসার সুদারুণ মুষ্টি উদ্যত করিলেন; কিন্তু তাঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও অর্জুনের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎকালে সূতপুত্রকে সংহার করিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান্ হইয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা ভীমের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ কর্ণের কার্ম্মুক আচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে তুবরক! তুমি মূঢ়, উদর পরায়ণ, সংগ্রাম কাতর ও বালক। তুমি অস্ত্র বিদ্যা কিছুমাত্র অবগত নও, রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যেস্থানে বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই যোগ্য। তুমি অরণ্য মধ্যে পুষ্প ও ফলমূল আহার করিয়া ব্রত ও নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত; যুদ্ধ করা তোমার কার্য্য নহে। মুনিব্রত ও যুদ্ধ পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে বৃকোদর! তুমি বনবাস নিরত, অতএব রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করা তোমার বিধেয়। তুমি আহারের নিমিত্ত স্বীয় গৃহে সূদ, ভৃত্য ও দাসগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাড়না করিতে পার; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে। তুমি মুনিজনের ন্যায় বনে গমন পূর্ব্বক ফল আহরণ কর। ফল মূলাহার ও অতিথিসৎকারই তোমার উপযুক্ত কার্য্য; শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে। হে মহারাজ! সূতপুত্র ভীমসেনকে এই রূপ উপহাস করিয়া তিনি বাল্যাবস্থায় যে সকল অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সেই রণক্লান্ত বৃকোদরের ধনুষ্কোটি দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনবায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ও হে ভীম! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা তোমার বিধেয় নহে। আমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এই রূপ এবং অন্য রূপ অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিদ্যমান্ আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; তাঁহারা তোমারে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক, তোমার যুদ্ধে প্রয়োজন কি অবিলম্বে গৃহে গমন কর।

মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করতঃ সর্ব্বসমক্ষে তাঁহারে কহিলেন। হে মূঢ় কর্ণ! আমি তোমারে অনেকবার পরাজিত করিয়াছি। তবে কেন তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে দুষ্কুলোদ্ভব! তুমি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে আজিই আমি সমস্ত রাজগণ সমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত বৃহৎকায় কীচকের ন্যায় তোমারে সংহার করিব। তখন মতিমান্ কর্ণ ভীমের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে মল্লযুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে রথবিহীন করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা আরম্ভ করিলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন কেশবের বাক্যানুসারে কর্ণের উপর শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থবিসৃষ্ট, কনক সমলঙ্কৃত গাণ্ডীব বিনির্গত, ভুজঙ্গাকার শর সমুদায় ক্রৌঞ্চপর্ব্বতগামী

হংসের ন্যায় কর্ণের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভীম ইতিপূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অর্জ্জুন শরে দৃঢ়তর আহত হইয়া রথারোহণে সত্বরে ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গণে ভ্রাতা সব্যসাচীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধারুণ লোচনে অতি সত্বরে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত নারাচ ভুজগ লোলুপ গরুড়ের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উদ্দেশে পতনোন্মুখ হইল। ঐ সময়ে মহারথ অশ্বত্থামা ধনঞ্জয় হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় শর দ্বারা আকাশ মার্গেই সেই নারাচ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর। শরনিপীড়িত অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ না করিয়া সত্বরে মত্তমাতঙ্গ সমাকীর্ণ রথসঙ্কুল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কৌন্তেয় গাণ্ডীব নির্ঘোষে অন্যান্য সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুকের নিস্বন তিরোহিত করিয়া পশ্চাৎ ভাগে অনতিদূরে প্রস্থিত অশ্বত্থামারে শরনিকরে ত্রাসিত করতঃ কঙ্কপত্রালঙ্কৃত নারাচ সমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত যশ ক্ষীণ এবং বহুসংখ্য যোদ্ধা বিপক্ষ শরে নিহত হইতেছে; অতএব বোধ হয়, দৈব আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা ও কর্ণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সুরগণেরও অপ্রবেশ্য কৌরবসৈন্য মধ্যে রোষভরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভূতবলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনিপ্রবীর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকানল আমারে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথ প্রভৃতি মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে নিপতিত বোধ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাহার নেত্রগোচর হইয়া কি রূপে প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইবেন? আমার বোধ হইতেছে যেন, সিন্ধুরাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন! যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রাম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। যে মহাবীর ধনঞ্জয় সাহায্যার্থ নলিনীদল প্রমাথী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরব সৈন্য সকল সংক্ষোভিত করিয়া ক্রোধভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি কিরূপে সংগ্রাম করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহারথ সাত্যকি কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত পুরুষ প্রবীর বৃকোদরকে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রোধে শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিকম্পিত করতঃ শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন রজতের ন্যায় ধবল বর্ণ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই তাঁহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অমর্ষ পূর্ণ, সমরে অপরাঙ্মুখ, শরাসন ও সুবর্ণ বর্ম্মধারী মহারাজ অলম্বুষ সেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভূতপূর্ব্ব ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অলম্বুষ সাত্যকিরে লক্ষ্য করিয়া দশ শর পরিত্যাগ করিলে তিনি তৎসমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলম্বুষ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পুনরায় অগ্নিকল্প সুতীক্ষ্ণ সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। ঐ শরত্রয় সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে অলম্বুষ অগ্নি ও অনিল সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন অতিভাস্বর শরত্রয়ে সাত্যকির দেহ ভেদ করিয়া চারি বাণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধবলকায় চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর চক্রধর সদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি মহাবেগ সম্পন্ন চারি শরে অলম্বুষের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। পরে কালানল সন্নিভ ভল্ল দ্বারা অলম্বুষ সারথির কণ্ঠ ছেদন করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশিপ্রকাশ বদনমণ্ডল কলেবর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে যদুকুল তিলক সাত্যকি মহারাজ অলম্বুষকে বিনাশ করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে নিবারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। তাঁহার গোদুগ্ধ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ সুবর্ণ জালজড়িত, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাঁহার অভিলাষানুসারে তাঁহারে ইতস্ততঃ বহন করিতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজগণ ও যোধ সকল যোদ্ধা প্রধান দুঃশাসনকে সম্মুখীন করিয়া সাত্যকির

অভিমুখে ধাবমান্ হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সাত্যকিরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকিও অগ্নিকল্প শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সত্বরে দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিরে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সুবর্ণধ্বজ সম্পন্ন ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণ সেই শিনিবংশাবতংস সাত্যকিরে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে দুঃশাসনের রথাভিমুখে সমুদ্যত ও অসীম কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে রথ সমুদায় দ্বারা তাঁহারে পরিবৃত করিয়া নিবারণ করতঃ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী অসি, শক্তি ও গদা সঙ্কুল, তলনিস্বনপূর্ণ অপার জলধি সদৃশ সেই মহা সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় পঞ্চাশত রাজপুত্রকে পরাজিত করিলেন। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকির এমনি অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতি দেখিলাম যে, তাঁহারে পশ্চিম দিকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র পুনরায় তিনি নয়নপথে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই মহাবীর সাত্যকি একাকী শত রথীর ন্যায় মুহূর্ত্তকাল মধ্যে নৃত্য করতই যেন সমস্ত দিগ্বিদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্ত সেনারা সিংহ বিক্রান্ত সাত্যকির দ্রুতগতি দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বজন সমীপে প্রস্থান করিল। তখন শূরসেন দেশীয় প্রধানতম বীরগণ অঙ্কুশ দ্বারা যেমন মত্তমাতঙ্গকে নিবারণ করে, তদ্রূপ সাত্যকিরে শর নিপীড়িত করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্য বিক্রম সাত্যকি মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুরতিক্রমণীয় কলিঙ্গ দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। সন্তরণ ক্লান্ত ব্যক্তি স্থলভাগ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, যুযুধান পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন।

মহাত্মা কেশব সাত্যকিরে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! ঐ তোমার পদানুসারী শৈনেয় আগমন করিতেছে। ঐ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণাধিক প্রিয় সখা। ঐ পুরুষর্ষভ সমস্ত যোদ্ধৃগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া পরাজয় করিয়াছেন। উনি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধৃগণের প্রতি ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছেন, উহাঁর শর প্রভাবে দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পরাজিত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজের হিতসাধনে নিরত। উনি সৈন্যমধ্যে বহুতর যোধগণকে নিপাত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সৈন্য সমুদায় ভেদ করিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বহুতর মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কৌরব দলে উহাঁর সদৃশ যোদ্ধা কেহই নাই। সিংহ যেমন গোযূথ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর অসংখ্য কুরুসৈন্য বিনাশ করিয়া তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রভাবেই অসংখ্য নরপতিদিগের পঙ্কজ সদৃশ বদনমণ্ডলে বসুন্ধরা সমাকীর্ণ হইয়াছে। উনি জলসন্ধকে বিনষ্ট, দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে পরাজিত এবং কৌরবগণকে সংহার পূর্ব্বক শোণিত নদী প্রবাহিত করিয়া এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ সাত্যকি বিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। যুযুধানের উপর ধর্ম্মরাজের রক্ষাভার অর্পিত হইয়াছিল; তবে উনি কিরূপে আমার নিকট আগমন করিতেছেন; অতএব বোধ হয় ধর্ম্মরাজ দ্রোণকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন এবং জয়দ্রথ বধেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। হে কেশব! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থ সাত্যকির প্রতি ধাবমান্ হইয়াছে। আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্ম্মরাজের তত্ত্বাবধারণ ও সাত্যকিরে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দিকে দিবাকর প্রায় অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন, জয়দ্রথকেও শীঘ্র বিনাশ করিতে হইবে। হে মাধব! সম্প্রতি মহাবাহু সাত্যকির শর সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বয়ং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে; কিন্তু সহায় সম্পন্ন ভূরিশ্রবা এখনও শ্রান্ত হয় নাই। সাত্যকি কি উহার সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারেন? মহাতেজস্বী সত্যবিক্রম যুযুধান কি সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে অবসন্ন হইবেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজের এ কি বুদ্ধি বিপর্য্যয় দেখিতেছি! তিনি দ্রোণাচার্য্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়া সাত্যকিরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষ গ্রহণার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সতত ধর্ম্মরাজের

গ্রহণে অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কুশল বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিতেছে।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভূরিশ্রবা যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শৈনেয়! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি আমার নেত্রগোচর হইয়াছ। আমি এক্ষণে রণস্থলে চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিব, সন্দেহ নাই। যদি তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে প্রাণসত্বে কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি সতত শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক। আজি আমি তোমার প্রাণ সংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আনন্দিত করিব। আজি মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবেত হইয়া তোমারে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিবেন। তুমি যাঁহার আদেশানুসারে সমর সাগরে প্রবেশ করিয়াছ; সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজি তোমারে আমার শরজালে বিনষ্ট প্রাণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইবেন। আজি তুমি নিহত ও রুধিরোক্ষিত কলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন আমার বিক্রমের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত সংগ্রাম সমাগম আমার চির প্রার্থনীয়। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে দানবরাজ বলির সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ আজি তোমার সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে তুমি আমার বলবীর্য্য ও পৌরুষ সম্যক্ অবগত হইবে। আজি তুমি রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিতের ন্যায় আমার শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া যমরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলাপ দর্শনে উৎসাহ শূন্য হইয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। আজ আমি তোমার নিশিত সায়কে সংহার করিয়া তোমার শর নিহত বীরবর্গের রমণীগণকে আনন্দিত করিব। হে মাধব! তুমি সিংহের নয়ন পথে নিপতিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় আমার নেত্রগোচর হইয়াছে, আর তোমার নিস্তার নাই।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য মুখে কহিলেন, হে কৌরবেয়! আমি যুদ্ধে [illegible]। কেবল বাক্য দ্বারা আমারে ভয় প্রদর্শন করা [illegible] সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কৌরব! যে আমারে অস্ত্র শূন্য করিবে, সেই আমারে সংহার করিতে পারিবে এবং যে আমারে বিনাশ করিবে, সেই চিরকাল অপ্রতিহতগতি হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন কি; তুমি যাহা কহিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত কর। তোমার এই আস্ফালন শরৎকালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল; উহা শ্রবণ করিয়া আমি হাস্য সম্বরণে অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগের চির প্রার্থিত যুদ্ধ উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যগ্র হইতেছে। হে নরাধম! আজি আমি তোমার বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই মহাতেজস্বী স্পর্দ্ধাশীল বীর [illegible] পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক করিণী গ্রহণার্থ রোষাবিষ্ট মদোৎকট মাতঙ্গ যুগলের ন্যায় ক্রুদ্ধমনে পরস্পর জিঘাংসা পরবশ হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করতঃ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অনবরতঃ শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন শার্দ্দূল দ্বয় নখ দ্বারা ও কুঞ্জর দ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও রথ শক্তি ও বিশিখ জাল দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন ও গাত্র হইতে অনবরত রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে তাঁহারা পরস্পরের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মলোক পুরস্কৃত বীর যুগল মৃত্যুর পর দেবলোক গমন করিবার বাসনায় যূথপতি মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ প্রহৃষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমরদর্শী মনুষ্যেরা করিণী গ্রহণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত যূথপতি কুঞ্জর যুগলের ন্যায় তাঁহাদের সেই ঘোরতর যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। তখন সেইমহাবীর দ্বয় পরস্পরের অশ্ব বিনষ্ট ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একত্র সমবেত হইলেন এবং অতি বৃহৎ বিচিত্র ঋষভ চর্ম্ম নির্ম্মিত চর্ম্ম গ্রহণ ও

কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া রণ স্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই বিচিত্র বর্ম্ম ও কনকাঙ্গদধারী বীর দ্বয় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ক্রোধভরে পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া আশ্চার্য্য বল্গন এবং শিক্ষা-লাঘব ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় সেনাগণ সমক্ষে পরস্পরকে কিয়ংক্ষণ প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই বিস্তীর্ণবক্ষা দীর্ঘভুজ যুগল সম্পন্ন, বাহুযুদ্ধকুশল বীর দ্বয় পরস্পরের অসি ও শতচন্দ্রক সমলঙ্কৃত চর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং লৌহময় অর্গল তুল্য বাহু যুগল দ্বারা পরস্পরের বাহু বেষ্টন করিয়া ভুজবন্ধন ও ভুজ মোক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহাদের শিক্ষা-বল সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন সেই বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত বীর দ্বয় বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে যেমন মাতঙ্গ দ্বয় বিষাণাগ্র দ্বারা এবং বৃষভ দ্বয় শৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহারা কখন ভুজবন্ধন, কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অঙ্কুশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদ বেষ্টন কখন ভূতলে উদ্ভ্রমণ, কখন গত প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পাতন, উত্থান ও লম্ফ প্রদান করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ ক্রিয়া বিশেষ সম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকির আয়ুধ সমুদায় অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে, ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি রথশূন্য হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। যুযুধান তোমার পশ্চাৎভাগে কৌরব সৈন্যগণকে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবল পরা ক্রান্ত যোদ্ধাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা উঁহারে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ উঁহার সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহা কিছু-তেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রোধাবিষ্ট ভূরিশ্রবা রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সাত্যকিরে আঘাত করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্তও ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য; উঁহারে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তোমার নিমিত্তই এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব উনি যাহাতে ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী না হন, শীঘ্র তাহার চেষ্টা কর। তখন ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বনমধ্যে মত্তমাতঙ্গের সহিত যূথপতি পশুরাজের যেরূপ ক্রীড়া হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত কুরুপুঙ্গব ভূরি-শ্রবার ক্রীড়া হইতেছে।

হে ভরতকুলতিলক! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভূরিশ্রবা আঘাত দ্বারা সাত্যকিরে ভূতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সিংহ যেমন কুঞ্জরকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক যুযুধানের কেশাকর্ষণ ও বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হই-লেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি দণ্ড ঘট্টিত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধারী ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিরে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, অন্ধকশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্বিদ্যায় তোমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কিন্তু আজি ভূরিশ্রবা উঁহারে পরাভব করিতে উঁহার সত্য বিক্রম নাম ব্যর্থ হইতেছে। মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভূরিশ্রবারে ভূয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিরে বিনাশ না করিয়া মৃগেন্দ্র যেমন অরণ্য মধ্যে মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। মহাবীর অর্জ্জুন মনে মনে ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে মাধব! আমি নিয়ত সিন্ধু-রাজকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিমিত্ত ভূরিশ্রবা আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হন নাই; যাহা হউক, এক্ষণে আমি সাত্যকির রক্ষার্থ এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া গাণ্ডীব শরাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই অর্জ্জুনবিসৃষ্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় ভূরিশ্রবার অঙ্গদ সুশোভিত খড়্গ সমবেত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদ মণ্ডিত সখড়্গ ভুজদণ্ড অদৃশ্য অর্জ্জুনের শরে নিকৃত্ত হইয়া জীবলোকের দুঃসহ দুঃখ উৎপাদন পূর্ব্বক পঞ্চাস্য উরগের ন্যায় মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভূরিশ্রবা আপনারে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করত কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অনন্যমনে কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলাম, সেই অবস্থায় তুমি আমার বাহু ছেদ করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার বধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি তাঁহারে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবারে সাত্যকি বধরূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে সংহার করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! তুমি যে প্রকারে আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, ঐরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান্ রুদ্র কিংবা মহাবীর দ্রোণ অথবা মহাত্মা কৃপাচার্য্য তোমারে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা অস্ত্রধর্ম্ম সমধিক অবগত আছ, তবে কি বুঝিয়া তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিলে। সাধুলোকেরা প্রমত্ত, ভীত, রথশূন্য, প্রার্থনা পরতন্ত্র ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিরে কদাচ প্রহার করেন না, কিন্তু তুমি এই নীচাচরিত নিতান্ত দুষ্কর পাপ কর্ম্মে কি রূপে প্রবৃত্ত হইলে। আর্য্য ব্যক্তি অনায়াসেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু অসৎ কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। হে মহাত্মন্! মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যের সহবাসে কালযাপন করে, অবিলম্বে তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমাতেই সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে। দেখ তুমি রাজবংশে বিশেষতঃ কুরুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, তুমি অতি সুশীল ও ব্রতপরায়ণ, কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত: এরূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে পার্থ! বাসুদেবের সহিত যাহার সখ্য ভাব নাই, এমন কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিরে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন না। হে অর্জ্জুন! বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতই নিন্দনীয়, তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে। তুমি কি রূপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মনুষ্য জরা জীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে আমারে যে সকল কথা কহিলে তৎসমুদায় নিরর্থক। তুমি কৃষ্ণরে ও আমারে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি সংগ্রাম ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিব। তুমি ইহা অবগত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদেরই বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। হে মহারাজ! রণস্থলে কেবল আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য নহে; যাহাদিগকে কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে রাজা সুরক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগেরই নিমিত্ত নিতান্ত দুষ্কর প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও দক্ষিণ বাহু স্বরূপ, যদি তাঁহারে নিহন্যমান দেখিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমারে পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই কারণে সাত্যকিরে রক্ষা করিয়াছি, অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা রোষাবিষ্ট হইতেছ। হে রাজন্! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার কর ছেদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমারে নিন্দা করিতেছ, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ নিন্দনীয় নহি। আমি হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সমাকুল, সিংহনাদ বহুল, অতিগভীর সৈন্য সাগর মধ্যে কখন কবচ কম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্যা আকর্ষণ ও কখন বা শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভীষণ সমর সাগরে একমাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তি যুদ্ধ কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। এই মনে করিয়া তৎকালে আমার বুদ্ধি বিভ্রম জন্মিয়াছিল। হে মহাবীর! সমর পারদর্শী সাত্যকি একাকী অসংখ্য মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করত তাঁহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক শ্রান্ত, শ্রান্তবাহন, শস্ত্র নিপীড়িত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। তুমি কি রূপে তাহারে পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে। তুমি খড়্গ দ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে, সুতরাং আমায় তাহারে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্তি আত্মীয়কে তদ্রূপ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারে?

হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে সমুদ্যত হইয়াছিলে। অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যূপকেতু ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর যুযুধানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোক গমনাভিলাষে সব্য হস্তে শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয় গ্রাম সমর্পণ, সূর্য্যে দৃষ্টিসন্নিবেশ ও চন্দ্রে মন সমাধানপূর্ব্বক মহোপনিষদ্ ধ্যান করত যোগারূঢ় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন সমুদায় সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিন্দা এবং পুরুষর্ষভ ভূরিশ্রবারে প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিন্দাবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন না। ভূরিশ্রবাও প্রশংসিত হইয়া অণুমাত্রও আহ্লাদিত হইলেন না। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অকুন্ধমনে গর্ব্বিতবচনে ভূরিশ্রবারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে যূপকেতো! আমাদের পক্ষ যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহারে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি প্রাণপণে তাহারে রক্ষা করিব। আমার এই মহাব্রতের বিষয় সমুদায় ক্ষত্রিয়গণই অবগত আছেন। অতএব ইহা বিচার করিয়া আমারে নিন্দা করা কর্ত্তব্য। যথার্থ ধর্ম্ম না জানিয়া আমাকে নিন্দা করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি যে তোমারে প্রভূত অস্ত্র শস্ত্র সহকারে অস্ত্রহীন সাত্যকির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহা অধর্ম্ম সঙ্গত নহে, কিন্তু বল দেখি, রথ, বর্ম্ম ও শস্ত্রবিহীন বালক অভিমন্যুরে নিহত করা কি ধার্ম্মিক জনের প্রশংসনীয় কার্য্য হইয়াছে? হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক ধনঞ্জয় ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বাহু ছেদন করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সব্য হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণভুজ গ্রহণ ও তাঁহারে প্রদান করিয়া অধোমুখে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন অর্জ্জুন ভূরিশ্রবারে কহিলেন, হে শলাগ্রজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেইরূপ আছে। অতএব আমি মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে কহিতেছি যে, উশীনর তনয় শিবিরাজা যে পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই স্থানে গমন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ভূরিশ্রবা! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ আমার যে সকল স্থান প্রার্থনা করেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক আমার সমান হইয়া গরুড় কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার হস্তগ্রহ হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন শুণ্ড গজের ন্যায় উপবিষ্ট, নিরপরাধী মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিবার বাসনায় খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য উচ্চস্বরে তাঁহারে নিন্দা করিতে লাগিল। মহাত্মা কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীমসেন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ বারংবার তাঁহারে নিষেধ করিলেন, কিন্তু মহাবীর যুযুধান কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া খড়্গাঘাতে সেই প্রায়োপবিষ্ট সংযমী ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনাহত ভূরিশ্রবারে নিধন করিলেন বলিয়া কেহই তাঁহার প্রশংসা করিল না। তখন দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ দেবরাজসদৃশ ভূরিশ্রবারে যুদ্ধে প্রায়োপবেশনানন্তর নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা কহিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই, ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদিগের রোষ পরবশ হওয়া বিধেয় নহে। ক্রোধ মানবগণের দুঃখের প্রধান কারণ। ভগবান্ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার বিনাশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধ্য, এ বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধভরে কুরুবংশীয়দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মকঞ্চুকধারী অধার্ম্মিক কৌরবগণ! তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমারে ভূরিশ্রবারে বিনাশ করিতে বারংবার নিষেধ করত ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিতেছিলে, কিন্তু অতি বালক অস্ত্রহীন সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুরে নিহত করিবার সময় তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল? আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে আমারে ভূতলে পাতিত করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিবে, সে মুনিব্রতাবলম্বী হইলেও আমি তাহারে বিনাশ করিব। যাহা হউক, তোমরা আমারে অচ্ছিন্নবাহু ও প্রতিঘাতে যত্নবান দেখিয়াও মৃতজ্ঞান করিয়া আপনাদের নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরবপ্রধান যোদ্ধাগণ!

ভূরিশ্রবারে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উহার খড়্গযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া কেবল আমারে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাগ্যে যাহা থাকে, দৈবই তাহা সঙ্ঘটন করিয়া দেন। এই সমরাঙ্গনে ভূরিশ্রবারে নিধন করিতে আমার কি অধর্ম্মাচরণ হইয়াছে॥ মহাকবি বাল্মীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোককে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সকল কালেই অসমান্য যত্নসহকারে অরাতিগণের ক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সাত্যকি এইরূপ কহিলে পর, সমস্ত পাণ্ডব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অধ্বরপূত, মহাযশস্বী, অরণ্যগত তপোধন সদৃশ ভূরিসুবর্ণপ্রদ ভূরিশ্রবার বধে কেহই আহ্লাদিত হইলেন না। মহাবীর ভূরিশ্রবার সুনীল কেশকলাপসমলঙ্কৃত কপোতনেত্র সদৃশ লোহিত নয়নযুক্ত ছিন্ন মস্তক সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞভূমিস্থিত পবিত্র অশ্বের ছিন্ন মস্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা এইরূপে সমরাঙ্গনে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করত স্বীয় পূর্ব্বকৃত পুণ্যে সমুদায় আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনায়াসে সৈন্যসাগর সমুত্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মাও যাহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রবা কিরূপে তাহারে নিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক ভূতলে পতিত করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন; তাহা হইলে অনায়াসে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরন্দর সদৃশ পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ ও নহুষের পুত্র দেবতুল্য রাজর্ষি যযাতি। দেবযানীর গর্ভে যযাতি রাজার যদু নামে পুত্র সমুৎপন্ন হন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার বংশে দেবমীঢ় নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢের পুত্র ত্রিলোক প্রসিদ্ধ শূর। শূরের পুত্র মহাযশস্বী বসুদেব। মহাবল পরাক্রান্ত শূর ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শী ও যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য ছিলেন। তাঁহারই বংশে শিনি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ম্বর সময়ে মহাবীর শিনি সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া দেবকনন্দিনীরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর বসুদেবের সহিত দেবকীর পরিণয় সম্পাদন মানসে তাঁহারে আপনার রথে আরোপিত করিয়া গৃহ গমনে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী সোমদত্ত শিনির এই কার্য্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সেই বীরদ্বয়ের অতি অদ্ভুত বাহুযুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখ্য ভূপালসমক্ষে বলপূর্ব্বক সোমদত্তকে ভূতলে নিপাতিত করত কেশাকর্ষণপূর্ব্বক করবারি উদ্যত করিয়া তাঁহারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক তুমি জীবিত থাক এই কথা বলিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সোমদত্ত শিনির নিকট সেইরূপ আঘাতিত হইয়া অমর্ষিতচিত্তে ভগবান্ ভূতনাথের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাতা মহাদেব সোমদত্তের ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া তাঁহারে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, হে ভগবান্! আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি যে, অসংখ্য মহীপালসমক্ষে সমরাঙ্গনে শিনির পুত্র বা পৌত্রকে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ ভূতপতি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সোমদত্ত সেই বর প্রভাবে ঐ ভূরিশ্রবা নামে পুত্র লাভ করিয়াছেন। ভূরিশ্রবা মহাদেবের বর প্রভাবেই সমস্ত নরপতিগণ সমক্ষে সমরক্ষেত্রে সাত্যকিরে পাতিত ও পদাহত করিলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদায়ই আপনার কর্ণগোচর করিলাম।

হে কুরুকুলতিলক! সাত্যকিরে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। বৃষ্ণিবংশীয়েরা সমরাঙ্গনে লব্ধলক্ষ্য হইয়া নানা প্রকার যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহাঁরা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের বিজেতা এবং কখন বিস্মিত হন না। উহাঁরা স্বীয় বাহুবলেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন; অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উহাঁদিগের তুল্য বলবান্ ব্যক্তি কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, হইবেও না এবং এক্ষণেও হইতেছে না। উহাঁরা জ্ঞাতিদিগকে অবজ্ঞা করেন না এবং নিয়ত বৃদ্ধগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসেরাও বৃষ্ণি-

দিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। উহাঁরা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিদিগের দ্রব্যে অভিলাষী নন। আপদ উপস্থিত হইলে যে কেহ তাঁহাদিগের রক্ষিতা হয়, তাঁহারা কদাপি তাহার দ্রব্যে অভিলাষ করেন না। ঐ সত্যবাদী, ব্রহ্মানুষ্ঠান নিরত মহাত্মারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বিপদকালে সমর্থ ব্যক্তিদিগকেও দীন বোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবপরায়ণ, দাতা ও নিরহঙ্কার, তন্নিবন্ধন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের চক্র শতত অপ্রতিহত থাকে। হে রাজন্! যদি কেহ ভূধর বহনে অথবা জলজন্তু পূর্ণ মহার্ণব সন্তরণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বৃষ্ণিবীরগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। হে প্রভো! আপনার যে বিষয়ে সংশয় ছিল, তদ্বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহা হউক, আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এইরূপ ঘটিতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়। মহাবীর ভূরিশ্রবা তদবস্থ হইয়া নিহত হইলে পুনর্বায় যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ। মহাবীর ভূরিশ্রবা পরলোক গমন করিলে পর মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ। তুমি অবিলম্বে জয়দ্রথ সমীপে রথ সঞ্চালন করিয়া আমারে সফল প্রতিজ্ঞ কর। হে মহাবাহো! দিবাকর সত্বর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমারে অবিলম্বে এই জয়দ্রথ-বধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কৌরব পক্ষীয় মহারথগণও প্রাণপণে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব যাহাতে আমি দিবাকর অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে জয়দ্রথকে বিনাশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন অশ্বলক্ষণবিৎ মহাবাহু কেশব অবিলম্বে জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজত প্রতিম তুরঙ্গগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং সিন্ধুরাজ অমোঘাস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়কে শর সদৃশ বেগশীল অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধ প্রদীপ্ত নেত্রে তাঁহারে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়দ্রথ বধের প্রতি গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে কর্ণ! এক্ষণে অর্জ্জুনের সেই যুদ্ধসময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার চেষ্টা কর। দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; শরনিকরে অরাতির বিঘ্ন বিধান করিতে আরম্ভ কর। দিনক্ষয় হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব। সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে অর্জ্জুন বিফল প্রতিজ্ঞ হইয়া অবশ্যই অনলে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে উহার সহোদরেরা অনুগামিগণ সমভিব্যাহারে এক মুহূর্ত্তও অর্জ্জুনশূন্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে আমরা এই সসাগরা ধরিত্রী নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিব। আজি কিরীটী দৈবপ্রভাবে বিপরীত বুদ্ধি হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা না করিয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি জীবিত থাকিতে অর্জ্জুন কিরূপে সূর্য্যের অস্তগমন সময় মধ্যেই সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট করিবে? আমি মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন আমরা সকলে মহাবীর জয়দ্রথকে রক্ষা করিলে অর্জ্জুন কিরূপে উহাঁর বিনাশে সমর্থ হইবে? একে বহুসংখ্য বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আবার দিবাকর প্রায় অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন, অতএব বোধ হয় ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথের বধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। হে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমারে এবং অশ্বত্থামা শল্য, কৃপ ও অন্যান্য বীরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অসামান্য যত্নসহকারে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শরজালে বারংবার আমার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান করিতেছি। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার শরনিকরে একান্ত সন্তপ্ত ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার নিমিত্তই আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে সংহার করিতে না পারে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি সমরাঙ্গনে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবেন না। হে কুরুরাজ! হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র ভক্তিপরায়ণ লোকে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে আমিও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু জয়

পরাজয় দৈবায়ত্ত। আজি আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহার পর নাইযত্ন করিব। আজি সৈন্যগণ আমার ও অর্জ্জুনের লোমহর্ষণ অতি দারুণ যুদ্ধ অবলোকন করুক।

হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর অর্জ্জুন আপনার সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণের অর্গল তুল্য করিশুণ্ড সদৃশভুজদণ্ড ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বগ্রীবা, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষ সকল ছেদন করিয়া রুধির লিপ্ত কলেবর, প্রাস তোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুরদ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ তাঁহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর ও মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হুতাশন যেমন প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন শরানলে কৌরবসৈন্য গণকে দগ্ধ করিয়া অনতিকাল মধ্যে ধরণীতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সত্যবিক্রম অর্জ্জুন এই রূপে আপনার পক্ষ বহুসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম ও সাত্যকি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে তদবস্থায় অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইঁহারা রোষাবিষ্ট হইয়া জয়দ্রথকে সমভিব্যাহারে লইয়া অর্জ্জুনকেবেষ্টন করিলেন। সংগ্রাম কোবিদ, ব্যাদিতানন অন্তক সদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর মহাবীর ধনঞ্জয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করত সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ নির্ভীকচিত্তে তাঁহারে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপন করিয়া কৃষ্ণের সহিত উহারে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্ত গমন বাসনা করত ভুজঙ্গভোগ সদৃশ ভুজ দ্বারা কার্ম্মুক আনত করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি সূর্য্যরশ্মি সদৃশ শত শত সায়ক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সমর দুর্ম্মদ মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেক শর দ্বিধা, ত্রিধা, ও অষ্টধা ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভকরিলেন। তখন সিংহলাঙ্গুল কেতু অশ্বত্থামা আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার বাসনায় অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দশ শরে পার্থ ও সাত শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করত রথমার্গে অবস্থান করিতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণও মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে রথ সমূহে অর্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সিন্ধুরাজকে রক্ষা করত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সায়কনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে মহাবীর পার্থের বাহুবল, গাণ্ডীব বল ও শরজালের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও কৃপের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া সেই সিন্ধুরাজের রক্ষায় সমুদ্যত কৌরব পক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা পঞ্চ বিংশতি, বৃষসেন সাত, দুর্য্যোধন বিংশতি এবং কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন ও শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত বারংবার শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই মহাবীরগণ অবিলম্বে পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্তাচল গমনাভিলাষে ধনুঃকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া জলধর যেমন পর্ব্বতের উপর জল ধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দিব্য শর নিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্য বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। কর্ণ তদ্দর্শনে ভীমসেন ও সাত্যকির সমক্ষেই অর্জ্জুনকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সর্ব্ব সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সাত্যকি তিন, ভীম তিন, ও অর্জ্জুন সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে বহুবীরের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধহইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের আশ্চর্য্যপরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একমাত্র হইয়াও ক্রোধভরে ঐ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শত সায়কে কর্ণের মর্ম্মস্থল আহত করিলে সূত পুত্র রুধিরদিগ্ধদেহ হইয়া পঞ্চাশত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে নয় বাণেতাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে সংহার করিবার নিমিত্ত সত্বরেএক সূর্য্য সঙ্কাশ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই

অর্জ্জুন বিসৃষ্ট শর মহাবেগে আগমান করিতেছে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সূতপুত্র সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র সায়কে পাণ্ডব-প্রধান অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমীরণ যেমন শলভশ্রেণী অপসারিত করে, তদ্রূপ প্রবলপ্রতাপ অর্জ্জুন কর্ণবিসৃষ্ট সেই সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিয়া বীরগণ সমক্ষে পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কর্ণ প্রতিকার প্রদর্শন করিবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সায়কে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয় বৃষেবজ্ঞায় নিনাদ করত অজিহ্মগ সায়কনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনারাও তিরোহিত হইলেন। পরে সেই দুই মহাবীর স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক পরস্পরকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া গর্জ্জন করত ক্ষিপ্রহস্তে অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সংগ্রাম স্থলস্থিত সকলেই তাঁহাদিগের আশ্চার্য্য রূপ অবলোকন এবং বায়ুবেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ তাহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় বীরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ। কর্ণ আমারে কহিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না; অতএব এক্ষণে তোমরা সাবধানে সূতপুত্রকে রক্ষা কর।। হে মহারাজ। দুর্য্যোধন বীরগণকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন কর্ণের বলবীর্য্য দর্শনে ক্রুদ্ধহইয়াআকর্ণাকৃষ্ট চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্রে সারথিরে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সমক্ষেই তাহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে অর্জ্জুন শর সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া মোহাবেশ প্রভাবে কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মদ্ররাজ ত্রিংশৎ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে কৃপাচার্য্য বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সিন্ধুরাজ চারি ও বৃষসেন সাতশরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামারে চতুঃষষ্টি, মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ ভল্লে এবং বৃষসেনকে তিন ও কৃপাচার্য্যকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আপনার পক্ষ বীরগণ পার্থের প্রতিজ্ঞা প্রতিঘাতের নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। কৌরবেরাও মহার্হ রথারোহণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহা মোহকর অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কিরীটী কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরবগণ কৃত দ্বাদশ বর্ষ সমুৎপন্ন ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক রাজ্য লাভার্থী হইয়া গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডলে উল্কা সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও বহুসংখ্য বায়স নবকলেবরে নিপতিত হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ যেমন রোষপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ জ্যা সম্পন্ন পিনাক দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অশ্ব ও গজ সমুদায়ে সমারূঢ় কৌরবগণের শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহীপালগণ গুরু গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে হাস্যমুখে যুগান্ত কালীন মেঘগম্ভীর নিস্বন মহেন্দ্র চাপ প্রতিম গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরাসনে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর দিগকে রথী, নাগ ও পদাতিগণের সহিত অস্ত্র বিহীন ও নিপাতিত করিয়া যমরাজ্য বর্দ্ধন করিলেন।

ষটচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিলে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অন্তকের সুস্পষ্ট উৎক্রোশ শব্দ সদৃশ দেবরাজের অতিগভীর অশনি নির্ঘোষ তুল্য টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুগান্ত বাতাহত, উত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুল, মীন মকর সমাকীর্ণ সমুদ্র জলের ন্যায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একককালে দশ দিকে বিচিত্র অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে

লাগিলেন। তিনি যে, কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান, কখন শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তলাঘব প্রযুক্ত তাহা কিছুতেই লক্ষিত হইল না। অনন্তর তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করত দুরাসদ ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য অগ্নিমুখ সুপ্রদীপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় সূর্য্যাগ্নি সন্নিভ অস্ত্র অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল অসংখ্য মহোল্কা পরিবৃতের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! কৌরবেরা ইতিপূর্ব্বে বহু সহস্র সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক রণস্থলে যে গাঢ় অন্ধকার সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন, অন্যান্য বীরগণ মনেও উহা নিবারণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে স্বীয় করজাল দ্বারা গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সেই শরান্ধকার অনায়াসে দূরীকৃত করিলেন এবং নিদাঘ সূর্য্য যেমন করজাল দ্বারা পল্বল সলিল বিনাশ করেন, তদ্রূপ শরজালদ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ যেমন ধরাতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুন বিসৃষ্ট শর সমুদায় কৌরব পক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হইয়া প্রিয় সুহৃদের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ফলতঃ তৎকালে যে যে শূরাভিমানী যোদ্ধা ধনঞ্জয় সমীপে গমন করিলেন, তৎসমুদায়কেই তাঁহার শরানলে পতঙ্গবৃত্তি লাভ করিতে হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও কিরীটমণ্ডিত মস্তক কাহারও অঙ্গদযুক্ত বিপুলভুজ এবং কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ ছেদন করিয়া সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিষাদগণের তোমরযুক্ত পদাতিগণের চর্ম্মযুক্ত, রথিগণের কার্ম্মুকযুক্ত ও সারথিগণের প্রতোদযুক্ত বাহু সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দীপ্ত শরনিকর বর্ষণ করত স্ফুলিঙ্গযুক্ত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ দেবরাজ প্রতিম সর্ব্বশস্ত্র বিশারদ মহাবীর রথারোহণে একেবারে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করত কখন মহাস্ত্র নিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ কখন বা তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিরা যত্নবান্ হইয়াও মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় ঐ প্রতাপশালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সশর শরাসন ধারণ করিয়া বারিধারাবর্ষী ইন্দ্রায়ুধ সমাযুক্ত বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত দুস্তর ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার বাহু নিকৃত্ত, কাহার ভুজদণ্ড পাণিশূন্য এবং কাহারও বা পাণিতল অঙ্গুলি বিযুক্ত হইয়া গেল। মদমত্ত মাতঙ্গগণের দন্ত ও শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল। অশ্ব সকল ছিন্নগ্রীব ও রথ সমূহ চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোধগণ কেহ ছিন্নান্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! ঐ সময় সমরভূমি মৃত্যুর আবাস স্থানের ন্যায় পশুঘাতী রুদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায় ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। মাতঙ্গগণের খণ্ডিত শুণ্ড সমুদায় ইতস্তত নিক্ষিপ্ত থাকাতে রণস্থল ভুজগকুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যে, রণভূমি পদ্মমাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বিচিত্র উষ্ণী, মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, সুবর্ণ বর্ম্ম, হস্তী ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট নিপাতিত থাকাতে সমরভূমি নববধূর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে ভীষণ বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজপতাকা পরিশোভিত শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও মেদ উহার কর্দ্দম, কেশনিচয় শাদ্বল ও শৈবাল, মস্তক ও বাহু সকল তটস্থিত পাষাণ খণ্ড, ছত্র এবং চাপ সমূহ তরঙ্গ, রথ সমুদায় ভেলা, অশ্ব সকল তীরভূমি; কাক ও কঙ্ক সমুদায় মহানক্র, গোমায়ু সকল মকর এবং গৃধ্রকুল উহার গ্রাহ সমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ নদীর মধ্যে অসংখ্য নরকলেবর, গজদেহ, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, কূবর, ভুজগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও বিশিখ সকল বিকীর্ণ থাকাতে উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয় কূলে শিবাগণ অতি ভীষণ রব এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গতাসু যোধগণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! মূর্ত্তিমান্ অন্তকের ন্যায় অর্জ্জুনের এই রূপ অদ্ভুত বিক্রম দর্শনে কৌরবগণের মনে অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা বীরগণের অস্ত্র সমুদায় ছেদন করত অতি রৌদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনারে রৌদ্রকর্ম্মা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথীগণকে অতিক্রম করিলে কোন বীরই

মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহারে নিরিক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার গাণ্ডীব ধনু হইতে শর সমূহ নির্গত হইলে আকাশমণ্ডল বকপংক্তি পরিশোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সিন্ধুরাজ বধার্থী কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত রথীদিগকে মুগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করত দ্রুতবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার শরাসন বিমুক্ত শরনিকর যেন অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় তিনি যে, কখন কার্ম্মুক গ্রহণ, কখন শর-সন্ধান, আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সমস্ত রথীদিগকে একান্ত ব্যাকুলিত করত জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ ধনঞ্জয়কে সৈন্ধবাভিমুখে সমুপস্থিত দেখিয়া জয়দ্রথের জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষে যে সমস্ত বীর মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত শরনিকর তাঁহাদের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণ সংহার করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে অনল সঙ্কাশ শরজাল দ্বারা আপনার সেই চতুরঙ্গ বল একান্ত ব্যাকুলিত ও সমরাঙ্গন কবন্ধ সমাকুল করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বত্থামারে পঞ্চাশত, কৃপাচার্য্যকে নয়, শল্যকে ষোড়শ, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ ও সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ ধনঞ্জয় শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে আশীবিষ সদৃশ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত শরনিকর আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাসুদেবকে তিন, ধনঞ্জয়কে ছয় নারাচে বিদ্ধ করিয়া আট শরে তাঁহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সৈন্ধব প্রেরিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিরাস করিয়া শরযুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অগ্নিশিখা সদৃশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় বাসুদেব দিবাকরকে অতি সত্বরে অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রম ছয় জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যস্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথও প্রাণ রক্ষার্থে নিতান্ত ভীত হইয়াছে তুমি ঐ ছয় রথীকে পরাজয় না করিয়া প্রাণপণে যত্ন করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আমি সূর্য্যকে আবরণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ দিবাকরকে অস্তগত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আপনার জীবন লাভ ও তোমার বধ সাধন হইল বিবেচনা করিয়া হর্ষভরে কদাচ আত্মগোপন করিবে না। সেই সুযোগে তুমি উহারে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন মনে করিয়া তুমি সৈন্ধব সংহারে কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না। তখন অর্জ্জুন তাহাই হইবে বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুন বিনাশার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের অদর্শনে সৈনিক পুরুষগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আনন উন্নমিত করিয়া দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, জয়দ্রথ নিশঙ্কচিত্তে দিবাকরকে দর্শন করিতেছে, উহারে সংহার করিবার এই উপযুক্ত অবসর। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার মস্তক ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর।

মহাত্মা কেশব এইরূপ কহিলে প্রবল প্রতাপ অর্জ্জুন সূর্য্য ও অনল সদৃশ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া কৃপাচার্য্যকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশত, শল্যকে ছয়, দুর্য্যোধনকে ছয়, বৃষসেনকে আট, সিন্ধুরাজকে ষষ্টি এবং অন্যান্য কৌরব সৈন্যদিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথ রক্ষক বীরগণ প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ অর্জ্জুনকে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত সংশয়ারূঢ় হইলেন এবং জয়লাভার্থ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জয়শালী মহাবাহু অর্জ্জুন অরাতিগণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রোষাবিষ্ট মনে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যেরা অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; তৎকালে ভয়ে দুইজনে একত্র গমন করিতে সাহসী হইল না। মহারাজ। তখন আমরা সেই মহাযশস্বী অর্জ্জুনের কি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, সেরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হয় নাই হইবেও না। রুদ্র যেমন প্রাণীগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ

ধনঞ্জয় গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী, এবং সারথিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্যকে অর্জ্জুন শরে অনাহত অবলোকন করিলাম না। ঐ সময় সকলেই রজোরাশি ও অন্ধকার প্রভাবে দৃষ্টি হীন হইয়া ঘোরতর মোহপ্রাপ্ত হইল। কেহ কাহারে বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কাল প্রেরিত অসংখ্য সৈন্য অর্জ্জুন শরে মর্ম্ম পীড়িত হইয়া কেহ ভ্রমণ, কেহ স্খলিত পদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই প্রলয়কাল সদৃশ মহা দুস্তর অতি ভীষণ সংগ্রাম সময়ে ধরাতল রুধিরসিক্ত এবং বায়ু প্রলয়বেগে প্রবাহিত হইলে পার্থিব রজোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল। রথচক্র সকল নাভিদেশ পর্য্যন্ত রুধিরে নিমগ্ন হইল। আরো হবিহীন বেগবান্ কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও রুধির নিমগ্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করত স্বপক্ষীয় বলমর্দ্দন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সাদিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতি সমুদায় অর্জ্জুন শরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ম্মবিহীন হইয়া ভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তকেশে, রুধিরাক্ত গাত্রে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গাঢ় আঘাতে বিনষ্ট হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত রহিল এবং অনেকে নিহত হস্তী সমুদায় মধ্যে বিলীন হইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া সিন্ধুরাজের রক্ষক কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন এবং দুর্য্যোধনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি লঘুহস্ততা প্রযুক্ত যে কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান, আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার কার্ম্মুক ও সমস্তাৎ সমাকীর্ণ শরজালই আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভল্লাস্ত্র দ্বারা শল্যের সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অসংখ্য শরনিপাতে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া অনল সন্নিভ, অশনিসম, দিব্যমন্ত্রপুত নিরন্তর গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, এক ভয়ঙ্কর শর তূণীর হইতে উদ্ধার করিয়া বিধিপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করত সত্বরে গাণ্ডীব শরাসনে সন্ধান করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রাণীগণ তদ্দর্শনে মহানাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় সত্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দিবাকর অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন; অতএব তুমি শীঘ্র দুরাত্মা সিন্ধুরাজের শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু আমি সিন্ধুরাজ বধবিষয়ে এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

জয়দ্রথের পিতা ত্রিলোক বিশ্রুত মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র বহুকালের পর জয়দ্রথকে লাভ করেন। জয়দ্রথের জন্মকালে এই দৈববাণী তাহার পিতার কর্ণগোচর হইয়াছিল, হে রাজন্! তোমার আত্মজ এই জীবলোকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়দিগের ন্যায় কুল, শীল ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হইবেন এবং সকল বীর পুরুষেরাই প্রতি নিয়ত ইহাঁর সৎকার করিবে; কিন্তু কোন এক ক্ষত্রিয় প্রধান সুপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধকালে ইহার শিরশ্ছেদন করিবেন। সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রস্নেহে অতিমাত্র কাতর হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত: জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঘোরতর সংগ্রামকালে আমার এই একান্ত দুর্ব্বহ ভারবাহী পুত্রের মস্তক ধরণীতলে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই বলিয়া জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বন গমন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে অর্জ্জুন, তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমস্ত পঞ্চক নামক তীর্থে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; অতএব তুমি ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্র প্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া অবিলম্বে তাহার অঙ্কে নিপাতিত কর। যদি তুমি স্বয়ং ইহার মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমারও মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। হে ধনঞ্জয়! দিব্যাস্ত্র প্রভাবে এরূপ অলক্ষিত ভাবে জয়দ্রথের মস্তক উহার পিতার অঙ্কে নিপাতিত করিবে যেন তিনি কোন মতেই ঐ বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ না হন। হে অর্জ্জুন! এই ত্রিলোক মধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক সেই সৈন্ধব বধার্থে কৃতসন্ধান ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্যেন পক্ষী যেমন বৃক্ষাগ্র হইতে শকুন্তকে হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত অশনি সদৃশ শর জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও মিত্র গণের হর্ষ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্ন মস্তক ধরাতলে নিপতিত না হইতে হইতেই শরনিকর দ্বারা পুনর্ব্বার উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া সমস্ত পঞ্চকের বহির্ভাগে উপ

নীত করিলেন। ঐ সময় মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। ধনঞ্জয় সেই জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্নমুণ্ড অলক্ষিত রূপে তাঁহার অঙ্কদেশে নিপাতিত করিলেন। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র জপসমাপনান্তে আসন হইতে উথিত হইবামাত্র সেই জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুন শরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ অন্ধকার প্রতিসংহার করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ সেই বাসুদেব কৃত মায়াজাল বিস্তারের বিষয় সম্যক্ অবগত হইলেন। হে রাজন্! আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই প্রকারে আট অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণের নেত্রযুগল হইতে শোকাবেগ প্রভাবে অনর্গল অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবোধিত করিয়াই যেন সিংহনাদ দ্বারা রোদসী প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সিংহনাদ শ্রবণে অর্জ্জুন শরে সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে ম অনুমান করিয়া বাদ্যধ্বনি দ্বারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে আনন্দিত করত সংগ্রাম করিবার বাসনায় দ্রোণের সহিত সমাগত হইলেন। ঐ সময় দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সোমকেরা ভারদ্বাজকে বিনাশ করিবার বাসনায় পরম প্রযত্ন সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ বধ জনিত জয় লাভে উন্মত্ত প্রায় হইয়া দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার পক্ষ মহারথগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ নিহত হইলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর কৃপাচার্য্য জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনঞ্জয়ের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও ঐ সময় রথারোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহারথ কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়ে দুই দিক হইতে অতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ শ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি গুরু, কৃপাচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামারে বিনাশ করিবার বাসনায় আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কৃপ ও অশ্বত্থামার শরবেগ নিবারণ করিলেন। তৎপরে তাঁহাদের নিধন বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দবেগে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত শর সমুদায় অনবরত গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাঁহারা দুইজনে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্য্য পার্থ শর প্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি তাঁহারে বিহ্বল দেখিয়া মৃতজ্ঞানে রথ লইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামাও ভীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় শর পীড়িত কৃপাচার্য্যকে রথোপরি মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন বচনে কহিতে লাগিলেন, বিজ্ঞবর বিদুর কুলান্তক পাপাত্মা দুর্য্যোধন জন্মিবা মাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যে এই কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতেই কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে। এখন সত্যবাদী বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্তই আজি গুরুকে শরশয্যায় শয়ান দেখিতে হইল। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচার ও বলবীর্য্যে ধিক্, আমার সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আচার্য্যের নিষ্ঠাচরণে প্রবৃত্ত হয়। মহাত্মা কৃপ ঋষিপুত্র আমার আচার্য্য ও দ্রোণের প্রিয় সখা; আমি ইচ্ছা না করিয়াও উঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিলাম। উনি আমার বাণে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। উনি আমায় অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেও আমার উপেক্ষা করা উচিত; কিন্তু আমি বিপরীতাচরণ করিয়াছি। এক্ষণে উনি আমার শরে মূর্চ্ছিত হইয়া আমারে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিকতর দুঃখগ্রস্ত করিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, কৃপাচার্য্য দীনভাবে রথোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন। যাহারা কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর যে দুরাত্মারা কৃতবিদ্য হইয়া শিক্ষকদিগকে বিনাশ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। অতএব আজি আমি শরবর্ষণে আচার্য্যকে রথমধ্যে অবসন্ন করিয়া নরকগমনের কার্য্য করিলাম। কৃপাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষা সময়ে কহিয়াছিলেন

যে, হে কুরুবংশোদ্ভব! তুমি কখনই গুরুরে প্রহার করিও না; কিন্তু আজি আমি তাঁহারে শরাঘাত করিয়া তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলাম। এক্ষণে রণে অপরাঙ্মুখ, পূজ্যতম গোতমপুত্রকে প্রণাম করি, আমি উঁহারে প্রহার করিয়াছি; আমারে ধিক্।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকি, কর্ণকে অর্জ্জুনের সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় হাস্য বদনে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! ঐ দেখ, মহাবীর সূতপুত্র সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতেছে, ঐ মহাবীর কখনই ভূরিশ্রবার বিনাশ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব শীঘ্র কর্ণের সমীপে রথ সঞ্চালন কর। কর্ণ যেন সাত্যকিরে ভূরিশ্রবার পদবীতে প্রেরণ করিতে না পারে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে মহাবাহু কেশব তাঁহারে তৎকালোচিত কথা কহিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবাহু সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ, তাহাতে আবার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা উহার সহায় রহিয়াছে। বিশেষত এখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ্জ্বলিত মহোল্কা সদৃশ বাসব প্রদত্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মহাবীর তোমার সংহারার্থই যত্ন পূর্ব্বক ঐ শক্তি রাখিয়াছে। অতএব কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকট গমন করুক। হে অর্জ্জুন! তুমি যে সময়ে ঐ দুরাত্মারে তীক্ষ্ণ শরে ভূতলে নিপাতিত করিবে, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে কর্ণের সহিত সাত্যকির কিরূপ সংগ্রাম হইল? সাত্যকি রথ বিহীন হইয়াছিলেন: এক্ষণে তিনি কোন্ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিলেন? আর পাণ্ডব পক্ষ চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাই বা কিরূপে সংগ্রাম করিলেন? এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট আপনারই দুরাচার জনিত সমর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মহাত্মা বাসুদেব অতীত ও অনাগত বিষয় বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যূপকেতু ভূরিশ্রবা যে, সাত্যকিরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি তন্নিবন্ধন নিজ সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণের মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে এমন কেহই নাই। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ ও সিদ্ধগণ ঐ দুই মহাত্মার অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক্ বিদিত আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

মহামতি বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিরে রথ শূন্য ও কর্ণকে যুদ্ধে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া ঋষভস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দারুক সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে সাত্যকির নিকট গরুড়ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে কামগামী স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারি অশ্ব সংযোজিত, সূর্য্যাগ্নি সঙ্কাশ, বিমান প্রতিম রথে আরোহণ করিয়া সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও ধনঞ্জয়ের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ রোষভরে শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, ঐরূপ যুদ্ধ ভূলোক বা দ্যুলোকেও দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ, ও রাক্ষসগণ মধ্যেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই। সেই উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল তৎকালে ঐ বীর দ্বয়ের মোহকর কার্য্য অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। তাহারা সেই বীর দ্বয়ের অলৌকিক সংগ্রাম এবং রথস্থ দারুকের গত, প্রত্যাগত আবৃত্ত মণ্ডল ও সন্নিবর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন সহকারে সারথ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্যমনে ঐ উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন মিত্রার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমর সঙ্কাশ মহাবীর কর্ণ ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শোকাবেগ বশত ভীষণ ভুজগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষারুণ নেত্রে সাত্যকিরে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সাত্যকি

তাঁহারে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে দন্তাঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই অনুপম পরাক্রমশালী বীরদ্বয় ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শরজাল দ্বারা বারংবার কর্ণের কলেবর ভেদ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিরে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং নিশিত শরনিকরে তাঁহার শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব বিনষ্ট ও শত শরে ধ্বজ দণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহারে রথহীন করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষ মদ্ররাজ শল্য, কর্ণাত্মজ বৃষসেন ও দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা চতুর্দ্দিক হইতে সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য আকুল হইয়া উঠিল; কেহ কিছুই জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহার্দ্দ স্মরণ ও তাঁহারে রাজ্য প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক সংগ্রাম করত সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও একান্ত বিহ্বল হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে কর্ণকে রথশূন্য করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি শূরগণকে বিরথ ও বিহ্বল করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমের পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক কিছুতেই তাঁহাদিগের প্রাণ নাশ করিলেন না। আর মহাবীর অর্জ্জুন পুনর্দ্যূত সময়ে কর্ণকে সংহার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন যুযুধান তাঁহার বিনাশেও ক্ষান্ত হইলেন। কর্ণ প্রমুখ মহারথগণ সাত্যকিরে বধ করিবার নিমিত্ত বারংবার যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ মহাবীর ধর্ম্মরাজের হিতানুষ্ঠানার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া একমাত্র ধনু প্রভাবে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিলেন। এইরূপে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি হাস্যমুখে আপনার পক্ষ সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই তিন জনই মহাধনুর্দ্ধর! ইহাদের তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কাহাকেও উপলব্ধ হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বলবীর্য্য দর্পিত, দারুক সারথি সমবেত, বাসুদেব সদৃশ মহাবীর সাত্যকি কৃষ্ণের অজেয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণকে রথশূন্য করিয়া কি আর কোন রথে সমারূঢ় হইয়াছিলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। অতএব আমার সমক্ষে উহা কীর্ত্তন কর। আমার মতে সাত্যকির পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুণ। কিয়ৎক্ষণ পরে দারুকের অনুজ যথাবিধ সুসজ্জিত লৌহ ও কাঞ্চনময় পট্টে বিভূষিত, বিচিত্র কুবর যুক্ত, তারা সহস্র খচিত, সিংহ ধ্বজ ও পতাকা সম্পন্ন, সুবর্ণালংকৃত বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, মেঘ গভীর নিস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির নিকট আনয়ন করিল। মহাবীর যুযুধান উহাতে আরোহণ করিয়া কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণ সারথি দারুক স্বেচ্ছানুসারে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন কর্ণের এক সারথিও শঙ্খ ও গোক্ষীরের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ, কাঞ্চন বর্ম্মধারী বেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, সুবর্ণ কক্ষা যুক্ত, ধ্বজ দণ্ডে সুশোভিত, যন্ত্রবদ্ধ, পতাকায় সমলঙ্কৃত বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ রথ সমানীত করিল। মহাবীরকর্ণ তাহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদায় কহিলাম। এক্ষণে আপনার দুর্নীতিজনিত বিনাশ বৃত্তান্তও শ্রবণ করুণ এই যুদ্ধে বিচিত্র যোদ্ধা ভীমসেন আপনার দুর্ম্মুখ প্রমুখ একত্রিংশৎ পুত্রকে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুন ভীষ্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত বীরগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবেই এইরূপ লোক ক্ষয় হইতেছে।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এবং পাণ্ডব পক্ষীয় বীরপুরুষগণ রণস্থলে তদবস্থাপন্ন হইলে মহাবীর ভীম কি করিল, তদ্‌বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন হে মহারাজ! রথবিহীন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাত! কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই আমারে তূবরক, অদ্মর, অস্ত্রমূঢ়, বালক ও সংগ্রাম কাতর বলিয়া বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছে। আমি পূর্ব্বে তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে দুরাত্মা আমারে ঐ প্রকার কটূক্তি করিবে, সে আমার বধ্য। হে পার্থ! তুমিও কর্ণবধের

নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের সত্য প্রতিপালন হয়, তাহার চেষ্টা কর।

অমিত পরাক্রম মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদূরদর্শী ও আত্মশ্লাঘা পরায়ণ। যাহা হউক, আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়ই হইয়া থাকে। রণস্থলে ইন্দ্রকেও কখন জয়শালী ও কখন পরাজিত হইতে হয়। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্ত্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্রিয় ও মুমূর্ষু প্রায় হইলে তিনি তোমারে আমার বধ্য স্মরণ করিয়া জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভীমসেনকে রথশূন্য করিয়া তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করত নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। শত্রুরে পরাজয় করিয়া আত্মশ্লাঘা, পরগ্লানি বা অরাতির প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তুমি সূতপুত্র ও অল্পজ্ঞান সম্পন্ন, এই নিমিত্তই সতত সমবৃত্ত পরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি কটূক্তি করিতেছ। মহাবীর ভীমসেন সমুদায় সৈন্যগণের, কেশবের ও আমার সমক্ষে তোমারে অনেক বার রথবিহীন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি ভীমসেনের প্রতি বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ এবং আমার অসমক্ষে অন্যান্য বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়া যে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ, অবিলম্বেই তাহার ফল ভোগ করিবে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছ। আমি তোমারে তোমার ভৃত্য, বল ও বাহনের সহিত বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। হে রাধানন্দন! এক্ষণে তোমার মহা ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়েই অনুষ্ঠান কর। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজি তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র বৃষসেনকে সংহার করিব। আর যে সমুদায় ভূপতি মোহ বশতঃ আমার সম্মুখে আগমন করিবেন, তাহাদিগকেও আমার শরে শমন ভবনে গমন করিতে হইবে। হে আত্মাভিমানী অজ্ঞান! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই তোমারে রণে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিবে।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রথীগণ তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ ভয়াবহ সময়ে দিবাকর করনিকর সংকোচ করিয়া অস্তাচল শিখরে আরোহন করিলেন। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি ভাগ্যবলে জয়দ্রথ বধরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ। ভাগ্যবলে বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! এই ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে মহাবীর কার্ত্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহারে অবসন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই জগতীতলে তোমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিরেই এই সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না। তোমার তুল্য বা তোমা হইতে সমধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাপ্রভাব মহীপালগণ মহাবাহু দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৌরব সৈন্য মধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমারে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকনও তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াও তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। তোমার বলবীর্য্য রুদ্র, শক্র ও অন্তকের সদৃশ, অদ্য তুমি যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলে, এইরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ নহে। হে মহাবীর! এক্ষণে তুমি জয়দ্রথকে সংহার করাতে আমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করিতেছি, দুরাত্মা কর্ণ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তোমার শরনিকরে নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমারে এইরূপ প্রশংসা করিব।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাধব! আমি তোমার অনুকম্পাতেই অদ্য এই অমরগণেরও দুস্তর প্রতিজ্ঞা সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মধুসূদন। তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের জয় লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার প্রসাদেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে কৃষ্ণ! আমাদের সমস্ত কার্য্যের ভার তোমাতেই সমর্পিত আছে, সুতরাং এক্ষণে এই জয় লাভ তোমারই হইল। আমরা তোমার কিঙ্কর, আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্ত্তব্যই হইতেছে।

মহাবীর মধুসূদন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাহারে সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্দ ভাবে অশ্ব সঞ্চালন করত কহিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ মহাবল পরাক্রান্ত পার্থিবগণ যুদ্ধে জয় ও বিপুল যশো লাভের অভিলাষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার শরনিকরে সমাহত হও সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। ঐ তাঁহাদিগের শস্ত্র ও আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে; রথ সকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তীগণ বিনষ্ট ও বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভূপালের মধ্যে কাহারও প্রাণ বিয়োগ হইয়া

গিয়াছে এবং কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ সমস্ত অবনীপালগণ গতজীবিত হইয়াও স্ব স্ব প্রভা প্রভাবে সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। ঐ দেখ, উহাঁদের অসংখ্য বাহন, সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বর্ম্ম, মণিহার, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, উষ্ণীষ, মুকুট,মালাদাম, চূড়ামণি,কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, নিষ্ক ও অন্যান্য নানাবিধ ভূষণ দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রাশি রাশি অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র, শর, শরাসন,চিত্রকম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশু, প্রাস, তোমর, কুম্ভ, যষ্টি, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, খড়্গ, মুষল, মুদ্গর, গদা, কুণপ, সুবর্ণ মণ্ডিত কষা, করিদিগের ঘণ্টা ও বিবিধ অলঙ্কার এবং, মহামূল্য নানাবিধ বসন ভূষণ, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল শরৎকালীন গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অবনীপালগণ পৃথিবী লাভার্থ নিহত হইয়া নিদ্রিত পুরুষেরা যেমন মনোরমা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন পর্ব্বত সমুদায়ের গুহা মুখ হইতে গৈরিক ধাতু ধারা প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ শরনিকর সমাহত, ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান, ঐরাবত সদৃশ মাতঙ্গগণের শস্ত্র ক্ষত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে শোণিত বিনির্গত হইতেছে। সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত, অশ্বগণ নিহত এবং রথী সারথিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার বিমান সদৃশ রথ সকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কুবর, যুগ ও ঈষা বিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। শরাসন চর্ম্মধারীসহস্র সহস্র পদাতি ধূলিধূসরিত কেশ হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে পৃথিবী আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, তোমার শরজালে যোদ্ধাদিগের দেহ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রণস্থল নিপতিত কুঞ্জর, রথ ও অশ্বকুল সমাকুল, দুর্নিরীক্ষ্য সমর ভূমি মধ্যে অনবরত রুধির, বসা মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দ্দম সমুৎপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য নিশাচর, কুকুর, বৃক, পিশাচ উহাতে নিরন্তর আমোদ প্রমোদ করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এই সংগ্রামস্থলে যেরূপ যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ,ইহা কেবল তোমার ও দৈত্য দানব সংহারকারী সুররাজ ইন্দ্রেরই সাধ্যায়ত্ত ,ঐ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, হস্তী রথ, বিচিত্র কম্বল, বল্গা, কুথ ও মহামূল্য বরূথ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল বিচিত্র বস্ত্র সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র বীর সুসজ্জিত মাতঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া বজ্র ভগ্ন পর্ব্বতশিখর হইতে নিপতিত সিংহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, সাদিগণ অশ্বের সহিত ও পদাতিগণ কার্ম্মুকের সহিত নিপতিত হইয়া অনবরত রুধির ধারা ক্ষরণ করিতেছে। হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব হৃষ্ট অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে সমরস্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করত কহিতে লাগিলেন, হে নরোত্তম! আজি আপনার পরম সৌভাগ্য। আজি ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুনও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অরাতিপাতন ধর্ম্মনন্দন কেশবের বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে নেত্রজল অপনীত করিয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আজি ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নরাধম সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে, তোমরা প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; আমি যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং অরাতিগণও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোক গুরু, তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোক মধ্যে কোন কার্য্যই দুষ্কর হয় না হে গোবিন্দ! পূর্ব্বকালে পাকশাসন যেরূপ তোমার প্রসাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও তোমারই প্রসাদে অরাতিগণকে পরাজিত করিতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! তুমি যাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট থাক, তাহাদের পক্ষে পৃথিবী পরাজয়ও অতি তুচ্ছ; ত্রিলোক বিজয়ও তাহাদিগের দুষ্কর হয় না। হে জনার্দ্দন! তুমি ত্রিদশেশ্বর তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকেনা এবং কদাচ সংগ্রামে পরাজয়হয় না। তোমার প্রসাদেই সুররাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলন পূর্ব্বক ত্রিলোক মধ্যে জয়লাভ করিয়া সুরগণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই চরাচর পৃথিবীস্থ সমুদায় লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য জপহোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায়ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাণ

পুরুষ দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি নাই, নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্ত জনগণকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। হে পরমাত্মন্! তুমি চারি বেদে গীত হইয়া থাক, আমি তোমারে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যকগণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমারে নমস্কার। হে মাধব! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। যিনি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা উহাঁর হিত সাধনে রত আছেন, তিনিও তোমারে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার ক্রোধাগ্নি প্রভাবেই পাপাত্মা সিন্ধুরাজ ও বিপুল কৌরব সৈন্য দগ্ধ হইয়াছে। আপনার কোপেই কৌরবগণ নিহত হইয়াছে হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনারে কোপান্বিত করিয়াই বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে দেবতারাও যাহারে পরাভব করিতে সমর্থ হন নাই, আজি সেই কুরু পিতামহ ভীষ্ম আপনার কোপ প্রভাবেই শর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনি যাহাদিগের দ্বেষ্টা, তাহাদিগকে অবশ্যই মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হয়, তাহারা কখনই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারে না। আপনি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহাদিগের রাজ্য, প্রাণ, প্রিয়তর পুত্র ও বিবিধ সুখভোগ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজধর্ম্ম পরায়ণ ভূপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কৌরবগণ বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় অরাতিশরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি তথায় সমুপস্থিত হইয়া পরম গুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ, মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিরে হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আজি তোমরা ভাগ্যক্রমে দ্রোণরূপ গ্রাহ ও হার্দ্দিক্য মকরযুক্ত কৌরবসৈন্য রূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আজি ভাগ্যক্রমে পৃথিবীস্থ ভূপতিগণ এবং দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা তোমাদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভাগ্যবলে তোমরা বিকীর্ণ অস্ত্র দ্বারা কর্ণকে পরাভূত ও শল্যকে পরাঙ্মুখ করিয়াছ। হে যুদ্ধ বিশারদ মহারথ দ্বয়! আজি ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সমরাঙ্গন হইতে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সম্মান করিয়া থাক এবং কদাচ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হও না; তোমরা আমার প্রাণতুল্য।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিরে এইরূপ কহিয়া আনন্দাশ্রু পূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট দেখিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজের নিধন দর্শনে শত্রুজয়ে উৎসাহ শূন্য ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে দীন বদনে ভগ্নদশন ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমও সাত্যকির শরনিকর প্রভাবে আপনার সৈন্যগণের সংহার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিবর্ণ, কৃশ ও একান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই পৃথিবীতে অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা আর নাই। সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি কর্ণ, কি অশ্বত্থামা কেহই তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর পার্থ আমার পক্ষ সমুদায় মহারথকে পরাজয় করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল, কিন্তু কেহই তাহারে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক্ষণে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমার বিপুল বল বিনষ্ট করিবে, সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্রও উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা যাহারে আশ্রয় করিয়া শস্ত্র সমুদ্যত করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অর্জ্জুন সেই মহারথ কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়া জয়দ্রথকে নিহত করিল। আমি যাহার বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া সন্ধি স্থাপন লালস বাসুদেবকে তৃণজ্ঞান করিয়াছিলাম, সেই মহারাজ কর্ণ আজি সমরে পরাজিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কলুষিত চিত্ত হইয়া দ্রোণকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৌরবগণের নাশ ও বিজয় বাসনা পরবশ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করত কহিলেন, হে আচার্য্য! অস্মৎ পক্ষীয় মহীপালগণের বিনাশ অবলোকন কর। তাঁহারা যে মহাবীর ভীষ্মকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাঁহারে সংহার পূর্ব্বক পূর্ণ মনোরথ ও বিজয়াস্তরলাভে একান্ত লোলুপ হইয়া পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে সেনামুখে অবস্থান করিতেছে। ধনঞ্জয়, আপনার শিষ্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণী সেনার সংহর্ত্তা, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছে। হে আচার্য্য! এক্ষণে আমি কি রূপে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী, উপকার নিরত, যম সদনে প্রস্থিত সুহৃৎগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। যে সকল ভূপালগণ আমারে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ। আমি এইরূপে মিত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপ ধ্বংস হইবে না। আমি অতি লুব্ধস্বভাব ও পাপপরায়ণ, নৃপতিগণ আমারই নিমিত্ত যুদ্ধে জয় লাভার্থী হইয়া কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। এক্ষণে বসুন্ধরা কেন এই মিত্রদ্রোহী পাপাত্মারে স্থান প্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না। আরক্তলোচন নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম ভূপালগণ মধ্যে আমারে কি বলিবেন? হে মহারথ! সাত্যকি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ সমুদ্যত মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! অদ্য কাম্বোজরাজ, অলম্বুষ ও অন্যান্য সুহৃৎগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল। আর আমার প্রাণ ধারণের আবশ্যক কি। যাহা হউক, এক্ষণে যে সমস্ত বীরেরা আমার বিজয়লাভার্থ সাধ্যানুসারে যত্নবান হইয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য আমি স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট ঋণ শূন্য হইয়া যমুনায় গমন ও তাঁহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্ত সাধন করিব। আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, বলবীর্য্য ও পুত্রের শপথ করিতেছি যে আমি হয় পাণ্ডবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব, না হয় তাহাদের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ নিহত ভূপতিগনের সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্য দানে প্রবৃত্ত বীর পুরুষেরা যথোচিত রক্ষিত না হইয়া এক্ষণে আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অভিলাষ করেন না। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে আচার্য্য! আপনি সংগ্রামে আমাদিগের মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন। দেখুন, আপনি অর্জ্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী বীরগণ বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদিগের জয়ার্থী বলিয়া বোধ হইতেছেন। হে ব্রহ্মন্! মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ করত স্বয়ং অবসন্ন হয় আমার সুহৃৎগণ আমার নিমিত্ত তদ্রূপ হইতেছেন। আমি অতি মূঢ়, পাপাশয়, কুটিল হৃদয় ও ধনলোভী। আমার নিমিত্তই মহাবীর সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিগণ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব অদ্য আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের অনুগমন করিব। যখন তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমার আর জীবন ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমি উক্ত মহাবীরগণের অনুগমনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; আপনি আমারে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবারে বিনষ্ট করিলে তোমাদের মন কি প্রকার হইল? দুর্য্যোধন কৌরবগণ সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সেই রূপ কহিলে তিনি তাঁহারে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার পুত্রের মন্ত্রণাতে শত শত প্রধান পুরুষেরা নিহত হইলেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার পরামর্শে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অতি দীন ভাবে কহিলেন, দুর্য্যোধন! কেন বৃথা আমারে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ। আমি ত তোমারে সততই বলিয়া থাকি যে অর্জ্জুন অজেয়; শিখণ্ডী অর্জ্জুন সংরক্ষিত হইয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতেই ধনঞ্জয়ের অসাধারণ বলবীর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে। আমি দানবগণের অবধ্য মহাবীর ভীষ্মকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবসৈন্যগণের সমূলে উন্মূলন স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোক মধ্যে যাহারে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবীর বলিয়া বোধ করিতাম, সেই ভীষ্মই সমরশায়ী হইয়াছেন;

এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে? হে বৎস! শকুনি কৌরব সভায় যে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, উহা অক্ষ নহে, শত্রু বিনাশন সুতীক্ষ্ণ শর। ঐ সকল শর এক্ষণে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগের যোধগণকে সংহার করিতেছে। হে দুর্য্যোধন! ধীর প্রকৃতি মহাত্মা বিদুর তোমারই হিত সাধনার্থ তোমারে বিবিধ উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত ও কর নাই; তন্নিবন্ধনই এক্ষণে এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড সমুপস্থিত হইয়াছে। যে মূঢ় হিতকারী সুহৃদের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অবিলম্বে শোচনীয় হয়। হে মহারাজ! তুমি যে সৎকুল সম্ভূত, ধর্ম্মপরায়ণ, অসৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত দ্রৌপদীরে আমাদিগের সমক্ষে সভা মণ্ডপে আনয়ন করাইয়াছিলে; এক্ষণে সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছ এবং পরলোকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ফলভোগ করিবে।

তুমি কপটতাচরণ পূর্ব্বক যে পাণ্ডবগণকে দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজয় করত রৌরব চর্ম্ম পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্রাহ্মণবাদী মনুষ্য সেই ধর্ম্ম পরায়ণ আত্মজ তুল্য পাণ্ডবগণের অনিষ্টাচরণ করিবে? তুমি শকুনির সাহায্যে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি ক্রমে পাণ্ডবগণের কোপ সংগ্রহ করিয়াছ। দুঃশাসন ও কর্ণ ঐ ক্রোধানল সন্ধুক্ষিত করিয়াছেন এবং তুমি বিদুরের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার উহা উত্তেজিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাভূত হইয়াও জয়দ্রথের রক্ষার্থ যত্ন সহকারে অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলে; তবে সিন্ধুরাজ তোমাদিগের মধ্যে কেন বিনষ্ট হইলেন? মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা ও তুমি তোমরা সকলে জীবিত থাকিতে জয়দ্রথ কেন কালসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন? ভূপালগণ জয়দ্রথকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত প্রখর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তবে তিনি কেন সংগ্রামে নিপতিত হইলেন? হে দুর্য্যোধন! সিন্ধুরাজ তোমার বিশেষতঃ আমার পরাক্রম প্রভাবে ধনঞ্জয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন: কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে গমন করিলে জীবিত থাকিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি যে পর্য্যন্ত না ধনঞ্জয়কে পাঞ্চালগণের সহিত সংহার করিতেছি, তদবধি বোধ হইতেছে যেন, পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই। হে রাজন! সিন্ধুরাজ রক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া আমারে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্ত বাক্য বাণে বিদ্ধ করিতেছ। আর সেই সত্যসন্ধ মহাবীর ভীষ্মের সুবর্ণময় ধ্বজ দণ্ড নিরীক্ষণ না করিয়া কিরূপে তোমার মনে জয়লাভের প্রত্যাশা হইতেছে। যে যুদ্ধে সৈন্ধব ও ভূরিশ্রবা মহারথগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও নিহত হইয়াছেন, তথায় তুমি আর কি বিবেচনা কর। কৃপাচার্য্য এখনও সিন্ধুরাজের পথে পদার্পণ করেন নাই, এই নিমিত্ত আমি তাঁহারে যথোচিত সৎকার করি। হে দুর্য্যোধন! দেবগণ সমবেত দেবরাজও যাঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, সেই দুষ্করকর্ম্মকারী মহাবীর ভীষ্মকে যখন তোমার ও দুঃশাসনের সমক্ষে নিপতিত হইতে অবলোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বসুন্ধরা তোমারে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের সৈন্য সমুদায় আমার সম্মুখে আগমন করিতেছে। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানার্থ সমস্ত সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ না করিয়া কখনই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে রাজন! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহারে বল যে, তুমি জীবন রক্ষার্থ সোমকদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আর তোমার পিতা যে যে বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদায় প্রতিপালন পূর্ব্বক আনৃশংস্য, দম, সত্য ও সরলতায় মন সমাহিত কর। ধর্ম্মার্থ কামে নিরত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া সতত ধর্ম্ম প্রধান কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হও। মন ও নেত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা কর। তাহারা অগ্নিশিখা সদৃশ; অতএব কদাচ তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। হে মহারাজ! তুমি অশ্বত্থামারে আমার এই সকল উপদেশ বাক্য কহিবে। এক্ষণে আমি তোমার বাক্য শল্যে পীড়িত হইয়া সৈন্য মধ্যে সংগ্রাম করিতে চলিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, তবে সৈন্য সমুদায়কে রক্ষা কর। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা রজনীযোগেও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবে না হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া দিবাকর যেমন নক্ষত্রগণের তেজ নাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় তেজ বিনাশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রোষাবিষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! দেখ, একাকী অর্জ্জুন একমাত্র কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তোমার, দ্রোণাচার্য্যের এবং অন্যান্য প্রধানতম যোদ্ধৃগণের সমক্ষেই দেবগণেরও দুর্ভেদ্য সেই আচার্য্য বিরচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজকে নিহত করিল। সিংহ যেমন অন্যান্য মৃগ সমুদায় বিনষ্ট করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমার ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই প্রধান প্রধান নরপতিগণকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়া আমার সৈন্য নিঃশেষিত প্রায় করিয়াছে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যদি যত্ন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। অর্জ্জুন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় প্রিয়; সেই জন্যই আচার্য্য যুদ্ধ না করিয়া তাহারে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার কি দুর্ভাগ্য! শত্রুতাপন আচার্য্য পূর্ব্বে সিন্ধুরাজকে অভয় প্রদান করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুনকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পথ প্রদান করিলেন। যদি তিনি পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজকে গৃহ গমনে অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আমি ও নিতান্ত অনার্য্য। সিন্ধুরাজ যখন জীবন রক্ষার্থ গৃহে গমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি অভয় প্রদানে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিলাম। হায়! আজি আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি সহোদরেরা ভীমহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিল।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বলবীর্য্য ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন; তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না। শ্বেতবাহন অর্জ্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও অপরাধ লক্ষিত হইতেছে না। দ্রোণাচার্য্য স্থবির, শীঘ্র গমনে নিতান্ত অক্ষম ও বাহু ব্যায়ামে একান্ত অশক্ত, কিন্তু কৃষ্ণ-সারথি মহাবীর অর্জ্জুন কৃতকার্য্য, যুবা, শিক্ষিতাস্ত্র, লঘু বিক্রম; সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম সংবৃত কলেবর ও ভুজ বল দর্পিত হইয়া দিব্যাস্ত্র যুক্ত বানর লাঞ্ছিত রথে আরোহণ, অজর গাণ্ডীব শরাসন ধারণ ও সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক যে দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়াছে, উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে দ্রোণের কিছুমাত্র দোষ দর্শন করি না। যাহা হউক, যখন ধনঞ্জয় দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে মহারাজ! দৈবা নির্দ্দিষ্ট বিষয় কদাচ অন্যথা হয় না। দেখ আমরা সকলেই শক্ত্যানুসারে সংগ্রাম করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই বলবান্, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া শঠতা ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিতে ছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকার নষ্ট করিলেন। দুর্দ্দৈবাগ্রস্ত মনুষ্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দৈবাই তাঁহার সেই বিষয়ে বারংবার বিঘ্নসম্পাদন করিয়া থাকেন। মনুষ্য সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সিদ্ধিলাভ দৈবায়ত্ত। আমরা শঠতা প্রকাশ ও বিষ প্রয়োগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা এবং জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহারা দ্যূতে পরাজিত ও রাজনীতির অনুসারে অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়া ছিল, কিন্তু দৈবা আমাদিগের যত্নসম্পাদিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় যত্নশালী হইবে, দৈব তাঁহাদেরই অনুকূল হইবেন। পাণ্ডবগণের বুদ্ধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য বা তোমার দুর্ব্বুদ্ধিকৃত অসৎকার্য্য কদাচ লক্ষিত হয় না; তবে যে তাহাদের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এই বিষয়ে দৈবই প্রমাণ। মনুষ্যগণ যখন নিদ্রায় অভিভূত হয়, অনন্য কর্ম্মা দৈব তখনও জাগরিত থাকে। হে মহারাজ! প্রথম যুদ্ধ আরম্ভের সময় তোমার পক্ষে বহু সংখ্যক সৈন্য ও যোদ্ধা ছিল; কিন্তু পাণ্ডবগণের তাদৃশ ছিল না, তথাচ তাহারা তোমার পক্ষ বহুবীরকে সংহার করিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈবই আমাদিগের পুরুষকার বিনষ্ট করিতেছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বহুবিধ কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায় নিরীক্ষিত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবেই এই মহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

জয়দ্রথ বধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ঘটোৎকচ বধ পর্ব্বাধ্যায়

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনার সেই প্রভূত গজ সমাকীর্ণ মহা সৈন্য পাণ্ডব সেনাদিগকে অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ যমরাজ্য গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বীরগণ বীরগণের সহিত সমাগত হইয়া শর, শক্তি ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করত যম রাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথিগণের সহিত মিলিত হইয়া শরনিকর দ্বারা পরস্পরের গাত্র হইতে রুধিরধারা স্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মদমত্ত মাতঙ্গগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিষাণ দ্বারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহীরা অশ্বারোহীগণের সহিত সমাগত হইয়া যশোলাভাভিলাষে প্রাস, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল এবং পদাতিগণ শস্ত্রপাণি হইয়া পরম যত্ন সহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন কেবল নাম, গোত্র ও কুল শ্রবণেই কৌরবগণের সহিত পাঞ্চালদিগের বৈলক্ষণ্য বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে যোধ গণ পরস্পর পরস্পরকে শর, শক্তি ও পরশু দ্বারা শমন সদনে প্রেরণ করত নির্ভীক চিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দিবাকরের অস্ত গমন নিবন্ধন সৈন্যগণ কর্তৃক দশদিকে পরিত্যক্ত শরনিকর পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল না।

পাণ্ডবেরা এইরূপে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজ বধ জনিত দুঃখে অতি মাত্র কাতর হইয়া রথ নির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত করত জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরিবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল। দিবাকর যেমন মধ্যাহ্ন কালে করজাল দ্বারা সমুদায় জগৎ তাপিত করেন, তদ্রূপ আপনার পুত্র শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ ও বিজয়লাভে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নোন্মুখ হইলেন। পাঞ্চালগণ মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনের সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈনিক পুরুষেরা সুতীক্ষ্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া রণ শয্যায় শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র তৎকালে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা কখনই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিরদ যেরূপ নলিনীবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ তিনি পাণ্ডব সৈন্যগণকে প্রমথিত করিয়া ফেলিলেন। পদ্মবন যেমন সূর্য্য ও অনিল প্রভাবে সলিল বিহীন হইয়া শোভা শূন্য হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধন প্রভাবে পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় শোভা হীন হইল।

ঐ সময় পঞ্চালগণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, সহদেবকে তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীরে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, সাত্যকিরে পাঁচ, দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন এবং কেকয় ও চেদিদিগকে অসংখ্য নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ঘটোৎকচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোধগণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরি ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে হস্তী ও অশ্বগণের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে এই রূপে অরাতি সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্লদ্বারা তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক দ্বিধা ছেদন করিয়া তাঁহারে শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরনিকর দুর্য্যোধনের দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা বৃত্রাসুর বিনাশ সময়ে দেবতারা যেরূপ পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় শর নিক্ষেপ করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন অতিমাত্র বিদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল সৈন্যগণ রাজা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অতি ভীষণ শর শব্দ ও শ্রুতিগোচর হইল। দ্রোণাচার্য্য সেই শব্দ শ্রবণে সত্বরে তথায় গমন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন যে, মহাবীর দুর্য্যোধন পুনরায় হৃষ্টচিত্তে কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছেন। হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চালগণ জয়লাভার্থ দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও কুরুপ্রবীর দুর্য্যোধনের রক্ষণেচ্ছায় তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণের নাশজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ মূঢ় দুর্য্যোধনকে সেই কথা বলিয়া রোষভরে পাণ্ডব মধ্যে প্রবেশ করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপে নিবারণে প্রবৃত্ত হইল? যখন দ্রোণ শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র ও কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার বাম চক্র রক্ষা করিল? কোন্ কোন্ রথী তাঁহার পৃষ্ঠবর্ত্তী ও কাহারাই বা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ মহাবীর দ্রোণ রথ মার্গে নৃত্য করত পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা শিশির সময়ে গো সমুদায় যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ মহাভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সর্ব্বশস্ত্র বেত্তা মহাবীর দ্রোণ হুতাশন সদৃশ স্বীয় প্রভাবে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে দগ্ধ করত কিরূপে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সায়াহ্নে জয়দ্রথ বিনাশানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সাত্যকি সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন, মহাবীর নকুল, ধীমান সহদেব, সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণ সমবেত বিরাট অসংখ্য সেনা পরিবৃত মৎস্য ও শাল্যগণ, পাঞ্চালগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও সসৈন্য রাক্ষস ঘটোৎকচ, শিখণ্ডী পুরঃসর ষট্ সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ এবং একত্র সমবেত অন্যান্য অসংখ্য মহারথ আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীরেরা যুদ্ধার্থ গমন করিলে ভীরুজন ভয়বৰ্দ্ধিনী ঘোর রজনী সমুপস্থিত হইল। ঐ রজনীতে বহুতর কুঞ্জর ও যোদ্ধাদিগের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

হে মহারাজ! ঐ ভীষণ বিভাবরীতে শিবাগণ গ্রাস সম্পন্ন জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর উলূক সকল কৌরব সৈন্যগণকে শঙ্কিত করিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সৈন্য মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভেরী ও মৃদঙ্গের বিপুল শব্দ, করিনিকরের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুরশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণের সহিত সৃঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুধির প্রবাহে ধূলিপটল তিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বংশবনের ন্যায় প্রক্ষিপ্ত শস্ত্র সমুদায়ের ঘোরতর চট চটা শব্দ হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ, আনক, বল্লরী ও পটহ শব্দ এবং অশ্ব সকলের হ্রেষারবে সমুদায় রণস্থল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন আমরা মোহে অভিভূত হইলাম। কাহারই আত্ম পর বিবেচনা রহিল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইল। অনন্তর ধূলিপটল শোণিত প্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে সুবর্ণময় বর্ম্ম ও ভূষণ প্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত হইল। তখন সেই শক্তি ধ্বজ সমাকুল মণি ও সুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ভারতীসেনা সকল নিশাকালে নক্ষত্রসার্থ সঙ্কুল নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সৈন্য মধ্যে গোমায়ু ও কাকগণ অনবরত কোলাহল, করি সমুদায় বৃংহিত ধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহনাদও উৎক্রোশ ধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর সমরাঙ্গনে মহেন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া এককালে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ! সেই অন্ধকার কালে অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অসংখ্য রথ ও হস্তিসম্পন্ন সেই কৌরব সৈন্য বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইল। চতুর্দ্দিকে অসি, শক্তি, গদা, খড়্গ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার সেই সৈন্যমেঘের পুরোবর্ত্তী বায়ু, রথ ও নাগ উহার বকপংক্তি, বাদিত্র ধ্বনি নির্ঘোষ, দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডব পর্জ্জন্য; খড়্গ, শক্তি, ও গদা অশনি, শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র উহার পবন স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি ভয়াবহ ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে সেই প্রদোষ সময়ে মহাশব্দ সঙ্কুল ভীরুগণের ভয়বৰ্দ্ধন শূরগণের হর্ষজনন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমবেত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় যে যে বীর আচার্য্যের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বিমুখ ও অনেককে নিহত করিলেন। সেই সময়ে তিনি একাকীই সহস্র হস্তী, অযুত রথ, প্রযুত পদাতি এবং অর্ব্বুদ অশ্বকে নারাচাস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে অজিতাত্মা দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর দ্রোণ আমার আত্মজ দুর্য্যোধনকে সেই কথা কহিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা কি মনে করিলে? ধনঞ্জয় অপরাজিত মহাবীর আচার্য্যকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কি বিবেচনা করিতে লাগিল এবং মূঢ় দুর্য্যোধনই বা কোন্ কার্য্য তৎকালোচিত বলিয়া অবধারণ করিল, তৎকালে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল? আর কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহারে শত্রু সংহারে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল? স্পষ্টই বোধ হইতেছে পাণ্ডবগণ দ্রোণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শীতার্ত্ত কৃশ গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই অরাতি নিপাতন মহাবীর পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি রূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! সেই রাত্রিকালে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সমবেত হইয়া বিমর্দ্দিত হইতে লাগিলে তোমাদের মধ্যে কেন্ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি কহিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ নিহত পরাভূত ও রথশূন্য হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা গাঢ়ান্ধকারনিমগ্ন পাণ্ডবগণের শরে নিপীড়িত ও মোহাবিষ্ট হইয়া কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন? তুমি কহিতেছ, পাণ্ডবগণ জয়লাভে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণ অপ্রহৃষ্ট, ভীত ও বিমনস্ক হইতেছে; কিন্তু সেই ঘোর নিশাকালে পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিভিন্নতা কিরূপে তোমার অনুমান হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবগণ সোমকদিগের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আচার্য্য দ্রুতগামী শরনিকরে কেকয়গণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে যে যে মহারথ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ শিবি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপ্রমাথী মহারথ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া লৌহময় দশ শরে বিদ্ধ করিলে তিনি কঙ্কপত্র ভূষিত ত্রিংশৎ বাণে আচার্য্যকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা শিবির অশ্ব ও সারথিরে সংহার পূর্ব্বক তাঁহার উষ্ণীষ যুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে দ্রোণের নিকট অন্য এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে দ্রোণের অশ্ব সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা আচার্য্য অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে কলিঙ্গরাজের পুত্র পিতৃবধ জনিত দুঃখে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশোদ্ভব সৈন্যগণসমভিব্যাহারে ভীমের অভিমুখে গমন পূর্ব্বকপ্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে সাতশরে তাঁহারেবিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সারথি বিশোককে তিনশরে নিপীড়িত করিয়া একবাণে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, মহাবল ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে গমন পূর্ব্বক মুষ্টি প্রহারে তাঁহারে নিহত করিলেন। ভীমের ভীষণ মুষ্টি প্রহারে কলিঙ্গরাজ তনয়ের অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া পৃথক পৃথক নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজ তনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত প্রভৃতি বীরগণ কলিঙ্গরাজপুত্রের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া আশীবিষ সদৃশ নারাচ দ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম অবিলম্বে ধ্রুবের রথে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া মুষ্টি প্রহার করিলেন। ধ্রুব সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনের মুষ্ট্যাঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপাতিত হইলেন। মহাবীর ভীম এই রূপে ধ্রুবকে সংহার করত জয়রাতের রথে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং কর্ণের সমক্ষে তাঁহারে বামহস্তে আকর্ষণ পূর্ব্বক তল প্রহারে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমেরপ্রতি কাঞ্চনময়শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমহাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সুবলনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে সুতীক্ষ্ণ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে ভীম পরাক্রম ভীমসেন এই সমুদায় মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ ভীমকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় জিঘাংসা পরবশ হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে হাস্যমুখে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দুর্ম্মদের সারথি ও অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মদ সত্বরে দুষ্কর্ণের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সেই ভ্রাতৃদ্বয় বরুণ ও সূর্য্য যেমন তারকাসুরের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমের অভিমুখীন হইয়া শরনিকর বর্ষণ

পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সমক্ষে পাদ প্রহারে ঐ বীরদ্বয়ের রথ ধরাতলে পোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে মুষ্টি প্রহারে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। মহীপালগণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, ইনি ভীমরূপে এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহারাজ! ভূপতিগণ এই বলিয়া মোহাবিষ্ট চিত্তে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কমললোচন ভীম পরাক্রম ভীম সেই নিশাকালে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক ভূপতিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন করত তাঁহারে পূজা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ ও কেকয়গণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্ শঙ্কর অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়া আগমন করিলে সুরগণ যেমন তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারাও ভীমের সৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর বরুণাত্মজ সদৃশ আপনার আত্মজগণ দ্রোণ সমবেত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই জলদজাল সদৃশ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, কাক ও গৃধ্রগণের আমোদ জনক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে মহারথ সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে প্রায়োপবিষ্ট স্বীয় পুত্র ভূরিশ্রবার নিধন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শৈনেয়কে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি দেবনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে তুমি কিরূপে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রণ পরাঙ্মুখ, অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগী, অতি দীন ভূরিশ্রবারে প্রহার করিলে? বৃষ্ণিবংশে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও তুমি তোমরা এই দুই জন মহারথ ও মহাতেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত আছ; কিন্তু তুমি কিরূপে সেই অর্জ্জুনশরে ছিন্ন বাহু, প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাহাহউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমারে সেই নিষ্ঠুরতাচরণের ফলভোগ করিতে হইবে। আজিই শরদ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব। হে দুরাত্মন্! বৃষ্ণিকুলাঙ্গার! আমি আমার পুত্রদ্বয়, যজ্ঞ ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যদি অর্জ্জুন তোমারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাত্রি মধ্যেই তোমারে এবং তোমার পুত্র ও অনুজগণকে বিনাশ করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল হয়, তাহা হইলে যেন আমি ঘোরতর নরকে নিপতিত হই। মহাবল পরাক্রান্ত সোমদত্ত এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত কমললোচন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে কহিলেন, হে কৌরবেয়! তোমার বা অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অন্তঃকরণে কিছু মাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। তুমি সমস্ত সৈন্য পরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত হই না। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী; তুমি সমর কালে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে আইস, উভয়েই নির্দ্দয়ভাবে নিশিত শর প্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবল পুত্র ভূরিশ্রবারে নিধন এবং শল ও বৃষসেনকে পরাভব করিয়াছি। তুমিও একজন মহাবলশালী, অতএব ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর; আজি পুত্র ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তোমায় যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, শৌচ, অহিংসা, হ্রী, ধৃতি ও ক্ষমা প্রভৃতি অবিনশ্বর গুণ সমূহে ভূষিত, মৃদঙ্গকেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে নিহত প্রায় হইয়াছ। এক্ষণে কর্ণ ও সৌবল সমভিব্যাহারে তোমারে অবশ্যই শমন সদনে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে মুক্ত হইতে পারিবে; নতুবা আমি কৃষ্ণের চরণ ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আজি তোমারে পুত্রের সহিত বিনষ্ট করিব। হে মহারাজ! সেই পুরুষ প্রধান বীর দ্বয় পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক শর সম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন অযুত হস্তী ও অশ্ব এবং সহস্র রথ লইয়া সোমদত্তকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা শকুনি ও ইন্দ্রসম বিক্রম ভ্রাতৃগণ পুত্র পৌত্রগণ ও এক লক্ষ অশ্বে পরিবৃত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্তের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবল সোমদত্ত এইরূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সাত্যকিরে সন্নতপর্ব্ব শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐসময়ে পরস্পর প্রহরণশীল সৈন্যগণ মধ্যে বাতাহত সমুদ্র নিস্বন সদৃশ মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির প্রতি নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহারে নয়শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিগত সংজ্ঞ হইয়া রথোপরি মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সারথি তাঁহারে বিহ্বল অবলোকন করিয়া সত্বরে রথ লইয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সোমদত্তকে সাত্যকির শরাঘাতে অচৈতন্য অবলোকন করিয়া যুযুধানের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভারদ্বাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যকির রক্ষার্থ তাহারে পরিবেষ্টন করিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সুরগণের সহিত ত্রৈলোক্য বিজয়াভিলাষী বলিরাজার যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ সময় পাণ্ডবগণের সহিত আচার্য্যের সেইরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজঃপুঞ্জ কলেবর দ্রোণাচার্য্য শরজালে পাণ্ডবসৈন্য সমাচ্ছন্ন ও যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীরে শত, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, দ্রুপদকে দশ, দ্রৌপদীতনয়দিগকে পাঁচ পাচ, যুধামন্যুরে তিন, উত্তমৌজারে ছয় এবং অন্যান্য সেনাপতিগণকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ এই রূপে দ্রোণ শরে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে দ্রোণ শরে ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া ঈষৎ কোপান্বিত চিত্তে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর পুনরায় পাণ্ডবগণের সহিত দ্রোণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হুতাশন যেমন তুলরাশি দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ আপনার পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শরানলে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তুল্য, প্রজ্জ্বলিত পাবক সদৃশ মহাবীর দ্রোণকে কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করত প্রদীপ্ত শরনিকরে বিপক্ষ সৈন্যগণকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি দ্রোণের সম্মুখে নিপতিত হইল, তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এই রূপে সেই পাণ্ডব সেনা দ্রোণের শরে সমাহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সমক্ষেই পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি এক্ষণে আচার্য্যের রথাভিমুখে অশ্ব চালন কর। বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে রজত, গোক্ষীর, কুন্দ ও চন্দ্রের সদৃশ ধবলকায় অশ্বগণকে দ্রোণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অর্জ্জুনকে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান দেখিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন হে বিশোক! তুমি এক্ষণে আমারে দ্রোণসৈন্য মধ্যে লইয়া যাও, বিশোক তাঁহার আদেশ শ্রবণমাত্র অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, কারুষ, কোশল ও কৈকেয়গণ সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে পরম যত্নসহকারে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন দক্ষিণ পার্শ্ব ও ভীমসেন উত্তর পার্শ্ব অবলম্বনপূর্ব্বক রথীগণের সহিত আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি যুদ্ধার্থ আপনার সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুর অভিঘাতে মহাসাগরের যেমন ঘোরতর শব্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা সাত্যকিরে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভূরিশ্রবার বিনাশে জাতক্রোধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন, তদ্দর্শনে ভীমসেনতনয় মহাবীর ঘটোৎকচ লৌহনির্ম্মিত ঋক্ষ চর্ম্ম সমাচ্ছন্ন, ত্রিংশৎ নল্ব বিস্তীর্ণ, যন্ত্র সন্নাহযুক্ত, অষ্টচক্রসমন্বিত মেঘগম্ভীর নিস্বন, অভ্রমালাসমলঙ্কৃত শোণিতার্দ্র ধ্বজ পট পরিশোভিত বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণপূর্ব্বক শূল মুদ্গর শৈল ও পাদপধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী সেনাগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণপুত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তাঁহার রথে অশ্ব মাতঙ্গগণ সংযোজিত ছিল না, করিনিকরাকার পিশাচগণ উহা আকর্ষণ করিতেছিল এবং বিকট গৃধ্ররাজ পক্ষ ও চরণ বিস্তীর্ণ করিয়া চীৎকার করত উহার সমুত্থিত ধ্বজদণ্ডে উপবিষ্ট রহিয়াছিল। মহীপালগণ তাঁহারে যুগান্ত কালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় শরাসন উদ্যত করত আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই গিরিশৃঙ্গ সদৃশ, ভীমরূপ

ভয়াবহ দংষ্ট্রাকরাল,বিকট,মুখশঙ্কুকর্ণ,উর্দ্ধকেশ,লম্বোদর,কিরীটালঙ্কৃত মস্তক ; মহাগর্ত্তের ন্যায় বিস্তীর্ণ গলবার বুক, প্রদীপ্ত বক্ত্র, বিপক্ষগণের বিক্ষোভ জনক রাক্ষস ঘটোৎকচের ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় রোষভরে তথায় আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও বায়ুভরে ক্ষুভিত ভাগীরথীর ন্যায় বিচলিত হইল। মাতঙ্গগণ ঘটোৎকচের সিংহনাদ শব্দে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা রাত্রিকাল প্রভাবে অধিকতর বলশালী হইয়া সেই রণস্থলের চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভূশুণ্ডী, শক্তি, তোমার, শূল্য শতঘ্নী, ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সমস্ত নরপতি ও আপনার তনয়গণ ও মহাবীর কর্ণ সেই ভীষন সংগ্রাম দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কেবল অস্ত্রবল দীক্ষিত অশ্বত্থামা একাকী অনাকুল চিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ঘটোৎকচ বিস্তৃত মায়াজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে অমর্ষ পরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সমুদায় যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত শর সকল অশ্বত্থামার দেহ বিদারণ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন প্রবল প্রতাপশালী লঘুহস্ত অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশশরে ভীমপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার শরে মর্ম্ম নিপীড়িত হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহার উপর এক কালার্ক সদৃশ, মণি হীরক বিভূষিত, এক লক্ষ শত্রু সমাযুক্ত, ক্ষুরধার চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে অশ্বত্থামার সমীপে সমাগত হইবামাত্র তিনি শরনিকর দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই চক্র ভাগ্যহীন জনের বাসনার ন্যায় বিফল হইলে মহাবীর ভীমতনয় রাহু যেমন ভাস্করকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ দ্রৌণিরে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

ঐ সময় ভিন্নাঞ্জন সন্নিভ কলেবর ঘটোৎকচতনয় অঞ্জনপর্ব্বা অশ্বত্থামারে আগমন করিতে দেখিয়া সুমেরু যেমন বায়ুর গতি রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার গতি রোধ পূর্ব্বক মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে অঞ্জনপর্ব্বার ধ্বজ, তিন বাণে ত্রিবেণুক, এক বাণে ধনু, চারিবাণে চারি অশ্ব এবং দুই বাণে সারথিদ্বয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঞ্জনপর্ব্বা এই রূপে রথ বিহীন হইয়া অশ্বত্থামার উপর খড়্গ প্রহারে উদ্যত হইল। দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাঁহার হস্ত হইতে সেই স্বর্ণবিন্দু খচিত অসিদণ্ড বিখণ্ড করিলেন। তখন ঘটোৎকচ নন্দন ক্রোধভরে গদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর দ্রোণাত্মজ তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অঞ্জনপর্ব্বা সহসা আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া কাল মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তখন দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় শরজালে মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরজালে অঞ্জনপর্ব্বার কলেবরভেদ করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোৎকচতনয় অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্বর্ণ খচিত রথে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথিবীস্থিত অত্যুচ্চ অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ চিত্তে মহেশ্বর যেমন অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই লৌহবর্ম্মধারী ভীমনপ্তা অঞ্জনপর্ব্বারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ঘটোৎকচ স্বীয় পুত্রকে এই রূপে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কোপপ্রজ্বলিত চিত্তে দবদহন প্রবৃত্ত দাবানল সদৃশ পাণ্ডবসৈন্য সংহারকারী মহাবীর অশ্বত্থামার সমীপে আগমন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিতে লাগিলেন। হে দ্রোণনন্দন! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য আমি তোমারে বিদীর্ণ করিব। অশ্বত্থামা ঘটোৎকচের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বৎস! তুমি এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পুত্রের সহিত যুদ্ধকরা পিতার কর্ত্তব্য নহে। হে হিড়িম্বানন্দন! তোমার প্রতি আমার কিছু মাত্র ক্রোধ নাই! কিন্তু মনুষ্য রোষপরবশ হইয়া আত্ম নাশেও পরাঙ্মুখ হয় না। এই নিমিত্তই তোমারে এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছি। তখন পুত্রশোক সন্তপ্ত মহাবীর ঘটোৎকচ রোষ কষায়িতলোচনে অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! আমি নীচ লোকের ন্যায় সংগ্রামে কাতর নহি। তবে কেন নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আমারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছ। আমি এই সুবিস্তীর্ণ কৌরবকুলে মহাবীর ভীমের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি আমি সমরে অপরাঙ্মুখ পাণ্ডবগণের পুত্র রাক্ষসগণের অধিরাজ ও দশাননের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত।

হে দ্রোণাত্মজ! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। প্রাণ সত্ত্বে তুমি কদাপি অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। আজ আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ অপনীত করিব। মহাবীর ঘটোৎকচ এই বলিয়া কুঞ্জরাভিমুখীন কেশরীর ন্যায় ক্রোধভরে অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার প্রতি রথাক্ষ পরিমিত আয়ত শরনিকরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা হিড়িম্বা তনয় বিসৃষ্ট সেই শর সমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে শরজালের একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধ হইতেছে। অস্ত্র সমুদায়ের সংঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ সকল সমুৎপন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনতল খদ্যোত পুঞ্জে সুশোভিত হইয়াছে।

এই রূপে দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক ঘটোৎকচের অস্ত্রমায়া প্রতিহত হইলে ভীমতনয় প্রচ্ছন্নভাবে পুনর্ব্বার মায়াজাল বিস্তারকরিবার বাসনায় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সম্পন্ন পাদপকুল সমাচ্ছন্ন, শূল প্রাস, অসি ও মুষল রূপ প্রস্রবণ-যুক্ত এক পর্ব্বতের আকার পরিগ্রহ করিলেন। মহাবাহু অশ্বত্থামা সেই অঞ্জনস্তূপ সদৃশ মহীধর ও তাহা হইতে অনবরত নিপতিত অস্ত্রজাল নিরীক্ষণ করিয়া কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি হাস্যমুখে বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই শৈলেন্দ্রকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ঘটোৎকচ ইন্দ্রায়ুধ বিভূষিত নীল নীরদ রূপ ধারণ করিয়া পাষাণ বর্ষণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই সমুত্থিত নীল মেঘ অপসারিত করিয়া শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ সিংহ শার্দ্দূল সদৃশ মত্ত দ্বিরদ বিক্রম, বিকটাস্য, বিকৃত মস্তক, বিকৃতগ্রীব, নানা শস্ত্র ধারী কবচ সমলঙ্কৃত, ভয়ঙ্কর, ক্রোধোদ্বৃত্ত লোচন, দেবরাজ সম মহাবল পরাক্রান্ত, সমরদুর্ম্মদ, রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ দুর্য্যোধনকে বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও ইন্দ্র সম বিক্রম পার্থিবগণের সহিত এই স্থানেই অবস্থান কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। তুমি কখনই পরাজিত হইবে না। একণে যত্ন সহকারে স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বাসিত কর। মহারাজ দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! তোমার মনের এইরূপ ঔদার্য্য ও আমাদের প্রতি এইরূপ গাঢ়তর ভক্তি হওয়া নিতান্ত অদ্ভুত নহে। রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামারে এই কথা বলিয়া শকুনিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুবল নন্দন! অর্জ্জুন লক্ষ রথী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে; তুমি ষষ্টি সহস্র রথী সমভিব্যাহারে তাহার অভিমুখে গমন কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুণ্ডভেদী, পুরুক্রম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঙ্খক, শল্য, আরুণি, ইন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পবক্রাথী, জয়ধর্ম্মা ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র সমুদায়, উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত পদাতি তোমার অনুগমন করিবেন। হে মাতুল! দেবরাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। আমি এক্ষণে তোমার উপর জয় লাভ নির্ভর করিয়াছি। অতএব কার্ত্তিকেয় যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অশ্বত্থামার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর আপনার পুত্রগণের সন্তোষ ও পাণ্ডবদিগের বিনাশ সম্পাদনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া বিষাগ্নি সদৃশ সুদৃঢ় দশবাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণপুত্রের বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমসুতের শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পবনোদ্ধূত পাদপের ন্যায় রথ মধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমতনয় পুনর্ব্বার অবিলম্বে অঞ্জলিক বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করস্থিত সুপ্রভ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া জলধর যেমন বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাক্ষসগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ অরাতি নিপাতন শরজাল নিক্ষেপ করিলেন। বিশালবক্ষা রাক্ষসগণ দ্রোণপুত্রের বাণে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মত্ত মাতঙ্গ যূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রলয়কালে ভগবান্ হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়া যেরূপ দীপ্তি পাইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণতনয় সেই অক্ষৌহিণী রাক্ষসসেনা ধ্বংস করিয়া সেইরূপ বিরাজিত হইতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্রকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষস সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। দশনোদ্দীপ্ত-বদন নানাস্ত্রধারী ঘোররূপ নিশাচরগণ ঘটোৎকচের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মুখব্যাদান পূর্ব্বক সিংহনাদে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করত দ্রোণপুত্রের সংহারার্থ ধাবমান হইয়া তাঁহার মস্তকে সহস্র সহস্র শাণিত শক্তি, শতঘ্নী পরিঘ, অশনি, শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশু প্রাস, অসি, তোমর, কুণপ, কম্পন, শূল, ভুষুণ্ডী, অশ্মগুড়, লৌহময় স্থূণ এবং শক্রদানরূপ ঘোর মুদগর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণ ভীষণ অস্ত্র সমুদায় অশ্বত্থামার মস্তকোপরি নিপতিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল; কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণতনয় অসম্ভ্রান্ত চিত্তে শিলানিশিত বজ্রকল্প শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অনায়াসে সেই ঘোরতর শরজাল নিবারণ করিয়া সত্বরে দিব্য মন্ত্রপূত সুবর্ণ পুঙ্খ শরনিকরে বিপুল বক্ষ রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিশাচরগণ অশ্বত্থামার ভীষণ শর সমাহত হইয়া সিংহ বিদলিত গজ যূথের ন্যায় একান্ত সমাকুল হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর অশ্বত্থামা অতি দুষ্কর আশ্চর্য্য জনক বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক একাকী ঘটোৎকচের সমক্ষে প্রজ্জ্বলিত শরানলে সেই রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করত যুগান্ত কালীন সম্বর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য নরপতি মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে রাক্ষসেন্দ্র ভীমতনয় ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন, করতালি প্রদান ও ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক স্বীয় সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! তুমি সত্বরে দ্রোণ পুত্র সমীপে রথ সঞ্চালন কর। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র অশ্বত্থামার সমীপে রথ সমানীত করিলেন। ভীমবিক্রম অরাতিপাতন ঘটোৎকচ পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়পতাকা সমাযুক্ত বিকট বেশধারী দ্রোণপুত্রের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারে প্রতি অষ্ট ঘণ্টা যুক্ত দেবনির্ম্মিত অশনি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রভা সম্পন্ন সেই ঘোররূপ অশনি রাক্ষসেন্দ্রের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সকলেই দ্রোণপুত্রকে প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অতি ভীষণ কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া পুনরায় অশ্বত্থামার উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নির্ভীক চিত্তে আচার্য্য পুত্রের বক্ষঃস্থলে আশীবিষ সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদের দুইজনের উপর অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও হুতাশন সদৃশ শরনিকরে তাঁহার নারাচ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে যোধগণের ও মহাবীর অশ্বত্থামার প্রীতিজনক অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন সহস্র রথ, তিন শত হস্তী এবং ছয় সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন বিক্রমশালী অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ ও অনুজ সহায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, পৃথিবী মধ্যে আর কেহই সেরূপ পরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ নহেন। তিনি নিমেষ মাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশব সমক্ষে সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথ সমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা নিপাত করিলেন। দ্বিরদগণ অশ্বত্থামার অবক্র নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গ বিহীন পর্ব্বত সমুদায় ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। নিকৃত্ত করিশুণ্ড সকল সমরভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ ভুজগগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কাঞ্চনময় দণ্ড ও শ্বেতচ্ছত্র সকল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশ মণ্ডল যুগান্ত কালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় দ্রোণাত্মজের শরনিকর প্রভাবে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে সমরাঙ্গনে এক ভীষণ তরঙ্গ যুক্ত ভীরু জনের মোহজনক শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। বৃহদাকার ধ্বজ সকল উহার মণ্ডূক; ভেরী সকল বৃহদাকার কচ্ছপ, শ্বেতচ্ছত্র সমুদায় হংসাবলি; চামর ফেন, কঙ্ক ও গৃধ্র সকল মহানক্র; অসংখ্য আয়ুধ মৎস্য; বৃহদাকার হস্তী সমুদায় পাষাণ; অশ্বগণ মকর; রথ সকল তীরভূমি, পতাকা নিচয় তীরস্থিত মনোহর বৃক্ষ; প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি সকল ডুণ্ডুভ; মজ্জা ও মাংস পঙ্ক; কবন্ধগণ ভেলক, কেশকলাপ শৈবাল এবং যোধগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া

ঘটোৎকচকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদ ও মহারথ পাণ্ডবগণকে শরজালে বিদ্ধ করত দ্রুপদপুত্র সুরথকে সংহারপূর্ব্বক সুরথের অনুজ শত্রুঞ্জয়, বলানীক জয়ানী ও জয়কেবি- নাশকরিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বকসুতীক্ষ্ণ শরে পৃষধ্র ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া দশ শত্রু কুন্তীভোজের দশ পুত্রকেও সুপুঙ্খ সুশাণিত তিন শরে শ্রুতায়ুধরে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া এক যম- দণ্ডোপম ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর পরিত্যাক্ত হইবা মাত্র ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়াঅশ্বথামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অশ্বথামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমর ভূমি শরনিকরে ভিন্নকলেবর,নিহত ও নিপতিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে·নিতান্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরগণ এবং সিদ্ধ,গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ, সুবর্ণ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, অপ্সরা ও দেবতাগণ অশ্বথামার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুযুধান ইঁহারা,দ্রুপদতনয়গণ, কুন্তীভোজের পুত্রগণ এবং সহস্র সংস্রারাক্ষসগণকেঅশ্বথামার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া পরম যত্ন সহকারে যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সোমদত্ত সাত্যকিরে পুনরায় অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির সাহা যার্থ দশ শরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলে সোমদত্তও তাঁহারে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুত্র বিনাশে নিতান্ত সন্তপ্ত, সুবিবেচিত গুণ- গ্রাম সমলঙ্কৃত, যযাতিরাজ সদৃশ বৃদ্ধ সোমদত্তকে প্রথমতঃ বজ্র- সঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ দশ শর ও ভীষণ শক্তি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার উপর সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ সোমদত্তের মস্তকে এক সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকিও সেই সময় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে অনল সঙ্কাশ শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ পরিঘ ও শর এককালে সোমদত্তের কলেবরে নিপতিত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত- হইলেন। মহাবীর বাহ্লীক স্বীয় পুত্রের তদবস্থা দর্শনে বর্ষাকা- লীন নীরবর্ষী নীরদের ন্যায় অনবরত শর বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহা- যার্থ নয় শরে বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর প্রতীপতনয় বাহ্লীক তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরন্দর বিনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক শক্তি প্রহার করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন সেই শক্তি দ্বারা আহত হইয়া একান্ত বিচলিত ও বিমোহিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া বাহ্লীকের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমসেন প্রেরিত ভীষণ গদা বাহ্লীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর আপনার আত্মজ নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু অয়ো- ভুজ, দৃঢ, সুহস্ত, বিরজ, প্রমাথ ও উগ্রযায়ী, দাশরথি সদৃশ এই নয় মহাবীর বাহ্লীককে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যসাধনক্ষম নারাচ সকল সন্ধান পূর্ব্বক প্রত্যে কের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীমের নারাচে বিদ্ধহইয়া মহীরুহগণ যেমন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বত শিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ভীম নয়নারাচে সেই নয় বীরের প্রাণ সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয় পুত্র বৃষসেনের প্রতি শরজাল বিস্তারকরিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ তাঁহারে নারাচ নিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম তৎক্ষণাৎ তাঁহারে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক আপনার সাত জন শ্যালককে বিনাশ করিয়া নারাচ দ্বারা শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। তখন বীর- গবাক্ষ, শরভ ও বিভু শকুনির ভ্রাতা শতচন্দ্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনের প্রতি দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সেই জলধারা সদৃশ নারাচ নিকরে তাড়িত হইয়া পাঁচ শরে অলৌকিক বলশালী পাঁচ মহা-

পালকে বিনাশ করিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় বিচলিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই আপনার পক্ষীয় অম্বষ্ঠ, মানব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, অভীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক, বসাতি, যৌধেয়, মালব ও মদ্রকগণকে অসংখ্য শরে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মাংস ও শোণিতে পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হইল। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের রথ সমীপে, বধ কর, আহরণ কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ইত্যাকার তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবণ করিতে দেখিয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার উপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন স্বীয় অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে অস্ত্র বিনষ্ট হইলে ভরদ্বাজ রোষ পরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থ বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবাহু যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে স্বীয় অস্ত্রদ্বারা সেই দ্রোণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহে নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন হিতৈষী দ্রোণাচার্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মরাজের বিনাশ বাসনায় ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। গজ সিংহগামী, বিশালবক্ষা পৃথুলোহিতাক্ষ; অমিততেজা ধর্ম্মরাজও মহেন্দ্র অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া দ্রোণাস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের বধ কামনায় ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত করিলেন। ঐ সময় রণক্ষেত্র তিমিরাবৃত হওয়াতে আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। যোধগণ সেই ব্রাহ্ম অস্ত্র দর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইল। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির স্বীয় ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত ব্রাহ্ম অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনিকগণ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধ বিশারদ দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া সরোষ নয়নে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা দ্রুপদ সেনাগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিপীড়িত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুন ও ভীমসেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন ও ভীমসেন সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা অরি সৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন। এবং অর্জ্জুন দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও ভীমসেন উত্তর পার্শ্বস্থ সেনা আক্রমণ পূর্ব্বক শরাসন দ্বারা আচার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাতেজা মৎস্য, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ সাত্তবদিগের সহিত অর্জ্জুন ও ভীমসেনের অনুগমন করিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অন্ধকারাবৃত নিদ্রাক্রান্ত কৌরবসেনাগণ মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে অতিশয় উদ্দৃপ্ত অবলোকন ও তাহাদের বিক্রম নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! এক্ষণে মিত্র কার্য্যের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত যোধগণকে পরিত্রাণ কর। উহারা নিশ্বসন্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ মহারথ পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম, জয়শালী, মহারথ, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে।

কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে মহারাজ! আজি আমি, পুরন্দর স্বয়ং অর্জ্জুনের রক্ষার্থ সমাগত হইলেও তাঁহারে পরাজয় করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, তুমি আশ্বস্ত হও। আমি সত্য বলিতেছি যে, আজি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমাগত পাঞ্চাল ও পাণ্ডুতনয়গণকে বিনাশ করিয়া কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রকে যেরূপ বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমারে জয় প্রদান করিব। হে মহারাজ, মহাবীর ধনঞ্জয় সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবান; অতএব তাহার প্রতি আজি সেই বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিব। মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয় তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় বন গমন করিবে। হে কুরুকুলতিলক; আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিষাদ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি আজি পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণিগণকে সমবে পরাজয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমারে পৃথিবী প্রদান করিব।

হে মহারাজ! মহাবাহু কৃপাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণে গর্ব্বিতভাবে তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! যদি তোমার বাক্যে কার্য্য সিদ্ধি হইত, তাহা হইলে তুমি থাকাতেই কুরুনাথ সনাথ হইতেন, সন্দেহ নাই। তুমি কুরুরাজ সমীপে অনেকবার আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক; কিন্তু কখনই তোমার

পরাক্রম বা বীর্য্যের ফল কিছুই লক্ষিত হয় না। তুমি কতবার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; কিন্তু কখনই জয় লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। গন্ধর্ব্বগণ যখন রাজা দুর্য্যোধনকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কেবল তুমি একাকী সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাট নগরে যুদ্ধসময়ে সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে। সূতনন্দন! তুমি একমাত্র মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ: তবে কিরূপে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইতেছ? হে সূতপুত্র! আত্মশ্লাঘা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীর পুরুষের কর্ত্তব্য; অতএব তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিয়া আপনার অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না। তুমি মহাবীর অর্জ্জুনকে দৃষ্টিগোচর না করিতে এবং তাঁহার বাণের সম্মুখবর্ত্তী না হইতেই মহা গর্জ্জন করিয়া থাক; কিন্তু একবার ধনঞ্জয়ের শরে বিদ্ধ হইলে তোমার তর্জ্জন গর্জ্জন অতি দুর্লভ হইয়া উঠে। ক্ষত্রিয়েরা বাহুবল, ব্রাহ্মণগণ বাগ্‌জাল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কার্ম্মুক দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করেন; কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত মনোরথ দ্বারাই শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাক। যে মহাবীর রুদ্রকে প্রীত করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহার সাধ্য?

হে মহারাজ! বীর প্রধান মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্যের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে কৃপাচার্য্য! যথার্থ বীরপুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় নিরন্তর গর্জ্জন এবং ক্ষিতিরোপিত বীজের ন্যায় আশু ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমরধুরন্ধর বীরগণের সমরাঙ্গনে আত্মশ্লাঘা করা আমার মতে কিছুমাত্র দোষাবহ নহে। যে ব্যক্তি যে ভার বহনে মনে মনে দৃঢ় যত্ন করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য প্রদান করেন। আমি মনে যাহা কল্পনা করি, তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি যদি বৃষ্ণিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া গর্জ্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দূরদর্শী বীরগণ শারদ জলধরের ন্যায় কখনই বৃথা গর্জ্জন করেন না। তাঁহারা স্বীয় সামর্থ্যানুসারে গর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে গৌতম! আমি আজি রণে যত্নবান্ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব বলিয়াই গর্জ্জন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই আমার গর্জ্জনের ফল দর্শন করিবে। আমি আজি রণস্থলে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবতনয়দিগকে বৃষ্ণিগণের সহিত নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রদান করিব।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে কর্ণ! আমি তোমার এই স্বেচ্ছাকৃত প্রলাপ বাক্য গ্রাহ্য করি না। তুমি সতত কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ করিয়া থাক; কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, উরগ ও পক্ষীগণেরও অজেয় অর্জ্জুন ও বাসুদেব যাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পাণ্ডবগণের নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, বদান্য সত্যধর্ম্মনিরত, শিক্ষিতাস্ত্র, বুদ্ধিমান্, কৃতজ্ঞ এবং পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনায় নিরত। উহাঁর ভ্রাতৃগণও মহাবল পরাক্রান্ত, সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী ও গুরুকার্য্য সাধনপরতন্ত্র। আর দেখ, ইন্দ্রসম বিক্রম, একান্ত অনুরক্ত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দুর্ম্মুখপুত্র জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্ত্তিবর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, সুতেজন, গজানীক, শ্রুতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রুতধ্বজ, বলানীক; জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, রথবাহন, চন্দ্রোদয় কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তাঁহার ভ্রাতৃ সমুদায়, যমজ নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য অনেক মহারথ সমর কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। অতএব উহাঁর কিছুতেই ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, ভুজগ ও কুঞ্জরে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী নিঃশেষিত করিতেও অসমর্থ নহেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রোষ প্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন। হে সূতনন্দন! অমিত পরাক্রম বাসুদেব যাঁহাদের সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাঁহারে কি রূপে সমরে পরাজয় করিবে। তুমি যে, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত অন্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত কথা কহিলে, সকলই সত্য। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বহুতর সদ্গুণ বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই। আর তাঁহারা যে দেবগণ সমবেত দেবরাজ ইন্দ্র বা সমুদায় দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণেরও অজেয়; তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র সংশয় করি না; কিন্তু দেবরাজ আমারে এই যে অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি

ইহার প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারি। এক্ষণে আমি তদ্দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিব। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কদাচ জয়লাভ পূর্ব্বক এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা বিনষ্ট হইলে এই সসাগরা ধরণী অনায়াসেই কৌরব রাজ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তিনী হইবে। হে আচার্য্য! সুনীতি বিস্তার করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি আস্ফালন করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ,বৃদ্ধ ও সংগ্রাম কার্য্যে অনিপুণ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার সাতিশয় পক্ষপাত আছে; এই নিমিত্ত তুমি আমারে এই রূপ অপমান করিতেছ। যাহা হউক, যদি তুমি পুনরায় আমার প্রতি ঐ রূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর,তাহা হইলে আমি খড়্গ দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদন করিব। হে নির্ব্বোধ তুমি কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের স্তুতি করিতে বাসনা করিতেছ। অতএব এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি, দুর্ম্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি ও তুমি তোমরা যে যুদ্ধে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তথায় বিপক্ষ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইলেও কি জয়লাভ করিতে পারে? ঐ সমুদায় কৃতাস্ত্র, স্বর্গলিপ্সু, ধর্ম্মপরায়ণ, যুদ্ধপারগ বীরগণ দেবগণকেও সমরে নিপাতিত করিতে পারেন, উহাঁরা পাণ্ডবগণের নিধন ও কৌরবগণের বিজয় কামনায় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা হউক, বিক্রম সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জয়লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাবাহু ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলসম্পন্ন দেবগণেরও দুর্জ্জয় মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা জয়, জলসন্ধ, সুদর্শন, রথিশ্রেষ্ঠ শল, বীর্য্যবান ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈব প্রতিকূলতাই এই বিনাশের মূল কারণ। হে পুরুষাধম! তুমি যে, নিরন্তর দুর্য্যোধন রিপু পাণ্ডবগণকে স্তব করিতেছ, তাহাদিগেরও ত সহস্র সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরব এই উভয় পক্ষীয় সেনা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। হে নরাধম! তুমি পাণ্ডবগণকে সতত বলবান্ বলিয়া জ্ঞান কর. কিন্তু আমি তাহাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব; কিন্তু জয়লাভ দৈবায়ত্ত।

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সূতপুত্রকে মাতুল কৃপাচার্য্যের প্রতি এই রূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিংহ যেমন মত্তমাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিলেন, হে নরাধম! মহাত্মা কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণ সকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তুমি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রভাবে ইহাঁর ভর্ৎসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মূঢ়! তুমি অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে আপনার বল বীর্য্যের শ্লাঘা করিতেছ। যখন মহাবীর অর্জ্জুন তোমারে পরাজয় করিয়া তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে বিনাশ করিলেন, তৎকালে তোমার এই বীর্য্য ও অস্ত্র সমুদায় কোথায় ছিল। হে সূতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কেন মনে মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ। সুররাজ সনাথ সমুদায় দেব ও অসুরগণ কৃষ্ণ সহায় অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি সেই অপরাজিতঅদ্বিতীয় বীরকে এই সমস্ত ভূপালগণের সহিত কিরূপে পরাজয় করিতে পারিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার বল বীর্য্য অবলোকন কর। আমি অদ্য তোমার মস্তক ছেদন করিব। অশ্বত্থামা এই বলিয়া মহাবেগে তাঁহার শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও কৃপাচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! ঐ ব্রাহ্মণাধম নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি পরতন্ত্র ও সমরশ্লাঘী, তুমি উহারে পরিত্যাগ কর। ঐ দুরাত্মা এক্ষণে আমার ভুজবীর্য্য দর্শন করুক। অশ্বত্থামা কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, রে সূতপুত্র! আমি তোমারে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন; সূতপুত্রের প্রতি কোপ প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনারে এবং কৃপ কর্ণ, দ্রোণ, মদ্ররাজ ও শকুনিরে অতি গুরুতর কার্য্য ভার বহন করিতে হইবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের অভিমুখীন হইতেছে।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মনস্বী অশ্বত্থামারে এই রূপে প্রসন্ন করিলে দ্রোণতনয় ক্রোধবেগ সম্বরণ করিলেন। তখন শান্তস্বভাব কৃপাচার্য্য অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! এক্ষণে আমরা তোমারে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়া বারংবার তর্জ্জন করত আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রথীপ্রধান তেজস্বী কর্ণও দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত কর্ণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কেহ এই কর্ণ, কেহ কেহ কর্ণ কোথায় এবং কেহ কেহ অরে দুরাত্মন্ সূতনন্দন! রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, এই বলিয়া উচ্চস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ কর্ণকে অবলোকন পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে কহিতে লাগিলেন যে, যাবতীয় নৃপসত্তমগণ ঐ অল্পবুদ্ধি গর্ব্বিত চিত্ত সূতপুত্রকে সংহার করুন। উহাঁর জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অত্যন্ত বিপক্ষ, দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও সকল অনর্থের মূল; অতএব উহার প্রাণ সংহার কর। পাণ্ডব প্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণ বিনাশার্থ ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রাম বিজয়ী লঘুহস্ত বলবান্ সূতনন্দন সেই কালান্তক যমোপম অদ্ভুত সৈন্যসাগর ও মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত শরবর্ষণ পূর্ব্বক অরাতি সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পন পূর্ব্বক পূর্ব্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক সেই ভূপালগণ নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষবর্গ সমরে যত্নবান্ হইয়াও তাঁহারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

এই রূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শর সমূহ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদের যুগকাষ্ঠ, ঈষা, ছত্র, ধ্বজ ও ঘোটক সমুদায়ের উপর স্বনামাঙ্কিত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন তখন কর্ণশরনিপীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুল চিত্তে শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য অশ্ব সকল গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ মস্তক সমুদায়ে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোধগণ ইতস্ততঃ নিহত, হন্যমান ও রোরুদ্যমান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি ভীষণ যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ঐ দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষ সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণ্ডব সেনাগণ কর্ণবাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখুন, অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে কার্ত্তিকেয় নির্জ্জিত অসুরসেনার ন্যায় কর্ণ শরে নির্জ্জিত দেখিয়া সূতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাঁহারে সংহার করিতে না পারে, আপনি এ রূপ উপায় অবলম্বন করুন। দুর্য্যোধন অশ্বত্থামারে এই কথা বলিলে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হার্দ্দিক্য দৈত্য সেনাভিমুখীন দেবরাজের ন্যায় অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সূতপুত্রের রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রতি যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূর্য্যতনয় মহারথ কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা ও তাঁহারে পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই জাতবৈর কালান্তক যম সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! গজ যেমন প্রতিগজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবেগে সমাগত সূতপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ সরল শর সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ত্রিংশৎ শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক নারাচে তাঁহার বাম হস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভীষণ নারাচের আঘাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহসা কার্ম্মুক নিপতিত

হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া নিমেষ মধ্যে অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণ পরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই পরস্পর প্রতিকার পরায়ণ বীর দ্বয় শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত বন্য মাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, তৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুনের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহার করস্থিত কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ভল্লাস্ত্রে চারি অশ্বকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মহাবীর কর্ণ অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহারে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং জীবিত রক্ষার্থ সত্বরে সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণ করত কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণ! তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই; এই আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের বধার্থ সমরাঙ্গনে গমন করিতেছি। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনকে পাঞ্চালগণের সহিত বিনাশ করিব। আজি আমি গাণ্ডীবধন্বার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ যুগান্তকালের ন্যায় আমার বিক্রম দর্শন করিবে। আমার শরনিকর শলভ শ্রেণীর ন্যায় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। আজি আমি শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আমার সৈনিক পুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধর নির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় আমার শরধারা সন্দর্শন করিবে। হে বীরগণ! তোমরা অর্জ্জুন হইতে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান কর। আমি আজিই সন্নতপর্ব্ব সায়ক নিচয় দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মকরাকুল মহার্ণব যেমন তীরভূমি অতিক্রমণে অসমর্থ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজি আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য মহাবাহু দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছেন। উঁহারে শীঘ্র নিবারণ কর, নচেৎ উনি আমাদের সমক্ষে অর্জ্জুনের শরে বিনষ্ট হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন শরনিকরের পথবর্ত্তী না হইবেন, সেই অবধিই রণস্থলে জীবিত থাকিতে পারিবেন। অতএব উনি নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ অর্জ্জুন শরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উঁহারে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। হে মহাত্মন! আমরা উপস্থিত থাকিতে দুর্য্যোধনের অসহায়ের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন শার্দ্দূলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হস্তীর ন্যায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উঁহার জীবন রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইবে।

হে মহারাজ! অস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা মাতুলের বাক্য শ্রবণানন্তর সত্বরে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে গান্ধারিপুত্র! আমি সতত তোমার হিতানুষ্ঠানে যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমারে অনাদর করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করা তোমার উচিত হইতেছে না। হে দুর্য্যোধন! অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হইবে না। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর; এক্ষণে আমিই ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতেছি।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আচার্য্য পাণ্ডবগণকে সুত নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও প্রতিনিয়ত তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমার দুরদৃষ্ট বশতই হউক, বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই হউক, রণস্থলে আপনার পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি অতিশয় লুব্ধস্বভাব, আমারে ধিক্! বান্ধবগণ আমার সুখলাভের নিমিত্তই পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন! আপনি ব্যতিরেকে মহেশ্বর সম মহাবল পরাক্রান্ত শস্ত্রবিদগ্রগণ্য অন্য কোন্ বীর সমর্থ হইয়াও বিপক্ষগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। হে গুরুপুত্র! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হউন। দেবদানবগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আপনি অনুচরবর্গের সহিত সোমক ও পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পশ্চাৎ আমরা আপনারই ভুজবলে পরিরক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। ঐ দেখুন, সোমক ও পাঞ্চালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের ন্যায় আমার সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি

উঁহাদিগকে এবং কেকয়গণকে নিবারণ করুন। নচেৎ উঁহারা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক-রক্ষিত হইয়া আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আপনি অবিলম্বেই উঁহাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এক্ষণেই হউক বা পরেই হউক, আপনারেই সাধন করিতে হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী পাঞ্চালশূন্য হইবে। হে ব্রহ্মন! সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আপনি অনুচরগণসমবেত পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও আপনার অস্ত্রগোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক ও পাণ্ডবেরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি গমন করুন। আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। হে আচার্য্যকুমার। আপনি স্বীয় দিব্য তেজপ্রভাবে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবরাজ দৈত্যবধে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতি নিপাতনে যত্নবান হইলেন এবং আপনার পুত্র মহাবীর দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা যে আমার ও পিতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতা পুত্রেও যে তাহাদিগের প্রীতিভাজন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সংগ্রাম সময়ে সেরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কৃপ ও হার্দ্দিক্যের সহিত মিলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করত নিমেষমধ্যে পাণ্ডব সেনাগণকে সংহার করিতে পারি। আর যদি আমরা সংগ্রামে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণও নিমেষ মধ্যে কৌরবসেনা নিঃশেষিত করিতে পারে, কিন্তু আমরা উভয় পক্ষেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া পরস্পরের তেজপ্রভাবে পরস্পরের তেজ প্রশমিত হইতেছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে বলপূর্ব্বক বিপক্ষ সেনা পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বলবীর্য্যশালী পাণ্ডুপুত্রগণ আপনাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তাহারা কেন না তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবে? তুমি নিতান্ত লুব্ধ, নিকৃতিপরতন্ত্র, সর্ব্ব বিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই সতত আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাক। যাহা হউক, আমি জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্নবান্ হইয়া তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে গমন করিতেছি। অদ্য আমি তোমার হিত সাধনার্থ পাঞ্চাল, সোমক, কৈকয় ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক শত্রুর প্রাণ সংহার করিব। অদ্য চেদী, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবে। অদ্য আমি সংগ্রামে এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও সোমকগণ ইহলোক দ্রোণপুত্রময় অবলোকন করিবে। ধর্ম্মনন্দন পাঞ্চাল ও সোমকগণকে আমার বাণে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইবে। ফলতঃ অদ্য যে যে বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। তাহারা কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

হে মহারাজ! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিলেন এবং কৈকয় ও পাঞ্চালগণকে কহিলেন হে মহারথগণ! তোমরা স্থির চিত্তে যুদ্ধ করত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক আমারে প্রহার কর। বীরগণ দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সকলেই তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডুতনয়দিগের সমক্ষেই তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের দশ জনকে ভূমিসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ অশ্বত্থামার শরে তাড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীর নিস্বন, সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত, সমরে অপরাঙ্মুখ একশত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণপুত্রের প্রতি গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে নির্ব্বোধ আচার্য্যপুত্র! সামান্য যোধগণকে বিনাশ করিলে কি হইবে; যদি বীরপুরুষ হও তবে আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার প্রাণ সংহার করিব, তুমি ক্ষণ কাল অবস্থান কর। প্রবল প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মধুলোলুপ ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে গমন করে, তদ্রূপ সেই ধৃষ্ট-

হ্যম্ন-নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করিল। তখন শরপাণি মহাবীর দ্রোণপুত্র এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পাদাহত পন্নগের ন্যায় ক্রোধভরে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি স্থির হইয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; আমি অবিলম্বেই নারাচ দ্বারা তোমারে যমরাজের রাজধানী প্রেরণ করিব।

অবাতিপাতন অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারে একবারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালতনয় দ্রোণপুত্রের শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারে তর্জ্জন করত কহিলেন, হে বিপ্রতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমারে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত দ্রোণ জীবিত থাকিতে তোমারে বিনাশ করিলাম না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী সুপ্রভাত হইলে অগ্রে তোমার পিতারে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমারে শমন সদনে প্রেরণ করিব; অতএব এই সময়ে স্থির চিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি ও কৌরবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কখনই আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাধম! যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হয়, তোমার ন্যায় সে ক্ষত্রিয়েরই বধ্য হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, দ্বিজোত্তম অশ্বত্থামা তাঁহারে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া ক্রোধারুণ লোচনে দগ্ধ করতই যেন, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনা পরিবৃত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের শরনিপাতে নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না; প্রত্যুত স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া অশ্বত্থামার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রোষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর বীর দ্বয় প্রাণপণে পরস্পর পরস্পরের শর সন্নিপাত নিবারণ ও চারিদিকে বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি আকাশগামিগণ অশ্বত্থামা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর বধার্থী বিকট বেশ বীর দ্বয় শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া অলক্ষিত রূপে অতি সুন্দর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বধে কৃতসংকল্প হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগকে অরণ্যমধ্যস্থ মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীরুজনের ভয়জনক তুমুল যুদ্ধ কালে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে কিয়ৎক্ষণ কাহারই জয় পরাজয় লক্ষিত হইল না।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের কোদণ্ড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অশ্ব চতুষ্টয়, পার্শ্বরক্ষকদ্বয় ও সারথীরে ছেদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বিস্তার পূর্ব্বক সহস্র সহস্র পাঞ্চালসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বত্থামার সেই অদ্ভুতকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল। তখন অশ্বত্থামা এককালে এক এক শত শরে এক এক শত পাঞ্চালকে ও সুশাণিত তিন তিন শরে তিন তিন মহাবীরকে সংহার করত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই বহুসংখ্য পাঞ্চালকে বিনাশ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তাঁহাদিগের রথধ্বজ সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বর্ষাকালীন নীরদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। হুতাশন যেমন যুগান্তকালে ভূত সমুদায়কে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র বলসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরবগণ সেই অরাতিনিপাতন সুররাজসদৃশ দ্রোণপুত্রকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীম অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সহিত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্ত্তগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর ভীম যুদ্ধদুর্ম্মদ অভীষাহ ও শূরসেনদিগকে শরনিকরে ছেদন করিয়া রুধিরধারায় ধরাতল কর্দ্দমময় করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়, যৌধেয়,

অত্রিজ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দ্বিরদগণ বেগগামী নারাচ নিকরে সমাহত হইয়া দ্বিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। করিশুণ্ড সকল খণ্ড খণ্ড ও ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠমান হওয়াতে সমর ভূমি জঙ্গম ভুজঙ্গ সমুদায়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনক চিত্রিত চক্র সকল চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমর ভূমি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় দ্রোণের রথাভিমুখে নির্ভয়ে সংহার কর, প্রহার কর, বিদ্ধ কর ও ছেদন কর ইত্যাকার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণের অস্ত্র প্রভাবে সমাহত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুন আচার্য্যের দক্ষিণ পার্শ্ব ও ভীমসেন বামপার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালগণ, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও সোমকগণ ভীম ও অর্জ্জুনের অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষ মহারথগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং সৈন্যগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই সুযোগে সেই কৌরব সৈন্যদিগকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোন কোন মহীপালও স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ, রাজা, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোধগণ কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে সারথিরে কহিলেন, সূত! অবিলম্বে আমারে সোমদত্ত সমীপে সমানীত কর; আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, ঐ কৌরবাধমের প্রাণ সংহার না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইব না। সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অস্ত্রাঘাতসহিষ্ণু; সিন্ধুদেশীয় অশ্ব সমূহ পরিচালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে দৈত্যবধোদ্যত সুররাজের অশ্বগণ তাঁহারে যেরূপ বহন করিয়াছিল, সাত্যকির অশ্বগণও তাঁহারে তদ্রূপ বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবাহু সোমদত্ত সাত্যকিরে মহাবেগে সংগ্রামাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া বারিধারার ন্যায় শরবর্ষণ পূর্ব্বক জলধর দিনকরকে যেরূপ আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারে আচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকিও অসংভ্রান্ত চিত্তে কুরুশ্রেষ্ঠ সোমদত্তকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সোমদত্ত যুযুধানকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও তাঁহারে নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে রোষ কষায়িত লোচনে পরস্পরকে দগ্ধ করতই যেন রথমার্গে মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক বারিবর্ষী অম্বুদের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ বীর দ্বয় শরসংভিন্ন কলেবর হইয়া শল্লকী দ্বয়ের ন্যায়, সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতাবৃত বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় এবং শরসন্দীপিত কলেবর হইয়া উল্কা সমবেত কুঞ্জর দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহারথ সোমদত্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদনপূর্ব্বক প্রথমত তাঁহারে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বরে সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সোমদত্তকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে ভল্ল দ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সোমদত্ত স্বীয় ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নতপর্ব্ব সুবর্ণ পুঙ্খ শত বাণে তাহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ সোমদত্তও সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া যুযুধানকে শরনিকরে আবৃত করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, সোমদত্তও তাঁহারে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন যুযুধানের রক্ষার্থ সোমদত্তকে দশ বাণে আহত করিলেন। সোমদত্ত তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভীমসেনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সুদৃঢ় ভীষণ পরিঘাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

কুরুকুলোদ্ভব সোমদত্ত তদ্দর্শনে হাস্যমুখে সেই ঘোরদর্শন পরিঘাস্ত্র দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লৌহ নির্ম্মিত বৃহৎ পরিঘ দ্বিধা ছিন্ন হইয়া বজ্রবিদারিত ভূধর শিখরের ন্যায় পতিত হইল।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এক ভল্লে সোমদত্তের শরাসন ও পাঁচ শরে শরমুষ্টি ছেদন করিয়া চারি বাণে তুরঙ্গমগণকে যমরাজ সদনে প্রেরণ করত আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া প্রজ্জ্বলিত পাবক সদৃশ অতি ভয়ানক সুবর্ণ পুঙ্খ শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শৈনেয় বিমুক্ত শর শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। মহারথ সোমদত্ত সাত্যকির সেই শর প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সোমদত্তকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল।

এ দিকে পাণ্ডবগণ সমুদায় প্রভদ্রক ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে দ্রোণ সৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই তাঁহার সৈনিক পুরুষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ সাত বাণে বিদ্ধ করিলে রাজা যুধিষ্ঠিরও ক্রোধ ভরে দ্রোণকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভারদ্বাজ যুধিষ্ঠিরের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ ও কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র শরে দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্য এই রূপে যুধিষ্ঠিরের শরনিকরে নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল রথোপরি অবসন্ন হইয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠির নির্ভীক চিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই বায়ব্যাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া আচার্য্যের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য সত্বরে অন্য কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শাণিত ভল্লে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! ঐসময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন হে মহাবাহো! আমি আপনারে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, উনি সর্ব্বদা আপনার গ্রহণে যত্ন করিতেছেন, অতএব উহাঁর সহিত সংগ্রাম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ যিনি উহাঁর বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই উহার বধসাধন করিবেন। অতএব আপনি আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করুন। নরপতিরা ভূপাল ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধাভিলাষ করেন না। অতএব যে স্থানে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন।

অরাতিনিপাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দ্রুতবেগে ভীমসেন সমীপে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় কৌরব সৈন্য সংহার করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বর্ষাকালীন মেঘ গর্জ্জন সদৃশ রথ নির্ঘোষে ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অরাতিনিপাতন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সেইপ্রদোষ সময়ে পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভয়ানক যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত এবংঅন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত হইলে ক্ষত্রিয় প্রধান যোধগণ পরস্পরকে আর নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমান দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ এবং ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি ইহারা উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা চারি দিকে ধাবমান হইল এবং স্খলিত বুদ্ধি হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত বিমোহিত হইয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণীগণ সেই ঘোরতর তিমির পরিপূর্ণ, সমরস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সেই অন্ধকার প্রভাবে তোমাদিগকে এইরূপে আলোড়িত করিলে তোমরা হীনতেজ হইয়া কি মনে করিতে লাগিলে? আর কিরূপেই বা

সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অস্মৎ পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ দৃষ্টিগোচর হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময়ে সেনাপতিগণ দ্রোণের আদেশানুসারে হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ উহার অগ্রে, শল্য পশ্চাদ্ভাগে এবং অশ্বত্থামা ও শকুনি পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই সৈন্যগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত পদাতিদিগকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে পদাতিগণ। তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রজ্বলিত প্রদীপ সমুদায় গ্রহণ কর। পদাতিগণ তাঁহার আদেশানুসারে হৃষ্ট মনে প্রদীপ গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কুতূহল সহকারে নভোমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেবতারা এবং মহর্ষি নারদ ও পর্ব্বত দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠানার্থ সুগন্ধি তৈলসংযুক্ত প্রদীপ সকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্য সকল অগ্নিপ্রভা এবং মহার্হ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মার্জ্জিত দিব্য শস্ত্র প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতিরথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। তখন সেই দীপমালা আপনার সৈন্যগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ প্রদীপহস্ত পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল।

এইরূপে সেই সৈন্যগণ প্রকাশিত হইলে হুতাশন সদৃশ তেজস্বী দ্রোণ তাহাদের মধ্যে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। প্রদীপ প্রভা সুবর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, বিশুদ্ধতূণীর ও শস্ত্র সমুদায়ে প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং শৈক্যগদা, শুভ্র পরিঘ ও শক্তি মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রশ্মিজাল দ্বারা সমধিক আলোক বিস্তার করিল। তখন যোদ্ধাদিগের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীপ্ত মহোল্কা ও দোদুল্যমান সুবর্ণ মালা সকল সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সৈন্য শস্ত্র, দীপ ও আভরণ প্রভায় সাতিশয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শোণিতসিক্ত শাণিত শস্ত্র সমুদায় বীরগণ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। শত্রু সংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান কম্পিত কলেবর মনুষ্যগণের মুখমণ্ডল সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পাদপদল সমাচ্ছন্ন অরণ্য অনল প্রভাবে প্রদীপ্ত হইলে দিবাকরের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্কর কালে কৌরব সৈন্যগণের প্রভা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল।

তখন পাণ্ডবগণ ও কৌরব পক্ষীয় বল সমুদায় দীপমালায় শোভিত হইয়াছে অবগত হইয়া, স্বীয় সৈন্য মধ্যে পদাতিগণকে প্রতিবোধিত করিয়া সেই রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতি গজে সাত সাত, প্রত্যেক রথে দশ দশ, প্রতি অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুই প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। ধ্বজ এবং সমস্ত সেনার পার্শ্ব, পশ্চাৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইল। হে রাজন্! এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিগণের হস্তে অসংখ্য দীপ থাকাতে পাণ্ডবসেনা আলোকময় হইল। হে মহারাজ! সেই সমুদায় সৈন্য প্রদীপ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া দিবাকরাভিগুপ্ত হুতাশনের ন্যায় সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় প্রদীপ প্রভা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্ সমুদায়ে অভিব্যাপ্ত হইলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায় সুস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ নভোমণ্ডলগত আলোক প্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তখন সেই সংগ্রাম স্থল দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ এবং রণ নিহত দেবলোক প্রস্থানোদ্যত যোধগণে একান্ত সমাকুল হইয়া সুরলোক সদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় সেই রথ, অশ্ব ও নাগগণে সমাকুল দীপ সমুদায়ে প্রদীপ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বকুলে সঙ্কুল সংরব্ধ যোধগণে সমাকীর্ণ অসংখ্য নরনাগাশ্ব সম্পন্ন বল সমুদায় সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে শক্তি সকল প্রচণ্ড বায়ু, রথ সমুদায় মেঘ গজ ও অশ্বগণের গভীর গর্জ্জন মহা নির্ঘোষ ও রুধির প্রবাহ অম্বুধারা স্বরূপ প্রতিয়মান হইল। হে মহারাজ! মধ্যাহ্নকালীন শারদ দিবাকর যেমন করজালে সকলকে সন্তপ্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অনলকল্প সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! এই রূপে সেই ধূলি জাল সমাচ্ছাদিত রণস্থল প্রদীপশিখায় সুপ্রকাশিত হইলে রথী সকল পরস্পর বিনাশ মানসে শস্ত্র, প্রাস ও অসি ধারণ পূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া

পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্ন খচিত স্বর্ণ দণ্ড ও দেব গন্ধর্ব্ব গৃহীত গন্ধ তৈল সুবাসিত সমধিক উজ্জ্বল দীপের প্রভায় রণভূমি গ্রহপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। মহোল্কা সকল লোকের অভাবে বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে প্রদোষ সময়ে পাদপ সমুদায় খদ্যোত পরিপূর্ণ হইয়া যেরূপ শোভমান হয়, দিগ্মণ্ডল প্রদীপ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে হস্ত্যারোহীগণ হস্ত্যারোহীগণের সহিত, অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীগণের সহিত এবং রথীগণ রথীগণের সহিত কুতূহল সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ সেনা ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন সত্বরে মহীপালগণকে বিনাশ করত কৌরব সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ একান্ত অসহিষ্ণু মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধভরে আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমাদিগের মন কি রূপ হইল এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কি কর্ত্তব্য অবধারণ করিল? কোন্ কোন্ বীর অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন? আর কোন্ কোন্ বীরই বা তৎকালে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে সঞ্জয়। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র ও কোন্ কোন্ বীর বাম চক্র এবং কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন? আর কাহারাই তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন? হে সঞ্জয়। যিনি রথমার্গে নৃত্য করতই যেন, পাঞ্চাল সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ধূমকেতুর ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চাল মহারথদিগকে শরানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর দ্রোণ কি রূপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন? হে সঞ্জয়। তুমি বিপক্ষদিগকে অব্যগ্র, অপরাজিত ও হৃষ্ট এবং মৎ পক্ষীয় রথীগণকে রথ শূন্য ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে নিহত, বিবর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থী দ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই রজনীতে স্বীয় বশম্বদ ভ্রাতা, মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন সুপার্শ্ব, দুর্দ্ধর্ষ ও দীর্ঘবাহু এবং তাঁহাদিগের পদানুগগণকে কহিলেন যে, তোমরা যত্নসহকারে দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা কর। হার্দ্দিক্য তাঁহার দক্ষিণ চক্র এবং শল্য বাম চক্র, হতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ তাঁহার পুরোভাগ রক্ষণে নিযুক্ত হউন। আচার্য্য ক্ষমাশীল, বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ সাতিশয় যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতেছে, অতএব তোমরা ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা কর। আচার্য্যও বলবান্, ক্ষিপ্রহস্ত ও পরাক্রমশালী। সোমকগণ সমবেত পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, তিনি একাকী দেবগণকেও পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যের রক্ষণে যত্নবান্ হও। পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কোন বীরই আচার্য্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব প্রাণপণে তাঁহারে রক্ষা করিলে তিনি অনায়াসে সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন। সেনামুখস্থিত সৃঞ্জয়গণ নিহত হইলে অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপতিত করিবেন। অর্জ্জুন মহারথ কর্ণের নিকট পরাজিত হইবে এবং আমিও বর্ম্মধারী ভীমসেন প্রভৃতি অবশিষ্ট পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। তাহা হইলে অন্যান্য যোধগণ সহসা হীনবীর্য্য ও আমার অনন্তকালব্যাপী জয়লাভ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা কর।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই নিশাকালে সৈন্যগণকে এই রূপ আদেশ করিলে পর, বিজয়াভিলাষী উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে এবং কৌরবগণ অর্জ্জুনকে নানাবিধ শস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজকে এবং দ্রোণাচার্য্য সৃঞ্জয়গণকে সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত পাণ্ডু পাঞ্চাল ও কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ আমাদিগের বা পূর্ব্বতন লোকদিগের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই সর্ব্ব ভূত বিনাশন ভীষণ রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের বিনাশের নিমিত্ত পাণ্ডব পাঞ্চাল ও সোমকগণকে সম্মুখাভিবর্ত্তিত ভাবদ্বাজের বিনাশে আদেশ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর রব করত দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অস্মৎ

পক্ষীয় বীরগণও রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে শক্তি, উৎসাহ ও পরাক্রমানুসারে তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। সংগ্রাম নিপুণ কুরুকুলোদ্ভব ভূরি সাত্যকিরে মত্তদ্বীপের ন্যায় দ্রোণাভিমুখে গমন ও চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ সহদেবকে দ্রোণাচার্য্যের গ্রহণে যত্নবান্ দেখিয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া ব্যাদিতাস্য শমনের ন্যায় সমাগত প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শকুনি সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ যোধগণাগ্রগণ্য নকুলকে, কৃপাচার্য্য মহারথ শিখণ্ডীরে, দুঃশাসন ময়ূর সবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে সমারূঢ় প্রতিবিন্ধ্যকে, পিতৃতুল্য প্রভাবশালী অশ্বত্থামা মায়াবিশারদ সম্মুখাগত ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচকে, বৃষসেন অসংখ্য সৈন্য ও পদানুগগণে পরিবৃত দ্রোণ গ্রহণার্থী দ্রুপদকে, ক্রুদ্ধচিত্ত মদ্ররাজ দ্রোণ নিধনার্থ সমাগত বিরাটকে, নিশাচর প্রধান অলম্বুষ যোধগণাগ্রগণ্য মহারথ অর্জ্জুনকে এবং আপনার পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন নকুল তনয় শতানীককে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহারে রুদ্ধ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অরাতিমর্দ্দন ধনুর্দ্ধর দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হস্ত্যারোহী যোধগণ বিপক্ষপক্ষীয় হস্ত্যারোহীগণের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। তুরঙ্গগণ পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অশ্বারোহীগণ প্রাস শক্তি ও ঋষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করত অশ্বারোহীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ গদা মুষল প্রভৃতি নানাস্ত্র দ্বারা সমরে পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তীরভূমি যেমন উদ্ধত অর্ণবকে নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হার্দ্দিক্যকে প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধর্ম্মরাজের আস্ফালনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দশ শরে হার্দ্দিক্যের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হার্দ্দিক্য ধর্ম্মনন্দনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহারে সাত শরে নিপীড়িত করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার কার্ম্মুক ও শরমুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্ল প্রয়োগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত ভল্ল কৃতবর্ম্মার মহামূল্য হেমপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া বল্মীক মধ্যে প্রবিষ্ট ভীষণ ভুজগের ন্যায় ভূগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর হার্দ্দিক্য নিমেষ মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার প্রতি এক ভুজগ সদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পাণ্ডব প্রেরিত হেম চিত্রিত শক্তি হার্দ্দিক্যের দক্ষিণ ভুজদণ্ড ভেদ করিয়া ভূগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে হার্দ্দিক্যকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবীর হার্দ্দিক্য তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হার্দ্দিক্যও এক নিশিত ভল্ল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির এক সুবর্ণদণ্ড তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য যুধিষ্ঠির পরিত্যক্ত তোমর সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে শরনিকরে ধর্ম্মনন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বর্ম্মের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্ম হার্দ্দিক্য শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট তারকা স্তবকের ন্যায় ধরাতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃতবর্ম্মার শরে ছিন্নবর্ম্মা, রথশূন্য ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য ধর্ম্মপুত্রকে পরাজয় করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য সমুদায় রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর ভূরি সমাগত মত্তমাতঙ্গ বক্র[illegible]রথ সাত্যকিরে নিবারণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত পাঁচ শরে তাঁহারে বিদ্ধ

করিলে তাঁহার দেহে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলোদ্ভব ভূরিও যুদ্ধ দুর্ম্মদ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে সেই ক্রোধান্ধ অন্তক সদৃশ মহাবীরদ্বয় রোষারুক্ত নয়নে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত এবং সুদারুণ শরবৃষ্টি দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল তাঁহাদের সমানরূপ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি হাসিতে হাসিতে মহাত্মা ভূরির কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরি শত্রু শরে ছিন্ন শরাসন ও অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি শত্রু শরে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহাবেগে ভূরির বিপুল বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভূরি সেই সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে চূর্ণ কলেবর হইয়া আকাশ ভ্রষ্ট, দীপ্ত রশ্মি মঙ্গল গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ অশ্বত্থামা দ্রুতবেগে যুযুধানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত জলধর যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ অশ্বত্থামারে সাত্যকির রথাভিমুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর; প্রাণসত্ত্বে আমার নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। কার্ত্তিকেয় যেমন মহিষকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি তোমারে বিনাশ করিব। হে ব্রহ্মন্! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধ শ্রদ্ধা অপনীত করিব, সন্দেহ নাই। রোষতাম্রাক্ষ অরাতিঘাতন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামারে এই কথা বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট কেশরী যেমন করীন্দ্রকে আক্রমণ করিতে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং জলধর যেমন ধরাতলে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাহার উপর রথাক্ষপরিমিত ইষুজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রোণপুত্র আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা সেই রাক্ষস নির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া তাহার উপর এক শত মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঘটোৎকচ আচার্য্য পুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর মধ্যে সলোম শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অশনিসম শব্দায়মান ভীষণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বরাহকর্ণ, নালীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শর সমূহে অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অনাকুলিত চিত্তে দিব্য মন্ত্রপূত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমীরণ যেমন জলধর পটল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস নির্ম্মুক্ত অশনি সন্নিভ সুদুঃসহ শরজাল নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, আকাশপথে শর সমুদায় পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। সেই বীর দ্বয় নির্ম্মুক্ত শর সমুদায়ের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডল সন্ধ্যা সময়ে খদ্যোত পুঞ্জে বিচিত্রিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে দ্রোণপুত্র শরজাল দ্বারা দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার পুত্রগণের হিতার্থ ঘটোৎকচকে অসংখ্য শরে সমাকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর সেই ঘোরতর রজনীযোগে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নি সদৃশ দশ বাণে দ্রোণনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা গাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পাদপের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিলেন এবং মোহপ্রাপ্ত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ দ্রোণতনয়কে নিহত বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামারে তদবস্থ দেখিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বামকরে কার্ম্মুক গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে এক যমদণ্ডোপম ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুপুঙ্খ শর রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ দ্রৌণী নির্ম্মুক্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ মোহাবিষ্ট হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। তখন সারথি তাঁহারে বিমোহিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে অশ্বত্থামার নিকট হইতে অপবাহিত করিল। মহারথ অশ্বত্থামা এই রূপে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও যোধ সমুদায় কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেনকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নয় শরে বিদ্ধ করিলে তিনি তাঁহারে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা উভয়ে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন পাঁচ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম নিশিত শরে কুরুরাজের ধ্বজ ও কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহারে সন্নতপর্ব্ব নবতি শরে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে নিশিত শরনিকরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুর্য্যোধন বিমুক্ত শর সমুদায় ছেদন করিয়া তাঁহারে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা ভীমের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে নিশিত সাত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার সেই কার্ম্মুকও ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পুত্র জয়শালী দুর্য্যোধন পাঁচ বার ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন বারংবার শরাসন ছিন্ন হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক সর্ব্ব লৌহময় সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমভগিনী তুল্য হুতাশন সমপ্রভ ভীষণ শক্তি নভোমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন যোধগণের সমক্ষে উহা অর্দ্ধ পথে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে মহাবেগে দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া এক প্রভা বিশিষ্ট গুরুতর গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজের রথ ও অশ্বগণ সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন দুর্য্যোধন ভীমের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহাত্মা নন্দকের রথে সমারূঢ় হইলেন। ভীমসেন সেই রজনীতে মহারথ দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া কৌরবগণকে তর্জ্জন করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার সেনাগণও নরপতিরে মৃত বোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষীয় যোধগণের আর্ত্তনাদ ও মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া মহাবেগে বৃকোদর সমীপে আগমন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও চেদিগণ দ্রোণের বিনাশ বাসনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর ঘোর তিমির নিমগ্ন, পরস্পর প্রহার নিরত যোধগণের সমক্ষে বিপক্ষ দলের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সহদেবকে দ্রোণ সন্নিধানে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহারে প্রথমতঃ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কর্ণও তাঁহারে নতপর্ব্ব শত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার জ্যাসম্পন্ন কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীপুত্র সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শরনিকরে সহদেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া অবিলম্বে ভল্লাস্ত্রে সারথিরে সংহার করিলেন। তখন সহদেব রথশূন্য হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ করিয়া এক সুবর্ণ খচিত অতি গুরুতর ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেইসহদেব প্রেরিত গদা আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব গদা নিষ্ফল হইল দেখিয়া সত্বরে কর্ণের প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে সূতপুত্র শরনিকরে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর মাদ্রী তনয় সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়াই যেন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক রথচক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূতনন্দন সেই কালচক্র সদৃশ রথচক্র আগমন করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব তাঁহার প্রতি ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র, বিবিধ যুগ, হস্ত্যঙ্গ এবং নিহত অশ্ব ও মনুষ্য সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ণও শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীতনয় আপনারে আয়ুধ শূন্য ও কর্ণের শরনিকরে নিবারিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ক্ষণকা

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হাস্যমুখে অতি নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে সহদেব! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রথীগণের সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে মাদ্রেয়! তুমি আমার বাক্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। মহাবীর কর্ণ সহদেবকে এই কথা বলিয়া কার্ম্মুক কোটি দ্বারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করত পুনরায় কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, ধনঞ্জয় পরম যত্ন সহকারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এক্ষণে তুমি অবিলম্বে তাহার সন্নিধানে, না হয়, গৃহাভিমুখে গমন কর।

হে মহারাজ! মহাবথ কর্ণ সহদেবকে এই রূপ কহিয়া হাস্যমুখে পাঞ্চাল সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়াই মৃতকল্প সহদেবকে বিনাশ করিলেন না। তখন সহদেব কর্ণ শরে নিপীড়িত, বাক্‌শল্যে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্ব্বেধ প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বরে পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীব মদ্ররাজ দ্রোণাচার্য্যের আক্রমনার্থ সসৈন্যে সমাগত বিরাট নৃপতিরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ দুই মহাধনুর্দ্ধরের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মদ্ররাজ সত্বরে নতপর্ব্ব শত শর দ্বারা সেনাপতি বিরাট নৃপতিরে আঘাত করিলে বিরাটরাজ প্রথমতঃ শাণিত নব শরে মদ্ররাজকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য বিরাটরাজের চারি অশ্ব বিনাশ পূর্ব্বক দুই বাণে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিরাট নৃপতি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর বিরাটকে অশ্ববিহীন অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে রথারোহণে মদ্ররাজ সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শতানীক নিহত হইলে বাহিনীপতি বিরাট তাঁহার রথে আরোহণ করিয়া নয়ন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশ করত শরনিকরে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য ক্রোধভরে সেনাপতি বিরাটরাজের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিরাট নৃপতি শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মূর্চ্ছাগত হইলেন। সারথি তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া সত্বরে সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিল। তখন সেই বহুল পাণ্ডব সৈন্য শল্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব তদ্দর্শনে সত্বরে শল্য সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ তুরঙ্গবদন ঘোর দর্শন পিশাচ গণে সংযুক্ত, রক্তার্দ্র ধ্বজপট পরিশোভিত, মাল্য বিভূষিত, ঋক্ষচর্ম্ম সংবৃত, বিচিত্র পক্ষ, বিকটাক্ষ, অনবরত শব্দায়মান, গৃধ্ররাজ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উন্নত ধ্বজ দণ্ড সম্পন্ন, অষ্ট চক্র বিশিষ্ট, লৌহময় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতি রোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিদলিত অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ রাক্ষসরাজ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন অলম্বুষের সহিত অর্জ্জুনের গৃধ্র, কাক, বল, উলুক, কঙ্ক ও গোমায়ুগণের হর্ষ বর্দ্ধন; দর্শকগণের প্রীতিকর, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন ছয় শরে রাক্ষস অলম্বুষকে নিপীড়িত ও শাণিত দশ বাণে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন শরে তাহার সারথি, তিন শরে ত্রিবেণু, এক শরে কার্ম্মুক ও চারি শরে অশ্ব চতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস অলম্বুষ পুনরায় জ্যাসম্পন্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া তাহারে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষ অর্জ্জুন শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অলম্বুষকে পরাজয় করিয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বে দ্রোণ সন্নিধানে ধাবমান হইলেন। দ্রোণ সৈন্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমীরণোন্মূলিত মহীরুহ সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত মৃগযূথের ন্যায় সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

একোনপঞ্চসত্যধিক শততম অধ্যায়

মহারাজ! এ দিকে অপনার পুত্র চিত্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলনন্দন নারাচাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে চিত্রসেন তাঁহারে প্রথমতঃ নিশিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুলকুমার নতপর্ব্ব শরনিকরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্ম্মবিহীন হইয়া নির্ম্মোক নির্মুক্ত ভুজগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলতনয় সুনিশিত শরজালে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহারথ চিত্রসেন বর্ম্মহীন ও শরাসন বিহীন হইয়া ক্রোধভরে অরাতি বিদারণ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শতানীককে নতপর্ব্ব শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শতানীক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিরে নিপতিত করিলেন। বলবান্ চিত্রসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নকুলতনয়কে পঞ্চবিংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সুবর্ণ মণ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথী, রথ ও শরাসন বিহীন হইয়া মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণপুত্র বৃষসেন মহারথ দ্রুপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন ষষ্টি শরে কর্ণপুত্রের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া রথস্থ দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া সলোম শল্লকী দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব সরল শরনিকরের আঘাতে তাহাদের কলেবর শোণিতাক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় ও বিকসিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন দ্রুপদকে প্রথমতঃ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি ও তৎপরে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক এক বারে সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করত বর্ষমান মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা বৃষসেনের শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুবর্ণ মণ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে সুবর্ণবদ্ধ নিশিত ভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সংযোজন পূর্ব্বক সোমকগণকে ভীত করত দ্রুপদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষসেন নিক্ষিপ্ত ভল্ল দ্রুপদরাজের হৃদয় ভেদ করিয়া বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। সারথি আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহারে লইয়া পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ পাঞ্চালরাজ সমর পরিত্যাগ করিলে কৌরব সৈন্যেরা সেই ভীষণ রজনীযোগে বর্ম্মহীন দ্রুপদ সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে প্রদীপ সকল ইতস্ততঃ প্রজ্বলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মেঘ শূন্য আকাশমণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গদ সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিদ্যুদ্দাম রঞ্জিত জলদ পটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তারকাসুরের সংগ্রাম সময়ে দানবগণ যেমন ইন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ সোমকগণ বৃষসেনের শরনিকরে সমাহত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণতনয় তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র নরপতি মধ্যে এক মাত্র বৃষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণনন্দন সোমক মহারথগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র মহারথ দুঃশাসন প্রতিবিন্ধ্যকে অরাতি নিধনে নিতান্ত তৎপর দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয় সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলস্থ বুধ শুক্রাচার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর দুঃশাসন অতি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং দুঃশাসনকে প্রথমতঃ নয় ও তৎপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র তীক্ষ্ণ শরনিকরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার রথ, পতাকা, তূণীর, রথী ও যোক্ত্র

সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা প্রতিবিন্ধ্য রথ বিহীন হইয়াও শরাসন হস্তে অবস্থান পূর্ব্বক অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত আপনার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে ক্ষুরপ্র অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহারে দশ শরে তাড়িত করিলেন। অনন্তর প্রতিবিন্ধ্যের ভ্রাতৃগণ তাঁহারে রথ বহীন অবলোকন করিয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসোমের ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয়েরা দুঃশাসনের সাহায্যার্থ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবেষ্টিত করিয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রজনীযোগে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যমরাজ্য বর্দ্ধন তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল সুবলনন্দন নকুলকে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই বদ্ধবৈর মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে সংহার করিবার মানসে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি অনবরত শর নকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শর প্রয়োগ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষা বল প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্রূপ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয় শরনিকরে সমাচ্ছন্ন কলেবর হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও শাল্মলী বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের বর্ম্ম শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন ও কলেবর রুধিরধারায় সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও বিকসিত কিংশুক পাদপ দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা লোচন যুগল বিস্তার পূর্ব্বক রোষানলে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন, কুটিলভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুবলতনয় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে নিশিত কর্ণি দ্বারা নকুলের হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল তন্নিক্ষিপ্ত কর্ণি অস্ত্রে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথমধ্যে বিষণ্ণ ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল বৈরী নকুলকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ব্যাদিত বদন কৃতান্তের ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহারে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ দুই খণ্ডে ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পীত নিশিত একমাত্র শরে তাহার উরুদ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষ শ্যেনের ন্যায় তাহারে তৎক্ষণাৎ রথ মধ্যে নিপাতিত করিলেন। তখন সুবলতনয় নকুল নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নায়ক যেমন কামিনীরে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ ধ্বজযষ্টি আলিঙ্গন পূর্ব্বক রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সেনামুখ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল এই রূপে শকুনিরে পরাজয় করিয়া সারথিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! তুমি এক্ষণে আমারে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সমানীত কর। সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রোণসৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালন করিতে লাগিল।

এদিকে কৃপাচার্য্য মহাবল শিখণ্ডীরে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে মহাবেগে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শিখণ্ডী কৃপকে দ্রোণের সাহায্যার্থ দ্রুত বেগে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নয় বাণে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীরে প্রথমতঃ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরাসুর ও সুররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীর দ্বয়ের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় নভোমণ্ডল শরবৃষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই যুদ্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিল। যোদ্ধাদিগের সেই ভয়জনক ঘোর রজনী কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কৃপাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া শাণিত শর বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি রুক্মদণ্ড, অকুণ্ঠিতাগ্র, কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত একভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য

সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী সেই আচার্য্য নির্ম্মুক্ত শরজাল প্রভাবে অবসন্ন হইয়া রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাঁহারে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রুপদতনয়কে একান্ত অবসন্ন ও সমরে বিমুখ অবলোকন করিয়া সাহার্য্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আপনার আত্মজগণও বহুল বল সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরস্পর সম্মুখীন রথীগণের মেঘগর্জ্জন সদৃশ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ও গজারোহীগণ পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সংগ্রামস্থল অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে মেদিনী ভয় কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। যেমন বায়সেরা শলভ সমুদায় আক্রমণ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী রথে সমারূঢ়রথীগণ রথীদিগকে, মত্তমাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, রোষিত অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীদিগকেও পদাতিগণ পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই রাত্রিযোগে সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপ সকল অম্বরস্খলিত মহোল্কা সমুদায়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধতমসাবৃত তমস্বিনী প্রদীপ প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দিবসের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন জগদ্ব্যাপ্ত গাঢ় তিমির বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল সমর ভূমির ঘোরান্ধকার নিরাকৃত করিয়া ভূমণ্ডল, আকাশ মণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিল। সেই আলোক প্রভাবে বীরগণের শস্ত্র, বর্ম্ম ও মণি সমুদায়ের প্রভাবজাল তিরোহিত হইল। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রাত্রি যুদ্ধে যোধগণ আত্মপরিজ্ঞান বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহ বশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র, পিতারে মিত্র মিত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং আত্মীয়গণ আত্মীয়গণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম মর্য্যাদাশূন্য ও ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদৃঢ় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক বারংবার জ্যা কর্ষণ করত দ্রোণাচার্য্যের সুবর্ণ বিভূষিত রথের অভিমুখেধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল ওপাণ্ডবগণধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রেরাও পরম যত্ন সহকারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই রজনীযোগে উভয় পক্ষীয় সেনা সমবেত হইলেতাহাদিগকে বাতাহত, ক্ষুব্ধসত্ত্ব, অতি ভীষণ সমুদ্র দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে পাঁচ শর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতি শরে দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ভাস্বর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণশরবিদ্ধ প্রবল প্রতাপ ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বরে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করত আচার্য্যের বিনাশ বাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্রোণের প্রতি এক জীবিতান্তকারী ঘোরতর শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্ষিপ্ত শর উদিত দিবাকরের ন্যায় সৈন্য সমুদায়কে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। দেব, দানবও গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোরতর শর সন্দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নির্ম্মুক্ত শর আচার্য্য রথ সমীপে না আসিতে আসিতেই দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শর ছেদন করিয়া তাহারে শাণিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পাঁচ, দ্রোণ পাঁচ, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও শকুনি পাঁচ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে দ্রোণের পরিত্রাণার্থী সাত মহারথীর শরে বিদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ করত তাঁহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর দ্রুমসেন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে থাক্ থাক্ বলিয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রুমরাজের প্রতি অতিতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ প্রাণনাশক তিন শর নিক্ষেপ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন। পরিপক্ক তাল ফল যেমন বাতাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্রুম

সেনের দংশিতাধর মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় বীরগণকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক ভল্লে বিচিত্র যোদ্ধা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গুল ছেদন সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ স্বীয় শরাসন ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে অন্য ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চাল পুত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহারে বেষ্টন করিলেন। মহারাজ! এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব পক্ষীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিত হইলে যোধগণ তাঁহারে কাল কবলে নিপতিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যার্থ শর বর্ষণ করত তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। কর্ণ যুদ্ধ দুর্ম্মদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া দশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শূরগণের সমক্ষে কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থান কর, বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি ও বাসবের ন্যায় বলবান্ সাত্যকি ও মহাত্মা কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয় প্রধান সাত্যকি রথ নির্ঘোষে ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া রাজীবলোচন রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন শব্দে বসুধা কম্পিত করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাঠ, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর যুযুধানও কর্ণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমভাব হইল। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নিশিত শরনিকরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর যুযুধান স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের ও কর্ণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবীর্য্যশালী বৃষসেন সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ তদ্দর্শনে বৃষসেনকে নিহত বোধ করিয়া পুত্রশোকাকুলিতচিত্তে সাত্যকিরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথ যুযুধানও কর্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে বিবিধ বাণে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি দশ বাণে কর্ণকে ও পাঁচ বাণে বৃষসেনকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে উভয়ের শরমুষ্টি ও শরাসন দ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ও বৃষসেন সত্বরে অতি ভীষণ অন্য শরাসন দ্বয় গ্রহণ ও জ্যারোপণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই অসংখ্য বীরনিপাতন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সময়ে গাণ্ডীবের ভীষণ নিস্বন অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ রথ নির্ঘোষ ও গাণ্ডীব নিস্বন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান বীর ও কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া গাণ্ডীব ধ্বনি করিতেছে। অর্জ্জুনের পর্জ্জন্যনির্ঘোষ সদৃশ রথ নির্ঘোষও শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় স্বকার্য্য সাধনে সমুদ্যত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুন শরে বিদীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ হইতেছে। উহারা কোনক্রমেই এক স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। সমীরণ যেমন জলদজালছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এক্ষণে উহারা অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মহারাজ! ঐ দেখুন, যোদ্ধৃগণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকরে নিপতিত এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে। উহাদিগের কোলাহল এবং অর্জ্জুনের রথ সন্নিধানে নভোমণ্ডলে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভি নির্ঘোষ, হাহাকার শব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ দেখুন, সাত্যকি আমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। আর পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদরগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে যদি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিরে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। অতএব হে মহারাজ! আমরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমন্যুরে যেরূপে সংহার করিয়াছি, ঐ বীর দ্বয়কেও সেই রূপে সংহার করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখুন, ধনঞ্জয় সাত্যকিরে বহু সংখ্য কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত জানিয়া দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছে। অতএব আপনি সাত্যকি সন্নিধানে বহু সংখ্য রথীগণকে প্রেরণ করুন। যুযুধান অসংখ্য মহারথ পরিবৃত হইলে ধনঞ্জয় আর তাহারে ত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকিরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শকুনিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-

লেন, হে মাতুল। তুমি দশ সহস্র হস্তী ও দশ সহস্র রথে প রবৃত হইয়া ধনঞ্জয় সন্নিধানে গমন কর। দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, সুবাহু ও দুষ্প্রধর্ষণ ইঁহারা বহু সংখ্যা পদাতি সৈন্য পরিবৃত হইয়া তোমার অনুগমন করিবেন। তুমি এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও বাসুদেবকে সংহার কর। হে মাতুল। দেবগণ যেমন দেবরাজকে আশ্রয় করিয়া জয়াশা করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমারই উপর নির্ভর করিয়া জয়শা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে মহাবীর কার্ত্তিকেয় যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! মহাবল সুবলনন্দন রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ বহুসংখ্য সৈন্য ও আপনার পুত্রগণের সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সংহারার্থ যাত্রা করিলেন। এই রূপে সুবলনন্দন পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ অন্য অন্য বীরগণও সমবেত হইয়া যুযুধানকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিয়া তাঁহার ও পাঞ্চালগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ কৌরব পক্ষীয় নরপতিগণ সুবর্ণ ও রত্নে খচিত অসংখ্য রথ এবং বহুসংখ্য হস্তী ও অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথগণ সত্যবিক্রম সাত্যকির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর অরাতিনিপাতন সাত্যকি সেই বীরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উপর বিবিধ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব বিশিখ নিকর দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা গজ সমুদায়ের শুণ্ড, অশ্বগণের গ্রীবা ও বীরগণের কেয়ূরযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অসংখ্য শ্বেতছত্র ও চামর নিচয় নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি নক্ষত্রমালা মণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে প্রেতগণের চীৎকারের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল শব্দ সমুথিত হইল। সেই শব্দে রণভূমি পরিপূরিত হইলে সেই ঘোররূপা রজনী অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহারথ রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকি শরে সৈন্যগণকে উন্মূলিত অবলোকন এবং লোমহর্ষণ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে প্রদেশে ঐ তুমুল শব্দ সমুথিত হইতেছে, সেই স্থানে অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। সারথি তাঁহার আদেশানুসারে যুযুধানের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। বিজিতক্লম বিচিত্র যোদ্ধা রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর যুযুধান শোণিত লোলুপ শাণিত দ্বাদশ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন শৈনেয়ের শরে অগ্রে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষিত চিত্তে তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সমস্ত পাঞ্চালগণের সহিত কৌরবগণের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে আপনার মহারথ পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে অশীতি সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া সারথিরে ভূতলে নিপতিত করিলেন। তখন মহাবাহু দুর্য্যোধন সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকির রথের প্রতি নিশিত পঞ্চাশৎ শর পরিত্যাগ করিলেন। সাত্যকি লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই দুর্য্যোধন প্রেরিত শরনিকর নিবারণ করিয়া এক ভল্লে তাহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ বিহীন ও কার্ম্মুক বিহীন হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন সমর পরাঙ্মুখ হইলে সাত্যকি শরনিকর দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শকুনি বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানাশস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কাল প্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ অর্জ্জুনের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শকুনি সমরে পরাঙ্মুখ করিবার মানসে সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি রোষকষায়িতলোচনে বিংশতি শরে আরাতিঘাতন অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার রথের উপর শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বিংশতি বাণে শকুনিরে ও তিন তিন বাণে অপরাপর ধনুর্দ্ধারিগণকে বিদ্ধ করিয়া অরাতি নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিবারণ পূর্ব্বক বজ্রসমসায়ক সমুদায়ে আপনাদের যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে

বসুধাতল যোধগণের সহস্র সহস্র ছিন্নভুজ ও কলেবর দ্বারা, কুসুমে সমাবৃত, কিরীট কুণ্ডল মণ্ডিত, নিষ্কচূড়ামণি বিভূষিত, উদ্‌বৃত্ত লোচন ও দংশতাধর মস্তক সমুদায় দ্বারা চম্পক বিন্যস্ত পর্ব্বত সমূহে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বিপুল বিক্রম বীভৎসু সেই দুরূহ কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহার পুত্র উলূকের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সিংহনাদে মেদিনী মণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সত্বরে শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। সুবলনন্দন এইরূপে অর্জ্জুনশরে অশ্ব বিহীন হইয়া অবিলম্বে স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উলূকের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সমুত্থিত মেঘ দ্বয় যেমন পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ এক রথে সমারূঢ় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূক অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘাবলি যেরূপ সমীরণ প্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার সেনাগণ অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই গাঢ়তিমিরাবৃত রজনীতে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব অশ্ব পরিত্যাগ ও অনেকে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক সন্ত্রস্ত চিত্তে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আপনার যোদ্ধৃবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রসন্ন মনে শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত শর দ্বারা তাঁহার শরাসন মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নচাপ ধরাতলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর দ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া দেবরাজ যেমন অসুরসেনা সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে অসংখ্য কৌরব সৈন্য নিহত হইলে সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে বৈতরণী সদৃশ ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। সহস্র সহস্র নর, অশ্ব ও হস্তী উহার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে সেই কৌরব সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক দেবগণ পরিবৃত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীরগণও কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয়শালী হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সমক্ষে বারংবার সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর বাক্য প্রয়োগ সুনিপুণ আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণ মধ্যে কতকগুলিকে পাণ্ডবগণের শরে নিহত ও কতকগুলিকে পলায়মান দেখিয়া অবিলম্বে কর্ণ ও দ্রোণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা অর্জ্জুন শরে জয়দ্রথকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আমার সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া অরাতি বিনাশে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যদি আমারে পরিত্যাগ করাই আপনাদের অভিপ্রেত ছিল, তবে তৎকালে কি নিমিত্ত আপনারা পাণ্ডবগণকে সমরে পরাজয় করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আপনারা পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে স্বীকার না করিলে আমি কদাচ তাহাদের সহিত এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাম না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আমারে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দণ্ড ঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার মানসে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পাণ্ডবপক্ষীয় সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাবীর দ্বয়ের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শস্ত্র বিদগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণ রোষ পরবশ হইয়া সত্বরে সাত্যকিরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাজা দুর্য্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি সাত শরে যুযুধানকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডব সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজাল বিস্তার পূর্ব্বক অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরজাল প্রয়োগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিহন্যমান হইয়া তুমুল

আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্য এবং কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ সত্বরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইয়া অভিমুখেই উপস্থিত হইলেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য শমন সদনে গমন করিল। হতাবশিষ্ট সেনাগণ দ্রোণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধাবমান হইল। তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যগণ প্রদীপ পরিত্যাগ করিলে দিঙ্মণ্ডল গাঢতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কেহ কিছুই বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের দীপালোক প্রভাবে পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাদিগের পলায়ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়মান দেখিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে পাঞ্চালগণ বিনষ্ট ও পলায়িত হইলে মহাত্মা জনার্দ্দন নিতান্ত দীনমনা হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণ সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের সৈন্যগণ দ্রোণের শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে, কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পলায়মান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলাম।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেশব বৃকোদরকে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়ের হর্ষোৎপাদন করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে সখে! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী মহাবীর ভীমসেন সোমক ও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। অতএব আজি তুমি পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ ও ভীমের সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার কর। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সহিত দ্রোণ ও কর্ণ সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরাতিনিপাতনে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের নিকট আগমন করিল। অনন্তর সেই চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগর দ্বয়ের ন্যায় সমুত্তেজিত উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ সময় ধূলি পটল ও অন্ধকার প্রভাবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোদ্ধারা স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ংবর সভার ন্যায় সেই সমরাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইল। ঐসময় রণস্থল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনন্তর পুনরায় জয়শীল ও পরাজিত ব্যক্তিরা ক্রোধভরে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন যে যে স্থানে প্রদীপ সকল পরিদৃশ্যমান হইল, বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিভাবরী অতি প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে মর্ম্মভেদী দশ শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর দ্বয় পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পাঞ্চাল প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে কর্ণ সমীপে গমন করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তৎপরে তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোদ্যত হইলে ধর্ম্মসূনু যুধিষ্ঠির তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী কর্ণ সিংহনাদ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ প্রধ্মাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরাজিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের অভিমুখীন হইলেন। তৎকালে কর্ণের সারথিও তাঁহার রথে শঙ্খবর্ণ সিন্ধুদেশোদ্ভব, বেগগামী

অশ্ব অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিল। তখন মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ লব্ধলক্ষ্য মহাবীর রাধের পাঞ্চালবংশীয় মহারথদিগের প্রতি আয়ত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল সেনাগণ কর্ণ কর্তৃক মর্দ্দিত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেক অশ্ব, হস্তী ও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ ধাবমান হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণের মধ্যে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে অন্যান্য মহারথগণ স্ব স্ব গাত্র ও বাহন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলেও কিছু মাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। এই রূপে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় গণ নিতান্ত অস্থির চিত্ত হইয়া উঠিল। তখন তৃণস্পন্দনেও তাহাদিগের মনে কর্ণভ্রম উপস্থিত হইল। তাহারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকেও কর্ণজ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ চারি দিকে শরবর্ষণ করত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোধগণ কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যের শর প্রহারে বিচেতন প্রায় হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত পলায়ন করিতে লাগিল। কেহই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবার মানসে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এই ভীষণ রজনীতে প্রখর ভাস্করের ন্যায় অবস্থান এবং তোমার আত্মীয়গণ কর্ণ শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনাথের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। সূতপুত্র যে, কখন শর সন্ধান এবং কখনই বা শর নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণকে আকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক যাহাতে সূতপুত্রের বধ সাধন হয়, তাহা সম্পাদন কর।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কেশব! আজি ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়াছেন। দেখ, সৈন্যগণ বারংবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাদিগের সেনা সকল দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরে প্রধান প্রধান রথীদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছে। হে বৃষ্ণি শার্দ্দূল! ভুজঙ্গম যেমন কাহারও পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি এই সংগ্রামস্থলে সূতপুত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র কর্ণ সমীপে রথ সঞ্চালন কর। আজি হয় আমি উহার বিনাশ সাধন করিব, না হয় ঐ দুরাত্মাই আমার বধ সাধন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অলৌকিক বিক্রম শালী কর্ণকে সুররাজের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে দেখিতেছি। তুমিও ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। সূতপুত্র তোমার বধ সাধনার্থই দেদীপ্যমান মহোল্কা সদৃশ দেবরাজ প্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করত ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছে। অতএব তোমাদের সতত অনুরক্ত ও হিতৈষী মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের অভিমুখে গমন করুক। ঐ দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাক্ষস মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং দিব্য, আসুর ও রাক্ষস অস্ত্রে উহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, অতএব ঘটোৎকচ অবশ্যই কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

হে মহারাজ! কমললোচন অর্জ্জুন বাসুদেব কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র কবচ মণ্ডিত ভীমসেন কুমার অর্জ্জুনের আহ্বান শ্রবণ মাত্র খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহারে ও বাসুদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক সগর্ব্ব বচনে কহিল, হে মহাত্মন্! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা করুন, কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তখন বাসুদেব হাস্যমুখে সেই দীপ্তলোচন, মেঘ সংকাশ ভীমতনয়কে কহিলেন, হে ঘটোৎকচ। আমি তোমারে যে কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে তোমারই বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইবে না। তোমার নিকট রাক্ষসী মায়া ও বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তুমি যুদ্ধ সাগর নিমগ্ন পাণ্ডবগণের প্লব স্বরূপ হও। ঐ দেখ, পাণ্ডব সেনাগণ গোপাল তাড়িত গো সমূহের ন্যায় কর্ণ শরে বিদ্রাবিত হইতেছে। দৃঢ় বিক্রম ধনুর্দ্ধারী সূতনন্দন পাণ্ডব সেনা মধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছে। দৃঢ় চাপধারী যোধগণ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়াও কর্ণ শর প্রভাবে সমরে অবস্থান করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথ সময়ে পাঞ্চালগণ কর্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করি-

তেছে। হে ভীম বিক্রম ভীমতনয়! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করা আর কাহারও সাধ্য নহে। অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্র বলের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বতনয়! মানবগণ পুত্র দ্বারা বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইবার মানসেই পুত্র কামনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এক্ষণে পিতৃ বান্ধবগণকে দুঃখ সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। হে ঘটোৎকচ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অস্ত্রবল অতি ভীষণ ও মায়া অতি দুস্তর হইয়া উঠে। তোমার সমান যুদ্ধনিপুণ আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে কর্ণসায়কভিন্ন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিত বলবিক্রমশালী, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রাম নিপুণ হইয়া উঠে। অতএব তুমি এই নিশীথ সময়ে মায়া প্রভাবে ধনুর্দ্ধারী কর্ণকে বিনাশ কর। পার্থগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কেশবের বাক্যাবসান হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় ঘটোৎকচকে কহিলেন, বৎস! সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে তুমি, মহাবাহু সাত্যকি ও মহাবীর ভীমসেন তোমরা এই তিন জনই আমার মতে সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে তুমি এই রজনীযোগে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহারথ সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ যেমন কার্ত্তিকেয়ের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ কর।

ঘটোৎকচ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, হে মহাত্মন্! কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অস্ত্রবেত্তা ক্ষত্রিয়গণ আমি সকলকেই পরাজয় করিতে পারি। অদ্য সূতপুত্রের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিব যে, যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে আমার সংগ্রাম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। অদ্য কি শূর, কি শঙ্কিত, কি বদ্ধাঞ্জলি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিরেই পরিত্যাগ করিব না। রাক্ষস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিব।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া কৌরব সৈন্যগণকে ভীত করত কর্ণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতনন্দন সেই দীপ্তাস্য ক্রুদ্ধ নিশাচরকে হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ঘটোৎকচকে সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া উঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে; অতএব মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ যে স্থলে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে তথায় গমন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে তাঁহারে রক্ষা কর। ভীমতনয় যেন কর্ণকে প্রমাদ কালে সংহার করিতে সমর্থ না হয়। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত বীরাগ্রগণ্য জটাসুরতনয় অলম্বল তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিল, হে রাজন্! আমি আপনার বিখ্যাত শত্রু যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবদিগকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রদান করুন, পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাশয় কুন্তীপুত্রেরা আমার পিতা রাক্ষস প্রধান জটাসুরকে নিপতিত করিয়াছে; অতএব আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আজি আমি শত্রুগণের শোণিত ও মাংস দ্বারা তাঁহারে পূজা করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে বিমুক্ত হই।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন জটাসুর তনয়ের বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সাহায্যে অনায়াসে পাণ্ডব বিনাশে সমর্থ হইব। এক্ষণে তোমারে অনুমতি প্রদান করিতেছি যে, তুমি শীঘ্র ঘটোৎকচকে বিনাশ কর। ঐ মানুষ সম্ভূত দুরাত্মা রাক্ষস অতি ক্রূরকর্ম্মা এবং নিরন্তর পাণ্ডবগণের হিতসাধনে তৎপর। ঐ দুরাত্মা আকাশ মার্গে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণ করিতেছে; অতএব উহারে যমরাজপুরে প্রেরণ কর।

অনন্তর মহাকায় জটাসুরতনয় দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার উপর নানা প্রকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বাতনয় একাকী প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অলম্বল কর্ণ ও বহু সংখ্য কুরুসৈন্যগণকে মথিত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অলম্বল ঘটোৎকচের মায়াবল নিরীক্ষণ করিয়া তাহারে নানা লক্ষণ সমাযুক্ত শরনিকরে বিদ্ধ করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যগণ সমীরণ সঞ্চালিত জলদ জালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এ দিকে আপনার সৈন্যগণও ঘটোৎ-

কচের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অন্ধকারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষপরবশ হইয়া মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করত মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণ, অলম্বল ও কৌরব গণের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার চতুরঙ্গ বল হিড়িম্বাতনয়ের শরনিকরে নিপীড়িত ও সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন রথ হীন, সারথি বিহীন, জটাসুরতনয় ক্রোধভরে ঘটোৎকচকে মুষ্টি প্রহার করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই জটাসুরতনয়ের মুষ্টি প্রহারে আহত হইয়া ভূমিকম্প কালীন বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্ম সমাযুক্ত অচলের ন্যায় বিচলিত হইল এবং অর্গল প্রতিম বাহু সমুদ্যত করত অগ্রসর হইয়া তাহার উপর মুষ্টি প্রহার করিল। পরে ভুজ যুগল দ্বারা তাহারে আকর্ষণ করত ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অলম্বল ঘটোৎকচের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার প্রতি ধাবমান হইল এবং ভীমতনয়কে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহারে নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে সেই বৃহদাকার বীর দ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

অনন্তর তাহারা মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে অতিশয়িত করিয়া ইন্দ্র ও বলীর ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই বীর দ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া কখন পাবক ও অম্বুনিধি; কখন গরুড় ও তক্ষক; কখন মহামেঘ ও প্রবল বায়ু; কখন বজ্র ও ভূধর; কখন কুঞ্জর ও শার্দ্দূল এবং কখন বা রাহু ও ভাস্করের রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ মায়া প্রদর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের উপর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদ্গর, পট্টিশ, মুষল ও পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ এবং কখন রথারোহণে, কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর অশ্ব ও গদা প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অলম্বলের বিনাশ বাসনায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হইল এবং অবিলম্বে তাহারে ভূতলে নিপাতন পূর্ব্বক খড়্গ প্রহারে তাহার অতি ভীষণ রবসংযুক্ত বিকৃত দর্শন মস্তক ছেদন করিয়া ময়দানব নিপাতন মধুসূদনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ভীমতনয় এই রূপে অলম্বলকে বিনাশ করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সেই রক্তাক্ত মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল এবং গর্ব্বিতভাবে সেই বিকৃত মস্তক তাঁহার রথে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র তনয়! এই ত তোমার বলবিক্রমশালী বন্ধুরে বিনাশ করিলাম। এই রূপে কর্ণকে এবং তোমারে ও শমন ভবনে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি প্রীতমনে অবস্থান কর। হে মহারাজ! মহাবীর ভীমনন্দন এই বলিয়াই কর্ণ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের ঘোরতর বিস্ময়কর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

———

ষট্সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই নিশীথ কালে মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের কিরূপ যুদ্ধ হইল। আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আকার, রথ, অশ্ব ও আয়ুধ সকল কি প্রকার; অশ্ব, ধ্বজ ও কার্ম্মুকের প্রমাণ কিরূপ এবং উহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কি প্রকার? হে সঞ্জয়! তুমি এই সমস্তই অবগত আছ, এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ লোহিতনেত্র, মহাকায়, মহাবাহু, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নির্ণতোদর, নীলকলেবর ও বিকৃতাকার। উহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, শ্মশ্রুজাল হরিৎবর্ণ, হনু দ্বয় সুপ্রশস্ত, রোমরাজি ঊর্দ্ধমুখ, আস্যদেশ আকর্ণ বিদারিত, দশনপংক্তি সুতীক্ষ্ণ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও সুদীর্ঘ, ভ্রূযুগল আয়ত, নাসিকা স্থূল, গ্রীবাদেশ লোহিত বর্ণ, কলেবর পর্ব্বত প্রমাণ, কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্বদ্ধ, কটিদেশ স্থূল, নাভি গূঢ় এবং ললাটপ্রান্ত শিখা কলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়া সম্পন্ন রাক্ষস ভুজদণ্ডে কটক ও অঙ্গদ, অচল সদৃশ বক্ষঃস্থলে হুতাশন তুল্য নিষ্ক, মস্তকে সুবর্ণময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণে নবোদিত দিবাকর প্রতিম কুণ্ডল যুগল, গলদেশে সুবর্ণময়ী মালা ও গাত্রে বিপুল কাংস্যময় কবচ ধারণ পূর্ব্বক কিঙ্কিণীজাল নির্ঘোষযুক্ত, রক্তবর্ণ ধ্বজপট মণ্ডিত, ঋক্ষচর্ম্ম পরিবৃত, নল্বপরিমিত, বিবিধ আয়ুধ সম্পন্ন, অষ্টচক্র বিশিষ্ট, মেঘগম্ভীর নিস্বন মহারথে আরোহণ করিয়া সমর স্থলে সমুপস্থিত হইল। মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, লোহিত লোচন, নানা-

বর্ণ, জিতশ্রম, বিপুল জটাজাল মণ্ডিত, মহাবল কামচারী অশ্ব সকল মুহুর্মুহু হ্রেষারব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে উহারে বহন করিতে লাগিল। বিকট লোচন, প্রদীপ্ত বদন, ভাস্কর কুণ্ডল এক রাক্ষস সূর্য্যরশ্মি সদৃশ অশ্ববল্‌গা গ্রহণ পূর্ব্বক উহার অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সেই সারথি সহিত সমবেত হইয়া অরুণ সারথি দিবাকরের ন্যায় সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ডে সংযুক্ত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উহার রথোপরি সমুচ্ছ্রিত রক্তমস্তক ভীষণাকার গৃধ্রসংযুক্ত গগণস্পর্শী ধ্বজদণ্ড শোভমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ দ্বাদশ অরত্নি বিস্তৃত চারি শত হস্ত দীর্ঘ, সুদৃঢ় জ্যা সম্পন্ন, বজ্রনির্ঘোষ শরাসন আকর্ষণ ও রথাক্ষ পরিমিত শরনিকর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করত সেই বীর বিনাশিনী রজনীযোগে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। উহার শরাসন শব্দ অশনি নির্ঘোষ ন্যায় শ্রুতিগোচর হওয়াতে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সাগর তরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীরকর্ণ সেই বিকট লোচন অতি ভীষণ নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি গমন করে এবং যূথপতি বৃষ অন্য বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দুই মহাবীর ভীমনিস্বন শরাসন দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে পরস্পরের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকর্ণ পূর্ণ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের কাংস নির্ম্মিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শার্দ্দূল দ্বয় নখ দ্বারা ও মাতঙ্গ দ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয় রথ, শক্তি ও শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা কখন পরস্পরের কলেবর ছেদন, কখন সায়ক সন্ধান ও কখন বা পরস্পরকে শরানলে দহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা শরজালে ক্ষত বিক্ষত ও রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়া গৈরিক ধাতু ধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পরম যত্ন সহকারে শরনিকরে পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়াও কিছুতেই পরস্পরকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই নিশাকালে উক্ত মহাবীর দ্বয় প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। রণস্থলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই ঘটোৎকচের কার্ম্মুক নির্ঘোষে সাতিশয় ভীত হইল। কর্ণ তাঁহারে কোন ক্রমে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শৈল ও মুদ্গরধারী, ভয়ঙ্কর রাক্ষস সেনায় পরিবৃত হইল। মহীপালগণ সেই দণ্ডধারী ভূতান্তক কৃতান্তের ন্যায় ঘটোৎকচকে শস্ত্র উদ্যত করত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মাতঙ্গগণ উহার সিংহনাদে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্য সকল সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ অর্দ্ধ রাত্রি প্রভাবে সমধিক বীর্য্যশালী হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলা বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভুষুণ্ডী, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী, ও পট্টিশ সকল অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজ ও যোদ্ধৃগণ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। কেবল অস্ত্রবলশ্লাঘী একমাত্র কর্ণ তৎকালে ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে সেই রাক্ষস কৃতমায়া নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মায়া বিফল হইল দেখিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সূতপুত্রের সংহারার্থ শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় কর্ণের কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধির লিপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলবীর্য্য ঘটোৎকচকে অতিক্রম করত দশ শরে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণ প্রহিত শরনিকরে মর্ম্মদেশে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত মনে কর্ণ সংহারার্থ এক সহস্র শর সম্পন্ন, নবোদিত দিবাকর সদৃশ, মণিবজ্র বিভূষিত ক্ষুরধার, দিব্য চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ সেই রাক্ষস নিক্ষিপ্ত চক্রে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করাতে উহা হতভাগ্য পুরুষের মনোরথের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাহু যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রুদ্র, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী মহাবীর কর্ণও অসম্ভ্রান্ত হইয়া সত্বরে শরনিকর বিস্তার পূর্ব্বক ঘটোৎকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া এক হেমাঙ্গদ বিভূষিত গদা নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ উহা শরনিকর দ্বারা ভ্রমণ

করাইয়া ভূতলে নিপতিত করিলেন। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সূর্য্যরশ্মি যেমন জলদজাল বিদ্ধকরে,তদ্রূপ নভস্থিত মায়াবী ভীমসেন তনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাহার অশ্বগণকে বিনাশ ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের গাত্রে কর্ণ শরে অনির্ভিন্ন অঙ্গুলি দ্বয় মাত্রও স্থান রহিল না। তাহারে তৎকালে লোমযুক্ত শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ মহাবীর কর্ণের শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, উহার কলেবর, অশ্ব রথ, বা ধ্বজ, কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন মায়াবী ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কর্ণের দিব্যাস্ত্র দূরীকৃত করিয়া তাঁহার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল। আকাশ মণ্ডল হইতে অলক্ষিত রূপে শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়াবলে স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করত প্রথমতঃ বিকটাকার মুখব্যাদন পূর্ব্বক সূতপুত্রের দিব্যাস্ত্র নিকর গ্রাস করিল এবং তৎপরেই শতধা সম্ভিন্নদেহ, গতাসু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সমস্ত কুরুপুঙ্গবেরা তাহারে নিহত বোধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমতনয় অনতিবিলম্বেই আবার দিব্য নূতন দেহ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত কখন মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় শতশীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ, কখন বা অঙ্গুলি প্রমাণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক উদ্ধূত বীচিমালার ন্যায় বক্রভাবে উর্দ্ধে অবস্থান, কখন বসুধা বিদারণ পূর্ব্বক সলিল প্রবেশ, কখন অন্য স্থানে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিল।

পরে বর্ম্মধারী হিড়িম্বাতনয় পুনরায় সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কর্ণ সমীপে গমন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিল, হে সূতপুত্র! এই স্থানে অবস্থান কর। জীবতাবস্থায় আমার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে না। আজিই তোমার রণকণ্ডু নিরাকৃত করিব। ক্রূর পরাক্রম রাক্ষসেন্দ্র এই বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিল এবং কেশরী যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণকে রথাক্ষ সদৃশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে ঘটোৎকচ কর্ণের উপর বারিধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর কর্ণ দূর হইতেই সেই শরনিকর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হিড়িম্বাতনয় সেই মায়া নিহত হইল দেখিয়া পুনরায় মায়া প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া অবিলম্বে উত্তুঙ্গশৃঙ্গ ও তরুনিচয় সমাযুক্ত উন্নতপর্ব্বত রূপ ধারণ করিল। অসংখ্য শূল, প্রাস, অসি ও মুষল উহার প্রস্রবণ স্বরূপ হইল। মহাবীর কর্ণ সেই উগ্র আয়ুধ প্রপাত যুক্ত মহীধর দর্শনে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, প্রত্যুত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই শৈলেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ আকাশ মার্গে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সম্বলিত নীল মেঘ রূপ ধারণ করিয়া সূতপুত্রের উপর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপ নিশাচরকে আহত করিয়া শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করত তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকুমার হাস্য করিয়া মহারথ কর্ণের নিকট মহামায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়া প্রভাবে মহাবীর কর্ণ সিংহ শার্দ্দূল সদৃশ, মত্তমাতঙ্গ বিক্রম, বর্ম্মাস্ত্রধারী, রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত ঘটোৎকচকে দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পাঁচ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরব পক্ষীয় ভূপালগণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করত পুনর্ব্বার অঞ্জলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক আকাশচরদিগের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শত্রুঘাতন শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ্ণ সায়কে সিংহার্দিত গজযূথের ন্যায় নিতান্ত নিপীড়িত হইল। যুগান্ত সময়ে হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতনন্দন অশ্ব, সারথি ও গজসমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহেশ্বর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, মহাবীর সূতনন্দন সেই রাক্ষসী সেনা সংহার করিয়া তদ্রূপ শোভমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্রসহস্র নৃপগণমধ্যে ভীম পরাক্রম, ক্রুদ্ধ, অন্তকসদৃশ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই কর্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। দুই মহোল্কা দ্বয় হইতে যেমন অগ্নিযুক্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ ভীমতনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন সে করতল শব্দ ও অধর দংশন করত গজ সদৃশ, গর্দ্দভ সংযুক্ত, মায়া নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া সারথিরে কহিল, হে সারথে! তুমি শীঘ্র আমারে কর্ণ নিকটে লইয়া চল।

হে মহারাজ! ভীমকুমার এইরূপে ঘোররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শিবনির্ম্মিত অষ্টচক্র অশনি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া তাহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথহইতে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমবেত রথ ভস্মীকৃত করিয়া বসুধা ভেদ পূর্ব্বক পাতালতলে প্রবেশ করিল। দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেই দেবসৃষ্ট মহাশনি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহারে প্রশংসা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সেই দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীম দর্শন সংগ্রামে তিনি যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, অন্য কোন ব্যক্তিই তাহা করিতে সমর্থ নহে।

তখন সেই বিপুল কলেবর ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ণনিক্ষিপ্ত নারাচ নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া মায়া ও লঘুহস্ততা প্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্র সমূহ সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসের মায়া প্রভাবে অস্ত্র সমুদায় বিনষ্ট হইলে কর্ণ অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবান ভীমতনয় তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া মহারথীগণকে ভীত করত স্বয়ং অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তখন নানা দিক্ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নিজিহ্ব ভুজঙ্গ ও অয়োমুখ বিহঙ্গমগণ সমরাঙ্গনে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। হিমালয় সদৃশ নিশাচর কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। ঐ সময় অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ, শালাবৃক, বিকৃতানন বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক উগ্র রবে তাঁহারে ভীত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ শোণিতোক্ষিত বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া সংহার পূর্ব্বক নতপর্ব্ব শরজালে ঘটোৎকচের অশ্ব সমূহ সমাহত করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শরাঘাতে ভগ্ন, বিকৃতাঙ্গ ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই নিশাচর এইরূপে সেই মায়া বিফল হইল দেখিয়া, কর্ণকে এই তোমার মৃত্যুবিধান করিতেছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের এইরূপ মহাযুদ্ধ হইতেছে এমন সময় মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ পূর্ব্ববৈরস্মরণ পূর্ব্বক বিকট দর্শন অসংখ্য রাক্ষস সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি বিক্রমশালী ব্রাহ্মণঘাতী বক, মহাতেজা কির্ম্মীর এবং উহার পরম বন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের এই বৈরাচরণ মহাবীর অলায়ুধের অন্তঃকরণে এতাবৎ কাল জাগরূক ছিল। এক্ষণে সে নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় সমরাভিলাষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় সমাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! দুরাত্মা ভীমসেন যে আমার পরম বান্ধব হিড়িম্ব, বক ও কির্ম্মীরকে নিধন এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়া হিড়িম্বারে বলাৎকার করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন; অতএব আজি আমি কৃষ্ণ সহায় পাণ্ডবগণকে এবং সবান্ধব হিড়িম্বা তনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সংহারপূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ভক্ষণ করিব বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করুন, আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মহারাজ! ভ্রাতৃগণ পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারে কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই বৈরনির্য্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে; ইহারা কখনই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আমরা তোমারে তোমার সৈন্যগণের সহিত পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে কুরুরাজ! রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের রথসদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে ভীমতনয়ের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোৎকচের ন্যায় নল্ব প্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও ঋক্ষচর্ম্মে পরিবৃত ছিল। ঐ রথে মাংসশোণিতভোজী মহাকায় একশত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর রাসভের ন্যায়। ঐ রথের নির্ঘোষ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর। ঘটোৎকচ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু অলায়ুধের বৃহৎকার্ম্মুকও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায়

সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, বাণ সকল সুবর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত ও অক্ষপ্রমাণ এবং সূর্য্য ও অনলসদৃশ রথকেতুও গোমায়ুকুলে পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও ঘটোৎকচের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দীপ্ত অঙ্গদ, উষ্ণীষ, মালা, কিরীট, খড়্গ, গদা, ভূষুণ্ডী, মুষল, হল, শরাসন এবং বারণ চর্ম্ম সদৃশ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সেই অনল ভাস্বর রথে সমারূঢ় হইয়া পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করত সমরাঙ্গনে চপলাযুক্ত জলদের ন্যায় বিরাজিত হইল। ওদিকে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ও চর্ম্মধারী নরপতিগণও হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ। যেরূপ প্লববিহীন ব্যক্তিগণ প্লবপ্রাপ্ত হইয়া সাগর পার হইবার মানসে আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত কৌরব ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সেই ভীমকর্ম্মা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়াই যেন সেই স্বগণপরিবৃত সমাগত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরব পক্ষীয় ভূপাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিক্রম দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ সমরে ঘটোৎকচের অলৌকিক কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কৌরব সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করত নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন দুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়িত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! কর্ণ ভীমতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। ভীমসেনকুমার তথাপি মহাবীর নৃপতিগণকে গজভগ্ন পাদপের ন্যায় বিবিধ শস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে; অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলাম যে, তুমি বিক্রমপ্রকাশ পূর্ব্বক ভীমপুত্রকে নিপাতিত কর। পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল অবলম্বনপূর্ব্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে। মহাবলপরাক্রান্ত অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমকুমার কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা সমাগত শত্রুরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন অরণ্যে করিণীর নিমিত্ত মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও ঐ অবসরে নিশাচর হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যসমপ্রভ স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন স্বীয় পুত্রকে সিংহার্দ্দিত বৃষের ন্যায় অলায়ুধশরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া অসংখ্য শরনিক্ষেপ করত রাক্ষসের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষসান্তকারী বৃকোদর তদ্দর্শনে সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা সেই স্বগণ পরিবেষ্টিত রাক্ষসকে আকীর্ণ করিলেন। তখন অলায়ুধ বারংবার তাঁহার উপর শিলাধৌত সরল শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার রাক্ষসগণও জিগীষু হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে নিশিত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণ ভীমশরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমনপূর্ব্বক ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহারে আহত করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমনিক্ষিপ্ত শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল। তখন ভীমসেন ভীম পরাক্রম রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া এক অশনি সদৃশ গদা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর গদাদ্বারা সেই ভীমনিক্ষিপ্ত জ্বালাকুল গদা তাড়িত করিলে উহা ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া নিশাচরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসও নিশিত শরনিকরে সেই শর সমুদায় ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় ভীষণাকার নিশাচরগণ অলায়ুধের আজ্ঞানুসারে কুঞ্জরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় রাক্ষস শরে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব সেই অতি ভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছে; তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত

হইয়া দ্রোণ পুরস্কৃত সৈন্যগণকে সংহার কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্য্যশালী নকুল, সহদেব ও যুযুধান তোমার শাসনে অন্যান্য রাক্ষসগণকে সংহার করুক। এক্ষণে অতি ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে মহারথগণ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ অলায়ুধ আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে সংহার করিল। তখন বৃকোদর অশ্বহীন ও সারথি বিহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চীৎকার করত অলায়ুধের প্রতি ভয়ঙ্কর গদা পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস গদাপ্রহারে সেই ভীম নিক্ষিপ্ত ভীষণনির্ঘোষ মহাগদা চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেন অলায়ুধের সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে অন্য গদা নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদানিপাত শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে তাহারা গদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর বজ্র সম মুষ্টি প্রহার এবং যদৃচ্ছালব্ধ ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে উভয়ে রুধিরমোক্ষণ পূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব হিতৈষী হৃষীকেশ তদ্দর্শনে ভীমসেনের উদ্ধারার্থ ঘটোৎকচকে প্রেরণ করিলেন।

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্যগণের সমক্ষে বৃকোদরকে পরাভব করিতেছে; অতএব তুমি সত্বরে কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলায়ুধের নিকট গমন পূর্ব্বক অগ্রে তাহারে বিনাশ কর; পরে সূতপুত্রের বধ সাধন করিবে।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ বাসুদেবের বাক্যানুসারে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বকভ্রাতা রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর দুই রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিকট দর্শন অলায়ুধের যোধগণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় পুঙ্গবদিগকে শরনিকরে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল বংশীয় মহারথগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইলে ভীম পরাক্রম ভীমসেন শরবর্ষণ করত দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকি রাক্ষসদিগকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ অরাতিপাতন ঘটোৎকচের মস্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমতনয় সেই পরিঘের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিল এবং অনতিবিলম্বেই অলায়ুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘণ্টা সমলঙ্কৃত, দীপ্তাগ্নি সদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিল। সেই গদার আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও মহাস্বন রথ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষ বিহীন, বিশীর্ণধ্বজ, ভগ্নকূবর রথ হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নভোমণ্ডল বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত নিবিড় জলধর পটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বজ্রনিপাত নির্ঘোষ ও ভীষণ চট্ চট্া শব্দ হইতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই অলায়ুধ বিহিত মায়া অবলোকন পূর্ব্বক উর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বীয় মায়া প্রভাবে তাঁহার মায়া ধ্বংস করিল। মায়াবী মহাবীর অলায়ুধ স্বীয় মায়া প্রতিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের উপর ঘোরতর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীম পরাক্রম ভীমতনয় শরনিকরে সেই ভয়ানক প্রস্তরবৃষ্টি নিরাকৃত করিল; তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর সেই বীর দ্বয় পরস্পরের উপর লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, পিণাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, গজসন্নাহ ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ, উলূখল এবং মহাশাখা সমাকীর্ণ পুষ্পিত শমী, তাল, করীর, চম্পক, ইঙ্গুদী, বদরী, রক্তকাঞ্চন, অরিমেদ, বট, অশ্বত্থ ও পিপ্পল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতু সমাযুক্ত নানাবিধ পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সকল অস্ত্র শস্ত্রের সংঘর্ষণে বজ্রনিষ্পেষণের ন্যায় মহাশব্দ সমুত্থিত

হইল। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে কপিরাজ বালি ও সুগ্রীবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎকচ ও অলাযুধের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় করে করবারি গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল। তখন তাহাদের গাত্র হইতে জলধরের ন্যায় স্বেদজল ও রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয় বল পূর্ব্বক অলাযুধকে উদ্ভ্রামিত করিয়া তাহার কুণ্ডল বিভূষিত মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই বকবন্ধু অলাযুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদিত হইল। হে মহারাজ! দীপমালা বিভূষিত রজনী পাণ্ডবগণের অতীব বিজয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় অলাযুধের মস্তক লইয়া দুর্য্যোধন সমীপে নিক্ষেপ করিল। রাজা দুর্য্যোধন রাক্ষসেন্দ্রকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন। মহাবীর অলাযুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিয়া ভীমসেনকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ভীমকে অলাযুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে অলাযুধকে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত দেখিয়া ভীমসেনের দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সংহার রূপ প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলাযুধকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টমনে সেনামুখে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সৃঞ্জয়গণ সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই ভীমতনয়ের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর ঐ সময় মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীরে লক্ষ্য করিয়া আকর্ণপূর্ণ নতপর্ব্ব দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং নারাচ নিকর বিস্তার পূর্ব্বক যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকিরে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও দক্ষিণ ও বামহস্তে শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক সকল কেবল মণ্ডলাকার লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় রণস্থল জলদের ন্যায় শোভমান হইল। জ্যা ও চক্রের ধ্বনি উহার গভীর নিস্বন; কার্ম্মুক বিদ্যুদ্দাম ও শরজাল বারিধারা তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্রগণের হিতানুষ্ঠান নিরত মহাবীর কর্ণ সমরাঙ্গনে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনি সদৃশ তোমর ও শাণিত শরনিকরে শত্রুগণকে সমাহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাঘাতে কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন, কেহ সারথি শূন্য এবং কেহ বা অশ্ব শূন্য হইল। এইরূপে সেই বীরগণ সূতপুত্রের ভীষণ শরে সমাহত ও নিতান্ত অসুস্থ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও সমর পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সুবর্ণ ও রত্নখচিত রথারোহণে কর্ণ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বজ্রসঙ্কাশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তৎপরে সেই দুই মহাবীর কর্ণি, নারাচ, নালীক, দণ্ড, অশনি, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাঠ, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রান্ত দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই তির্য্যক্গত, সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল গগনমণ্ডলে বিচিত্র কুসুম মালার ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই অপ্রমিত প্রভাব বীরদ্বয় অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমভাবে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। তখন রাহু ও ভাস্করের ন্যায় সেই বীর দ্বয়ের শরনিকর সঙ্কুল, অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে না পারিয়া এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে বিনাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই কূটযোধী নিশাচর অন্তর্হিত হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ তৎকালে কি রূপ বিবেচনা করিলেন, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! কৌরবগণ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,

এইবার কটযোধী ঘটোৎকচ নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে। কৌরবগণ এই কথা কহিলে কর্ণ লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নভোমণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে পরিবৃত হইলে সকল জীব জন্তুই অদৃশ্য হইল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ যে, কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান ও কখনই বা তূণীরস্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ভয়ঙ্কর রাক্ষসীমায়া প্রকাশ করিল। সেই মায়া প্রভাবে নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা সদৃশ লোহিত মেঘ সমুত্থিত হইল। সেই মেঘ হইতে সহস্র দুন্দুভিনিনাদ সদৃশ, নির্ঘোষ সম্পন্ন, অসংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল প্রাদুর্ভূত এবং নিশিত শর, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শূল, শতঘ্নী, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, সহস্র সহস্র অশনি, বজ্র, চক্র ও বহুসংখ্য ক্ষুর চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই শস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরব পক্ষীয় অশ্ব সকল শরাহত, মাতঙ্গগণ বজ্রাহত ও রথ সমুদায় শস্ত্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সেই নানাবিধ আয়ুধের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং একান্ত বিষণ্ণ ও মুমূর্ষু প্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মহাবীরগণ আর্য্যস্বভাব বশতঃ তৎকালে সমর পরিত্যাগ করিলেন না।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ সেই রাক্ষসকৃত ঘোরতর শস্ত্রবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যোধগণ হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত জিহ্ব শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই দীপ্তানন, দীপ্তজিহ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র শৈল সদৃশ কলেবর, নিতান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ নভোমণ্ডলে আরোহণ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বারিধারা বর্ষী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষসগণের শর, শক্তি, শূল, গদা, পরিঘ, বজ্র, পিণাক, অশনি, চক্র ও শতঘ্নী দ্বারা বিমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি অনবরত শূল, ভূশুণ্ডী, গুড়, অশ্ম, গুড়, শতঘ্নী এবং লৌহ ও পট্টসনদ্ধ স্থূণ সকল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সকলেই মোহে একান্ত আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। বীরগণ বিশীর্ণ অস্ত্র, চূর্ণ মস্তক ও চূর্ণ কলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুঞ্জরগণ প্রমথিত ও রথ সমুদায় শিলাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঘোররূপ নিশাচরগণ এই রূপে অনবরত অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভীত বা প্রাণ রক্ষার্থ প্রার্থনা পরতন্ত্র ব্যক্তিগণও নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই কালকৃত কুরুকুল ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের অভাব কাল সমুপস্থিত হইলে কৌরবগণ ছিন্নভিন্ন ও পলায়ন পরায়ণ হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে কৌরবগণ! তোমরা এক্ষণে পলায়ন কর; আর নিস্তার নাই। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের উপকার সাধনার্থ আমাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কৌরবগণ এই রূপ ঘোরতর বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কৌরব সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে রণস্থলে কে কৌরবপক্ষীয় আর কেই বা পাণ্ডবপক্ষীয় কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিক শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কেবল একমাত্র কর্ণ অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত দুষ্কর ক্ষাত্রয়োচিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তৎকালে কিছুতেই বিমোহিত হইলেন না। তখন সৈন্ধব ও বাহ্লিকগণ ভীতচিত্তে কর্ণকে অবিমোহিত নিরীক্ষণ করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার প্রশংসা করত রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের বিজয় ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর ঘটোৎকচ এক চক্রযুক্ত শতঘ্নী নিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিল। অশ্বগণ গতাসু এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বা শূন্য হইয়া জানু দ্বয় সঙ্কুচিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কৌরবগণকে পলায়মান ও ঘটোৎকচের মায়া প্রভাবে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিহত নিরীক্ষণ করিয়াও অবিচলিত চিত্তে তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমস্ত কৌরবগণ সেই ভয়ঙ্কর মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতনন্দন! এই সমস্ত কৌরব সৈন্য বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি সত্বরে এই নিশীথ সময়ে সেই বাসবদত্ত

শক্তি দ্বারা নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও অর্জ্জুন আমাদের কি করিবে? আজি বীরগণ এই ঘোর সংগ্রামে নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে অনায়াসে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তি দ্বারা এই দুরাশয় রাক্ষসের প্রাণ সংহার কর। ইন্দ্রতুল্য কৌরবগণ যেন এই রাত্রিযুদ্ধে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হন।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে শঙ্কিত দর্শন ও কৌরবগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের বিনাশার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক উহাঁরে ঐ শক্তি প্রদান করেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্ন সহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঘটোৎকচের অমিত পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বিনাশ বাসনায় সেই পাশযুক্ত, যমের ভগিনীর ন্যায়, অন্তকের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত, ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। ভীমসেনকুমার সেই কর্ণ বাহুস্থিত অরাতি নিপাতন প্রজ্জ্বলিত শক্তি সন্দর্শনে ভীত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদ সদৃশ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণীগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শন করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ঘাত অশনি নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সেই শত্রুঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র উহা ঘটোৎকচের মায়া ভস্মীকৃত করিয়া তাহার হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে নক্ষত্রমালার অন্তর্গত হইল।

এই রূপে ভীমসেনকুমার মহাবীর ঘটোৎকচ বিচিত্র বিবিধাস্ত্র দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস ও মনুষ্যগণের সহিত সংগ্রাম ও অন্যান্য বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে বাসবদত্ত শক্তির আঘাতে অতিভীষণ চীৎকার করত প্রাণত্যাগ করিল। ভীমকর্ম্মা ভীমতনয় সূতপুত্রের ভীষণ শক্তির আঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া যে স্থানে নিপতিত হইল, তত্রত্য এক অক্ষৌহিণী কৌরবসৈন্য তাহার দেহভরে বিপোথিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! নিশাচর এইরূপে হতজীবিত হইয়াও স্বীয় প্রকাণ্ড শরীর দ্বারা আপনার বহু সংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিল। অনন্তর কৌরবগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে নিহত ও তাহার মায়া বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদে সিংহনাদ, শঙ্খনিস্বন এবং ভেরী, মুরজ ও আনকের নিনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণ ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করত স্বীয় সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়কে নিহত ও পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকে বাষ্পাকুল নেত্র হইলেন; কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যথিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি রথরশ্মি সংযত করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাতোদ্ধূত বনস্পতির ন্যায় রথোপরি নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আস্ফোটন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন কেশবকে সাতিশয় হৃষ্ট সন্দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রধানতম সৈন্যগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি; কিন্তু তুমি সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ। তোমার এই অনুপযুক্ত সময়ে আহ্লাদ প্রকাশ সমুদ্র শোষের ন্যায় ও মেরু সঞ্চালনের ন্যায় নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার এই আহ্লাদের অবশ্যই কোন মহৎ কারণ আছে। যদি উহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে যথাবৎ কীর্ত্তন কর; উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি যে জন্য সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজি ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এখন কর্ণকে সমর ভূমিতে নিপতিত বলিয়া বোধ কর। এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কার্ত্তিকের সদৃশ শক্তিধারী সূতপুত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অদ্য উহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপসৃত হইল। সূতপুত্রের কবচ এবং

কুণ্ডল থাকিলে ঐ বীর একাকীই সুরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ কি কুবের কি বরুণ কি যম কেহই কর্ণ সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শন চক্র উদ্যত করিয়াও উহারে পরাজিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিত সাধনার্থ কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডল বিহীন করিয়াছেন। মহাবীর বাধের পূর্ব্বে কবচ ও কুণ্ডল দ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আজি কর্ণকে মন্ত্র বল শিথিলিত ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়, স্নিগ্ধজাল অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে। মহারথ কর্ণ যে দিন ইন্দ্রের নিকট কবচ ও কুণ্ডল দ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই দিন অবধি ঐ মহাবীর উহা দ্বারা তোমারে বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ বীর শক্তি শূন্য হইয়াছে; উহা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ এক্ষণে শক্তি শূন্য হইলেও তুমি ভিন্ন অন্য কেহই উহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। কর্ণ নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও প্রতি দয়াবান বলিয়া বৃষনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্যত করত কেশরী যেমন বন মধ্যে মত্ত মাতঙ্গগণকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথগণকে মদহীন করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন শারদ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যোধগণের দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন বারিধারা বর্ষী জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার করিয়া উহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উহার শর প্রভাবে তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস ও শোণিত বিগলিত হইতে থাকে; কিন্তু এক্ষণে সূতপুত্র কবচ, কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তি বিহীন হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে কর্ণের বধোপায় অবধারণ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। সূতপুত্রের রথচক্র নিমগ্ন হইলে সেই ছিদ্রে আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সাবধানে উহারে বিনাশ করিবে। কর্ণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিলে বজ্রায়ুধ বাসবও উহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমিই তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য এবং হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণকে নিপাতিত করিলে, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ পূর্ব্বে নিহত না হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। সেই মহারথগণ জীবিত থাকিলে দুর্য্যোধন অবশ্যই তাহাদিগকে সমর কার্য্যে বরণ করিত। সেই সমুদায় অমরোপম কৃতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর আমাদের চিরবিদ্বেষ্টা ছিল; তাহারা অবশ্যই কৌরবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। সূতপুত্র, জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ ইহারা সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলে এই সমুদায় পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে পার্থ! আমি যেরূপ উপায় করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতিত সুরগণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপাল রক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ বলদেব কর্তৃক তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে আমাদিগের বিনাশার্থ এক পাবক তুল্য প্রভাসম্পন্ন, সর্ব্বসংহারক্ষম, অশনি সদৃশ গদা ক্ষেপণ করিল। জরাসন্ধ নির্ম্মুক্ত গদা আকাশমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর বলদেব সেই গদা দর্শন করিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গদা বলদেবের অস্ত্রে প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন অবনী বিদীর্ণ ও ভূধর সকল কাম্পিত হইয়া উঠিল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ দুই মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর প্রসব করিয়াছিল। জরা নামে এক রাক্ষসী উহার সেই অর্দ্ধ কলেবর দ্বয় যোজিত করে। এই নিমিত্তই ঐ বীর জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই নিশাচরী জরা সেই গদা ও স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্রের আঘাতে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত হতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ এইরূপে গদা বিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর ভীমসেন তোমার সমক্ষেই তাহারে নিপাতিত করিয়াছেন। যদি সেই প্রবল প্রতাপশালী জরাসন্ধ গদা হস্তে অবস্থান করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইতেন। হে ধনঞ্জয়! মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য তোমার হিতের

নিমিত্তই ছদ্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। অভিমানী দৃঢ়বিক্রমশালী নিষাদাধিপতি অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক বনে- বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শোভা পাইতেন। একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে সমুদায় উরগ, রাক্ষস, দেব ও দানবগণও তাহারে পরাজিত করিতে পারিতেন না। মনুষ্যগণও তাহারে দর্শন করিতে অসমর্থ হইত; কিন্তু সেই দৃঢমুষ্টিসম্পন্ন, দিবারাত্র বাণ নিক্ষেপে সমর্থ, কৃতী নিষাদরাজ অঙ্গুষ্ঠ বিহীন হইলে আমি তোমার হিত সাধনার্থ সমরে নিপাতিত করিয়াছি। হে পার্থ! আমি তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে সংহার করিয়াছি। ঐ বীরও সমরে সমস্ত সুরাসুরের অপরাজিত ছিল। আমি তোমার সাহায্যে চেদিরাজ ও অন্যান্য অসুরের বিনাশ সাধন এবং লোকের হিতবর্দ্ধনের নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ভীমসেন দশানন সদৃশ বলশালী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিধাতক নিশাচর, হিড়িম্ব, বক ও কীর্ম্মীরকে বিনাশ করিয়াছে। মহাবীর ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে উহার প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচেরও প্রাণবিয়োগ হইল। যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে আমারেই বৃকোদরের পুত্রকে বধ করিতে হইত। আমি কেবল তোমাদিগের মঙ্গল সাধনের নিমিত্তই পূর্ব্বে উহার জীবন নাশ করি নাই। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক, ধর্ম্মলোপ্তা ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল। ঐ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তিও বিফলীকৃত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্মনাশক তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা ক্ষমা ও ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেই স্থানেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকি। হে পার্থ! তুমি কর্ণ সংহারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমারে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যে তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য তাহারে বিনাশ করিতে পারিবে। মহাবীর বৃকোদর যেরূপে সমরে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়া দিব। যাহা হউক, এক্ষণে শত্রু সৈন্যগণ তুমুল শব্দ করিতেছে; তোমার সেনাগণও দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণও সংগ্রাম বিশারদ দ্রোণাচার্য্য অস্মৎপক্ষীয় সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূতপুত্র কর্ণ কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অর্জ্জুনের প্রতি সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল না? ধনঞ্জয় নিহত হইলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ বিনষ্ট ও জয়শ্রী আমাদেরই হস্তগত হইত। পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহারে সমরে আহ্বান করা কর্ণের অতি কর্ত্তব্য ছিল। মহাবীর কর্ণ কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা সংহার করিল না? আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত নির্ব্বোধ ও সহায় শূন্য এবং বিপক্ষেরা তাহারে একান্ত নিরুপায় করিয়াছে; সুতরাং সেই নরাধম কিরূপে শত্রুসংহার করিবে? সে যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিজয়লাভের অভিলাষ করিত, বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই দিব্য শক্তি রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া উহা একান্ত নিষ্ফল করিয়াছেন, যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতরের মৃত্যু হইলে চণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচের এই দুই জনের মধ্যে অন্যতর বীর বিনষ্ট হইলে বাসুদেবেরই পরম লাভ, সন্দেহ নাই। যদি ঘটোৎকচ কর্ণকে বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের অতিশয় উপকার হয়; অথবা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার একপুরুষঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাণ্ডবগণের হিতকর কার্য্য সাধন করা হয়। বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ অবধারণ করিয়া পাণ্ডবগণের হিতসাধনের নিমিত্তই সূতপুত্র দ্বারা ঘটোৎকচের বিনাশসাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। মহাবুদ্ধিসম্পন্ন জনার্দ্দন কর্ণের এই অভিলাষ অবগত হইয়া সেই অমোঘশক্তি প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তৎকালে কর্ণের হস্ত হইতে মহারথ অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতাম। হে কুরুরাজ! সেই যোগীগণের ঈশ্বর বাসুদেব ঐরূপ কৌশল না করিলে ধনঞ্জয় অশ্ব ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপায়বলেই রক্ষিত হইয়া সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া থাকেন।

অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেবই সেই অব্যর্থ শক্তি হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; নচেৎ উহা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহাকে নিপাতিত করিত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিরোধী, কুমন্ত্রণা পরতন্ত্র ও প্রজ্ঞাভিমানী, তাহার নিমিত্তই এই অর্জ্জুনের বধোপায় নিস্ফল হইয়াছে। যাহা হউক মহাবীর কর্ণ সকল শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য ও মহাবুদ্ধি সম্পন্ন ; সে কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ করিল না ? হে সঞ্জয় ! তুমিও কি এই বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলে ? তুমি কেন ইহা তৎকালে কর্ণকে স্মরণ করিয়া দিলে না ?

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি আমরা প্রতিরাত্রিতেই সূতপুত্রকে কহিতাম, হে কর্ণ ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার কর ; তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে কিঙ্করের ন্যায় নিদেশানুবর্ত্তী করিতে পারিব। অথবা অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অন্যতমকে সমরে দীক্ষিত করিবেন ; অতএব তুমি অর্জ্জুনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণকেই বিনাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মূল স্বরূপ ; অর্জ্জুন স্কন্ধ স্বরূপ, ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ শাখা স্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পত্র স্বরূপ। পাণ্ডবদিগের কৃষ্ণই আশ্রয় ; কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং কৃষ্ণই পরম গতি। অতএব হে কর্ণ ! তুমি পর্ণ, শাখা ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মূল স্বরূপ কৃষ্ণকে বিনাশ কর। যদি বাসুদেব নিহত হইয়া সমর শয্যায় শয়ন করেন, তাহা হইলে শৈল, সাগর ও অরণ্য পরিশোভিত সমুদায় বসুন্ধরা তোমার বশবর্ত্তী হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ ! আমরা প্রতি রজনীতেই হৃষীকেশকে সংহার করিবার নিমিত্ত এইরূপ অবধারণ করিতাম কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক্ পরিবর্ত্ত হইয়া যাইত। মহাত্মা বাসুদেব সতত ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন ; তিনি সূতপুত্রের সমক্ষে তাঁহারে অবস্থাপিত করিতেন না। তিনি সেই অমোঘ শক্তি নিস্ফল করিবার নিমিত্ত অন্যান্য রথীদিগকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতেন। হে মহারাজ ! যখন বাসুদেব এই রূপে কর্ণের হস্ত হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, তখন যে তিনি আত্মরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন কদাচ ইহা সম্ভবপর নহে। ফলতঃ আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দ্দনকে পরাজয় করিতে সমর্থ এমন কেহই এই ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই।

হে কুরুরাজ ! ঘটোৎকচ বধের পর সত্যবিক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বাসুদেব ! কর্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই অমিত পরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছিল কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল ? বাসুদেব সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিনিপ্রবীর ! দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ ও জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সতত কর্ণকে কহিত, হে সূতপুত্র ! তুমি কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি এই শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনঞ্জয় দেবগণ মধ্যে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবগণ মধ্যে সাতিশয় যশস্বী ; তাহারে সংহার করিতে পারিলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ হুতাশন বিহীন সুরগণের ন্যায় বিনষ্ট প্রায় হইবে, সন্দেহ নাই। হে সাত্যকি ! দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বারংবার এইরূপ কহিলে কর্ণও তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বারা ধনঞ্জয়েরই বধসাধন করিতে হইবে, ইহা সততই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত ; কিন্তু আমি তাহারে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে অর্জ্জুনের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয় ! আমি যে পর্য্যন্ত না অর্জ্জুনের এই মৃত্যুর প্রতিকার করিয়াছিলাম, ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে। অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে, আমি অর্জ্জুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান ! ধনঞ্জয়কে পুনর্জীবিতের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া আমার এইরূপ গুরুতর হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে কর্ণকে নিবারণ করিতে পারে ঘটোৎকচ ভিন্ন এমন আর কেহই নাই ; এই নিমিত্তই আমি ভীমতনয়কে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

হে মহারাজ ! ধনঞ্জয়ের হিতানুষ্ঠানে পরতন্ত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিরে তৎকালে এইরূপ কহিয়াছিলেন।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! কর্ণ দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি বীরগণের বিশেষতঃ তোমার অতিশয় নীতি বিরুদ্ধ

কার্য্য দেখিতেছি। তোমরা সকলে ত অবগত ছিলে যে, সেই বাসবদত্ত শক্তি একজনকে অবশ্যই সংহার করিতে পারে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও কেহ উহা সহ্য বা নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন; তবে কর্ণ কি নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত সেই এক-পুরুষঘাতিনী শক্তি দেবকী পুত্র বা অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমরা প্রতিদিন সমরাঙ্গণ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া কর্ণকে কহিতাম, হে কর্ণ! কল্য প্রভাতেই তুমি এই এক পুরুষ ঘাতিনীশক্তি হয় কেশব না হয় অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা, পরদিন প্রভাতেই কি কর্ণ কি অন্যান্য যোধগণ সকলেই উহা বিস্মৃত হইত। হে মহারাজ! দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; তাহার প্রভাবে সূতনন্দন হতবুদ্ধি হইয়া দেবকী পুত্রের বা ইন্দ্র পরাক্রম অর্জ্জুনের প্রতি সেই কালরাত্রি স্বরূপিণী বাসবী শক্তি নিক্ষেপ করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, দৈব ও কেশবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে! বাসবদত্ত শক্তি তৃণ তুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়া ব্যর্থ হইল! মহাবীর কর্ণ, আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য ভূপাল সমুদায় এই নীতি বহির্ভূত কার্য্য নিবন্ধনই শমন ভবনে গমন করিলেন। যাহাহউক, হিড়িম্বা-তনয় নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় কি রূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল? কীর্ত্তন কর। যে যে পাঞ্চালেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল? মহবীর দ্রোণাচার্য্য ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বিনাশ নিবন্ধন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জৃম্ভমান শার্দ্দূলের ন্যায়, ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় প্রাণ পণে অরাতিসৈন্য মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কি রূপে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল? দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচা-র্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সংগ্রামস্থলে কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্য বধার্থী ধনঞ্জয় ও বৃকো-দরের উপর কি রূপ বাণ বৃষ্টি করিল? কৌরবগণ জয়দ্রথের ও পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর কি রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? এই সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই ঘোর রজনীতে মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পরমা হ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত বেগে আগমনপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য সমুদায় বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির অতি দীনভাবে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি শীঘ্র কৌরব সৈন্যগণকে নিবারণ কর। আমি ঘটোৎকচের নিধনে বিমো-হিত প্রায় হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়াই অশ্রুপূর্ণমুখে স্বীয় রথে আসীন হইয়া কর্ণের বিক্রম সন্দর্শন পূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মহা মোহে অভিভূত হইলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! প্রাকৃতজনের ন্যায় শোক প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সমরভার বহন করুন। আপনি এরূপ শোকপরবশ হইলে বিজয় লাভে সংশয় উপস্থিত হইবে।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণা-নন্তর পাণিতল দ্বারা নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করত কহিলেন, মহাবাহো! ধর্ম্মপথ কিছুই আমার অবিদিত নাই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। দেখ, অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে মহাত্মা হিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ঐ মহাধনুর্দ্ধর কাম্যক বনে আমার শুশ্রূষাকরিত এবং ধনঞ্জয়ের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত আমা-দিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধাভিজ্ঞ মহাবীর গন্ধমাদন গমন কালে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও পরিশ্রান্তা পাঞ্চালীরে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। মহাবীর ভীম-তনয় আমার নিমিত্ত এইরূপ অনেক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! সহদেবের প্রতি আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। ভীমতনয় আমার অতিশয় ভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিল; তজ্জন্যই আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বাষ্ণেয়! ঐ দেখ, কৌরবেরা আমাদিগের সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরম যত্ন সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন নলবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিতেছেন। কৌরবেরা ভীমসেনের ভুজবলে ও অর্জ্জুনের বিবিধ অস্ত্রশিক্ষার অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন ঘটোৎকচের নিধন নিবন্ধন আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে জনার্দ্দন! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে সর্ব্বসমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয়ের

বিনাশ সাধন করিল। যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অভিমন্যুরে বিনাশ করে, সে সময়ে মহারথ ধনঞ্জয় রণস্থলে উপস্থিত ছিল না, আমরাও সকলে সিন্ধুরাজ কর্তৃক রুদ্ধ ছিলাম। দ্রোণাচার্য্যই পুত্র সমভিব্যাহারে অভিমন্যু বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, অশ্বত্থামা তাহার অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে, নৃশংস কৃতবর্ম্মা বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পাষ্ণি ও সারথির সহিত নিহত করে এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধরেরা তাহার বিনাশ সাধন করেন। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! অভিমন্যুবধে জয়দ্রথের অতি সামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিমিত্ত অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বিনাশ করাতে আমি অধিক আহ্লাদিত হই নাই। এক্ষণে যদি শত্রু বিনাশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ঐ দুই জনই আমাদিগের দুঃখের আদিকারণ; উহাঁদিগের সাহায্যেই দুর্য্যোধন আশ্বাসযুক্ত হইয়াছে। হে মাধব! যে সংগ্রামে দ্রোণ ও কর্ণকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করা কর্ত্তব্য, অর্জ্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সূতপুত্রকে নিগ্রহ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, অতএব আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চলিলাম। ঐ দেখ, ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহস্র প্রভদ্রক সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন। অতএব উহাঁর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া সত্বরে রথ সঞ্চালনপূর্ব্বক দূরগত ধর্ম্মপুত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শোকবিমূঢ় সন্তপ্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় সহসা গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! অর্জ্জুন সৌভাগ্যক্রমে সমরাঙ্গনে সূতপুত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের নিধন কামনায় বাসবদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অর্জ্জুন কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই ঐ বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে সূতপুত্র নিশ্চয়ই তাঁহার উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিত। তাহা হইলে তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত। ভাগ্যক্রমে সূতপুত্র তাহা না করিয়া সেই শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরতবংশাবতংস! দৈবই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে; পুরন্দর প্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিত্তমাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক সম্বরণ কর। জীবমাত্রেরই সংহার আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণের সমভিব্যাহারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি হইতে পঞ্চম দিবসে বসুন্ধরা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। পরম প্রীত মনে অনৃশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ঘটোৎকচবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণবধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে স্বয়ং কর্ণ বিনাশে নিবৃত্ত এবং ঘটোৎকচ বধ জনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি ভীমসেনকে অসংখ্য কৌরব সেনা বিদারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়! তুমি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণ বিনাশের নিমিত্ত শর, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। হৃষ্টচিত্তে সমরে ধাবমান হও, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর, দৌর্ম্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত দ্রুপদ ও বিরাট, মহাবল সাত্যকি ও অর্জ্জুন এবং প্রভদ্রক, কেকয় ও দ্রৌপদী তনয়গণ ইহাঁরাও সন্তুষ্ট চিত্তে দ্রোণবধ বাসনায় বেগে ধাবমান হউন। রথীগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া মহারথ দ্রোণকে নিপাতিত করুন।

হে মহারাজ! তখন সেই সমস্ত যোধগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে দ্রোণজিগীষু হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সময়ে সহসা সমাগত বীরগণকে অনায়াসে প্রতিগ্রহ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের জীবন রক্ষার্থ সুসজ্জিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শ্রান্তবাহন পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্ট প্রায় হইলেন। সেই প্রাণীগণের প্রাণনাশিনী ত্রিযামা রজনী তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্রযামা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সৈন্যগণ ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইলে উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ দীনচিত্ত, উৎসাহ শূন্য এবং অস্ত্র শস্ত্র বিহীন হইয়াও লজ্জা ও স্বধর্ম্ম পরিপালন নিবন্ধন স্ব স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করিলেন না। সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে ও কেহ বা রথোপরি শয়ন করিতে লাগিল। অন্য যোধগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে বিপক্ষদলকে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক আপনারে, আত্মীয়গণকে ও শত্রুগণকে সমরে সমাহত করিতে লাগিল। আমাদের পক্ষীয় অসংখ্য বীর শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে নিদ্রারক্ত লোচনে অবস্থান করিতে লাগিল। কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীরপুরুষ সেই নিদারুণ অন্ধকারে গমনাগমন পূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, শত্রু হস্তে নিহত হইয়াও কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে সেনাগণ! তোমরা বাহনগণের সহিত অন্ধকার ও ধূলিপটলে সমাবৃত এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ; অতএব যদি তোমাদিগের মত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাও। অনন্তর নিশানাথ সমুদিত হইলে তোমরা বিনিদ্র হইয়া স্বর্গলাভের নিমিত্ত পুনরায় পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইবে। তখন কৌরব পক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরগণ ধার্ম্মিক ধনঞ্জয়ের সেই বাক্য শ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া হে কর্ণ! হে মহারাজ দুর্য্যোধন! পাণ্ডব সেনা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়াছে; অতএব তোমারাও নিবৃত্ত হও, পরস্পর উচ্চস্বরে বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন। এই রূপে অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে সমুদায় কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য সমরে নিবৃত্ত হইল। সমুদায় দেব ও মুনিগণ সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত সৈনিক পুরুষগণ অর্জ্জুন বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। আপনার সৈন্যগণ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, হে মহাবাহো! তোমাতে বেদ, অস্ত্র সমূহ, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও জীবের প্রতি অনুকম্পা বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব আমরা আশ্বাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও। মহারথগণ তাঁহারে এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া তুষ্ণীম্ভূত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ গজস্কন্ধে, কেহ কেহ ক্ষিতিতলে শয়ন করিলেন। অনেকে বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভূরেণু ভূষিত ভুজঙ্গভোগ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত পৃথিবীতল শীতল করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগ পরিবৃত পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুবর্ণ যোক্ত্র পরিশোভিত অশ্বগণ কেশরালম্বিত যুগকাষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমরভূমি বিষম করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই সংগ্রামস্থলে অশ্ব, হস্তী ও যোধগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও যুদ্ধে বিরত হইয়া নিদ্রিত হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সুনিপুণ চিত্রকরগণ ঐ সমস্ত বল চিত্রপটে বিচিত্র করিয়াছে। পরস্পরের শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ কুণ্ডলধারী তরুণবয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ গজকুম্ভের উপর শয়ান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহারা কামিনীগণের কুচকলস আলিঙ্গণ পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন।

হে মহারাজ! অনন্তর নয়ন প্রীতি বর্দ্ধন কামিনীর গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ভগবান কুমুদনায়ক চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী দিক্ অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয় পর্ব্বতের সিংহের ন্যায় পূর্ব্ব দিক্ রূপ দরী হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তিমিররূপ হস্তীযূথ বিনাশ করত সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষ সমপ্রভ, কন্দর্পচাপ সদৃশ, নববধূর হাস্যের ন্যায় মনোহর কুমুদবান্ধব প্রথমতঃ আলোক মাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকিরণ প্রভা দ্বারা তমোরাশি উৎসারিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইল। তিমির রাশি অবিলম্বেই বিনষ্ট হইয়া

গেল। নিশাচর জন্তুগণ কেহ কেহ বিচরণে প্রবৃত্ত ও কেহ কেহ ক্লান্ত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈন্যগণ সূর্য্যাংশু সম্ভিন্ন পদ্মবনের ন্যায় প্রবোধিত হইতে লাগিল এবং তাহারা মহাসাগরের ন্যায় চন্দ্রোদয় দর্শনে উদ্ধৃত হইয়া উঠিল। তখন লোক বিনাশের নিমিত্ত পরমগতি লাভার্থী বীরপুরুষগণের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষ ও তেজ সন্ধুক্ষিত করত কহিতে লাগিলেন, হে আচার্য্য! দীনমনা শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা লব্ধলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, উহারা সেই অবসরে সমুদায় সমর পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারংবার উহাদিগের অভ্যুদয় লাভ হইতেছে; এবং আমরা ক্রমশঃ তেজ ও বলবীর্য্য পরিশূন্য হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্রসমস্ত সম্যক্ অবগত আছেন। আমি সত্যই কহিতেছি, কি পাণ্ডবগণ কি কৌরবগণ কি অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ কেহই যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদায় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবগণ আপনার পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য এই বলিয়াই হউক, বা আমার ভাগ্য দোষেই হউক, আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি। আমি অস্ত্রবেত্তা; কিন্তু এই সমস্ত বীর অস্ত্র বিদ্যায় তাদৃশ সুনিপুণ নহে। বিজয়াভিলাষে এই সকলকে সংহার করিতে হইলে আমাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র জনের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করিব, সন্দেহ নাই। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! তুমি মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিশ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত বলবীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অর্জ্জুন রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণ তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। ঐ মহাবীর খাণ্ডব দাহ সময়ে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ এবং বলদৃপ্ত যক্ষ, নাগ ও দানব দলকে দলন করিয়াছিল, ইহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। ঐ মহাবীর তোমাদের ঘোষযাত্রা কালে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে, বিমুক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর সুরগণেরও অজেয় নিবাত কবচ ও হিরণ্য পুরবাসী সহস্র সহস্র দানবদিগকে পরাজয় করিয়াছে। অতএব সামান্য মনুষ্য কিরূপে সেই মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবে। হে মহারাজ! তোমার সৈন্য সকল আমাদের বহু প্রযত্নে সুরক্ষিত হইলেও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে যেরূপে বিনাশ করিতেছে, তুমি তৎসমুদায় অবলোকন করিতেছ।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আজি আমি দুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি আমরা সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর হাস্যমুখে তাহাতে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয় প্রধান অক্ষয় ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। ধনাধিপতি কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ ও লোকান্তকর কৃতান্ত এবং অসুর ও রাক্ষসগণও আয়ুধধারী অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। হে বৎস! তুমি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মূর্খেরাই ঐ রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রস্থান করা কাহারও সাধ্য নহে। হে রাজন্! তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর ও পাপস্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি সৎকুল সম্ভূত ক্ষত্রিয় এবং সমরপ্রার্থী; অতএব এক্ষণে স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ অর্জ্জুনের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহারে নিবারণ কর। তুমিই এই শত্রুতার মূল কারণ; অতএব এক্ষণে অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তুমি কি নিমিত্ত নিরপরাধে এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতেছ। হে গান্ধারীনন্দন! তোমার এই মাতুল শকুনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ, প্রতারণা পরতন্ত্র ও কুটিল হৃদয়; এক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমার বোধ হয়, এই মহাবীরই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন। তুমি কর্ণ সমভিব্যাহারে মোহাবিষ্ট, শূন্য হৃদয়, শুশ্রূষা পরবশ, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কহিয়াছ যে, হে মহারাজ! আমি কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন আমরা সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিব। আমি প্রতি সভায় তোমার মুখে এই রূপ কথা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও। ঐ দেখ, নিতান্ত দুর্বিসহ শক্র মহাবীর অর্জ্জুন তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উঁহার অভিমুখীন হও। অর্জ্জুনের হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্লাঘনীয়। হে বৎস! তুমি অভিলষিত ঐশ্বর্য্য লাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ এবং কৃতকার্য্য ও ঋণশূন্যও হইয়াছ; অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্কমনে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কৌরব সৈন্য সকল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ দ্রোণকে ও অপরভাগ দুর্য্যোধনাদিকে আশ্রয় পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ত্রিযামার একভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যসারথি অরুণ শশধরকে ক্ষীণকান্তি ও নভোমণ্ডল তাম্রবর্ণ করিয়া গগনে সমুদিত হইলেন। সূর্য্যমণ্ডল অরুণকিরণে অরুণিত হইয়া তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত চক্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ সকলে রথ, অশ্ব ও নরযান সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবাকরের অভিমুখীন হইয়া সন্ধ্যোপাসনার জন্য করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কৌরব সৈন্য সকল দ্বিধা বিভক্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে পুরবর্ত্তী করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে সব্যসাচিন! তুমি কৌরবগণকে বামভাগে ও দ্রোণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের নিদেশানুসারে দ্রোণ ও কর্ণের বামভাগে অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে অরাতিনিপাতন ভীমসেন হৃষীকেশের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমরাঙ্গণে মধ্যবর্ত্তী অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় কামিনীরা যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, এক্ষণে সেই কার্য্য সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তুমি এ সময় আপনার বলবীর্য্যানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য করা হইবে। এক্ষণে তুমি দ্রোণ সৈন্যগণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া শক্র সংহার পূর্ব্বক সত্য, শ্রী, ধর্ম্ম ও যশের আনৃণ্য লাভ কর।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন কেশব ও ভীমসেন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রম পূর্ব্বক চারিদিকে অরাতি সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ সেই বর্দ্ধমান অনল সদৃশ ক্ষত্রদাহন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত অস্ত্রবেত্তা জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমুদায় অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক সকলকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় ধূলিপটল সমুদ্ভূত, চতুর্দ্দিক্ হইতে শরজাল সমাগত, ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত ও ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন কি ভূমণ্ডল কি দিঙ্মণ্ডল কি আকাশমণ্ডল কিছুই বোধগম্য হইল না। ধূলিপটল প্রভাবে সকলেই অন্ধপ্রায় হইল। আমাদের উভয় পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর কেহ কাহারে অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন ভূপালগণ কেবল স্ব স্ব নাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথবিহীন রথীগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের কেশ, কবচ ও ভুজে সংলগ্ন হইতে লাগিলেন। অশ্ব সারথি বর্জ্জিত নিশ্চেষ্ট রথিগণ ভয়ার্দ্দিত হইয়া কেবল জীবন রক্ষা করত সংগ্রামে সমবস্থিত হইলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ গত জীবিত হইয়া পর্ব্বতাকার নিহত গজ সমূহে আলিঙ্গন করিয়া রহিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে উত্তর দিকে গমন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সেনাগণ তেজঃ প্রজ্বলিত দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রাম ক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে একান্তে আগমন

করিতে দেখিয়া ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। দানবগণ যেমন বাসবকে পরাজিত করিতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ তাহারা সেই অরাতিনিপাতন মদমত্ত মাতঙ্গ সদৃশ দ্রোণকে পরাভূত করিব বলিয়া কোন ক্রমেই সাহস করিতে পারিল না। তখন কেহ কেহ নিরুৎসাহ, কেহ কেহ কোপাবিষ্ট ও কেহ কেহ বা বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণের মধ্যে কেহ কেহ কর দ্বারা করাগ্র নিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে ওষ্ঠ দংশন, কেহ কেহ আয়ুধ নিক্ষেপ ও কেহ কেহ বা ভুজমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তখন অনেক অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বীরপুরুষ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুপদরাজকে আশ্রয় করিল।

তখন মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাট সেই সমরচারী দুর্জ্জয় দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে দ্রুপদের তিন পৌত্র ও চেদি দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ তিন নিশিত শরে সেই দ্রুপদ পৌত্র ত্রয়ের প্রাণ সংহার করিলে তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎপরে মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে চেদি, কৈকয়, সৃঞ্জয় ও মৎস্যগণকে পরাজিত করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটরাজ তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের বাণবর্ষণ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাট ভূপতি দ্রোণশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহারে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদের কার্ম্মুক দ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিরাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া দ্রোণের বধ সাধনার্থ দশ তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণবিশারদ দ্রুপদও ক্রোধভরে দ্রোণের রথাভিমুখে এক স্বুবর্ণ খচিত ভুজঙ্গোপম ভীষণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই বিরাট নিক্ষিপ্ত দশ তোমর ও নিশিত সায়ক দ্বারা দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া সুশাণিত ভল্ল দ্বয় দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

মনস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অস্ত্রবলে বিরাট, দ্রুপদ ও বিরাটের তিন পৌত্র এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও দুঃখভরে মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য দ্রোণ যদি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমারে পরাভব করেন, তাহা হইলে যেন আমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়তেজ হইতে পরিভ্রষ্ট হই। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপ শপথ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এক দিকে পাঞ্চালগণ ও অন্য দিকে অর্জ্জুন অবস্থান পূর্ব্বক দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এবং দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের প্রযত্নে সুরক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়সত্তম! কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াভিমানী ও দ্রুপদের কুলে উৎপন্ন হইয়া সম্মুখস্থ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে! কোন্ পুরুষ পিতৃবধ ও পুত্রবধ সহ্য এবং ভূপালগণ সমক্ষে শপথ করিয়া শত্রু প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। ঐ দেখ, মহাবীর দ্রোণ স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমগ্র পাণ্ডব সৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি সংগ্রামার্থ দ্রোণ সন্নিধানে চলিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ কর।

মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আকর্ণ পূর্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ। সেই সূর্য্যোদয় কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল আমরা কদাচ তদ্রূপ যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় সৈন্য সকল অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথ সমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রাণীগণ নিহত ও ইতস্ততঃ বিশীর্ণ হইল। কোন কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করত বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমর পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, অরাতিগণ কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠভাগে ও কেহ কেহ বা পার্শ্বদেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে অতি নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদিত হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বর্ম্মধারী বীরগণ সমরাঙ্গনেই নবোদিত দিবাকরের উপাসনা করিলেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চন ভাস্বর ভাস্কর সমুদিত হওয়াতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরব্ধ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যে সৈন্যগণ যাহাদিগের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহীগণ রথীদিগের সহিত, গজারোহীগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, পদাতিগণ হস্ত্যারোহীদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথীগণ রথীদিগের সহিত এবং মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। হে মহারাজ! যোধগণ রজনীযোগে বহু যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আতপতাপে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অচেতন প্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরী নিস্বন, মৃদঙ্গধ্বনি, বৃংহিত শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, নিপতিত অস্ত্র সমুদায়ের নিঃস্বন, অশ্বের হ্রেষারব ও রথ সমুদায়ের ঘর্ঘর নির্ঘোষে মহা তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কলেবর রণনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন সৈন্যগণ শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপক্ষীয়গণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণ নিক্ষিপ্ত করবারি সকল নির্জ্যমান বসন রাশির ন্যায় নিরীক্ষিত ও সেই খড়্গ সমুদায়ের শব্দ নির্জ্যমান বসন শব্দের ন্যায় শ্রুত হইল। অনন্তর বীরগণ খড়্গ, তোমর ও পরশু নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত করিলে সমরস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহ সম্ভূত শোণিত দ্বারা এক অতি ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল। শস্ত্র সমুদায় উহার মৎস্য, মাংস কর্দ্দম, পতাকা ও বস্ত্র সমুদায় ফেন এবং সৈন্যগনের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অশ্ব ও গজ সমুদায় রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। শুষ্কবদন বীরগণ চারুকুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা অসাধারণ শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় ক্রব্যাদগণে এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত সৈন্য সমুদায় দ্বারা রথ সঞ্চালনের পথ রোধ হইল। বারণ সদৃশ বলবান সৎকুল সম্ভূত বাজিগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং রথচক্র নিমগ্ন হইলে কম্পিত কলেবরে বলপূর্ব্বক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ই তৎকালে স্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় ও ভয়ত্রাতা হইয়াছিলেন। উহাঁদের প্রভাবে উভয় পক্ষীয় অনেক বীর শমন সদনে গমন করিলেন। কৌরব সৈন্য সমুদায় নিতান্ত ভীত হইল। পাঞ্চাল সৈন্যেরা কোন্ স্থানে রহিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র স্থির হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন, শ্মশানভূমিসদৃশ সমরাঙ্গনে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয় কালে ধূলিপটল সমুত্থিত হইলে কি কর্ণ কি দ্রোণ কি অর্জ্জুন কি যুধিষ্ঠির কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি ধৃষ্টদ্যুম্ন কি সাত্যকি কি দুঃশাসন কি অশ্বত্থামা কি দুর্য্যোধন কি শকুনি কি কৃপ কি মদ্ররাজ কি কৃতবর্ম্মা কি অন্যান্য যোধগণ কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তৎকালে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আত্মদেহ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই ধূলিপটলে সংবৃত হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পুনরায় নিশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়ে কে কৌরব কে পাঞ্চাল কে পাণ্ডব কিছুই অবধারিত হইল না। ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল এবং সম ও বিষম প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয় প্রার্থী নরগণ কি স্বকীয় কি পরকীয় যাহারে প্রাপ্ত হইল তাহারেই নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিত নিষেক দ্বারা রজোরাশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী ও পদাতিগণ রুধিরোক্ষিত হইয়া পারিজাত বনাবলির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ বৃকোদরের সহিত ও অর্জ্জুন ভারদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদায় যোধগণ তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করত পরস্পরের পরাজয় বাসনায় পরস্পরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্যসঙ্কাশ রথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহাদিগকে শারদ জীমূতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন কোপপূর্ণ মহাধনুর্দ্ধর অন্যান্য যোধগণও পরম যত্ন সহকারে স্পর্দ্ধা করত মত্ত মাতঙ্গ সমুদায়ের ন্যায় পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যে, কেহ কাহার দেহভেদ করিতেছেন না, মহারথগণ স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। ঐ সময় যোধগণের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুণ্ডল মণ্ডিত

মস্তক, কার্ম্মুক, বিশিখ, প্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, অন্যান্য বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র বর্ম্ম, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধশূন্য ধ্বজবিহীন নগরাকার রথ সমুদায়, আরোহীবিহীন শঙ্কিতচিত্ত বায়ুবেগে ধাবমান অশ্বগণ, অলঙ্কৃত নিহত বীরগণ এবং রাশি ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বস্ত্র, সুগন্ধি মালা, হার, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিনী জাল, বক্ষঃস্থলার্পিত মণি, নিষ্ক ও চূড়ামণি দ্বারা সংগ্রামস্থল নক্ষত্রকুল বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর অমর্ষিত নকুলের সহিত ক্রোধোন্মত্ত দুর্য্যোধনের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মাদ্রীপুত্র দুর্য্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহারে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। ঐ সময় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই তাঁহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন তখন বিচিত্র যুদ্ধ মার্গাভিজ্ঞ তেজস্বী নকুল দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রতিচিকির্ষু দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনও তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া শর জালে পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর নকুল আপনার কুপরামর্শ জনিত বহু দুঃখ স্মরণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন রোষাবিষ্ট হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করত সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ সমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র উহার শিরশ্ছেদন করিলেন যে, দুঃশাসন ও অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা উহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। তখন দুঃশাসনের অশ্বগণ যন্তাবিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বয়ং নির্ভয়ে অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কি বিপক্ষ কি স্বপক্ষ সকলেই তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দুঃশাসনের অশ্বগণের উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন দুঃশাসন একবার অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও শরাসন পরিত্যাগ এবং একবার কার্ম্মুক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেব এই সুযোগে তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ দুঃশাসনের সাহায্যার্থ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে পরম যত্নসহকারে আকর্ণপূর্ণ তিন ভল্লে কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। তখন সূতপুত্র দণ্ডঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কর্ণ ও ভীমসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা নেত্র বিঘূর্ণন পূর্ব্বক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করত ক্রোধভরে মহাবেগে পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবীর পরস্পর অতিশয় সন্নিকৃষ্ট ছিলেন, সুতরাং শরপ্রয়োগ বিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম গদাঘাতে কর্ণের রথকূবর চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন মহারথ কর্ণ ভীমের রথাভিমুখে গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার গদা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক গুর্ব্বী গদা নিক্ষেপ করিলে মহাবীর কর্ণ মহাবেগসম্পন্ন সুপুঙ্খ বহুসংখ্য সায়ক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা কর্ণের শরপ্রভাবে মন্ত্রাভিহত ভুজঙ্গীর ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভীমসেনের বিপুল ধ্বজ নিপাতিত ও সারথিরে বিমোহিত করিল। পরে বিপুলবিক্রম ভীমসেন ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণের প্রতি আট বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্লান মুখে তাঁহার শরাসন তূণীর ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বরে অন্য এক সুবর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা বৃকোদরের অশ্ব সমুদায় ও পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করে, তদ্রূপ নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুন উভয়ে লক্ষ্যসন্ধান ও রথের বিচিত্র গতি দ্বারা মানবগণের নয়ন ও মন বিমোহিত করত বিচিত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই গুরু শিষ্যের অদ্ভুত সংগ্রাম

অবলোকনে সমরে নিবৃত্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগের অসামান্য পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মহারাজ! গগনমার্গে আমিষলোলুপ শ্যেনদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কৌশল প্রভাবে তৎসমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অস্ত্রকোবিদ আচার্য্য অর্জ্জুনকে কৌশল ক্রমে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ঐন্দ্র, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ঐ সমুদায় অস্ত্র দ্রোণের শরাসন বিমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে মহাবীর দ্রোণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও অনায়াসে তৎসমুদায় নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন শর প্রভাবে তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইয়া গেল। এইরূপে পার্থশরে দিব্যাস্ত্র সমুদায়ও ধ্বংস হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার শিষ্য এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় অস্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, উহা পুনরায় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও দ্রোণের স্তুতি সংযুক্ত দৈববাণী বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরজাল প্রভাবে দশদিক্ আলোকময় হইলে সিদ্ধ ও মুনিগণ সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা মানুষ, আসুর, রাক্ষস, দৈব বা গান্ধর্ব্ব যুদ্ধ নহে; ইহা ব্রাহ্ম যুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতিক্রম করিতেছেন; ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে কাহারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এরূপ বিচিত্র যুদ্ধ আর কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। যদি সাক্ষাৎ রুদ্র আপনার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই এই যুদ্ধের উপমাস্থল হইতে পারে; নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণাচার্য্য জ্ঞান ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয়; অর্জ্জুনও উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিপক্ষগণ ইঁহাদিগকে কদাচ সংগ্রামে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎকে বিনষ্ট করিতে পারেন। হে মহারাজ! অন্তর্হিত ও প্রকাশিত প্রাণীগণ এইরূপে সেই বীর দ্বয়ের বিক্রম দর্শনে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহামতি দ্রোণাচার্য্য সমরে মহাবীর অর্জ্জুনও অন্তর্হিত প্রাণীগণকে সন্তপ্ত করত ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পর্ব্বত পাদপ সম্বলিত সমুদায় ভূমণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ এবং উভয় পক্ষীয় সেনা ও অন্যান্য জীবগণ নিতান্ত ভীত হইতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সমুদায়কে প্রশান্ত করিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয় কেহ কাহারে পরাভব করিতে সমর্থ না হইলে পরিশেষে সঙ্কুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে পারিলাম না। আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে ঐ সময়ে অসংখ্য নর, অশ্ব ও গজ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সুবর্ণ রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষণকাল মধ্যে দুঃশাসনের কি রথ কি ধ্বজ কি সারথি সকলেই অদৃশ্য হইল। মহাবীর দুঃশাসন মহাত্মা পাঞ্চালনন্দনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকে পরাঙ্মুখ করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চাল তনয়ের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পুরুষ প্রধান নকুল ও সহদেব সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে

তাঁহার অনুগমন করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর এই চারিজন বীরের সহিত পাণ্ডব পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাবীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধ চরিত্র বিশুদ্ধ বংশ সম্ভূত, অমর্ষপরায়ণ বীরগণ স্বর্গলাভার্থে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কর্ণী, নালীক এবং বিষলিপ্ত, শৃঙ্গঘটিত, বহুশল্য, তপ্ত, গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত, জীর্ণ ও কুটিলগতি শর সকল ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীর্ত্তি বাসনা করত অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তিন জন পাণ্ডবের সহিত কৌরব পক্ষীয় চারি জনের দোষ বিহীন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরব পক্ষচারী বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় বীর চতুষ্টয় মাদ্রীতনয় দ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাদ্রীনন্দন দ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরব পক্ষীয় দুই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাবীর দ্রুপদতনয় নির্ভয়ে দ্রোণের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চাল নন্দনকে দ্রোণের সহিত ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়কে আপনাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম্মভেদী শরবর্ষণ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এই রূপে নরশার্দ্দূল মহাবীর দুর্য্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্য বৃত্তান্ত স্মরণ ও বীক্ষণাবেক্ষণ করত বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিরে সম্বোধন পূর্ব্বক আপনার চরিত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক্! আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে; আমিও তোমার তদ্রূপ ছিলাম; এক্ষণে আমাদিগের সে সকল বাল্যবৃত্তান্ত আমার স্মরণ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে সকলেই একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও লোভ প্রভাবে আমা আমারে তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

হে মহারাজ! তখন অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ বিশিখ সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজপুত্র! আমরা যে স্থলে সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতাম এ সে সভা বা আচার্য্য নিকেতন নহে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে শিনিপুঙ্গব! কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমাদিগের সেই বাল্যক্রীড়া সন্তর্হিত হইয়া এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ধনতৃষ্ণা নিবন্ধন সকলে সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম যে, ইঁহারা আচার্য্যের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! যদি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই, তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র আমাকে বিনাশ কর, তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গ লোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদূর পরাক্রম থাকে, তাহা প্রদর্শন কর, আর আমি আত্মীয়গণের ব্যসন নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করি না। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া নির্ভীক চিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সাত্যকিরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দুর্য্যোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও সত্বরে তাঁহারে প্রথমতঃ পঞ্চাশত, তৎপরে বিংশতি ও দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র হাসিতে হাসিতে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যাদবপুঙ্গব অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সংহারার্থ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্য্যোধন মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ যুযুধানের শরনিকরে গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সত্বরে অন্য রথে পলায়ন করিলেন এবং সত্বরেই পরিশ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও

কুরুরাজের রথোপরি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ক সমুদায় সমন্তাৎ বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে সংগ্রাম ক্ষেত্রে কক্ষদহন প্রবৃত্ত হুতাশনের শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ বীরদ্বয়ের শরনিকরে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গ দুর্গম হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে দুর্য্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতার্থ মহারথ যুযুধানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ভীম পরাক্রম ভীমসেন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বরে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অবলীলাক্রমে ভীমসেনের শর সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক শর নিকরে তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন এবং সারথিরে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের শরাসন, রথের এক খান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিরে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই একচক্র রথে অবস্থিত হইয়াও হিমালয়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণের অশ্বগণ তাঁহার সেই রুচির একচক্র রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বিবিধ শর ও শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! যাঁহারা আমাদিগের প্রাণ ও মস্তক স্বরূপ; যে যোধগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই সকল পুরুষ প্রধান বীরগণ দুর্য্যোধনাদির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমারা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ; যে স্থানে সোমকগণ যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে জয়লাভই হউক বা প্রাণনাশ হউক, উভয় পক্ষেই সদ্গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, জয়লাভ করিলে ভূরি দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে দেবস্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে। হে মহারাজ! মহারথ বীরপুরুষেরা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দ্রুতপদে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ এক দিক্ হইতে শরনিকরে দ্রোণকে আহত করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ অন্য দিক্ হইতে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব উচ্চস্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি শীঘ্র ধাবমান হইয়া দ্রোণরক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাতিত কর। আচার্য্য সহায়বিহীন হইলে পাঞ্চালগণ উহাঁরে অনায়াসে বিনষ্ট করিবেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে সহসা কৌরবগণের সম্মুখীন হইলেন। দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যেমন সংগ্রামে দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ দ্রোণের অস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন এবং পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিপীড়িত ও আচার্য্যের অস্ত্র সমুদায় ভীষণরূপে চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ হইলে পাণ্ডবেরা অশ্ব ও যোধবর্গের নিধন দর্শনে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, বসন্ত সময়ে সমিদ্ধ হুতাশন যেমন বন দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরমাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। সংগ্রামে উহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। ধর্ম্মপরায়ণ অর্জ্জুন কখনই উহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবহিতৈষী ধীমান্ বাসুদেব কুন্তীপুত্রদিগকে দ্রোণ শরে পীড়িত ও নিতান্ত ভীত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহারে নিহত করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উহাঁরে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশল করিয়া উহাঁরে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর; নচেৎ আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না, অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলুন যে, অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র

অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না; অন্যান্য যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে উহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গদাঘাতে আত্মপক্ষ অবন্তীদেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অরাতিঘাতন অশ্বত্থামা নামক মহাগজকে নিপাতিত করিয়া সলজ্জভাবে দ্রোণসমীপে আগমনপূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃকোদর অশ্বত্থামা নামক গজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমত নিতান্ত বিষণ্ণমনা হইলেন। পরিশেষে স্বীয় পুত্রকে অমিত পরাক্রমশালী ও অরাতিকুলের অসহ্য মনে করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশবাসনায় তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র ভূষিত সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ সেই রণচারী দ্রোণাচার্য্যের উপর চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাদের শরনিকরে পরিবৃত হইয়া বর্ষাকালীন জলধর সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলম্বে পাঞ্চালগণের শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিনাশার্থ ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া সোমকদিগকে বিনাশ এবং পাঞ্চালগণের মস্তক ও পরিঘাকার কনকভূষিত বাহু সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরপতিগণ ভারদ্বাজকর্ত্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। নিপতিত হস্তী ও অশ্বগণের মাংস ও শোণিতে গাঢ় কর্দ্দম সমুৎপন্ন হওয়াতে সমরভূমি অগম্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপে পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথের প্রাণ নাশ করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে বসুদানের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক পঞ্চাশৎ মৎস্য, ষট্‌সহস্র সৃঞ্জয়, অযুত হস্তী ও অশ্বের প্রাণ বিনাশ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভারদ্বাজ, গৌতম বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা ও সত্যধর্ম্ম পরায়ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমৃগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্তলোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে ভীমসেনের সম্মুখে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া অধিকতর বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্যকালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই তিনি অন্য কাহারে জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর হৃষীকেশ দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে পৃথিবী পাণ্ডব শূন্য করিবেন, স্থির করিয়া দুঃখিতচিত্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! যদি দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া আর অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যা কথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহ স্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।

হে কুরুরাজ! ঐ সময়ে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি দ্রোণাচার্য্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট অবন্তিনাথ ইন্দ্রবর্ম্মার ঐরাবত সদৃশ অশ্বত্থামা নামক হস্তী সংহার পূর্ব্বক আর্য্যকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি যুদ্ধ করি

তেছেন? হে মহারাজ! ভারদ্বাজ তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী গোবিন্দের বাক্যানুসারে আচার্য্যকে অশ্বত্থামার বিনাশ বার্ত্তা প্রদান করুন, তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি সত্যপরায়ণ বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত আছেন। আচার্য্য আপনার বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা বশতঃ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলেন। তিনি জয়াভিলাষ ও মিথ্যা কথন ভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া দ্রোণ সমক্ষে অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে বলিয়া অব্যক্তরূপে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। হে মহারাজ! ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুল উর্দ্ধে অবস্থান করিত; কিন্তু তৎকালে তিনিএইরূপ মিথ্যা কথা কহিলে তাঁহার বাহনগণ ধরাতল স্পর্শ করিল। তখন মহাবথ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঋষিগণের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাবে মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধী জ্ঞান ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া আর পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদরাজ দ্রোণ বিনাশার্থ মহাযজ্ঞে প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উহাঁরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রোণজিঘাংসু হইয়া সুদৃঢ় মৌর্ব্বীসম্পন্ন,জলদ গভীরনিস্বন, জয়শীল দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায়, আশীবিষের ন্যায় শরসংযোজন করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন মণ্ডলস্থ শর শরৎকালীন পরিবেষমধ্যস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিকগণ সেই প্রজ্বলিত শরাসন ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় প্রতাপশালী ভারদ্বাজও দ্রুপদপুত্রের শরসন্ধান সন্দর্শনপূর্ব্বক আপনার আসন্নকাল সমাগত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেন কিন্তু তাঁহার অস্ত্রজাল আর প্রাদুর্ভূত হইল না। ঐ বীর পুরুষ চারি দিন ও একরাত্রি ক্রমাগত বাণবর্ষণ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার শর ক্ষয় হয় নাই। এক্ষণে ঐ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে তাঁহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল।

তখন তেজঃপুঞ্জ শরীর দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোক ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের অপ্রসন্নত্ববশতঃ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিপ্রগণের বাক্য প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার বাসনায় আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদনন্দন তাঁহার শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইলেন। তখন ভারদ্বাজ পুনরায় নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রুপদতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও শর সমুদায় শতধা ছেদনপূর্ব্বক সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে হাস্যমুখে পুনরায় অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ দ্রুপদতনয়ের শরে বিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার গদা ও খড়্গ ব্যতীত অন্য সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্ম অস্ত্র অভিপূত করত স্বীয় অশ্বগণের সহিত দ্রোণের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দ্রোণের বায়ুবেগগামী পারাবতসবর্ণ অশ্বসকল ধৃষ্টদ্যুম্নের শোণবর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত গভীর গর্জ্জনশীল জলদ পটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে,ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ শরে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সেই ঘোরতর বিপদকালে তাঁহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় গদা নিস্ফল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন এবং বিমল খড়্গ ও অতি ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করিয়া দ্রোণের রথে গমন করত তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তিনি কখন যুগমধ্যে, কখন যুগ সন্নহনে ও কখন বা শোণবর্ণ অশ্ব সমুদায়ের নিতম্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ

তদ্দর্শনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য কোনক্রমেই তাঁহারে প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমিষলোলুপ গৃধ্রদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথশক্তি দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত হইলে দ্রোণাচার্য্যের শোণবর্ণ অশ্বসমুদায় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু সংহারকালে বিষ্ণু যেরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রোণসংহারে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নেরও সেইরূপ আকার হইয়া উঠিল। তখন তিনি খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া ভ্রান্ত,উদ্ভ্রান্ত,আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ ভারতকৈশিক ও সাত্বত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদায় যোদ্ধা ও সমাগত দেবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র গতি সন্দর্শনে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দ্রোণাচার্য্য ঐ সময় সহস্র শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ ও শত চন্দ্র বিভূষিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণাচার্য্য এক্ষণে যে সকল বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসমুদায় বিতস্তি প্রমাণ। সমীপবর্ত্তী বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় ঐ সকল শরের বিশেষ আবশ্যক হয়। ঐরূপ বাণ কেবল দ্রোণ, কৃপ, অর্জ্জুন, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন যুযুধান ভিন্ন আর কাহারও নাই। অর্জ্জুনতনয় মহাবীর অভিমন্যুরও ঐ রূপ শর সমুদায় ছিল। হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ এক বেগমান বিতস্তি প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি নিশিত দশ শরে সেই শর ছেদন করিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্যবিক্রম সাত্যকিরে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের দিব্যাস্ত্র সকল ধ্বংস করিতে দেখিয়া তাঁহারে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! ঐ দেখ, শত্রুনাশন সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণের সমক্ষে শিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচরণ করত আমারে ও আমার ভ্রাতৃগণকে আনন্দিত করিতেছে। সমুদায় সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃষ্ণিকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন যুযুধানকে প্রশংসা করিতেছে। হে মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় যোধগণ সমরে অপরাজিত সাত্যকির অলোকসামান্য কার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির তাদৃশ কর্ম্মদর্শনে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণরূপ যত্ন ও পরাক্রম সহকারে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণ সমরে সমাগত হইয়া যুযুধানকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব ইঁহারা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সেই মহারথগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ঘোররূপিণী শরবৃষ্টি নিবারণপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের দিব্যাস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময়ে পশুনিধনে সমুদ্যত পশুপতির ন্যায় কোপাবিষ্ট শত্রুসূদন সাত্যকি সমরে প্রবৃত্ত হইলে রণভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। সমরাঙ্গনে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কার্ম্মুক, ছত্র ও চামর ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগ্নচক্র রথ, নিপতিত ভুজদণ্ড, নিহত অশ্বারোহী বীরগণ দ্বারা ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপ আজ্ঞা করিলে মহারথ সৃঞ্জয়গণ বৃহদ্বেশ ধারণ পূর্ব্বক দ্রোণজিঘাংসায় ধাবমান হইলেন। মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে, শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি দ্রুপদ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে শরানলে দগ্ধ করত সংগ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য মহাবীর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিংশতি সহস্র ও তৎপরে দশ অযুত ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে নিঃশেষিত করিবার মানসে ব্রাহ্ম অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রাম স্থলে প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথহীন ও আয়ুধ বিহীন অবলোকন পূর্ব্বক দ্রুপদ তনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন এবং সত্বরে তাঁহারে আপনার রথে সংস্থাপন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সমীপে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাঞ্চালনন্দন! তুমি ভিন্ন আর কেহই ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তোমার উপরই আচার্য্যের নিধন ভার সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাঁর বধার্থ সত্বর হও। মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বভার সহ প্রধান শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমর দুর্নিবার দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমর বিশারদ বীরদ্বয় পরস্পরকে নিবারণ পূর্ব্বক দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্র সমূহ মন্ত্রপূত করিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদনন্দন মহাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিরাকৃত ও তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রক্ষক, বশাতি, শিবি, বাহ্লিক ও কৌরবগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দিনকর কিরণজাল বিস্তার করত যেরূপ শোভা ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য শরনিকরে দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদ করিলেন। দ্রুপদনন্দন আচার্য্য শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

তখন ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন ভারদ্বাজের রথ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি স্বকার্য্যে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণীগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছ জাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যাঁহার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাঁহার অপেক্ষায় জীবিত রহিয়াছেন, অদ্য তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চাদ্ভাগে সমর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! যাঁহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনারে ইতি পূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন এই রূপ কহিলে পর দ্রোণাচার্য্য শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে কহিলেন, হে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ! হে কৃপাচার্য্য! হে দুর্য্যোধন! আমি বারংবার বলিতেছি, তোমরা সমরে যত্নবান্ হও, তোমাদিগের মঙ্গল লাভ হউক; আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। মহাত্মা দ্রোণ এই বলিয়া অশ্বত্থামার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সকল জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ শরাসন অবস্থাপন পূর্ব্বক করবারি ধারণ করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। এদিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতাপ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ সহকারে অনাদি পুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত

ও নেত্র দ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাহ্য পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র, ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনের ও দুর্ল্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন জগতে দুই দিবাকর বিদ্যমান আছেন। ঐ সময় আকাশ মণ্ডল তেজোরাশিতে পরিপূরিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডল মার্ত্তণ্ডময় হইয়াছে। তৎকালে নিমেষ মধ্যেই সেই জ্যোতি তিরোহিত হইয়া গেল। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে মহান্ কিলকিলা-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে মানব যোনির মধ্যে কেবল আমি, ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই পাঁচ জনই সেই অস্ত্রত্যাগী যোগারূঢ় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে শরবিদ্ধ রুধিরাক্ত কলেবরে ঋষিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিতে অবলোকন করিলাম। আর কেহই তাঁহার সেই মহিমা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময়ে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহ বশত সেই মৌনাবলম্বী গতায়ু দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত জ্ঞান করিয়া অসিদণ্ড দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং মহা আহ্লাদে করবারি বিঘূর্ণিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই দ্রুপদতনয়কে ধিক্কার প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার নিমিত্তই সেই আকর্ণ-পলিত শ্যামাঙ্গ পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আচার্য্য ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেন।

হে কুরুরাজ! যে সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বধার্থ ধাবমান হন, তৎকালে মহাবাহু ধনঞ্জয় তাঁহারে বলিয়াছিলেন, হে দ্রুপদাত্মজ! আচার্য্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় এই খানে আনয়ন কর। তৎপরে দ্রুপদতনয় দ্রোণ সংহারে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন, অন্যান্য সেনাপতি ও সমস্ত ভূপালগণ আচার্য্যকে বিনাশ করিও না বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিতান্ত অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রথোপরি ভারদ্বাজকে সংহার পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর দ্রোণের শোণিতে লিপ্ত হওয়াতে মার্ত্তণ্ডের ন্যায় লোহিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সৈনিক পুরুষেরা এই রূপে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদপুত্র ভারদ্বাজের সেই প্রকাণ্ড মস্তক লইয়া কৌরবগণের সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণাচার্য্যের সেই ছিন্ন মস্তক দর্শনে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া চারি দিকে ধাবমান হইল। হে রাজন্! আমি সত্যবতীতনয় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহে দ্রোণাচার্য্যকে বিধূম প্রজ্জলিত উল্কার ন্যায় স্বর্গপথে নক্ষত্র লোকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

এই রূপে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরব, ও পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিরুৎসাহ হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে শাণিত শরনিকরে হত ও অনেকে নিহত প্রায় হইল। অনন্তর কৌরবগণ তৎকালিক পরাজয় ও ভাবী ভয়ের সম্ভাবনা বশত আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া অধৈর্য্য হইলেন। নরপতিগণ সেই অসংখ্য-কবন্ধ সমাকীর্ণ সমরাঙ্গনে আচার্য্যের দেহ বারংবার অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই উহা প্রাপ্ত হইলেন না। এ দিকে পাণ্ডবগণ জয় লাভ ও ভাবী কীর্ত্তিলাভ সম্ভাবনায় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া বাণশব্দ, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ঐ সময়ে ভীম পরাক্রম ভীমসেন সৈন্য-মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে দ্রুপদাত্মজ! দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমারে সমরবিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া মহা আহ্লাদে বাহ্বাস্ফোটন দ্বারা ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাণ্ডুতনয়েরাও জয়লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুক্ষয় জনিত সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

দ্রোণবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত ও বহুসংখ্য বীর নিপাতিত হইলে কৌরবগণ শস্ত্র নিপীড়িত ও শোকে একান্ত কাতর হইলেন এবং শত্রুগণের অভ্যুদয় দর্শনে দীনবদন ও অশ্রুপূর্ণ লোচন হইয়া বারংবার বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চেতনা ও উৎসাহ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মোহাবেশ প্রভাবে তেজও প্রতিহত হইল। তখন

তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ বিনাশ কাতর দৈত্যগণের ন্যায় ধূলিধূসরিত কলেবর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিক্ নিরীক্ষণ করত আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র মৃগ সমূহের ন্যায় নিতান্ত ভীত সেই কৌরবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আর তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে সমুদ্যত হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকরের করজালে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াই যেন ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। কৌরবগণ সূর্য্যের পতনের ন্যায়, সমুদ্র শোষণের ন্যায়, সুমেরু পরিবর্ত্তনের ন্যায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে পালায়ন করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি ভয় বিহ্বল রথীগণের সহিত এবং সূতপুত্র কর্ণ পলায়মান সেনাগণের সহিত ভীত হইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ কুল সঙ্কুল বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য হতভূয়িষ্ঠ হস্তী ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া বারংবার কি কষ্ট! কি কষ্ট! বলিতে বলিতে রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বহুসংখ্য বেগগামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গ, অরট্ট, বাহ্লিক ও ভোজ সৈন্যদিগের সহিত, মহাবীর উলূক পদাতিগণের সহিত এবং মহাবল পরাক্রান্ত প্রিয়দর্শন দুঃশাসন গজ সৈন্যের সহিত সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ধাবমান হইলেন। বৃষসেন অযুত রথ ও তিন সহস্র হস্তী, মহারাজ দুর্য্যোধন অসংখ্য গজ, অশ্ব ও পদাতি এবং সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে লইয়া অনতিবিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সকলেই দ্রোণাচার্য্যকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণ মধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও মাতুল, কেহ কেহ পুত্র ও বয়স্য, কেহ কেহ সম্বন্ধী এবং কেহ কেহ সৈন্যগণ ও স্বস্ত্রীয়গণকে পলায়নে ত্বরান্বিত করত মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উহাঁদের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল। উহাঁরা কৌরব সৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছে বিবেচনা করত নিতান্ত ভীত হইয়া দুই জনে এক দিকে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। কতকগুলি বীর কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। সৈনিক পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল; কিন্তু কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোধগণ সুসজ্জিত রথ সকল পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ ও পদ দ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সৈন্যগণ ভীতমনে ধাবমান হইলে এক মাত্র দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা স্রোতের প্রতিকূলগামী গ্রাহের ন্যায় শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রভদ্রক, পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং শিখণ্ডী প্রভৃতি বীর বর্গের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণের বহুবিধ সেনা বিনষ্ট করিয়া অতিকষ্টে সেই সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! এই সমস্ত সৈন্য কি নিমিত্ত ভীতমনে ধাবমান হইতেছে? তুমিই বা কেন ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না? আর আমিও তোমারে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি না। এক্ষণে বল, কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে? কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ আর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন না। সৈন্যগণ অন্য কোন সংগ্রামে এইরূপ ধাবমান হয় নাই। এক্ষণে তোমার সৈন্যগণের কি কোন অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে?

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে তাঁহার পিতৃ বিনাশ রূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রথারূঢ় অশ্বত্থামারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে ভগ্ন নৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া লজ্জাবনত মুখে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, হে শারদ্বত! সৈন্যগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে, তুমিই অগ্রে গুরুপুত্রকে তাহা বিজ্ঞাপিত কর। তখন কৃপাচার্য্য অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাতিশয় দুঃখ অনুভব পূর্ব্বক পরিশেষে অশ্বত্থামার সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

হে আচার্য্যতনয়! আমরা অদ্বিতীয় রথী মহাবীর দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঐ সময় কৌরব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তোমার পিতা কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্য সৈন্যের নিধন দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করত ভল্লাস্ত্রে বহুসংখ্য সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য ও পাণ্ডব সৈন্যগণ কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণ

সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আকর্ণ পলিত মহারথ দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে সহস্র মনুষ্য ও দ্বিসহস্র হস্তী বিনাশ করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও ষোড়শ বর্ষীয়ের ন্যায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিপক্ষ সৈন্যগণ একান্ত ক্লিষ্ট ও ভূপালগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন-প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে একান্ত সন্তপ্ত, হতবীর্য্য ও উৎসাহশূন্য হইয়া বিচেতন হইয়া রহিল।

বিজয়াভিলাষী বাসুদেব তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,হে পাণ্ডবগণ। অন্যের কথা দূরে থাকুক,সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজয় লাভ কর। দ্রোণাচার্য্য যেন তোমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে সমর্থ না হন। আমার বোধ হইতেছে,ইনি অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছেন, জানিতে পারিলে আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে,এই কথা আচার্য্যের কর্ণগোচর করুক। হে দ্রোণনন্দন। মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর কোন ক্রমেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহাতে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে কৃষ্ণের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ভীমসেন লজ্জাবনত বদনে দ্রোণসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে তোমার মিথ্যানিধন বৃত্তান্ত কহিল, কিন্তু তোমার পিতা তাহার বাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উহা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজয় বাসনা ও মিথ্যাভয়ে যুগপৎ অভিভূত হইলেন। তিনি পরিশেষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার এক অচল সদৃশ কলেবর অশ্বত্থামা নামে করীবরকে ভীমশরে নিহত দেখিয়া দ্রোণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি যাঁহার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিতেছেন,এবং যাঁহার মুখাবলোকন পূর্ব্বক জীবিত রহিয়াছেন, আপনার সেই প্রিয়তম পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহ শিশুর ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। হে আচার্য্যকুমার! ধর্ম্মরাজ মিথ্যা বাক্যের দোষ সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাক্ষরে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা তোমারে সংগ্রামে নিহত অবধারণ করিয়া শোক সন্তপ্ত মনে দিব্যাস্ত্র সমুদায় উপসংহার করত আর পূর্ব্ববৎ সংগ্রাম করিলেন না। ঐ সময় নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে একান্ত উদ্বিগ্ন ও শোক সন্তাপে অভিভূত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লোকতত্ত্ব বিশারদ মহাবীর দ্রোণ তাঁহারে আপনার মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিয়া দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইল। তদ্দর্শনে সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে সংহার করিও না সংহার করিও না বলিয়া দ্রুপদতনয়কে নিবারণ করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুনও সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহুদ্বয় উদ্যত করত হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি আচার্য্যকে বধ করিও না, উহাঁরে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর, বারংবার এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবগণ ও অর্জ্জুনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার পিতার শিরশ্ছেদন করিল। হে বৎস! এই নিমিত্তই সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইতেছে এবং আমরাও একবারে উৎসাহ শূন্য হইয়াছি।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ও ইন্ধন সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে করনিষ্পেষণ, দশনে দশন পীড়ন করত আরক্ত লোচন হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাবীর অশ্বত্থামার নিকট মানব, বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, নারায়ণ ও ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি সেই মহাবীর দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অধর্ম্মযুদ্ধে বৃদ্ধ পিতারে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পুত্রের সদ্গুণাভিলাষে তাঁহারে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলত এই ভূমণ্ডলে মানবগণ পুত্র ভিন্ন আর কাহারেও আপনার অপেক্ষা গুণ সম্পন্ন করিতে কামনা করে না। মনস্বী আচার্য্যগণেরও এই রূপ স্বভাব যে,তাঁহারা পুত্র বা অনুগত শিষ্যকেই আপনাদের রহস্য সকল প্রদান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র দ্রোণের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বিশেষ রূপে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন।

ঐ মহাবীর যুদ্ধে দ্রোণের দ্বিতীয় এবং তিনি অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্দর, বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে ভূধর, তেজে অগ্নি, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র ও ক্রোধে সর্পবিষ সদৃশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই মহাবীর সমরে অপরপ্রাস্ত, ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ও এক জন অদ্বিতীয় মহারথ; তিনি ভীষণ সমরাঙ্গনে অব্যথিত চিত্তে বেগগামী অনিল ও ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের স্থায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই ধনুর্দ্ধর শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে বসুন্ধরা ব্যথিত হইয়া উঠেন। তিনি স্বয়ং বেদস্নাত ব্রতস্নান, ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ও দাশরথির স্থায় গম্ভীর প্রকৃতি একণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অধর্ম্ম যুদ্ধে পিতারে বিনাশ করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? হে সঞ্জয়! ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ, অশ্বত্থামাও সেই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্তক স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছেন?

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পুরুষ প্রধান অশ্বত্থামা, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছলপূর্ব্বক পিতারে নিহত করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্রে ও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইলেন। তাঁহার কলেবর জীবক্ষয় প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন অন্তকের স্থায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! পিতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে নীচাশয় পাণ্ডবগণ যে রূপে তাঁহারে নিহত করিয়াছে এবং ধর্ম্মধ্বজধারী যুধিষ্ঠিরও যে রূপে অতি অন্যায় ও নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জয় কিম্বা পরাজয় হইয়া থাকে। সংগ্রামে বিনাশই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, স্থায় যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়া দুঃখাবহ নহে। আমার পিতা ন্যায় যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তিনি যে, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সমস্ত সৈন্য সমক্ষে কেশাকর্ষণ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে যখন আমার পিতা এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন, তখন অন্য লোকে কি নিমিত্ত পুত্র কামনা করিবে? লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও বালকত্ব নিবন্ধনই অধর্ম্মাচরণ ও অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে বিশেষ না জানিয়াই এই দারুণ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। একণে সেই দুরাত্মা অবশ্যই স্বকার্য্যের ফল অনুভব করিবে। আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছলপূর্ব্বক আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছেন। আজি বসুন্ধরা অবশ্যই তাঁহার শোণিত পান করিবেন। হে রাজন্! আমি সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চাল বিনষ্ট না করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিব না। আজি আমি মৃদু বা দারুণ যে কোন রূপে হউক না কেন, সমরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব। মানবগণ পুত্র দ্বারা ইহকাল ও পরকালে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়াই পুত্র কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু আমি আমার পিতার শৈল প্রতিম পুত্র বিশেষতঃ শিষ্য জীবিত থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের ন্যায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যাস্ত্র সকলে ধিক্! যাহা হউক, একণে আমি যাহাতে পরলোক গত পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।

হে ভরতসত্তম! স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন করা কদাপি সাধু জনের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু আমি পিতৃবিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়াই আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। আজি জনার্দ্দন সহায় পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক। আমি যুগান্ত কালের ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিব। কি দেব কি গন্ধর্ব্ব কি অসুর কি উরগ কি রাক্ষস কেহই আজি আমারে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ভূমণ্ডলে আমার ও অর্জ্জুনের সমান অস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। আজ আমি প্রজ্বলিত ময়ূখমালামধ্যবর্ত্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সৈন্যগণের মধ্যগত হইয়া দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। আজি আমার শরজাল তূণীর বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিদলিত করত আমার পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আজি কৌরব পক্ষীয়েরা দেখিতে পাইবেন যে, দিক্ সকল আমার জলধর সদৃশ শরধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ সমুদায় পাতিত করে, তদ্রূপ আমি শরজাল প্রভাবে শত্রুগণকে নিপাতিত করিব।

হে মহারাজ! আমার নিকট নিক্ষেপ ও উপসংহার মন্ত্র সমবেত যে অস্ত্র আছে, কি অর্জ্জুন কি কৃষ্ণ কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি রাজা যুধিষ্ঠির কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন কি শিখণ্ডী কি সাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে মহারাজ! পূর্ব্বে একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক পিতার

নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহারে যথাবিধ প্রণাম পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্নারায়ণ সেই উপহার স্বীকার করিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। তখন আমার পিতা তাঁহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা প্রদান করত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রণস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি সহসা এ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। ইহা শত্রুর বিনাশ সাধন না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হয় না। এই অস্ত্র সকলকেই বিনাশ করিতে পারে, ইহা অবধ্যের বধ সাধনেও পরাঙ্মুখ হয় না; অতএব ইহা সহসা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরাঙ্গনে রথ ও অস্ত্র পরিত্যাগে অভিলাষী ও শরণাগত শত্রুগণের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা অবধ্যকে পীড়িত করে, সে স্বয়ং ইহা দ্বারা নিপীড়িত হয়। হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে পিতা উহা গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাত্মা আমারে কহিলেন, হে অশ্বত্থামা! তুমিও এই অস্ত্র প্রভাবে তেজঃপুঞ্জ কলেবর হইয়া নানাবিধ দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

হে রাজন্! আমি এইরূপে নারায়ণের নিকট সেই অস্ত্র লাভ করিয়াছি; এক্ষণে তদ্দ্বারা দানববিদ্রাবী শচীপতির ন্যায় আমি পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করিব। আমি যখন যেরূপ বাসনা করিব, আমার শরনিকর তৎক্ষণাৎ সেইরূপ হইয়া শত্রুমণ্ডলে নিপতিত হইবে। আমি রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক অনাকুলিত চিত্তে অয়োমুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়া মহারথগণকে বিদ্রাবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিয়া অরাতিগণকে বিনষ্ট করিব। আজি মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্রোহকারী পাণ্ডব পাঞ্চালাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কখনই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবেন না।

হে কুরুরাজ! মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথা কহিলে কৌরব সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খ, ভেরী, ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ভূতল অশ্বখুর ও রথচক্রে পরিপীড়িত হইয়া শব্দায়মান হইল। সেই তুমুল শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ সেই মেঘ গম্ভীর তুমুল শব্দ শ্রবণে সকলে সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এ দিকে আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামাও ঐ সময়ে সলিলস্পর্শ পূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বৃষ্টিপাত ও মহাবেগে বায়ু সঞ্চার হইতে লাগিল। ঐ সময় ধরাতল কম্পিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ, নদী সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গ সমুদায় বিদীর্ণ, দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন, দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ প্রাণীগণ প্রহৃষ্ট চিত্ত, সমাগত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ শঙ্কিত ও কুরঙ্গগণ পাণ্ডবগণের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ধাবমান হইল। সকলেই সেই তুমুল কাণ্ড দর্শনে পরস্পরকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং ভূপতিগণ অশ্বত্থামার সেই ভীষণাস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শোকসন্তপ্ত দ্রোণনন্দন পিতৃবধ অসহ্য বোধ করিয়া সৈনিকগণকে নিবর্ত্তিত করিলে পাণ্ডবগণ কৌরব সৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষার্থ কিরূপ পরামর্শ নির্দ্ধারিত করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবরাজ বজ্র ধারণ পূর্ব্বক যেরূপ বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলে কৌরবগণ আত্মপরিত্রাণার্থ জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। বিপক্ষপক্ষায় বিয়ৎসংখ্যক ভূপতি বিচেতন হইয়া হতপাষ্ণি, হতসারথি, পতাকা, ধ্বজ ও ছত্র বিহীন, ভগ্নকূবর, ভগ্ননীড় রথে আরোহণ, কেহ কেহ ভীত হইয়া স্বয়ং পদাঘাতে রথাশ্ব পরিচালন, কেহ কেহ ভয়াতুর হইয়া ভগ্নাক্ষ, ভগ্নযুগ ও ভগ্নচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অৰ্দ্ধস্খলিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। উঁহাদের মধ্যে অনেকে নারাচ দ্বারা গজস্কন্ধের সহিত গ্রথিত হইয়া মাতঙ্গগণ কর্ত্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচ বিহীন হইয়া বাহন হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও রথচক্র দ্বারা নিষ্পেষিত এবং অনেকে মোহ বশতঃ পরস্পরকে অবগত না হইয়া হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করত ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে। আর অনেকে দৃঢ়-

বিকৃত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও মিত্রদিগকে উত্তোলন পূর্ব্বক বর্ম্ম-নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাদের গাত্রে জলসেক করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরবসেনাগণ এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। অতএব যদি তুমি তাহাদিগের প্রত্যাগমনের কারণ পরিজ্ঞাত থাক, তবে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। একত্র মিলিত তুরঙ্গের হ্রেষারব মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি ও রথনেমির গভীর নিস্বনে বারংবার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে আমার সৈন্যগণ কম্পিত হইয়াছে। এক্ষণে যেরূপ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, বোধ হয়, উহা দেবেন্দ্র সমবেত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয়, দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়াতে সুররাজ বাসব কৌরবগণের হিতার্থে ভীষণ নিনাদ করত সমরাঙ্গনে আগমন করিয়াছেন। মহারথগণ এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত গাত্র ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে কোন্ মহারথ সুররাজের ন্যায় সমরে অবস্থান পূর্ব্বক সেই পলায়মান কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! কৌরবগণ যাহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উগ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্খ বাদন করিতেছেন এবং আপনি, দ্রোণাচার্য্য ন্যস্তশস্ত্র হইয়া দেহ ত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এই মনে করিয়া যাহার প্রতি সংশয়ারূঢ় হইয়াছেন, সেই মত্ত মাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়প্রদ মহাত্মার বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! যে বীর জন্ম গ্রহণ করিলে দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গোধন দান করিয়াছিলেন, যে বীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব পরিত্যাগ করিলে ত্রিলোক কম্পিত হওয়াতে ইহার নাম অশ্বত্থামা হইল বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল, আজি সেই বীরপুরুষ সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজন্! অদ্য পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক যাঁহাদের অনাথের ন্যায় নিহত করিয়াছেন এক্ষণে সেই মহাত্মা দ্রোণের নাথস্বরূপ অশ্বত্থামা সমরে অবস্থান করিতেছেন। দ্রুপদকুমার আমার গুরু দ্রোণাচার্য্যের কেশপাশ ধারণ করিয়াছিল; অতএব গুরুপুত্র কখনই তাহারে ক্ষমা করিয়া পৌরুষ প্রকাশে ক্ষান্ত হইবেন না।

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্য লোভে গুরুর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করত ঘোরতর অধর্ম্মে পতিত হইলেন। বালিবধে শ্রীরামের যেরূপ অকীর্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনারও তদ্রূপ চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি হইল। দ্রোণাচার্য্য আপনারে শিষ্য ও সত্য-ধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কখনই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কিন্তু আপনি অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে ও কুঞ্জর শব্দ অব্যক্তরূপে উচ্চারণ করিয়া গুরুর নিকট সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য আপনার বাক্য শ্রবণেই শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম ও গতচেতন হইয়া আপনার সমক্ষে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আপনি দ্রোণের শিষ্য হইয়া সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারে পুত্রশোক সন্তপ্ত করিয়া নিপাতিত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি তৎকালে অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক গুরুর বধসাধন করিয়াছেন, এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার হস্ত হইতে রক্ষা করুন। অদ্য আমরা সকলেই পিতৃনিধনে রোষিত গুরুপুত্র হইতে দ্রুপদনন্দনকে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম হইব। যিনি অলৌকিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সকল লোকের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া থাকেন, অদ্য সেই মহাবীর পিতার কেশ গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সংগ্রামে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন। হে মহারাজ! আমি আচার্য্যের জীবনরক্ষার্থ আপনারে মিথ্যা কথা কহিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করত তাঁহারে সংহার করিলেন। আমাদিগের বয়ঃক্রম অধিকাংশই অতীত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে এই অধর্ম্মাচরণ হওয়াতে সেই অল্পাবশিষ্ট জীবিত কাল বিকৃত হইল। দ্রোণাচার্য্য সৌহার্দ্দ বশত ও ধর্ম্মানুসারে আমাদের পিতার তুল্য ছিলেন। আপনি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ নাশ করিলেন। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে আপনার পুত্রগণের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আচার্য্য তাদৃশ অবস্থায় অবস্থিত ও শত্রু কর্ত্তৃক তদ্রূপ সৎকৃত হইয়াও আমারে সতত পুত্রাপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। হে রাজন্! গুরু কেবল আপনার বাক্যেই ন্যস্তশস্ত্র হইয়া নিহত হইয়াছেন; তিনি যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রও তাঁহারে বিনাশ করিতে পারিতেন না। হায়! আমরা রাজ্য লালসায় লঘুচিত্ত ও অনার্য্য হইয়া সেই নিত্যোপকারী বৃদ্ধ আচার্য্যের প্রাণ সংহার করিলাম। তুচ্ছ রাজ্য লোভে গুরুহত্যা করিয়া মহৎ পাপে লিপ্ত হইলাম! আচার্য্য নিশ্চয় জানিতেন যে, অর্জ্জুন আমার নিমিত্ত আপনার জীবন, পুত্র, কলত্র পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমি সেই মহা-

আর নিধন সময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অতএব নিশ্চয়ই আমারে পরলোকে অবাক্‌শিরা হইয়া নরক ভোগ করিতে হইবে। আজি যখন আমরা মৌনাব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে রাজ্যার্থে নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; মরণই শ্রেয়ঃ।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে মহারথগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন মহাবাহু ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্মিত করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! অরণ্যগত মুনি ও জিতেন্দ্রিয় শংসিতব্রত ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অন্যকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতই যাঁহার জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, তিনিই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। তুমি সমগ্র ক্ষত্রিয়গুণে সমলঙ্কৃত আছ; অতএব এক্ষণে মূর্খের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত হইতেছে না। হে কৌন্তেয়! তুমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী। মহাসাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না। তুমি যে এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত ক্রোধে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধর্ম্ম লোভের অভিলাষ করিতেছ, এই গুণে কে না তোমারে প্রশংসা করিবে। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে তোমার মন সততই ধর্ম্মপথে ধাবমান হইতেছে এবং তোমার বুদ্ধিও নিরন্তর অনৃশংসতার অনুসরণ করিতেছে; কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও বিপক্ষেরা অধর্ম্মানুচরণ পূর্ব্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তমা দ্রৌপদীরে সভায় আনয়ন পূর্ব্বক পরাভব করিয়াছিল। আমরা বনবাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও তাহাদের নিকৃতি প্রভাবে বল্কল ও অজিন ধারণ পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! এই সকল স্থলে ক্রোধ প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তৎসমুদায় সহ্য করিয়াছ। আজি আমি তোমার সমবেত হইয়া বিপক্ষগণকে সেই অধর্ম্মের প্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী ক্ষুদ্রাশয় বিপক্ষগণকে বন্ধু বান্ধবের সহিত সংহার করিব।

পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছিলে আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে জয় লাভের চেষ্টা করিব; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতেছ। সুতরাং তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে উহা এক্ষণে আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমরা বিপক্ষদিগের গর্জ্জনে অতিশয় ভীত হইয়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় বাক্‌শল্য দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেছ। আমার হৃদয় তোমার বাক্‌শল্যে পীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও অধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক অবগত হইতেছ না। হে অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ং প্রশংসার ভাজন এবং আমরা সকলেও প্রশংসনীয়; কিন্তু তুমি আপনারে ও আমাদিগকে প্রশংসা না করিয়া যে তোমার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নয় বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্বত্থামারে প্রশংসা করিতেছ। তুমি স্বয়ং আত্মদোষ কীর্ত্তন করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? আমি ক্রোধভরে এই সুবর্ণমালিনী গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্ব্বতসকল বিক্ষিপ্ত ও অচল সদৃশ বৃক্ষ সকল ভগ্ন এবং শরনিকরে অসুর, রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও বিদ্রাবিত করিতে পারি। হে অমিতবিক্রম ধনঞ্জয়! তুমি আমারে এই রূপ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত অশ্বত্থামা হইতে ভীত হইতেছ? অথবা তুমি অবস্থান কর, আমিই গদা গ্রহণ পূর্ব্বক হরি যেমন ক্রোধাবিষ্ট গর্জ্জনশীল হিরণ্যকশিপুরে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যান্য বীরবর্গের সহিত অশ্বত্থামারে পরাজয় করিব।

অনন্তর পাঞ্চাল রাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য; কিন্তু দ্রোণ ইহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতেন না। অতএব আমি তাঁহারে সংহার করিয়াছি বলিয়া তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ। তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নীচ কার্য্য পরতন্ত্র হইয়া অমানুষ অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। সেই মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী ও অতিশয় মায়াবী; তিনি মায়াবলেই আমাদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানই অন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে যদি অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি বৃথা গর্জ্জন দ্বারা কৌরব পক্ষীয়গণকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া সংহারের কারণ হইবেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া আমারে

তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি দ্রোণ বিনাশার্থই হুতাশন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আর দেখ, সংগ্রাম কালে যাঁহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই সমান জ্ঞান ছিল, তাঁহারে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কি রূপে নির্দ্দেশ করিব। যিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনাশ করেন, তাঁহারে যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, বধ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে অর্জ্জুন! ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিককে বিষতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ। আমি ক্রূরকর্ম্ম পরায়ণ আচার্য্যকে রথোপরি আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার কোন রূপেই নিন্দার কার্য্য করা হয় নাই; কিন্তু তুমি আমারে কি নিমিত্ত অভিনন্দন করিতেছ না? আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই কালানল অর্ক ও বিষ সদৃশ ভীষণ মস্তক ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছি; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না? দ্রোণ আমারই বন্ধু বান্ধবগণের বধ সাধন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই। আমি যে, জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় তাঁহার মস্তক চণ্ডাল সমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্তই আমার অতিশয় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি শুনিয়াছি, শত্রু বিনাশ না করিলে অধর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে হয়। হয় শত্রুকে বিনষ্ট করা, না হয় স্বয়ং তাহার হস্তে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন; অতএব তুমি যেমন পিতৃসখা মহাবীর ভগদত্তকে সংহার করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমি ধর্ম্মানুসারে দ্রোণকে সংহার করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে বিনাশ করিয়া আপনারে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ; তখন আমি পাপস্বভাব শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া কেন আমারে অধার্ম্মিক বিবেচনা করিবে? হে পার্থ! আমি সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বগাত্রকৃত সোপান নিষণ্ণ কুঞ্জরের ন্যায় তোমার নিকট অবনত হইয়া আছি; অতএব আমার প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এই সমস্ত বাক্যদোষ সহ্য করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। আচার্য্যের সহিত শত্রুতা যে,আমাদিগের কুলপরম্পরাগত, ইহা সকলেই অবগত আছে; তোমাদের কি ইহা বিদিত নহে? হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নহি। আচার্য্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন বলিয়া আমি তাঁহারে বিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জয় লাভ হইবে।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যে মহাত্মা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয়, যাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবাই সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রধান পুরুষগণ যাঁহার অনুগ্রহে দেবগণেরও দুষ্কর অদ্ভুত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সেই মহর্ষি নন্দন দ্রোণ অশ্বত্থামার মিথ্যা বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে রোরুদ্যমান হইলে নীচ প্রকৃতি, ক্ষুদ্রমতি, নৃশংসাচারপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসমক্ষে তাঁহারে সংহার করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য। এ বিষয়ে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না! অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও ক্রোধে ধিক্। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধর ভূপালগণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রুপদতনয় অর্জ্জুনকে সেই কথা বলিলে আনান্য পাণ্ডবগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রূরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, এই পরুষ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত নরাধম পাঞ্চাল কুলাঙ্গারকে শীঘ্র বিনাশ করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাই। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ তোমার এই পাপকর্ম্ম দর্শনে তোমার নিন্দা করিতেছেন। তুমি এই সাধু লোকের নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে বাক্য ব্যয় করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না। তুমি আচার্য্যবধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার জিহ্বা ও মস্তক কি নিমিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইল না এবং কি নিমিত্তই বা তুমি অধর্ম্ম প্রভাবে অধঃপতিত হইলে না। তুমি এই গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া জন সমাজে শ্লাঘা প্রকাশ করত পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি তাদৃশ অনার্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়া পুনরায় আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমারে আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত রাখায়

আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে নরাধম! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা সাধু আচার্য্যের কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক বধসাধন করিতে অধ্যবসিত হইয়া থাকে? তুমি পাঞ্চালকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশঃভ্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অর্জ্জুনকে ভীষ্মঘাতী বলিতেছ; কিন্তু ভীষ্মদেব স্বয়ংই আপনার বিনাশ সাধন করিয়াছেন। তোমার সহোদর শিখণ্ডীই সেই ভীষ্মের নিধনের মূল। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চাল-পুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীষ্মের সংহারার্থ শিখণ্ডীরে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন সেই ভীষ্মদেবের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীরে রক্ষা করেন। তুমি ও তোমার ভ্রাতা তোমরা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়। পাঞ্চালগণ তোমাদের নিমিত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি যদি পুনরায় আমার সন্নিধানে পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাহ্মণহন্তা, মনুষ্যেরা তোমার মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। হে দুর্বৃত্ত! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমার গুরুর গুরুরে বধ করিয়া পুনরায় তিরস্কার করত লজ্জিত হইতেছ না। এক্ষণে তুমি অবস্থান পূর্ব্বক আমার এক গদাঘাত সহ্য কর; আমি তোমার গদাঘাত বারংবার সহ্য করিব।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীচপ্রকৃতি হইয়া আমারে নিরপরাধে তিরস্কার করিতেছ। আমি তোমার এই সকল তিরস্কার বাক্য শুনিয়াও তোমারে ক্ষমা করিলাম। ইহ লোকে ক্ষমা গুণই প্রশংসনীয়। পাপ কখন ক্ষমা গুণকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপাত্মারা কেবল ক্ষমাবান্‌কে পরাজিত বোধ করিয়া থাকে। তুমি ক্ষুদ্রতম, নীচ স্বভাব, পাপপরায়ণ এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় হইয়াও আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকি! তুমি যে, নিবারিত হইয়াও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রাণ সংহার করিয়াছ, তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম আর কি হইতে পারে! দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্বে দিব্যাস্ত্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, ইহাতে আমার কি অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা? যে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্ন বাহু, মুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সমর পরাঙ্মুখ ব্যক্তির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়া অন্যের নিন্দা করে? হে যুযুধান! যখন বলবিক্রমশালী সোমদত্ত তনয় তোমারে পদাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি সেই সময় কেন তাহারে সংহার পূর্ব্বক সৎ-পুরুষোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে না? প্রতাপশালী সোম-দত্ত পুত্র পার্থ কর্ত্তৃক অগ্রে পরাজিত হইলে তুমি তাহারে নিপা-তিত করিয়াছ। দেখ, দ্রোণাচার্য্য যে যে স্থানে পাণ্ডবসেনা বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি শর সহস্র বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি অন্য নির্জ্জিত ব্যক্তির সংহার রূপ চণ্ডাল সদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বয়ং নিন্দ-নীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বৃষ্ণিকুলাধম! তুমি পাপ কর্ম্মের আবাস, আমি তোমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মকারী নহি; অতএব তুমি পুনরায় আমারে নিষেধ করিও না, মৌনাবলম্বন কর। যদি তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পুনরায় আমার প্রতি পুরুষ বাক্য প্রয়োগ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমারে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। রে মূর্খ! কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয় না। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ যে যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবগণের অধর্ম্ম প্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও দ্রৌপদী পরিক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উঁহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। উঁহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে আপনা-দের পক্ষে আনয়ন করত বালক সৌভদ্রকে নিধন করি-য়াছে। এ দিকে পাণ্ডবগণের অধর্ম্মাচরণে কুরুপিতামহ ভীষ্ম দেব নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা হইয়াও অধর্ম্ম সহকারে ভূরিশ্রবার জীবন নাশ করিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ কৌরব ও পাণ্ডবগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। হে শৈনেয়! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন না করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখে এই রূপ পরুষ ও ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন দ্বয় রোষানলে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করত গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইয়া কহি-লেন, হে দুরাত্মন্! তুমি বধার্হ; অতএব তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া তোমারে নিপাতিত করিব। তখন বাসুদেব সাত্যকিরে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের

সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ ও বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ সাত্যকিরে নিবারণ করত তিনি ছয় পদ গমন করিবা মাত্র তাঁহারে ধারণ করিলেন। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি ভীম কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে মহাত্মা সহদেব অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ যুযুধান! অন্ধক, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর অন্য বন্ধু নাই এবং আমরাও অন্ধক, বৃষ্ণিগণের বিশেষতঃ কৃষ্ণের যেরূপ মিত্র, সেরূপ আর কেহই নহে। অতএব তোমরা আমাদের যেরূপ মিত্র, আমরাও তোমাদের সেই রূপ সুহৃৎ। আর পাঞ্চালগণ সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও পাণ্ডব ও বৃষ্ণিগণ অপেক্ষা প্রিয় সুহৃৎ কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে, সন্দেহ নাই; অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে তুমি মিত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কোপ সংহার পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। ধৃষ্টদ্যুম্নও তোমারে ক্ষমা করুন। আমরাও এক্ষণে ক্ষমাবান্ হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতকর আর কিছুই নাই।

হে মহারাজ! সহদেব সাত্যকিরে এইরূপে সান্ত্বনা করিলে দ্রুপদকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন। হে ভীমসেন! তুমি এই যুদ্ধমদান্বিত সাত্যকিরে সত্বরে পরিত্যাগ কর। সমীরণ যেমন ভূধরে মিলিত হয়, তদ্রূপ ঐ দুরাত্মা আমার সহিত মিলিত হউক। আমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে ইহার ক্রোধ, যুদ্ধশ্রদ্ধা ও জীবন বিনষ্ট করিব। ঐ দেখ, কৌরবগণ পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইতেছে; আমি অচিরাৎ এই পাপাত্মারে সংহার করিয়া উহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক সুমহৎ কার্য্য সংসাধন করিব। অথবা অর্জ্জুন কৌরবগণকে নিবারণ করুন। আমি সায়ক নিকরে যুযুধানের মস্তক ছেদন করিব। সাত্যকি আমারে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার ন্যায় বোধ করিতেছে। অতএব আমি সংগ্রামে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে ইহারে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমারে সংহার করুক। ভীমসেনের ভুজদ্বয়ান্তর্গত সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন আরম্ভ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ সেই বৃষ দ্বয় সদৃশ বীর দ্বয়কে বহুযত্নে নিবারণ করিলেন। অনন্তর প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণও সেই ক্রোধ সংরক্ত নেত্র ধনুর্দ্ধারী বীর দ্বয়কে নিবারণ করিয়া যুদ্ধার্থে অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কল্পান্ত কালীন অন্তকের ন্যায় শত্রু বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভল্লাস্ত্রের আঘাতে অসংখ্য অরাতি নিপাতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ধ্বজ সকল উহার বৃক্ষ, অস্ত্র সমুদায় শৃঙ্গ, গতাসু গজ নিচয় মহাশিলা, অশ্বগণ কিংপুরুষ, শরাসন সকল লতা, রাক্ষসগণ পক্ষী ও ভূত সমুদায় যক্ষগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা মহা সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় দুর্য্যোধনকে প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! আমি সত্য বলিতেছি, যখন কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধ প্রবৃত্ত আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগে বাধিত করিয়াছেন, তখন আজি তাঁহার সমক্ষেই পাণ্ডব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিব। আর যদি পাণ্ডবপক্ষীয়েরা রণে পরাঙ্মুখ না হইয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই আমার হস্তে নিহত হইবে। তুমি আমাদিগের সেনা সমুদায় প্রতিনিবৃত্ত কর।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দ্রোণতনয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে ভয়শূন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ অর্ণব দ্বয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের ভয়ানক সমাগম উপস্থিত হইল। কৌরবগণ অশ্বত্থামার উত্তেজনায় স্থিরচিত্ত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আচার্য্য নিধনে নিতান্ত হৃষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় বীরগণ জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমরাঙ্গনে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্ব্বত পর্ব্বতে এবং সাগর সাগরে যে রূপ পরস্পর প্রতিঘাত হইয়া থাকে, কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের তদ্রূপ প্রতিঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ হৃষ্ট চিত্তে সহস্র শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদ্রমন্থন সময়ে যেরূপ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, সৈন্য মধ্যে তদ্রূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডু ও পাঞ্চাল

সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে দীপ্তাস্য পন্নগের ন্যায় অসংখ্য প্রজ্বলিত শরজাল বিনির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যাকুলিত করত মুহূর্ত্ত মধ্যেই দিবাকর কিরণের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সেই সেনামণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। লৌহময় বজ্রমুষ্টি সকল গগন মণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শতঘ্নী, বজ্রমুষ্টি গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকার ক্ষুরধার চক্র সকল দীপ্ত পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপ অস্ত্র নিচয়ে গগনমণ্ডল সমাকীর্ণ হইলে, পাণ্ডু পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ যে যে স্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নারায়ণাস্ত্র সেই সেই স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনেকে সেই [illegible] নারায়ণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া [illegible] পীড়িত হইলেন। [illegible] হুতাশন যেরূপ শুষ্ক তৃণ [illegible] দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নারায়ণাস্ত্র পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

[illegible] মহারাজ। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার অস্ত্র [illegible] সৈন্য মধ্যে [illegible] বিনষ্ট, [illegible] [illegible] ধাবমান এবং অর্জ্জুন [illegible] সমরে [illegible] দীন [illegible] করিয়া ভীত [illegible] কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! [illegible] পাঞ্চাল [illegible] সমভিব্যাহারে পলায়ন কর। হে সাত্যকি! [illegible] বৃষ্ণি ও অন্ধক [illegible] পরিবৃত হইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মাত্মা [illegible] সমুচিত [illegible] তিনি স্বয়ং আপনার পরি[illegible] উপায় [illegible] সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে [illegible] আর যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। আমি [illegible] সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায়! [illegible] ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে [illegible] গোষ্পদে [illegible] সহিত নিমগ্ন হইলাম। আমি [illegible] সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া [illegible] অত্যন্ত [illegible] এক্ষণে তাঁহার সেই [illegible] পূর্ণ হউক। রণবিশারদ [illegible] যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুরে বিনাশ করেন, তখন যে, দ্রোণাচার্য্য তাঁহারে রক্ষা করেন নাই, দীন [illegible] দ্রৌপদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা [illegible] পুত্র সম [illegible] উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া [illegible]

অন্যান্য [illegible] সৈন্যগণ [illegible] হইলে যিনি [illegible] [illegible] কবচবদ্ধ [illegible] রক্ষার্থ [illegible] [illegible] এক্ষাক্ষৌহিণী [illegible] জয়াভিলাষী [illegible]

প্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন, এবং কৌরবগণ অধর্ম্ম পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পরম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন; এক্ষণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হই।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর মহাত্মা বাসুদেব বাহুসঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহন হইতে অবতীর্ণ হও। তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে এ অস্ত্র আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার এই মাত্র উপায় আছে। তোমরা যে যে স্থানে শত্রু নিবারণার্থ বা অস্ত্রবল নিরাকরণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌরবেরা অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকার্য্যে আহত হওয়া দূরে থাক্, যাঁহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাঁহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবে। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয়েরা বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অস্ত্র ও যুদ্ধচিন্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল।

তখন মহাবীর ভীমসেন যোধগণকে অস্ত্র পরিত্যাগে উদ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আহ্লাদিত করত কহিতে লাগিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডল মধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবত শুণ্ড সদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুত নাগ তুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোক মধ্যে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। হে ভ্রাত অর্জ্জুন! তুমি গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহা

হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে। অর্জ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম,। শত্রুনিসূদন ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মেঘগম্ভীর নিস্বন স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত নিমেষ মধ্যে তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া প্রদীপ্তাগ্র মন্ত্রপূত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই কাঞ্চন স্ফুলিঙ্গ সদৃশ দীপ্তাস্য ভুজঙ্গ তুল্য প্রজ্বলিত মর্ম্মভেদী শর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজনীযোগে খদ্যোত পরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বত্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়া অনিলোদ্ধূত অগ্নির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই রথ ও অশ্ব হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে ন্যস্তায়ুধ ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই বিপুল বীর্য্য ভীষণ অস্ত্র ভীমসেনের মস্তকে পতিত হইল। তখন প্রাণীগণ ও বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা ভীমসেনকে তেজ দ্বারা পরিবৃত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অস্ত্রের তেজ ধ্বংস করিবার মানসে বৃকোদরকে বারুণাস্ত্রে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের লঘুহস্ততা প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে পরিবৃত হইলে উহা কাহারও নেত্রগোচর হইল না। ক্ষণেকপরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্র প্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া পাবক মধ্যস্থিত জ্বালাব্যাপ্ত দুর্লক্ষ্য অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! নিশাবসানে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অস্তগিরিতে গমন করে, তদ্রূপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেনরথে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বৃকোদর অশ্বত্থামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ্ত অনলে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন হুতাশন যেমন এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিয়া বিশ্বস্রষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার ভীষণাস্ত্র ভীম শরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে উহা সূর্য্য প্রবিষ্ট অনলের ন্যায় ও অনলে প্রবিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় কাহারও বোধগম্য হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবর্জ্জিত, পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্তাস্ত্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণকে সমর বিমুখ অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীম সমীপে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবল সম্ভূত তেজোরাশি মধ্যে অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্র সম্ভূত হুতাশন সেই বীরদ্বয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ, বীর্য্যবত্তা ও বারুণাস্ত্রের প্রভাব নিবন্ধন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শান্তির নিমিত্ত বলপূর্ব্বক ভীমসেনকে ও তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র সকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক [illegible] করিতে [illegible]। দ্রোণপুত্র [illegible] বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব ভীমসেনকে [illegible] হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত [illegible] নিবৃত্ত হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধ [illegible] কৌরবের পরাজিত [illegible] [illegible] এই মহারথগণ [illegible] [illegible] পাণ্ডব সমুদায় [illegible] [illegible], অতএব তুমিও আমাদের [illegible] [illegible] বাসুদেব বৃকোদরকে [illegible] [illegible] ভীমসেন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস [illegible] [illegible] হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ [illegible] প্রশান্ত হইল।

[illegible] মহারাজ! এইরূপে [illegible] অস্ত্র [illegible] নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্র [illegible] প্রশান্ত হইলে সমুদায় দিক [illegible] প্রবাহিত হইতে [illegible], অবলম্বন [illegible] যোধ [illegible] হইল এবং ভীমসেন [illegible] কালীন [illegible] লাগিলেন [illegible] বশিষ্ট পাণ্ডব [illegible] নারায়ণাস্ত্রের [illegible] করিয়া [illegible] সমরে [illegible] ধন তৎকালে [illegible] কহিলেন [illegible] গণ বিজয় বাসনায় পুনরায় [illegible] এবং তুমিও পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র [illegible] ধনের [illegible] শ্রবণ [illegible] পূর্ব্বক [illegible],

হে মহারাজ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যাবর্ত্তিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণ সংহার করে। বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত শত্রুসংহার হইল না। যাহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান; বরং পরাজয় অপেক্ষা প্রাণ ত্যাগই শ্রেয়স্কর। ঐ দেখ, শত্রুগণ শস্ত্র প্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার! যদি এক্ষণে পুনরায় সেই অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য অস্ত্র দ্বারা গুরুহন্তা পাণ্ডবগণকে নিপাতিত কর। দিব্যাস্ত্র সকল তোমাতে ও অমিততেজা মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কি কার্য্য করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিংহলাঙ্গুলকেতন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবিনাশে ক্রোধান্বিত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে তাঁহার সারথিরে ও চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত তাঁহারে বারম্বার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন সমস্ত লোকের প্রাণ সংহার হইতেছে। তৎপরে অস্ত্র বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি গমন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার মস্তকোপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধান্বিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শর ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে পীড়িত করিয়া তাঁহার সারথি, রথ ও অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুচরগণও অশ্বত্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চাল সৈন্যগণ নিশিত শর প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আট ও তৎপরে বিংশতি বাণে অশ্বত্থামা ও তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাঁহারে বিদ্ধ করত ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্রোণপুত্রের সুবর্ণমণ্ডিত ও অশ্বযুক্ত রথ চূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এইরূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্য্যোধন আচার্য্যপুত্রকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কৃতবর্ম্মা দশ, কর্ণ পঞ্চাশৎ দুঃশাসন একশত ও বৃষসেন সাত শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে রথ বিহীন ও সমর পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত শত শর বর্ষণ করিয়া সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ সাত্যকি অশ্বত্থামারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহারে রথ বিহীন ও সমর পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে পাণ্ডবগণ সাত্যকির পরাক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপে ভারদ্বাজ তনয়কে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের অনুগামী ত্রিসহস্র মহারথ, কৃপাচার্য্যের সার্দ্ধ অযুত হস্তী ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকির বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন। অরাতিপাতন সাত্যকি পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপর্য্যুপরি নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, হে সাত্যকে! আচার্য্যঘাতী দুষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যে তোমার পক্ষপাত আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই; কিন্তু তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে উহারে পরিত্রাণ করিতে বা স্বয়ং পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। আমি সত্য

ও তপস্যা দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ না করিয়া কখনই শান্তিলাভ করিব না। তুমি পাণ্ডবসৈন্য, বৃষ্ণিসৈন্য ও সোমকদিগকে একত্র করিলেও আমি তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ কহিয়া, পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি এক সূর্য্যরশ্মি সদৃশ সুপর্ব্ব উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সায়ক সাত্যকির বর্ম্মসংবৃত দেহ ভেদ করিয়া, ভুজঙ্গ যেমন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিল মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি সেই বাণের আঘাতেই অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিমাত্র কাতর ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সত্বরে তাঁহারে লইয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিল। তখন ভারদ্বাজ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূ দ্বয়ের মধ্য স্থলে এক আনত-পর্ব্ব সুপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাঞ্চালতনয় পূর্ব্বেই অত্যন্ত-মাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় শরপীড়িত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরের ন্যায় অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবপক্ষ হইতে মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, পুরু-বংশোদ্ভব বৃদ্ধক্ষেত্র, চেদি দেশীয় যুবরাজ ও অবন্তিনাথ সুদর্শন এই পাঁচ মহারথ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করত চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই বিংশতি পাদ গমন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে ক্রোধাবিষ্ট গুরুপুত্রের উপর যুগপৎ পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষ সদৃশ পঞ্চবিংশতি শর দ্বারা একবারে তাঁহাদিগের পঞ্চবিংশতি বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে বৃদ্ধক্ষেত্রকে সাত, অবন্তিনাথকে তিন, অর্জ্জুনকে এক ও বৃকোদরকে ছয় শরে নিপীড়িত করিলেন। মহারথ-গণ অশ্বত্থামার শরে বিদ্ধ হইয়া কখন সকলে যুগপৎ কখন পৃথক্ পৃথক্ সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে যুবরাজ বিংশতি, অর্জ্জুন আট ও অন্য তিন জনে তিন তিন শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে ছয়, বাসুদেবকে দশ, ভীমসেনকে পাঁচ যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরবকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিয়া ভীমসেনের সারথির উপর ছয় বাণ নিক্ষেপ ও দুই বাণে

তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পার্থের প্রতি শর-জাল বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম উগ্রতেজা দ্রোণতনয়ের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগে নিক্ষিপ্ত সুনিশিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি সুনিশিত তিন শরে সন্নিহিত রথারূঢ় সুদর্শনের ইন্দ্রকেতু সদৃশ ভুজদ্বয় ও মস্তক যুগপৎ ছেদন পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা পৌরবকে আহত এবং শরনিকরে তাহার হরি-চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় ও রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্ল দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় নীলোৎপল সমদ্যুতি চেদিদেশীয় যুবরাজ ও সারথি এবং অশ্বগণের সহিত অশ্বত্থামার প্রজ্বলিত অনল তুল্য শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন মালব, পৌরব ও চেদিদেশীয় যুব-রাজকে দ্রোণপুত্রের শরে নিহত [illegible] ভুজঙ্গ সদৃশ সুনিশিত শরনিকর [illegible] সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। [illegible] নিবারণ পূর্ব্বক [illegible] আরম্ভ করিলেন [illegible] অশ্বত্থামার [illegible]

[illegible]

অশ্বত্থামা ও ভীমসেন [illegible] বর্ষণ করিতে লাগিলেন [illegible]

[illegible]

[illegible] পরিত্যাগ [illegible]

[illegible] নন্দনন্দ [illegible]

[illegible] ভীমসেনের রথে [illegible]

পূর্ণ আশীবিষ সদৃশ শতবাণ পরিত্যাগ করিলেন। সমরশ্লাঘী ভীমসেনও তাঁহার বলবীর্য্য স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিশিত শরজালে ভীমসেনের কার্ম্মুক ছেদন ও কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত পাঁচ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই রোষতাম্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ষাকালীন বারিবর্ষী মেঘ দ্বয়ের ন্যায় শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ তল শব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত দিনকর সদৃশ প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন সুবর্ণ ভূষিত শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক শরবর্ষী ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে কখন শরনিকর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার চাপমণ্ডল অলাতচক্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং শরাসনচ্যুত সহস্র সহস্র শর আকাশমার্গে শলভশ্রেণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন ভীমসেনের রথ দ্রোণপুত্রের সেই সুবর্ণালঙ্কৃত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় আমি ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত বলবীর্য্য ও কার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্বত্থামার সেই শরবৃষ্টি জলধারার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ভীষণ শরাসন সমাকৃষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভমান হইল এবং ঐ চাপ হইতে সহস্র সহস্র শর বিনির্গত হইয়া রণবিশারদ দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় মহাবেগে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যে, সমীরণও সেই শরবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। তৎপরে দ্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশ কামনায় কাঞ্চনমণ্ডিত তৈল ধৌত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান্ ভীমসেন বিশিখ দ্বারা অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন পূর্ব্বক দ্রোণ পুত্রকে থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার বিনাশার্থ পুনরায় ভীষণ শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা অস্ত্র দ্বারা সেই ভীমনির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেন। তখন বলবান্ বৃকোদর চাপবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অশ্বত্থামার রথের প্রতি সুদারুণ রথ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে মহোল্কা সদৃশ সহসা সমাগত রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বিশিখজালে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করিলেন। সারথি অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত হইলে অশ্বগণ ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বত্থামা ভীমসেনকে পলায়মান অশ্বগণ কর্ত্তৃক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভীমসেন পলায়ন পরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দ্রোণতনয় সেই পলায়মান পাণ্ডব সেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত মহাবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমস্ত সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অশ্বত্থামারে সংহার করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রযত্নে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনঞ্জয়, সোমক, যবন, মৎস্য ও অন্যান্য পৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাঙ্গুলধ্বজ অশ্বত্থামার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরু পুত্র! তুমি পুনরায় আমারে তোমার সেই বল, বীর্য্য, জ্ঞান, পুরুষকার, দিব্য তেজ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোণ সংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন; অতএব তুমি সেই কালানল তুল্য বিপক্ষগণের অন্তক সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং আমার ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দর্প চূর্ণ করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহাবল পরাক্রান্ত ও সম্মান ভাজন। অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সবিশেষ আছে এবং অর্জ্জুনও তাঁহার প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদ-

র্শন করিয়া থাকে। অর্জ্জুন স্বীয় প্রিয়সখা অশ্বত্থামারে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বে কথনই এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে নাই, কিন্তু আজি কি নিমিত্ত তাঁহারে এই রূপ কহিল।

সঞ্জয় কহিলেন,মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের মর্ম্মদেশ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চেদিদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহৎক্ষত্র ও মালব দেশীয় সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে পূর্ব্ব দুঃখ সমুদায় স্মৃতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় সম্মান ভাজন অশ্বত্থামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত অশ্লীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় ক্রোধাপহতচিত্ত ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার ও বিশেষতঃ বাসুদেবের উপর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন পুরঃসর যত্ন সহকারে দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বিধূম পাবক সদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমণ্ডল জ্বালাকরাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিল। ঐ সময় গগনতল হইতে মহোল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকার সহসা সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষস ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলজনক সমীরণ প্রবাহিত হইল। সূর্য্যদেব আর উত্তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। জলদজাল রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গোপ্রভৃতি পশু পক্ষী ও ব্রতপরায়ণ মুনিগণ শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূত সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন সূর্য্যের সহিত সমুদায় বিশ্ব উদ্ভ্রান্ত ও জরাবিষ্টের ন্যায় নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অস্ত্র তেজে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয় সকল সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীবজন্তুগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোন ক্রমেই শান্তি লাভে সমর্থ হইল না। ঐ সময় দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও সমীরণের তুল্য বেগশালী নানাবিধ শরনিকর প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অরাতিগণ মহাবীর অশ্বত্থামার [illegible] তুল্য সেই সমস্ত শর দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া অনলদগ্ধ পাদপের ন্যায় নিপতিত হইল। উন্নতকায় মাতঙ্গগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি অরণ্য মধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন ভীত চিত্তে অনবরত চীৎকার করত ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথ সকল কানন মধ্যে দাবানল দগ্ধ মহীরুহ শিখরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রথ ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ভগবান্ হুতাশন প্রলয়কালীন সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অশ্বত্থামার শর প্রভাবে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর অর্জ্জুন ও সমস্ত সৈন্যগণকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ঐ সময় ক্রোধভরে যেরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন; আমরা পূর্ব্বে আর কখন সেই রূপ অস্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

এইরূপে অশ্বত্থামার শরজাল দ্বারা সমুদায় সৈন্য নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় উহা প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই গাঢ়তর অন্ধকার নিরাকৃত ও দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। সুশীতল অনিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সেই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রতেজে [illegible] ও অনভিব্যক্ত রূপে নিহত নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ঘোর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া অক্ষত শরীরে পতাকা, ধ্বজ,রথ, অশ্ব,অনুকর্ষ ও আয়ুধের সহিত সুশোভিত এবং নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় অবলোকিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় সেনাগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে তেজঃসমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছিল; এক্ষণে ঐ বীর দ্বয়কে অক্ষত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। [illegible] কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে প্রফুল্ল চিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তেজঃপ্রতিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিত মনে মুহূর্ত্তকাল তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শোকাকুলিত চিত্তে বিষণ্ণ মনে দীর্ঘ

উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কার্ম্মুক পরিহার পূর্ব্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অহো ধিক্ সমুদায়ই মিথ্যা এই কথা বারংবার উচ্চারণ করত রণস্থল হইতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে নীরদশ্যামল বেদ বিভক্তা দেবী সরস্বতীর আবাস স্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দ্রোণতনয় মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দীন ভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, ভগবান্! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিষ্ফল হইল? কোন্ মায়া প্রভাবে বা আমার কোন ব্যতিক্রম হওয়াতে এই অস্ত্রশক্তির অনিয়ম ঘটিয়াছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। যাহা হউক, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কি অসুর কি গন্ধর্ব্ব কি পিশাচ কি রাক্ষস কি সর্প কি পক্ষী কি মনুষ্য কেহই উহা নিষ্ফল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু [illegible] মন্মথঘাতী [illegible] এই অক্ষৌহিণী [illegible] করিয়া [illegible] হই [illegible] পরায়ণ কৃষ্ণ [illegible] নিমিত্ত [illegible] বিনষ্ট [illegible] না। হে ভগবান্ [illegible] স্বরূপ [illegible], শ্রবণ করিতে [illegible] মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন [illegible] তাঁহারে কহিলেন, হে [illegible] বিস্ময় [illegible] আমার [illegible] জিজ্ঞাসা [illegible] পারিতেছি, শ্রব- [illegible] শ্রবণ [illegible] লোকদিগেরও [illegible] ধর্ম্মের [illegible] প্রতিম [illegible] কঠোর [illegible] পরিশুদ্ধ [illegible] প্রভাবে [illegible] তপঃপ্রভাবে [illegible] বিশ্বযোনি [illegible] কৃষ্ণকায় [illegible] মহাত্মা [illegible] প্রভু এবং [illegible] তিনি [illegible] জটাজুটধারী, [illegible] এবং [illegible] তিনি শুল, [illegible] অচিন্ত্য অনন্তবীর্য্য এবং [illegible]

হিরণ্যবর্ম্ম, পিণাক, বজ্র, শূল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অসি ও মুষলধারী। অহি, তাঁহার যজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাঘ্রাজিন, করে দণ্ড ও বাহুতে অঙ্গদ; তিনি সতত জীব সমূহে পরিবেষ্টিত, অদ্বিতীয় পুরুষ ও তপস্যার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্ট বাক্য দ্বারা সতত তাঁহারে স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, অগ্নি ও এই জগতের পরিমাণ। দুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাতা ব্রহ্মদ্বেষী নিহন্তা আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশোক ও নিষ্পাপ হইলে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন।

হে ভারদ্বাজতনয়! ভগবান্ নারায়ণ সেই তেজোনিধান অক্ষমালাধারী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়মান অন্ধক নিপাতক বিরূপাক্ষকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে সষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর ভক্তিভাবে তাঁহারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে আদিদেব! হে বরেণ্য! দেবগণেরও পূর্ব্বজ যে প্রজাপতিগণ এই বসুন্ধরা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার দেহসম্ভূত। তুমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, নর, সুপর্ণ প্রভৃতি বিবিধ জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার নিমিত্তই ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, সোম, ও পিতৃলোকেরা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উর্ব্বী, কাল, ব্রহ্মন্, [illegible]ণ, বেদ এবং চরাচর বিশ্ব তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তোমার প্রভাবে সলিল রাশি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত রহিয়াছে; [illegible] প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত একাকার হয়। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণীগণের এইরূপ উৎপত্তি ও সংহার অবগত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বপ্রকাশ [illegible] স্বরূপ মনোগম্য জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী পক্ষী, চতুর্বিধ বাক্যরূপ শাখাসম্পন্ন পিপ্পলবৃক্ষ এবং পঞ্চমহাভূত [illegible] বুদ্ধি এই সাত ও শরীর প্রতিপালক অন্য দশ ইন্দ্রিয় [illegible] রক্ষকের সৃষ্টি করিয়াছ; কিন্তু তুমি ঐ সমুদায় হইতে স্বতন্ত্র। অনন্তত্ব প্রযুক্ত অনির্দ্দেশ্য ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান [illegible] কালত্রয় তোমারই সৃষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্ত ভুবন ও বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। তুমি বিপক্ষেরও বিপক্ষ, এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর; বিপক্ষতাচরণ করিও না। তুমি বৃহৎ, প্রকাশস্বরূপা দুজ্ঞেয় ও আত্মা; লোকে তোমার তত্ত্ব অবগত হইয়া [illegible] প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে দেবপ্রধান! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বধর্ম্মবেদ্য; আমি তোমারে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বিকৃত না হইয়া আমারে আমার অভিলষিত নিতান্ত দুর্লভ বর প্রদান কর।

হে দ্রোণপুত্র! নারায়ণ, অচিন্ত্যাত্মা পিণাকপাণি নীলকণ্ঠকে এই রূপে স্তব করিলে তিনি তাঁহারে বর প্রদান করত কহিলেন, হে নারায়ণ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, উরগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, নর, রাক্ষস বা সুপর্ণগণ বিশ্ব মধ্যে কেহই তোমার পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাঙ্গনে আমা হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শস্ত্র কি বজ্র কি অগ্নি কি বায়ু কি আর্দ্র বস্তু কি শুষ্ক পদার্থ কি স্থাবর কি জঙ্গম দ্রব্য কিছুতেই তোমার ক্লেশোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভারদ্বাজতনয়! পূর্ব্বকালে হৃষীকেশ এই রূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বাসুদেব রূপে মায়া প্রভাবে সমুদায় জগন্মণ্ডল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। উনি সেই নারায়ণের তপঃ প্রভাব সঞ্জাত নরনামা মহর্ষি। ঐ দুই মহাত্মা অদ্য দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। উঁহারা লোকযাত্রা বিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামতে! তুমিও সেই কর্ম্ম এবং তপোবলে তেজ ও ক্রোধযুক্ত হইয়া রুদ্রদেবের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্ব জন্মে এক জন দেবতুল্য বিজ্ঞ ছিলে। তুমি এই জগৎকে মহেশ্বরময় জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রিয় চিকীর্ষায় নিয়ম দ্বারা আত্মারে পরিক্লিষ্ট এবং পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে অর্চ্চিত করিয়াছ। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পূজায় প্রীত হইয়া তোমারেও অভিমত উৎকৃষ্ট বর সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জন্ম, কর্ম্ম ও তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রূপ। তাঁহারা যেরূপ যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে সর্ব্বরূপ অবগত হইয়া সতত শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসম্ভূত ও রুদ্রভক্ত কেশব। উঁহাতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নিরন্তর বিদ্যমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভার্থ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ জানিয়া সতত অর্চ্চনা করেন; মহাত্মা বৃষভধ্বজও কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ প্রী[illegible] প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃষ্ণের [illegible] করা [illegible] কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় মহা[illegible] দ্রোণ[illegible] [illegible] সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া [illegible] কেশবকে মহান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলে[illegible] [illegible] পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি [illegible] অভিবাদন পূর্ব্বক সৈন্য মধ্যে প্রত্যাগত হই[illegible] [illegible] পাণ্ডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলে [illegible] বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য [illegible] অসংখ্য সেনা বিনাশ পূর্ব্বক [illegible] সমরাঙ্গনে আচার্য্য নিহত হওয়াতে [illegible] পরিসীমা রহিল না।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় [illegible] দ্যুম্ন কর্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডব ও [illegible] আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! [illegible] গণ রণপরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীপুত্র [illegible] ব্যাপার অবলোকন করিয়া [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! [illegible] সুনিশিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্র[illegible] পাবক সন্নিভ কোন পুরুষকে অ[illegible] করিলাম। তিনি শূল উত্তোলন [illegible] হইলেন, সেই সেই দিকের বিপ[illegible] তৎকালে সকলে বোধ করিল যে, [illegible] ভগ্ন হইতেছে। [illegible] বস্তুত আমি [illegible] শন সন্নিভ পু[illegible] পশ্চাৎভাগে অ[illegible] সৈন্যগণকে [illegible] করিয়াছি। [illegible] মহর্ষে [illegible] ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন শূলপাণি মহাপু[illegible] তিনি ভূতলে পদ স্পর্শ বা শূল পরি[illegible] তেজঃ প্রভাবে শূল হইতে সহস্র [illegible] লাগিল। ব্যাসদেব কহিলেন, হে [illegible] রুদ্রের নিদান স্বরূপ, সর্ব্বশরীরশা[illegible] লোকনিয়ন্তা, তেজোময়, দেবাদি[illegible] [illegible] দর্শন ক[illegible]

অর্জ্জুন ! সুরগণ সেই অবধি তাঁহার নিকট ... আছেন ; অদ্যাপি তাঁহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই।

পূর্ব্বকালে স্বর্গে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণের সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত তিনটী পুর ছিল। কমলাক্ষ, সুবর্ণময়, তারকাক্ষ রজতময় ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুর অধিকার করিত। দেবরাজ সমুদায় অস্ত্র দ্বারা ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাত্মা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে, প্রভো! এই ত্রিপুরবাসী অসুরত্রয় ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া লোককে নিরন্তর নিপীড়িত করিতেছে। হে দেবদেবেশ! আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে সমস্ত যজ্ঞীয় পশুগণ আপনার ভাগে নিয়োজিত হইবে।

হে অর্জ্জুন! দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ভূতভাবন দেবদিগের হিতার্থে তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং ত্রিপুর নিপতনার্থ গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে বংশধ্বজ, সসাগরা ধরিত্রীরে রথ, নাগেন্দ্র অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমারে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়াচলকে যূপ, তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত্র, চারি বেদকে চারি অশ্ব, উপবেদনিচয়কে কবিকা, সাবিত্রীরে প্রগ্রহ, ওঁকারকে প্রতোদ, ব্রহ্মারে সারথি, মন্দর পর্ব্বতকে গাণ্ডীব, বাসুকিরে জ্যা, বিষ্ণুরে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিরে শল্য, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবস্বতকে পুঙ্খ, চপলারে সিঞ্জিত ও সুমেরু পর্ব্বতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক এক অপ্রতিম ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সেই ব্যূহ মধ্যে স্থাণুর ন্যায় সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে যখন পুরত্রয় অন্তরীক্ষে একত্র মিলিত হইল তখন তিনি ত্রিপর্ব্বযুক্ত শরে উহা ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই ত্রিপুরবাণ ... হুতাশনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় সেই কালাগ্নি, বিষ্ণু ও সোমসংযুক্ত শল্য দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে পার্ব্বতী বালকরূপধারী মহাদেবকে ক্রোড় লইয়া সেই পথ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অবগত হইবার মানসে কহিলেন, হে দেবগণ! আমার ক্রোড়ে কে অবস্থান করিতেছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দৈবক্রমে সেই বালকের উপর অসূয়া পরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ ভূতনাথ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার বজ্রসংযুক্ত বাহু ... নন। পুরন্দর এইরূপে ... মহাদেবের ... স্তম্ভিত ... হইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মারে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অ... করি নাই, ... আমাদের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না ... অবলীলাক্রমে আমাদিগকে পুরন্দরের সহিত ... আমরা সেই বালকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট ... কারয়াছি।

... ব্রহ্মা দেবগণের ... সেই অমিততেজা বালকের ... ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে ... সেই ... চরাচর ... প্রভু ভগবান ... মহেশ্বর ... কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। ... পার্ব্বতীর ... যাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়াছ, ... বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন; ... নিকট গমন করি। ... তোমরা সকলে সেই ... সমর্থ ...

... ব্রহ্মা ... অনন্তর ... উৎকৃষ্ট ... হে দে... ভূতভাবেশ! ... পুরন্দরের ...

হে অর্জ্জুন ! ...

পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং তাঁহার যে ঘোরতর মূর্ত্তি আছে, তাহা ধারণ পূর্ব্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রতাপশালী এবং মাংস, শোণিত ও মজ্জা ভোজী বলিয়া রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! তুমি সংগ্রাম কালে যে পিণাকধারী দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সিন্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে কৃষ্ণ তাঁহারেই তোমার স্বপ্নে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ ভগবান্‌ই সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। তুমি যাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছ; তোমার নিকট সেই দেবদেবের ধন্য যশস্য আয়ুষ্য পরম পবিত্র বেদসম্মিত শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সর্ব্বার্থ সাধক সর্ব্বপাপ বিনাশন ভয়দুঃখ নিবারণ পবিত্র চতুর্ব্বিধ স্তোত্র শ্রবণ করে, সে সমুদায় শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া শিবলোক পূজিত হয়। যে মনুষ্য সর্ব্বদা যত্নবান হইয়া মহাত্মা মহাদেবের মঙ্গলপ্রদ সাংগ্রামিক দিব্য চরিত ও শতরুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণ পূর্ব্বক [illegible]রের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করেন। হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে গমন পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। জনার্দ্দন যাহার পার্শ্বস্থ মন্ত্রী ও রক্ষিতা, তাহার পরাজয় সম্ভাবনা কখনই নাই।

হে মহারাজ! পরাশর তনয় ব্যাসদেব সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। বেদাধ্যয়নে যে ফল এই দ্রোণ পর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল লাভ হয়। এই পর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণ- [illegible] এবং ক্ষত্রিয়গণ [illegible] [illegible] এবং [illegible] ও শূদ্রের [illegible] [illegible] হয় [illegible]

[illegible]

দ্রোণপর্ব্ব [illegible]

বিজ্ঞা[illegible]

আসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত ও মৃত বাবু [illegible]

আর একখানি মূল মহাভারত দৃষ্টে